



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
December 2024

"ব্রাহ্মণ জন্মের সমূহ স্মৃতি দ্বারা সমর্থ হয়ে সবাইকে সমর্থ বানাও"

আজ চতুর্দিকের সকল স্নেহী বাচ্চাকে স্নেহের মিষ্টি মিষ্টি স্মরণের ভিন্ন ভিন্ন বোল, স্নেহের মোতিমালা বাপদাদার কাছে অমৃতবেলার আগেই পৌঁছে গেছে। বাচ্চাদের স্নেহ বাপদাদাকেও স্নেহের সাগরে সমাহিত করে নেয়। বাপদাদা দেখেছেন প্রত্যেক বাচ্চার মধ্যে স্নেহের শক্তি অটুট। এই স্নেহের শক্তি সব বাচ্চাকে সহজযোগী বানাচ্ছে। স্নেহের আধারে সর্ব আকর্ষণ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আরও সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। এমন একটা বাচ্চাও তিনি দেখেননি যার বাপদাদা দ্বারা কিংবা বিশেষ আত্মাদের দ্বারা স্বতন্ত্র এবং অনুপম স্নেহের অনুভব হয়নি। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার ব্রাহ্মণ জীবনের আদিকাল স্নেহের শক্তির দ্বারাই হয়েছে। ব্রাহ্মণ জন্মের এই স্নেহের শক্তি বরদান হয়ে তোমাদের অগ্রচালিত করছে। তো আজকের দিন বাবা আর বাচ্চাদের বিশেষ দিন। প্রত্যেকে নিজের হৃদয়ে স্নেহের মোতির অনেক অনেক মালা বাপদাদাকে পরিয়েছে। তাছাড়া, শক্তির আজকের দিন মার্জ রয়েছে, কিন্তু স্নেহের শক্তি ইমার্জ রয়েছে। বাপদাদাও বাচ্চাদের স্নেহের সাগরে লাভলীন রয়েছেন।

আজকের দিনকে তোমরা স্মৃতি দিবস বলে থাকো। স্মৃতি দিবস শুধু ব্রহ্মা বাবার স্মৃতির দিবস নয় বরং বাপদাদা বলেন, আজ এবং সদা এটা যেন স্মরণে থাকে যে ব্রাহ্মণ জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই আদি থেকে এখনো পর্যন্ত কী কী স্মৃতি বাপদাদা তোমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেই স্মৃতির মালা স্মরণ করো, অনেক বড় মালা হয়ে যাবে। সর্বাপেক্ষা প্রথম স্মৃতি তোমাদের কী প্রাপ্ত হয়েছে? প্রথম পাঠ মনে আছে তো না! আমি কে! এই স্মৃতিই নতুন জন্ম দিয়েছে, বৃত্তি, দৃষ্টি স্মৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছে। এমন সব স্মৃতি স্মরণে আসতেই আধ্যাত্মিক খুশির ঝলক নয়নে, মুখে এসেই যায়। তোমরা স্মৃতি মনে করো আর ভক্তরা মালা জপ করে। অমৃতবেলা থেকে একটাও স্মৃতি যদি কর্মযোগী হওয়ার সময়ও স্মরণে থাকে তবে বারংবারের স্মৃতি সমর্থ স্বরূপ বানিয়ে দেয়, কেননা যেমন স্মৃতি তেমন যোগ্যতা আপনা থেকেই আসে। সেইজন্য আজকের দিনকে স্মৃতি দিন এবং সেইসঙ্গে সমর্থ দিন বলে থাকো তোমরা। ব্রহ্মা বাবা সামনে আসতেই, বাবার দৃষ্টি পড়তেই আত্মাদের মধ্যে শক্তি এসে যায়। সবাই অনুভাবী। সবাই তোমরা অনুভাবী তো না! হতে পারে তোমরা সাকার রূপে দেখেছ, অথবা অব্যক্ত রূপের পালনা দ্বারা পরিপালন হতে হতে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করে থাকো, সেকেন্দ্রে হৃদয় থেকে বাপদাদা বলার সাথে সাথেই শক্তি আপনা থেকেই এসে যায়। সেইজন্য সেই সমর্থ আত্মারা অন্য আত্মাদেরকে নিজের শক্তি দ্বারা সমর্থ বানাও। উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে তো না! বাপদাদা দেখেছেন যে চতুর্দিকে হীনবল আত্মাদের সমর্থ বানানোর উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালোই আছে।

শিবরাত্রির প্রোগ্রাম প্রচুর আডম্বর এবং জাঁকজমকের সাথে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সবার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে তো না! যাদের আগ্রহ আছে, যারা কেবল এই শিবরাত্রিতে চমৎকার করবে, তারা হাত উঠাও। এমন চমৎকারিষ্য যাতে হাস্যামা সমাপ্ত হয়ে যায়। যেন জয় জয়কার হয়ে যায় বাহ! বাহ সমর্থ আত্মারা বাহ! সব জোনে প্রোগ্রামের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে তো না! পাঞ্জাবও প্রস্তুতি নিয়েছে, তাই না! এটা ভালো। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মা, তৃষ্ণার্ত আত্মা, অশান্ত আত্মা, এমন সব আত্মাদের অন্তত এক ফোঁটা তো দিয়ে দাও। এতদসঙ্গেও তারা তোমাদের ভাই-বোন। সুতরাং নিজের ভাইদের প্রতি, নিজের বোনের প্রতি দয়া হয় না! দেখ, আজকাল পরমাত্মাকে বিপর্যয়ের সময় তারা স্মরণ করে ঠিকই, কিন্তু শক্তিকেও স্মরণ করে, যেমন দেবতাদের মধ্যেই গনেশ আছে, হনুমান আছে, তাছাড়া দেবতাদের বেশি স্মরণ করে, তো তারা কারা? তোমরাই তো না! প্রতিদিন তারা তোমাদের স্মরণ করে। তারা জোরে জোরে তোমাদের ডাকছে — হে কৃপালু, দয়ালু দয়া করো, কৃপা করো। সুখ শান্তির সামান্য এক ফোঁটা দাও। তোমাদের থেকে এক ফোঁটা পাওয়ার তৃষ্ণার্ত তারা, তো হে শক্তি, হে দেব! দুঃখী, তৃষ্ণার্ত আত্মাদের এই আওয়াজ তোমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না! পৌঁছাচ্ছে তো না? বাপদাদা যখন আহ্বান শোনে তখন শক্তিগণ এবং দেবগণকে স্মরণ করেন। তো দাদিরা ভালো প্রোগ্রাম প্রস্তুত করেছেন, বাবার পছন্দ হয়েছে। স্মৃতি দিবস তো সদাই রয়েছে কিন্তু তবুও আজকের দিন স্মৃতি দ্বারা সর্ব যোগ্যতা বিশেষভাবে প্রাপ্ত করেছে, এখন আগামীকাল থেকে শিবরাত্রি পর্যন্ত বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের বলেন যে এই বিশেষ দিন এটাই লক্ষ্য রাখো যে সর্বাধিক আত্মাদের এক ফোঁটা দেবে এবং মনসা দ্বারা, বাণী দ্বারা এবং সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা যে কোনো বিধিতে অবশ্যই বার্তা দিতে হবে। তোমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আছে তা সমাপ্ত করো। তোমরা বাচ্চারা ভাবো যে এখনো বিনাশের ডেট তো দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং যে কোনো সময় অভিযোগ সমাপ্ত করে দেবে, কিন্তু না, যদি এখন থেকে অভিযোগ শেষ না করবে

তবে এই অভিযোগও পারে যে তোমরা আগে কেন বলনি! আমরাও কিছু বানিয়ে দিতাম, এখন তো তারা শুধু অহো প্রভু বলবে। সেইজন্য তাদেরকেও অবিনাশী উত্তরাধিকারের কিছু ফোঁটা তো নিতে দাও। তাদেরও কিছু সময় দাও। এক ফোঁটাতে তৃষ্ণা নিবারণ তো করো, তৃষ্ণার জন্য এক ফোঁটাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তো এই প্রোগ্রামই আছে তো না! বাপদাদা কেবল সবুজ পতাকা দেখাচ্ছেন না বরং নাকাড়া বাজাচ্ছেন, হে তৃপ্ত আত্মারা আগামীকাল থেকে আত্মাদেরকে বার্তা দাও, বার্তা দাও। শিবরাত্রিতে বাবার বার্তাডেতে অন্তত মুখ মিষ্টি তো করো যে হ্যাঁ তারাও বার্তা পেয়ে গেছে। এই দিলখুশ মিষ্টি সবাইকে শোনাও, খাওয়াও। সাধারণ ভাবে শিবরাত্রি উদযাপন করো না, কিছু চমৎকার করে দেখাও। এই উৎসাহ উদ্দীপনা আছে তোমাদের? যারা প্রথম সারিতে (লাইনে) আছ তাদের আছে? প্রচুর আড্ডাশ্বর ও জাঁকজমক করো। তারা অন্তত এটা তো বুঝুক যে শিবরাত্রি কতটা মহত্বপূর্ণ ... আমাদের বাবার জন্মদিন, এটা শুনে তারা খুশি উদযাপন তো করুক!

বাপদাদা দেখেছেন যে অমৃতবেলায় মেজরিটির স্মরণ আর ঈশ্বরীয় প্রাপ্তির নেশা খুব ভালো থাকে। কিন্তু কর্মযোগীর স্টেজে অমৃতবেলার যে নেশা তাতে প্রভেদ হয়ে যায়। কারণ কী? কর্ম করাকালীন সোল কনসাস এবং কর্ম কনসাস দুইই থাকে। এর বিধি হলো, কর্ম করাকালীন আমি আত্মা, কোন আত্মা সেটা তো জানোই তোমরা, আত্মার যে বিভিন্ন স্বমান তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছে, সেরকম আত্মা করাবনহার হয়ে এই কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করাচ্ছি, এই সব কর্মেন্দ্রিয় কর্মচারী, কিন্তু কর্মচারীদের দ্বারা কর্ম করানো আমি করাবনহার, আমি স্বতন্ত্র। লৌকিকেও ডিরেক্টর নিজের সাথীদের দ্বারা, যারা সেবা করার নিমিত্ত তাদের দ্বারা সেবা করানোর সময়, ডাইরেকশন দেওয়ার সময়, ডিউটি করতে করতে সে কি ভুলে যায় আমি ডিরেক্টর? সুতরাং নিজেকে করাবনহার শক্তিশালী আত্মা, এটা উপলব্ধি করে কার্য করাও। এই আত্মা এবং শরীর, এক করণহার, আরেক করাবনহার এই স্মৃতি মার্জ হয়ে যায়। পুরানো বাচ্চারা, তোমাদের সবার জানা আছে যে ব্রহ্মা বাবা শুরুর কালে কী অভ্যাস করেছেন? একটা ডায়েরি দেখেছিলে তো, তাই না? সম্পূর্ণ ডায়েরিতে একই কথা - আমিও আত্মা, যশোদাও আত্মা, এই বাচ্চারাও আত্মা, আত্মা, আত্মা...সদা এই ফাউন্ডেশনের অভ্যাস করেছেন। সুতরাং এটাই প্রথম পাঠ আমি কে? এর বারংবার অভ্যাস প্রয়োজন। চেকিং প্রয়োজন, এমন নয় আমি তো আত্মাই। অনুভব করো আমি আত্মা করাবনহার হয়ে কর্ম করাচ্ছি। করণহার আলাদা, করাবনহার আলাদা। ব্রহ্মা বাবার আরেক অনুভবও তোমরা শুনেছ যে এই কর্মেন্দ্রিয় কর্মচারী। তো রোজ রাতের দরবার শুনেছ তো না! সুতরাং মালিক হয়ে এই কর্মেন্দ্রিয় রূপী কর্মচারীদের থেকে চাল-চলন জিজ্ঞাসা করেছ, করেছ না! তো যেমন ব্রহ্মাবাবা এই ফাউন্ডেশনের অভ্যাস খুব পাক্সা করেছেন, সেইজন্য যে বাচ্চারা লাস্টেও সাথে ছিল তারা কী অনুভব করেছিল? যে বাবা কার্য করার কালেও শরীরে থাকা সত্ত্বেও চলতে ফিরতে অশরীরী স্থিতি অনুভব হতো। হয়তো কর্মের হিসাব চুকাতে হয়েছে, কিন্তু সাক্ষী হয়ে, না স্বয়ং কর্মের হিসাবের বশ হয়েছেন, না অন্যকে কর্মের হিসাবনিকাশ চুকানোর অনুভব করিয়েছেন। তোমরা জানতে পেরেছ কি ব্রহ্মা বাবা অব্যক্ত হচ্ছেন! জানতে পারনি তো না! তো এক স্বতন্ত্র, সাক্ষী, অশরীরী হওয়ার অর্থাৎ কর্মাভীত স্টেজ বহুকাল ধরে অভ্যাস করেছেন তবেই অন্তেও সেই স্বরূপ অনুভব হয়েছে। বহুকালের এই অভ্যাস কার্যকরী। এমন ভেবো না যে অন্তে দেহভাব ছেড়ে দেব, না। বহুকালের অশরীরী ভাবের, দেহ থেকে পৃথক করাবনহার স্থিতির অনুভব প্রয়োজন। অন্তকাল হয় যুবা, নতুবা বুড়ো, অথবা নিরোগ কিংবা রোগী যে কোনও কারও জন্যই আসতে পারে। অতএব, সাক্ষীভাবের বহুকাল অভ্যাসের ক্ষেত্রে অ্যাটেনশন দাও। যতই প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসুক না কেন কিন্তু এই অশরীরী ভাবের স্টেজ সহজভাবে তোমাদের স্বতন্ত্র এবং বাবার প্রিয় বানায়। সেইজন্য বহুকাল শব্দকে বাপদাদা আন্ডারলাইন করাচ্ছেন। যাই হোক না কেন, সারাদিনে সাক্ষীভাবের স্টেজের, করাবনহারের স্টেজের, অশরীরী ভাবের স্টেজের অনুভব বারবার করো, তবেই অন্ত মতি ফরিস্তা তথা দেবতা হওয়া উচিত নিশ্চিত। বাবা সমান হতে চাও তো বাবা নিরাকার এবং ফরিস্তা, ব্রহ্মা বাবা সমান হওয়া অর্থাৎ ফরিস্তা স্টেজে থাকা। যেমন তোমরা সাকারের মধ্যে ফরিস্তা রূপ দেখেছ, কথাবার্তা শোনার সময়, বার্তালাপ করার সময়, ব্যবসা-বাণিজ্য করার সময় অনুভব করেছ বাবা শরীরে থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। কার্য পাশে সরিয়ে অশরীরী হওয়া, এটা তো অল্প সময়ের জন্য হতে পারে, কিন্তু কার্য করাকালীন সময় বের করে অশরীরী, পাওয়ারফুল স্টেজের অনুভব করতে থাকো। তোমরা সবাই ফরিস্তা, বাবার দ্বারা এই ব্রাহ্মণ জীবনের আধার নিয়ে বার্তা দেওয়ার জন্য সাকার রূপে কার্য করছ। ফরিস্তা অর্থাৎ দেহতে থেকে দেহের থেকে আলাদা এবং ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ এই এক্সাম্পল অসম্ভব নয়। দেখেছ, অনুভব করেছ। যারাই নিমিত্ত, হতে পারে এখন বিস্তার বেশি কিন্তু ব্রহ্মা বাবার যত নতুন নলেজ, নতুন জীবন, নতুন দুনিয়া বানানোর দায়িত্ব ছিল, এখন কারও ততটা নেই। তো সবার লক্ষ্য হলো ব্রহ্মা বাবা সমান হওয়া অর্থাৎ ফরিস্তা হওয়া। শিব বাবা সমান হওয়া অর্থাৎ নিরাকার স্থিতিতে স্থিত হওয়া। কঠিন কী? বাবা আর দাদার প্রতি ভালোবাসা আছে তো না! সুতরাং যার প্রতি ভালোবাসা আছে তাঁর সমান হওয়া, এমনকি যখন সংকল্পও রয়েছে - বাবা সমান হতেই হবে, তখন কোনও কিছু কঠিন নয়। শুধু বারবার

অ্যাটেনশন। সাধারণ জীবন নয়। যারা সাধারণ জীবন যাপন করে তারা সংখ্যায় অনেক রয়েছে। বড়- বড়ো কার্য করার জন্যও অনেক রয়েছে। কিন্তু তোমাদের মতো কার্য, তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মারা ব্যতীত অন্য কেউ করতে পারে না।

সুতরাং আজ স্মৃতি দিবসে বাপদাদা বরদান দিচ্ছেন সমতায় সমীপে এসো, সমীপে এসো, সমীপে এসো। সবাই সীমাবদ্ধতার অবলম্বন, সেটা সংকল্প হোক বা বোল অথবা কর্ম কিংবা সম্বন্ধ সম্পর্কের সীমাবদ্ধতার যে কোনো অবলম্বনই হোক, নিজের মনের তরীকে এই সীমিত অবলম্বন থেকে মুক্ত করে দাও। জীবনে থেকে মুক্ত - জীবনমুক্তির এমন অলৌকিক অনুভব এখন থেকে বহু সময় ধরে করো। আচ্ছা।

চতুর্দিকের বাচ্চাদের থেকে বাবা অনেক পত্র পেয়েছেন এবং যারা মধুবনের তাদের ক্রোধমুক্ত হওয়ার রিপোর্ট, সমাচারও বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। তোমাদের সাহসের জন্য বাপদাদা খুশি, আর আগামী সময়ে মুক্ত থাকার জন্য সহন শক্তির কবচ পরে থেকো, তো যতই কেউ চেষ্টা করুক কিন্তু তোমরা সদাই সেফ থাকবে।

এমন সর্ব দূঢ় সংকল্পধারী, সদা স্মৃতিস্বরূপ আত্মাদের সদা সর্ব যোগ্যতাকে প্রয়োজনের সময় কার্যে প্রয়োগ করে এমন বিশেষ আত্মাদের, সদা সর্ব আত্মাদের জন্য করুণাকর আত্মাদের, সদা বাপদাদা সমান হওয়ার সংকল্পকে সাকার রূপে যারা নিয়ে আসে এমন খুব খুব খুব প্রিয় এবং স্বতন্ত্র বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

ডবল ফরেনার্স - ডবল ফরেনার্স- এর ডবল নেশা আছে। কেন ডবল নেশা আছে? কারণ, তারা মনে করে, আমাদের মতো বাবা দূরদেশের তো না, আমরাও তো দূরদেশ থেকেই এসেছি। বাপদাদা ডবল বিদেশি বাচ্চাদের একটা বিশেষত্ব দেখেছেন যে দীপ থেকে দীপ জ্বালিয়ে অনেক দেশে বাপদাদার জাগ্রত সমূহ দীপকের দেওয়ালি উদযাপন করেছে। এমনকি, এখনও বাপদাদা শুনেছেন যে কত দেশের এসেছে! (৩৫) এই টার্নে ৩৫টা দেশ থেকে বাচ্চারা এসেছে। আর বাইরে কত হবে? তো ডবল বিদেশিদের বার্তা দেওয়ার প্রবল আগ্রহ আছে! বাপদাদা দেখেছেন যে প্রতিটা গ্রুপে ৩৫- ৪০টা দেশের বাচ্চারা থাকে। অভিনন্দন! সদা নিজেও উড়তে থাকো এবং ফরিস্তা হয়ে উড়তে উড়তে বার্তা দিতে থাকো। এটা ভালো, বাপদাদা কেবল ৩৫ দেশের তোমাদের দেখেছেন না অন্য দেশের তাদেরকেও তোমাদের সাথে দেখেছেন। তো তোমরা নম্বর ওয়ান বাবা সমান হতে চলেছ তো না! নম্বর ওয়ান নাকি নম্বর অনুক্রমিক হতে চলেছ? নম্বর ওয়ান? নম্বরক্রম নয়? নম্বর ওয়ান হওয়া অর্থাৎ যারা সবসময় উইন করে। যারা উইন করে তারা ওয়ান হয়। তোমরা এরকমই তো না? খুব ভালো। তোমরা বিজয়ী আর সদা বিজয়ী হয়েই তোমরা থাকো। আচ্ছা, যেখানে যেখানে যাবে সেখানে অন্য সবাইকে এই স্মৃতি জাগিয়ে দাও যে সব ডবল ফরেনারকে ওয়ান নম্বর হতে হবে। আচ্ছা - সবাইকে স্মরণ দিও। আর তোমরা এখানে শিবরাত্রি উদযাপন করছ, কিন্তু বার্তা দিতে পারো তো না! সুতরাং সংখ্যায় তোমরা যত আছ তার ডবল সংখ্যা পরের সিজনে হতেই হবে। হবে তো না! হতেই হবে।

আচ্ছা - বাপদাদা সব মাতাকে গৌপালের প্রিয় মাতাদের হৃদয়ের অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন এবং পান্ডব, তারা ইউথ হোক বা প্রবৃতির, পান্ডব সদা পান্ডবপতির সাথী থেকেছে, এমন সাথী পান্ডবদেরও বাপদাদা অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। টিচার্স ভাবছে বাবা আমাদের দেখেছেন না, তিনি দেখেছেন।

দাদিজীর সাথে - আজকের দিন কী স্মরণে আসে? উইল পাওয়ার পেয়েছ তো না! উইল পাওয়ারের বরদান রয়েছে। খুব ভালো পার্ট প্লে করেছে, এর জন্য অভিনন্দন। তোমার জন্য সবার অনেক আশীর্বাদ আছে। তোমাকে দেখেই সবাই খুশি হয়ে যায় তুমি কিছু বলো বা নাই বলো। তোমার যদি কিছু হয় না তাহলে সবাই এমন ভাবে যেন তাদেরই হচ্ছে। এতটাই ভালোবাসা রয়েছে। সবার আছে। (আমারও সবার প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে) সবার প্রতিই তো ভালোবাসা আছে। এই ভালোবাসাই সবাইকে চালনা করেছে। ধারণা কম হোক বেশি হোক, কিন্তু ভালোবাসাই চালাচ্ছে। খুব ভালো।

ঐশু দাদির সাথে - ইনিও তাঁর হিসাব চুকিয়ে দিয়েছেন। (ঐশু দাদি পড়ে গিয়ে তাঁকে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল) এটা কোনো ব্যাপার না। এনার সহজ পুরুষার্থ, সহজে হিসাব চুকে গেছে। শুয়ে থাকার সময়ই এটা সহজে হয়ে গেছে, বিষ্ফুর মতো তোমার আরাম প্রাপ্ত হয়েছে। আচ্ছা। তবুও তুমি সাকার দিন থেকে এখনো পর্যন্ত যন্ত রক্ষক হয়েছে। যন্ত রক্ষক হওয়ার অনেক আশীর্বাদ থাকে।

সব দাদি বাপদাদার অনেক অনেক সমীপে আছেন। সমীপ রত্ন তাঁরা। আর সবার কাছে দাদিদের মূল্য আছে। সংগঠনও

ভালো। তোমরা সব দাদির সংগঠন এত বছর ধরে যজ্ঞের রক্ষা করেছ এবং করতেও থাকবে। এই একতা সব সফলতার
আধার। (বাবা মধ্যখানে আছেন) বাবাকে তোমরা মধ্যখানে রেখেছ, এটা খুব ভালো অ্যাটেনশন দিয়েছ। আচ্ছা।
তোমরা সবাই ঠিক আছ।

বরদান:- সর্ব সস্বন্ধের দ্বারা এক বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে সহজ পুরুষার্থী ভব
বাবা স্বয়ং সাথে দায়িত্ব পরিপূর্ণ করার অফার করছেন। যেমন সময় তেমন সস্বন্ধ দ্বারা বাবার সাথে
থাকো আর সাথী বানাও। যেখানে সদা সাথও আছে এবং সাথীও আছেন, সেখানে কোনো মুশকিল হতে
পারে না। যদি কখনও নিজেকে একলা অনুভব করো তবে সেই সময় বাবার বিন্দু রূপ স্মরণ ক'রো না,
সমূহ প্রাপ্তির লিস্ট সামনে আনো, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মনোরম অনুভবের কাহিনী স্মৃতিতে নিয়ে এসো, সর্ব
সস্বন্ধের রস অনুভব করো তবে পরিশ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে এবং সহজভাবে পুরুষার্থী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বহরুপী হয়ে মায়ার বহরুপ যদি পরখ করে নাও তবে মাস্টার মায়াজিৎ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading
9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light
Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid
2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent
1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent
1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid
2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent
1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1
Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent
2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List
Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium
Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid
1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent
3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent
4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent
4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful
Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light
Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2
Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful
Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light
Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2
Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful
Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle
Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের নিজেদের আত্মা রূপী দীপকের দেখাশোনা নিজেদেরকেই করতে হবে, মায়ার তুফান থেকে বাঁচার জন্য জ্ঞান-যোগের ঘৃত অবশ্যই চাই"

*প্রশ্নঃ - কোন পুরুষার্থ গুপ্ত বাবার থেকে গুপ্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করিয়ে দেবে?

*উত্তরঃ - অন্তর্মুখ অর্থাৎ চুপ থেকে বাবাকে স্মরণ করো, তো গুপ্ত উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়ে যাবে। স্মরণে থাকাকালীন শরীর ছাড়লে তো খুবই ভালো, এতে কোনো কষ্ট হয় না। স্মরণের সাথে সাথে জ্ঞান-যোগের সার্ভিসও করতে হবে, আর তা যদি করতে না পারো, তবে কর্মণা সেবা সেবা করো। অনেককে সুখ প্রদান করলে তো আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবেই। কথাবার্তা এবং ব্যবহারও অত্যন্ত সাত্বিক চাই।

*গীতঃ- দুর্বলের সঙ্গে লড়াই বলবানের.....

ওম্ শান্তি । বাবা বুঝিয়েছেন যে, যখনই তোমরা এইরকম গীত শুনবে, তখন প্রত্যেকেই এর উপরে বিচার সাগর মন্বন করবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, যখন কেউ মারা যায়, তখন সেই আত্মার উদ্দেশ্যে ১২ দিনের জন্য প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়। তোমরাও এখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং নিজেদের আত্মারূপী প্রদীপের জ্যোতিকে সর্বদা দীপ্তমান রাখতে পুরুষার্থ করছো। এই পুরুষার্থ তারাই করবে যারা মালায় আসবে। প্রজারা এই মালায় আসতে পারবে না। বিজয় মালাতে প্রথমে আসার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। কখনও যেন মায়ারূপী বিড়াল তুফান লাগিয়ে কুকর্ম না করিয়ে দেয়, যার ফলস্বরূপ আত্মারূপী প্রদীপ নিভে যায়। এখন এতে জ্ঞান আর যোগ এই দুই শক্তি চাই। যোগের সাথে জ্ঞানও জরুরী। প্রত্যেককে নিজের দীপককে রক্ষা করতে যত্নশীল হতে হবে। অন্তিম সময় পর্যন্ত পুরুষার্থ চলতেই থাকবে। রেস (প্রতিযোগিতা) চলতে থাকলে তো খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যে - কখনো যেন আত্মার জ্যোতি কম না হয়ে যায়, নিভে না যায়। এইজন্য যোগ আর জ্ঞানের ঘৃত প্রতিদিন ঢালতে হবে। যোগবলের শক্তি নেই তো দৌড়াতেও পারবে না। পিছনে থেকে যাবে। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে পড়াশোনা করা হয়, যদি কোনো ছাত্র কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ভালো না হয়, সে তখন অন্যান্য বিষয়ের উপরে বিশেষ মনোযোগ দেয়। এখানেও একইরকম। স্কুল সেবার বিষয়ও খুব ভালো। অনেকের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। কোনো কোনো বাচ্চা জ্ঞানদানের সেবা করে। দিন দিন সেবার বৃদ্ধি হতে থাকে। কোনো কোনো ধনী ব্যক্তির ৬-৮ টি দোকানও থাকে। সব দোকানে একইরকম বেচাকেনা চলেনা। কোনো দোকানে কম গ্রাহক সংখ্যা আবার কোনো দোকানে বেশী। তোমাদেরও একদিন সেই সময় আসবে, যখন রাতে ঘুমানোর সময় পাবেনা। সবাই জেনে যাবে যে জ্ঞানের সাগর বাবা এসেছেন জ্ঞানরত্ন দিয়ে আমাদের বুদ্ধিরূপী পাত্রকে ভরপুর করতে। সেই সময় কতই যে বাচ্চার আগমন হবে সে কথা আর জিজ্ঞাসা করোনা। যখন কোনো দোকানে খুব কম দামে ভালো জিনিস পাওয়া যায়, সাধারণ ক্রেতারা পরস্পরকে তা শোনায়ে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে, এই রাজযোগের শিক্ষা খুবই সহজবোধ্য। যখন প্রত্যেকে এ বিষয়ে জেনে যাবে যে, এখানে জ্ঞানরত্ন পাওয়া যায়, তখন তারা আসতেই থাকবে। তোমরা এই জ্ঞান এবং যোগের সার্ভিস করে থাকো। যারা এই জ্ঞান ও যোগের সেবা করতে অক্ষম, তারা কর্মণা সার্ভিস করেও মার্কস নিতে পারে। সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে। সবাই সবাইকে সুখ দিতে হয়। এট হলো খুবই সম্ভা খনি। এ হলো অবিনাশী হীরে জহরতের খনি। তারা ৮ রত্নের মালা বানায় এবং পূজাও করে, কিন্তু তারা এটা জানেনা যে, এ কাদের মালা।

তোমরা বাচ্চারাই জানো যে, কিভাবে আমরা পূজ্য থেকে পূজারী হই। এই বড়ই ওয়াল্ডারফুল নলেজ, যা পৃথিবীতে আর কেউই জানেনা। এখন তোমাদের অর্থাৎ লাকি স্টারদের এই নিশ্চয় রয়েছে যে, আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম, এখন নরকের মালিক হয়ে গেছি, স্বর্গের মালিক হবো তো পুনর্জন্মও সেখানেই নেবো। এখন আমরা পুনরায় স্বর্গের মালিক হচ্ছি। শুধুমাত্র তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই এই সঙ্গম যুগের বিষয়ে জানা আছে। অন্য দিকে সমগ্র পৃথিবীতে হলো কলিযুগে। যুগ তো হলো আলাদা আলাদা তাই না! সত্যযুগে থাকলে পুনর্জন্ম সত্যযুগেই নেবে। এখন তোমরা রয়েছে সঙ্গম যুগে। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এখন শরীর ত্যাগ করে তবে সংস্কার অনুসার এখানেই এসে জন্মগ্রহণ করবে। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সঙ্গম যুগের। তারা, শূদ্রা হলো কলিযুগের। কেবলমাত্র সঙ্গম যুগেই তোমরা এই নলেজ প্রাপ্ত করো। তোমরা বি. কে. জ্ঞান গঙ্গার প্রাণিক্যালে এখন সঙ্গম যুগে রয়েছে। এখন তোমাদেরকে রেস করতে হবে। দোকান সামলাতে হবে। জ্ঞান-যোগের ধারণা না হলে তো দোকান সামলাতে পারবে না। সেবার প্রত্যর্পণ (রিটার্ন) তো বাবা-ই

দেবেন। যখন কোনো মহাযজ্ঞ রচনা করা হয়, তো বিভিন্ন ধরনের ব্রাহ্মণরা সেখানে আসে। তাদের মধ্যে কারোর দক্ষিণা বেশি, কারোর কম হয়। এখন পরমপিতা পরমাত্মা এই রুদ্র জ্ঞানযজ্ঞ রচনা করেছেন। আমরাই হলাম ব্রাহ্মণ এবং আমাদের ধান্ধাই হলো মানুষকে দেবতা বানানো। আর কোনো যজ্ঞে কেউ বলবে না যে আমি মনুষ্য থেকে দেবতা হতে চলেছি। এখন এটাকে রুদ্র জ্ঞানযজ্ঞ বা পার্শ্বশালাও বলা হয়ে থাকে। জ্ঞান এবং যোগের দ্বারাই প্রত্যেক বাচ্চা দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্ত করে। বাবা রায়ও দেন যে, তোমরা পরমধাম থেকে বাবার সাথে এসেছো। তোমরা বলবে যে, আমরা হলাম পরমধাম নিবাসী। এই সময় আমরা বাবার শ্রীমতানুসারে স্বর্গের স্থাপনা করছি। যে স্থাপনা করবে, সে অবশ্যই মালিক হবে। তোমরা জানো যে, এই পৃথিবীতে আমরা হলাম অভিভাগ্যশালী, জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা আর জ্ঞান নক্ষত্র। রচয়িতা হলেন জ্ঞানের সাগর। ঐ সূর্য, চন্দ্র, তারা হলো স্কুলাকার বিশিষ্ট। তাদের সাথেই আমাদের তুলনা করা হয়েছে। সেই অনুসারে আমরাও আবার জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান চন্দ্রমা আর জ্ঞান নক্ষত্র হবো। আমাদেরকে এইরকম যিনি বানাচ্ছেন তিনি হলেন - জ্ঞানের সাগর। নাম তো সেটাই হবে তাইনা। জ্ঞান সূর্য অথবা জ্ঞান সাগরের আমরা হলাম বাচ্চা। তিনি তো এখানকার নিবাসী নন। বাবা বলেন, আমি আসি তোমাদেরকে নিজের সমান তৈরী করতে। জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান নক্ষত্র তোমাদেরকে এখানেই হতে হবে। তোমরা বুঝে গেছো যে আমরাই ভবিষ্যতে পুনরায় এখানেই স্বর্গের মালিক হবো। সবকিছুই নির্ভর করছে পুরুষার্থের উপরে। আমরা হলাম মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী ওয়ারিয়র্স। তারা তো মনকে বশ করার জন্য হঠযোগ ইত্যাদি করে। তোমরা তো হঠযোগ ইত্যাদি করোনা। বাবা বলেন, তোমাদেরকে কোনো পরিশ্রমাদি করার দরকার নেই, কেবল বলি যে, তোমাদেরকে আমার কাছে আসতে হবে তাই আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা আমি তোমাদেরকে নিতে এসেছি। এইরকম আর অন্য কোনো ব্যক্তি বলতে পারেনা। হয়তো নিজেদেরকে ঈশ্বর বলে পরিচয় দেয় কিন্তু নিজেদেরকে গাইড বলে পরিচয় দিতে পারেনা। বাবা বলেন, আমিই হলাম মুখ্য পান্ডা, কালেরও কাল। সার্বিক সত্যবানের গল্প আছে না! তার ভালোবাসা ছিলো ব্যক্তি (শরীর) কেন্দ্রিক। তাই সে দুঃখী হয়েছিল। তোমরা তো সদা খুশীতে থাকো। আমি তোমাদের আত্মাদেরকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবো, তোমরা কখনো দুঃখী হবেনা। তোমরা এখন জেনে গেছো যে, আমাদের বাবা এসেছেন আমাদেরকে সুইট হোমে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যাকে মুক্তিধাম, নির্বাণধাম বলা হয়। তিনি বলেন, আমি হলাম সকল কালেরও কাল। সেই কাল তো একটি আত্মাকে নিয়ে যায়, আমি তো হলাম অনেক বড় কাল। ৫ হাজার বছর আগেও আমি গাইড হয়ে সবাইকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সজন সজনীদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যান, তাই তাঁকে স্মরণ তো করতেই হবে!

তোমরা জেনে গেছো যে, এখন আমরা পড়াশোনা করছি, পুনরায় এখানেই আসবো। প্রথমে তোমরা সুইট হোমে ফিরে যাবে তারপর তোমরা পুনরায় নিচে নেমে আসবে। তোমরা বাচ্চারা হলে স্বর্গের নক্ষত্র। পূর্বে তোমরা নরকের নক্ষত্র ছিলে। তোমরা বাচ্চারাই হলে তারা; নব্ব্বরক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদেরকেই লাকি স্টার বলা হয়। ঠাকুরদাদার সম্পত্তি তোমাদের প্রাপ্ত হয়। এই খনি হলো বড়ই জবরদস্ত আর এই খনি একবারের জন্যই উন্মুক্ত হয়। সেখানে তো অনেক রকমের ভিন্ন ভিন্ন খনি থাকে যেগুলি সর্বদা উন্মুক্ত অবস্থাতেই থাকে। যদি তোমরা সেগুলিকে খুঁজতে থাকো, তোমরা অনেক খুঁজে পেয়ে যাবে। এখানে তো কেবলমাত্র একটি বারের জন্য একটাই খনি প্রাপ্ত হয়, তাও আবার অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের। সেখানে তো পুস্তক অনেক আছে, কিন্তু তাদেরকে রত্ন বলা যায়না। বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। এ হলো অবিনাশী জ্ঞানরঞ্জের নিরাকারী খনি। এই রত্ন দিয়েই আমরা আমাদের বুদ্ধিরপী পাত্রকে ভরপুর করি। বাচ্চারা তোমাদের তো খুশি হওয়া উচিত। প্রত্যেকের এই নেশা বা গর্বও থাকে। কোনো দোকান যদি খুব ভালো চলে তো তার নামও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এখানে প্রজাও বানানো হচ্ছে তো উত্তরাধিকারীও বানানো হচ্ছে। এখানেই তোমরা তোমাদের বুদ্ধিরপী পাত্রকে রত্ন দিয়ে ভরপুর করে পুনরায় অন্যদের দান করে থাকো। পরমপিতা পরমাত্মা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর, যিনি জ্ঞান রত্ন দিয়ে আমাদের বুদ্ধির পাত্রকে ভরপুর করে দেন। বাকি ওই সমুদ্র নয় যেটা দেখানো হয়েছে যে রঞ্জের থালা ভরপুর করে দেবতাদের প্রদান করে। ওই সাগর থেকে তো তোমরা কোনো রত্ন প্রাপ্ত করতে পারো না। এখানে জ্ঞানরঞ্জের কথা বলা হচ্ছে। ড্রামা অনুসারে পুনরায় তোমাদের রঞ্জের খনি গুলি প্রাপ্ত হয়। সেখানে তো অনেক অনেক হিরে জহরত থাকবে, যার দ্বারা পুনরায় ভক্তি মার্গে মন্দির তৈরি করবে। আর্থকোয়েক ইত্যাদি হওয়ার কারণে সবকিছুই ভূপৃষ্ঠের অন্দরে চলে যায়। সেখানে মহলাদি তো অনেক অনেক তৈরি হয়, কেবল একটাই নয়। এখানেও তো রাজাদের মধ্যেও অনেক কম্পিটিশন হয়ে থাকে। তোমরা জানো যে কল্প পূর্বে যেরকম মহলাদি তৈরি হয়েছিল, সেই রকমই পুনরায় হবে। সেখানে তো খুব সহজেই মহলাদি তৈরি হয়ে যাবে। সায়েন্স অনেক কাজে আসবে। কিন্তু সেখানে 'সায়েন্স' এই শব্দটি থাকবে না। 'সায়েন্স'- কে হিন্দি (বা বাংলায়) 'বিজ্ঞান' বলা হয়। আজকাল তো "বিজ্ঞান ভবন"-ও নাম রেখে দেয়। এই শব্দটির সাথে জ্ঞানের মিল পাওয়া যায়। জ্ঞান আর যোগকে 'বিজ্ঞান' বলা হয়। জ্ঞান থেকে রত্ন প্রাপ্ত হয়, এবং যোগের দ্বারা আমরা এভারহেল্ডি হয়ে যাই। এ হলো জ্ঞান এবং যোগের নলেজ, যার দ্বারা পুনরায় বৈকুণ্ঠ বড়

বড় ভবন তৈরি হবে। এখন আমরা এই সমস্ত নলেজকে জানি। তোমরা জানো যে, এখন তোমরাই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছো। তোমাদের এই দেহের সাথে কোনো মমত্ব যেন না থাকে। আমি আত্মা এই শরীরকে ছেড়ে স্বর্গে গিয়ে নতুন শরীর ধারণ করবো। সেখানেও জানবে যে, এক পুরানো শরীর ছেড়ে নতুন শরীর নেবো। সেখানে কোনো দুঃখ বা শোক থাকবেনা। নতুন শরীর নিলে তো ভালই হয়। বাবা আমাদেরকে একইরকম তৈরি করছেন, যেরকম কল্প পূর্বেও তৈরি করেছিলেন। আমরা এখন মানব থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছি। একইরকমভাবে কল্পপূর্বেও যেমন অনেক ধর্ম ছিল, এখনও তেমনই আছে। গীতাতে এসব কিছুই লেখা নেই। বলা হয় যে, ব্রহ্মার দ্বারাই আদি সনাতন ধর্মের স্থাপনা হয়েছিল। অনেক ধর্মের বিনাশ কিভাবে হয় সেটাও তোমরা এখন বুঝে গেছো। এখন স্থাপনার কার্য চলছে। বাবা আসেন তখনই, যখন দেবী-দেবতা ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পেয়ে যায়। পুনরায় পরম্পরা কিভাবে চলবে? এ তো খুবই সহজ বিষয়। বিনাশ কিসের হয়েছিল? অনেক ধর্মের। তো এখন অনেক ধর্ম আছে, তাইনা! এই সময় হলো অন্তের সময়। এই সমগ্র জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধির মধ্যে থাকা চাই। এরকম তো নয় যে, শিববাবাই সবকিছু বোঝাচ্ছেন; এই বাবা কি কিছুই বলছেন না? এঁনারও পাট রয়েছে। ব্রহ্মার শ্রীমং এরও গায়ন রয়েছে, কৃষ্ণের জন্য তো শ্রীমং বলা হয় না। সেখানে তো সবকিছুই সুন্দর হয়। সেখানে তো তাদের মতের কোনো প্রয়োজন হয় না। এখানে তো তোমরা ব্রহ্মা বাবারও মত প্রাপ্ত করছো। সেখানে তো যথা রাজা-রানী, তথা প্রজা, সকলেরই শ্রেষ্ঠ মত হবে। নিশ্চয়ই পূর্বে কেউ তাদের এই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। দেবতারাই হলেন শ্রীমতাবলম্বী। শ্রীমতের দ্বারাই স্বর্গ রচনা হয়। অসুরের মত থেকে নরক রচিত হয়। শ্রীমং হলো শিবের। এসমস্তই সহজে বোধগম্য হওয়ার মতো কথা। শিববাবার এইসব হলো দোকান। আমরা বাচ্চারা সেগুলিকে পরিচালনা করি। যে বাচ্চা ভালোভাবে দোকানকে পরিচালনা করে তার নাম হয়। যে রকম ভাবে লৌকিক দোকানের ক্ষেত্রে হয়। কিন্তু সেই ব্যবসা তো কোনো ধনী ব্যক্তির করতে পারে। ব্যবসা তো সবাই করতে পারে। ছোট বাচ্চাও জ্ঞান আর যোগের ব্যবসা করতে পারে। শান্তি আর সুখধাম, ব্যস্, বুদ্ধিতে এগুলি স্মরণ করতে হবে। তারা তো রাম রাম বলে। এখানে চুপ থেকে স্মরণ করতে হয়। কিছু বলতে হয়না। শিবপুরী, বিষ্ণুপুরী হলো খুব সহজ কথা। সুইট হোম, সুইট রাজধানী স্মরণে আছে? তারা তো স্থূল মন্ত্র প্রদান করে। এখানে হলো সূক্ষ্ম মন্ত্র। অতি সূক্ষ্ম স্মরণ। কেবলমাত্র এই স্মরণ করলেই আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবো। যপ আদি কিছু করতে হয় না। কেবলমাত্র স্মরণ করতে হয়। কোনও আওয়াজের প্রয়োজন হয় না। গুপ্ত বাবার থেকে গুপ্ত উত্তরাধিকার চুপ থেকে অন্তর্মুখী হলে তবেই আমরা প্রাপ্ত করতে পারি। এইরকমই স্মরণে থাকাকালীন শরীর ছেড়ে দিলে তো খুবই ভালো ব্যাপার। কোনো পরিশ্রম হয় না। যাদের স্মরণ স্থায়ী হয় না তারা নিজের অভ্যাস করো। সবাইকে বলো যে বাবা বলেছেন, "আমাকে স্মরণ করো তাহলেই অন্তিম কালে যেমন মতি, তেমনই গতি হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয় আর আমি স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। বুদ্ধিযোগ শিববাবার সাথে লাগানো তো খুব সহজ। এখানে তো সব প্রকারের সর্বকতা অবলম্বন করতে হয়। সত্যোপধান হতে হলে, তবে সাত্ত্বিক হতে হবে - আচার ব্যবহার সাত্ত্বিক, কথাবার্তা সাত্ত্বিক। এ হলো নিজের সাথে কথা বলা। সাত্ত্বিক সাথে ভালোবাসার সাথে কথা বলতে হয়। গান আছে না - "প্রিয় প্রিয় (পিয়ু = প্রিয়তম) বোল, সদা অনমোল...."।

তোমরা হলে রূপ-বসন্ত। আত্মা রূপ হয়ে ওঠে। জ্ঞানের সাগর হলেন বাবা, তাই অবশ্যই এসে জ্ঞান শোনাবেন। তিনি বলেন যে, আমি একবারই এসে শরীর ধারণ করি। এ কম জাদু নয়। বাবাও হলেন রূপ বসন্ত। কিন্তু নিরাকার তো কথা বলতে পারে না। এইজন্য শরীর ধারণ করতে হয়। কিন্তু তিনি পুনর্জন্মে আসেন না। আত্মারা তো পুনর্জন্ম এসে থাকে।

তোমরা বাচ্চারা বাবার উপরে সমর্পিত হয়ে যাও। তাই বাবা বলেন যে, পুনরায় কারো সাথে মমত্ব রেখো না। নিজের বলে কিছু মনে করো না। মমত্ব সমাপ্ত করার জন্য বাবা যুক্তি বলে দেন। প্রতি কদমে বাবার কাছ থেকে রায় নিতে হবে। মায়া এমনই, যে আঘাত করে। এটা একদম বস্ত্রিংয়ের মতো। অনেক আঘাত খেয়েও পুনরায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লিখতে থাকে বাবা মায়া খাপ্পড় লাগিয়ে দিয়েছে, মুখ কালো করে দিয়েছে। যেন মনে হয় চারতলা থেকে পড়ে গেছি। ক্রোধ করলে তো তিনতলা থেকে পড়ে যাবে। এ হলো অনেক বোঝার বিষয়। এখন দেখো, বাচ্চারা টেপ-রেকর্ডার মেশিনের জন্য প্রার্থনা করে। বাবা টেপ-রেকর্ডার মেশিন দাও, তাহলে আমরা ভালোভাবে মুরলী শুনতে পাবো। এরও ব্যবস্থা করা হচ্ছে। অনেকে শুনলে তো অনেকেরই বুদ্ধির দরজা খুলে যাবে। অনেকের কল্যাণ হবে। যখন কোনো ব্যক্তি কলেজ খোলে, তো পরবর্তী জন্মে তার অনেক বিদ্যা প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন, টেপ-রেকর্ডার মেশিন ক্রয় করো, তো অনেকেই এর থেকে লাভান্বিত হয়ে যাবে। আত্মা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য নিজের উপর খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজের খাদ্য-পানীয়, কথাবার্তা, আচার ব্যবহার সবকিছুতেই পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। বাবার সমান রূপ-বসন্ত হতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জের খনি থেকে নিজের বুদ্ধিরূপী পাত্রকে ভরপুর করে অপার খুশিতে থাকতে হবে আর অন্যদেরকেও এই রঞ্জের দান দিতে হবে।

বরদানঃ:- নষ্টমোহ হয়ে দুঃখ-অশান্তির নাম লক্ষণকে সমাপ্তকারী স্মৃতি স্বরূপ ভব যে সদা এক-এর স্মৃতিতে থাকে, তার স্থিতি একরস হয়ে যায়। একরস স্থিতির অর্থ হল একের সাথে সর্ব সম্বন্ধ, সর্ব প্রাপ্তির রস অনুভব করা। যে বাবাকে সর্ব সম্বন্ধ দিয়ে নিজের বানিয়ে স্মৃতি স্বরূপ থাকে সে সর্বদাই নষ্টমোহ হয়ে যায়। যে নষ্টমোহ থাকে সে ধন উপার্জনে, ধন-সম্পত্তি দেখাশোনায়, কারো অসুস্থতায়.... দুঃখের ঢেউ এ আসে না। নষ্টমোহ অর্থাৎ দুঃখ অশান্তির নাম লক্ষণ থাকবে না। সদা নিশ্চিন্ত।

স্নোগানঃ:- ক্ষমাশীল হলো সে, যে করুণাময়ী হয়ে সবাইকে আশীর্বাদ দিতে থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণের যাত্রায় অমনোযোগী হয়ো না, স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে, বাবা এসেছেন সকল আত্মাদের সেবা করে তাদেরকে শুদ্ধ বানাতে"

*প্রশ্নঃ - কোন স্মৃতি বজায় থাকলে খাদ্য-পানীয় (খান-পান) শুদ্ধ হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - যদি স্মৃতি থাকে যে, আমরা বাবার কাছে এসেছি সত্যথন্ডে যাওয়ার জন্য বা মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার জন্য, তবেই পানীয় এবং আহার শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ দেবতারা কখনও অশুদ্ধ জিনিস খায় না। যখন আমরা সত্য-পিতার কাছে, এসেছি সত্যথন্ডে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য, তখন পতিত হতে পারি না।

ওম্ শান্তি । আধ্যাত্মিক পিতা আধ্যাত্মিক বাচ্চাদেরকে প্রশ্ন করেন -- বাচ্চারা, তোমরা যখন বসো, তখন কাকে স্মরণ করো? আমাদের অসীম জগতের বাবাকে। তিনি কোথায়? তাঁকে আহ্বান করা হয়, তাই না যে - হে পতিত-পাবন! আজকাল সন্ন্যাসীরাও বলে - পতিত-পাবন সীতারাম অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র পরিণত করেন যিনি সেই রাম এসো। এ তো বাচ্চারা জানে যে, পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা হয়। এখন তোমরা কোথায় বসে রয়েছে? কলিযুগের শেষে সেইজন্য (বাবাকে) আহ্বান করা হয় যে - বাবা এসে আমাদের পবিত্র করো। আমরা কে? আত্মা। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে। আত্মা যখন পবিত্র হয় তখন শরীরও পবিত্র হয়ে যায়। আত্মা পবিত্র হলে শরীরও পবিত্র পাওয়া যায়। এই শরীর তো মাটির পুতুল। আত্মা অবিনাশী। আত্মা এই কর্মেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কথা বলে, আহ্বান করে - আত্মা অত্যন্ত পতিত হয়ে গেছে, আমাদের এসে পবিত্র করো। বাবা পবিত্র বানায়। ৫ বিকার-রূপী রাবণ পতিত করে দেয়। বাবা এখন স্মরণ করিয়েছেন যে - আমরা পবিত্র ছিলাম পুনরায় এইভাবে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করতে করতে এখন অন্তিম জন্মে রয়েছি। বাবা বলেন, মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী এই যে বৃক্ষ আমি হলাম এর বীজরূপ। আমাকে আহ্বান করা হয় - হে পরমপিতা পরমাত্মা, ও গডফাদার, আমাকে লিবারেট করো। প্রত্যেকেই নিজের জন্য বলে, আমাকে মুক্ত করো আর পান্ডা হয়ে শান্তিধাম অর্থাৎ ঘরে নিয়ে চলো। সন্ন্যাসী ইত্যাদিরাও বলে যে, স্থায়ী শান্তি কীভাবে প্রাপ্ত হবে? এখন শান্তিধাম হলো ঘর, যেখান থেকে আত্মারা নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে আসে। ওখানে শুধু আত্মারাই থাকে শরীর থাকে না। আত্মারা নগ্ন অর্থাৎ শরীর ব্যতীত থাকে। নগ্ন অর্থ এটা নয় যে বিনা পোশাকে থাকা। না, শরীর ব্যতীত আত্মা নগ্ন (অশরীরী) থাকে। বাবা বলেন - বাচ্চারা! তোমরা আত্মারা ওখানে মূললোকে (পরমধাম) শরীর ব্যতীত থাকো, একে নিরাকারী দুনিয়া বলা হয়।

বাচ্চাদের সিঁড়ির চিত্রের উপরে বোঝান হয়েছে যে - সিঁড়িতে কীভাবে আমরা অধঃপতনে গেছি। সর্বাধিক ৮৪ জন্ম লেগেছে। কেউ আবার এক জন্মও নেয়। আত্মারা উপর থেকে আসতেই থাকে। এখন বাবা বলেন, আমি এসেছি পবিত্র বানাতে। শিববাবা, ব্রহ্মাবাবা তোমাদের পড়ান। শিববাবা হলেন আত্মাদের পিতা আর ব্রহ্মাকে আদিদেব বলা হয়। এই দাদার মধ্যে বাবা কীভাবে আসেন, একথা তোমরা বাচ্চারাই জানো। আমাকে আহ্বানও করা হয় -- হে পতিত-পাবন এসো। আত্মারা এই শরীরের মাধ্যমে আহ্বান করে। মুখ্য হলো আত্মা, তাই না। এ হলো দুঃখধাম। এখানে কলিযুগ দেখা বসে বসেই হঠাৎ মৃত্যু হয়ে যায়, ওখানে এমন কোনো রোগই হয় না। নামই হলো স্বর্গ। কত সুন্দর নাম। বললেই মন খুশীতে ভরে ওঠে। খ্রীস্টানরাও বলে খ্রীস্টের জন্মের ৩ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গ ছিল। এখানে ভারতবাসীদের তো কিছুই জানা নেই। কারণ তারা প্রচুর সুখ দেখেছে আবার দুঃখও প্রচুর দেখেছে। তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এদেরই ৮৪ জন্ম হয়। আধাকল্প পরে আবার অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসে। এখন তোমরা জানো যে, আধাকল্প যেমন দেবী-দেবতারা ছিল তখন আর অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। পুনরায় ত্রেতায় যখন রাম আসে তখনও ইসলামী-বৌদ্ধীরা ছিল না। মানুষ সম্পূর্ণ গভীর অন্ধকারে রয়েছে। তারা বলে দুনিয়ার আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর, তাই মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, মনে করে কলিযুগ এখনও ছোট বাচ্চা (সবে শুরু হয়েছে)। তোমরা এখন জানো যে, কলিযুগ সম্পূর্ণ হয়ে এখন সত্যযুগের আগমন ঘটবে তাই তোমরা এসেছো বাবার থেকে স্বর্গের উত্তরাধিকার নিতে। তোমরা সকলেই স্বর্গবাসী ছিলে। বাবা আসেনই স্বর্গ স্থাপন করতে। তোমরাই স্বর্গে আসো, বাকিরা শান্তিধামে অর্থাৎ ঘরে চলে যায়। ওটা হলো সুইট হোম, আত্মারা ওখানে বসবাস করে। পুনরায় এখানে এসে পার্টধারী হয়। শরীর ব্যতীত আত্মা কথা বলতেও পারে না। ওখানে শরীর না থাকার কারণে আত্মারা শান্তিতে থাকে। পুনরায় আধাকল্প দেবী-দেবতারা থাকে, সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় পুনরায় দ্বাপর-কলিযুগে হয়

মানুষ। দেবতাদের রাজ্য ছিল কিন্তু এখন তা কোথায় গেছে ? কেউ জানে না। এই জ্ঞান এখনই তোমরা বাবার কাছ থেকে পাও। আর কোনো মানুষের মধ্যে এই জ্ঞান থাকে না। বাবা-ই এসে মানুষকে এই জ্ঞান প্রদান করেন, যার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হয়। তোমরা এখানে এসেছই মানুষ থেকে দেবতা হতে। দেবতাদের পানাহার কখনো অশুদ্ধ হয় না, তারা কখনো বিড়ি ইত্যাদি খান না। এখানকার পতিত মানুষদের কথা আর জিজ্ঞাসা কোরোনা - কী-কীই না সব থায়। এখন বাবা বোঝান, এই ভারত প্রথমে সত্যখন্ড ছিল। অবশ্যই তা সত্য পিতাই স্থাপন করেছিলেন। বাবাকেই টুথ বলা হয়। বাবা-ই বলেন, আমিই এই ভারতকে সত্যখন্ডে পরিণত করি। তোমরা সত্যিকারের দেবতা কীভাবে হবে তাও তোমাদের শেখাই। কত বাচ্চারা এখানে আসে এসব বাড়ী-ঘর বানাতে হয়। তা শেষপর্যন্ত তৈরী হতেই থাকবে, অনেক তৈরী করা হবে। বাড়ী ক্রয়ও করে। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা কার্য করেন। ব্রহ্মা হলেন শ্যামবর্ণ, কারণ এ অনেক জন্মের অস্তিম জন্ম, তাই না। এই ব্রহ্মাই পুনরায় গৌরবর্ণের হবে। কৃষ্ণের চিত্রও তো গৌরবর্ণের এবং শ্যামবর্ণের হয়, তাই না। মিউজিয়ামে বড়-বড় সুন্দর চিত্র রয়েছে, যার উপর তোমরা যেকোন কাউকে ভালভাবে বোঝাতে পারো। এখানে বাবা মিউজিয়াম তৈরী করেন না, একে বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেন্স। তোমরা জানো, আমরা শান্তিধাম, নিজেদের ঘরে যাই। আমরা ওখানকার বাসিন্দা পুনরায় এখানে এসে শরীর ধারণ করে নিজ ভূমিকা পালন করি। সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের এই নিশ্চয় হওয়া উচিত যে, এই পড়া কোনো সাধু-সন্ত পড়ায় না। ইনি (দাদা) তো সিন্ধুপ্রদেশ-নিবাসী ছিলেন। এঁনার মধ্যে প্রবেশ করে যিনি বলেন - তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁকে কেউ জানেই না। তারা বলেও গডফাদার। কিন্তু বলে দেয় যে, তাঁর নাম-রূপই নেই। তিনি নিরাকারী, তাঁর কোনো আকার নেই। পুনরায় বলে, তিনি সর্বব্যাপী। আরে, পরমাত্মা কোথায়? তখন বলবে, তিনি সর্বব্যাপী, সকলের মধ্যেই বিরাজমান। আরে, প্রত্যেকের মধ্যে তো আত্মা বসে রয়েছে, সকলেই ভাই-ভাই, তাই না। তাহলে ঘটে-ঘটে (প্রতিটি আত্মায়) পরমাত্মা কোথা থেকে আসে? এমন বলা যাবে না যে, পরমাত্মাও রয়েছে আর আত্মাও রয়েছে। পরমাত্মা বাবাকে বলা হয় - বাবা, তুমি এসে আমাদের মতন পতিতদের পবিত্র কর। আমাকে তোমরা ডাকো, এই কাজ, এই সেবা করার জন্য। আমাদের সকলকে এসে শুদ্ধ করো। পতিত দুনিয়ায় নিমন্ত্ৰণ করো, তোমরা বলো যে, বাবা আমরা পতিত। বাবা তো পবিত্র দুনিয়া দেখেই না। পতিত দুনিয়াতেই তোমাদের সেবা করার জন্য আসে। এখন এই রাবণ-রাজ্য বিনাশ প্রাপ্ত হবে। বাকি তোমরা যারা রাজযোগ শেখো তারা গিয়ে রাজার রাজা হবে। তোমাদের অগণিতবার পড়িয়েছি, পুনরায় ৫ হাজার বছর পর তোমাদেরকেই পড়াবো। সত্যযুগ-ত্রৈতার রাজধানী এখন স্থাপিত হচ্ছে। প্রথমে হলো ব্রাহ্মণকূল। প্রজাপিতা ব্রহ্মা বলা হয়, তাই না, যাকে অ্যাডম বা আদিদেব বলা হয়। তা কারোরই জানা নেই। অনেকেই আছে যারা এখানে এসে শুনে পুনরায় মায়ার অধীন হয়ে যায়। পুণ্যাত্মা হতে-হতে পাপাত্মা হয়ে পড়ে। মায়ী অত্যন্ত প্রবল। সকলকে পাপাত্মায় পরিণত করে। এখানে কোনো পবিত্র আত্মা, পুণ্যাত্মা থাকে না। দেবী-দেবতারাই ছিল পবিত্র আত্মা, এখন সকলেই পতিত হয়ে গেছে তবেই তো বাবাকে ডাকে। এখন হলো রাবণ-রাজ্য পতিত দুনিয়া, একে বলে কাঁটার জঙ্গল। সত্যযুগকে বলা হয় ফুলের বাগিচা। মোগল-গার্ডেনে কত ফার্স্টক্লাস সুন্দর-সুন্দর ফুল হয়। আবার আকন্দ ফুলও পাওয়া যাবে কিন্তু এর অর্থ কেউই জানেনা যে, শিবের (মাথায়) উপরে আকন্দ ফুল কেন দেয়? একথাও বাবা বসে বোঝান। আমি যখন পড়াই তখন তারমধ্যে কেউ ফার্স্টক্লাস জুঁইফুল, কেউবা রতনজ্যোতি, কেউ আবার আকন্দও হয়। নম্বরের ক্রমানুসারেই তো হয়, তাই না। তাই একে বলাই হয় দুঃখধাম, মৃত্যুলোক। সত্যযুগ হলো অমরলোক। এই কথা কোনো শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্র তো এই দাদাও পড়েছে, বাবা শাস্ত্র পড়াবেন না। বাবা স্বয়ং সন্নতিদাতা। কখনো তিনি গীতার কথা বোঝান। সর্বশাস্ত্রময়ী শিরোমণি গীতা ভগবানের কথা কিন্তু ভগবান কাকে বলা হয়, তা ভারতবাসীদের জানা নেই। বাবা বলেন, আমি নিষ্কাম সেবা করি। তোমাদের বিশ্বের মালিক বানিয়ে দিই, আমি হই না। স্বর্গে তোমরা আমাকে স্মরণ করো না। দুঃখে সকলেই স্মরণ করে, সুখে কেউ-ই করে না। একে দুঃখ-সুখের খেলা বলা হয়। স্বর্গে আর কোন অন্য ধর্মই থাকেই না। ওসব(ধর্ম) আসেই পরে। তোমরা জানো, এখন এই পুরানো দুনিয়া বিনাশপ্রাপ্ত হবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তুফান অতি প্রবলভাবে আসবে। সব শেষ হয়ে যাবে।

এখন বাবা এসে অবোধ-কে বিচক্ষণ বানান। বাবা কত ধন-সম্পদ দিয়েছিলেন, সেসব কোথায় গেছে? এখন কেমন দেউলিয়া হয়ে গেছে। ভারত, যা সোনার চড়ুই পাখী (ঐশ্বর্যশালী) ছিল, তা এখন কী হয়ে গেছে? এখন পুনরায় পতিত-পাবন পিতা এসেছেন রাজযোগ শেখানোর জন্য। ওটা ছিল হঠযোগ, এটা হলো রাজযোগ। এই রাজযোগ দুটোর জন্যই, ওই হঠযোগ শুধুমাত্র পুরুষরাই শেখে। এখন বাবা বলেন, পুরুষার্থ কর, বিশ্বের মালিক হয়ে দেখাও। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো এখন অবশ্যই হবে, এছাড়া সময় এখন অতি অল্প, এই যুদ্ধই অস্তিম যুদ্ধ। এই যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন তা আর থামতে পারবে না। এই লড়াই শুরুই হবে তখন, যখন তোমরা কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত করবে আর স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যাবে। বাবা পুনরায় এও বলেন যে, স্মরণে যাত্রায় অমনোযোগী হয়ে না, এতেই মায়ী বিঘ্ন ঘটায়।

আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার কাছে ভালোভাবে পড়াশোনা করে ফাস্টক্লাস ফুল হতে হবে, কাঁটার এই জঙ্গলকে ফুলের বাগিচায় পরিণত করতে বাবাকে পুরোপুরি সাহায্য করতে হবে।

২) কর্মজীবিত অবস্থা প্রাপ্ত করতে বা স্বর্গে উচ্চপদাধিকার লাভ করার জন্য স্মরণের যাত্রায় তৎপর হতে হবে, অমনোযোগী হবে না।

বরদানঃ:- নিজের মস্তকে সদা বাবার আশীর্বাদের হাত অনুভবকারী মাস্টার বিদ্ব-বিনাশক ভব গনেশকে বিদ্ব বিনাশক বলা হয়। বিদ্ব-বিনাশক সে-ই হয়, যার মধ্যে সর্ব শক্তি থাকে। সর্বশক্তিগুলিকে সময় অনুসারে কাজে লাগাও তাহলে বিদ্ব থাকতে পারবে না। যেকোনও রূপে মায়া আসুক, কিন্তু তোমরা নলেজফুল হও। নলেজফুল আত্মা কখনও মায়ার কাছে পরাজিত হয় না। যখন মাথার উপর বাপদাদার আশীর্বাদের হাত আছে তার মানে বিজয়ের তিলক লেগে আছে। পরমাত্মার হাত আর সাথে বিদ্ব-বিনাশক বানিয়ে দেয়।

স্নোগানঃ:- নিজের মধ্যে গুণগুলিকে ধারণ করো অন্যদেরকে গুণদান করে গুণমূর্তি হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent

6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সবকিছুই স্মরণের উপর নির্ভরশীল, স্মরণ করলেই তোমরা মিষ্টি হয়ে যাবে, এই স্মরণের ক্ষেত্রেই তোমাদেরকে মায়ার সাথে যুদ্ধ চলে"

*প্রশ্নঃ - এই নাটকে কী এমন রহস্য লুকিয়ে আছে যেটা তোমাদের কাছে অত্যন্ত বিচার্য বিষয়? যেটা কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমরাই জানো?

*উত্তরঃ - তোমরা জানো যে ড্রামাতে যে ঘটনা একটি পার্ট দ্বিতীয়বার প্লে হয় না। সমগ্র বিশ্বে যা কিছু পার্ট প্লে হচ্ছে তা একের থেকে অপরটি নতুন, তোমরা বিচার করে থাকো যে, সত্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কিভাবে একের পর এক দিন বদলে যায়, সমস্ত অ্যাক্টিভিটি বদলে যায়। আত্মার মধ্যে ৫ হাজার বছরের অ্যাক্টিভিটি রেকর্ড হয়ে আছে, যেটা কখনোই বদলাতে পারে না। এই ছোট কথাটিও বাচ্চারা, তোমরা ছাড়া আর কারোর বুদ্ধিতে আসতেই পারবে না।

ওম্ শান্তি । আত্মিক বাবা আত্মিক বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করছেন যে, "মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজেদের ভবিষ্যতের পুরুষোত্তম মুখ, পুরুষোত্তম শরীর (চোলা) দেখতে পাচ্ছে? এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, তাইনা! তোমরা ফীল করে থাকো যে, আমরা পুনরায় নতুন জগৎ সত্যযুগে এদের বংশে যাবো, যাকে সুখধাম বলা হয়। সেখানে যাওয়ার জন্যই তোমরা এখন পুরুষোত্তম তৈরি হচ্ছে। বসে বসে এই সব চিন্তন চলা উচিত । স্টুডেন্ট যখন পড়ালেখা করে, তাদের বুদ্ধিতে এটা অবশ্যই থাকে যে, কাল আমরা এটা হবো। সেইরকম তোমরাও যখন যোগে বসো, তখন এই বিষয়ে চিন্তা করো যে, এই পড়াশোনা করে আমরা বিষ্ণুর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করবো। তোমাদের বুদ্ধি এখন অলৌকিক হয়ে গেছে। আর কোনো মানুষেরই বুদ্ধিতে এইসব বিষয় কখনোই রমন করবে না । এটা কোনো কমন সংসঙ্গ নয়। যখন যোগে বসো তখন এটাই মনে করো যে, যাকে সমগ্র জগৎবাসী শিব বলে, আমি তাঁর সাথে বসে আছি। শিব বাবা হলেন রচয়িতা। তিনি এই রচনার আদি-মধ্য-অন্ত জানেন। তিনি আমাদের এই নলেজ প্রদান করেন। যেন মনে হয়, আগামীকালের কথা শোনাচ্ছেন। এখন এখানে বসে আছো, কিন্তু বুদ্ধিতে তো এটাই স্মরণে আছে না, যে, আমরা এখানে এসেছি রিজুভিনেট (নবরূপে জন্ম নিতে) হতে অর্থাৎ এই পুরনো শরীরকে পরিবর্তন করে দিব্য শরীর ধারণ করতে। আত্মা-ই বলে যে, এটা হলো আমাদের পুরনো তমোপ্রধান শরীর। এই পুরনো শরীরকে বদল করে নতুন শরীর নিতে হবে । কত সহজ এইম অক্কেট। যিনি পড়াবেন তিনি নিশ্চয়ই যারা পড়বে তাদের থেকে অধিক জ্ঞান সম্পন্ন হবেন, তাই না। তিনি পড়ান, আবার ভালো কর্মও শেখান। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমাদেরকে উচ্চ থেকেও উচ্চ ভগবান পড়াচ্ছেন, তবে তো অবশ্যই দেবী দেবতা বানাবেন, তাই না! এই পড়াশোনাই হলো নতুন দুনিয়ার জন্য। আর কারোরই এই নতুন দুনিয়ার বিষয়ে কিছুমাত্রও জানা নেই । এই লক্ষী-নারায়ণ নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলেন। দেবী-দেবতারাও পুরুষার্থ অনুসারে নম্বরক্রমে তৈরি হবেন, তাইনা! সবাই একরকম তো হবে না, কেননা রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধিতে এ সমস্ত বিষয়ে চিন্তন যেন সর্বদা চলতে থাকে। আমি আত্মা এখন পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করছি। আত্মা তার নিজের অতি প্রিয় মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে। বাবা স্বয়ং বলেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র সতোপ্রধান অবশ্যই হয়ে যাবে। সবকিছুই নির্ভর করছে স্মরণের উপরে। বাবা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন যে, "বাচ্চারা সারাদিনের মধ্যে আমাকে কতটা সময় স্মরণ করো?" স্মরণের যাত্রাতেই মায়ার সাথে যুদ্ধ চলে। তোমরা এখন জানো যে যুদ্ধটা কেমন। এটা কেবল যাত্রা নয়, এটা (সূক্ষ্ম) যুদ্ধও । তাই যোগে বসে খুব সতর্ক থাকতে হবে। জ্ঞান শোনা বা বোঝার সময় যেন কোনো প্রকারের মায়ার ঝঞ্জাট না আসে। বাচ্চারাও বলে যে, বাবা আমি তোমাকে স্মরণ করি, কিন্তু মায়ার একটা তুফানই আমাকে নিচে ফেলে দেয়। সর্বপ্রথম তুফান হলো দেহ-অভিমানের। তারপর যথাক্রমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আসে। বাচ্চারা বলে যে বাবা আমি অনেক চেষ্টা করি যাতে তোমাকে স্মরণ করার সময় কোনো বিঘ্ন না আসে, কিন্তু তবুও মায়া বিঘ্ন ঘটিয়ে দেয়। কখনো কখনো লোভের তুফান এসে যায়। আবার বাচ্চারা কখনো বলে যে, বাবা আজ আমার স্থিতি খুব ভালো ছিল, সারাদিন কোনো তুফান আমায় বিঘ্নিত করতে পারেনি, আজ সারাদিন খুব খুশিতে ছিলাম, বাবাকে খুব ভালোবাসার সাথে স্মরণ করেছি, প্রেমের অশ্রুও আসে। বাবার স্মরণে থাকলে খুব মিষ্টি হয়ে যাবে।

তোমরা এটা বুঝে গেছো যে, মায়ার কাছে পরাজিত হতে হতে আজ তোমরা কোথায় এসে পৌঁছেছো। অন্য কেউ এসব কথা বুঝবে না। তারা তো কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে আর তারা এটাও মনে করে যে, এসব পরম্পরা ক্রমে চলে

আসছে..। তোমরা বলা যে, আমরা এখন পুনরায় মানব থেকে দেবতা তৈরি হচ্ছি। এই নলেজ বাবাই এসে প্রদান করেন। বিচিত্র বাবাই বিচিত্র নলেজ দেন। বিচিত্র নিরাকারকে বলা হয়। নিরাকার কীভাবে এই নলেজ দেন, বাবা নিজেই বুঝিয়ে বলেন যে, কীভাবে এই তনে আসি। তবুও মানুষ বিভ্রান্ত হয় যে, তিনি কি একমাত্র এই তনেই আসবেন? কিন্তু ড্রামাতে এই তনই নিমিত্ত হয়। এতটুকুও চেঞ্জ হতে পারে না। এ সমস্ত কথা তোমরা ভালোভাবে বুঝে অন্যদেরকে বোঝাও। আত্মাই পড়াশোনা করে। আত্মাই কিছু শেখে বা শেখায়। আত্মাই হলো মোস্ট ভ্যালুয়েবল। আত্মাই হলো অবিনাশী। শরীর হলো বিনাশী। আমরা আত্মার নিজের পরমপিতা পরমাত্মার থেকে রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের, ৮৪ জন্মের জ্ঞান গ্রহণ করছি। নলেজ কে গ্রহণ করে? আমরা আত্মারা। তোমরা আত্মারই জ্ঞান সাগর বাবার থেকে মূলবতন, সূক্ষ্মবতনকে জেনেছো। মানুষ এটা জানেই না যে, আমাদের নিজেদেরকে আত্মা মনে করতে হয়। তারা তো নিজেদেরকে 'শরীর' ভেবে উল্টো বুলে রয়েছে। গাওয়াও হয়ে থাকে - আত্মা হলো সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। পরমাত্মারই হলো সব থেকে বড় মহিমা। এক বাবার কতো মহিমা। তিনি হলেন দুঃখ হর্তা, সুখ কর্তা। তোমরা মশা-মাছি প্রভৃতির তো এত মহিমা করবে না যে তারা দুঃখহর্তা-সুখকর্তা, জ্ঞানের সাগর তারা। না, এই বাবার-ই মহিমা রয়েছে। তোমরা বাচ্চারাও হলে মাস্টার দুঃখহর্তা, সুখকর্তা। তোমাদের মধ্যেও এই নলেজ ছিল না, যেন বেবী বুদ্ধির ছিলে। ছোট বাচ্চাদের মধ্যে নলেজ থাকে না আর না কোনো অবগুণ থাকে। সেইজন্য তাদেরকে মহাত্মা বলা হয়, কেননা তারা পবিত্র হয়। যত ছোট বাচ্চা ততই তারা ফুলের মতো। একেবারেই যেন কর্মাতিত অবস্থায় থাকে। কর্ম-অকর্ম-বিকর্ম সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান থাকেনা। সেইজন্যই তারা হলো ফুল। সবাইকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে, যেরকম এক বাবা সবাইকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। বাবা এসেছেন সবাইকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে সুগন্ধি ফুল তৈরি করতে। কেউ কেউ আবার দুঃখদায়ী কন্টক-ই থেকে যায়। পাঁচ বিকারে বশীভূত আত্মাদেরকে দুঃখদায়ী কন্টক বলা হয়। প্রথম নম্বরের কন্টক হলো দেহ-অভিমানের। যার থেকে অন্যান্য কন্টকের জন্ম নেয়। কন্টকময় জঙ্গল খুব দুঃখ প্রদান করে। জঙ্গলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কন্টক থাকে, তাই না! সেইজন্য একে দুঃখধাম বলা হয়। নতুন দুনিয়ায় কন্টক থাকে না, সেইজন্য তাকে সুখধাম বলা হয়। শিববাবা ফুলের বাগান তৈরি করেন, আর রাবণ সেই বাগানকে কন্টকময় জঙ্গলে পরিণত করে দেয়। সেইজন্য রাবণকে কন্টকের ঝাড়ের মধ্যে জ্বালানো হয়, আর বাবাকে পুষ্পাঞ্জলী দেওয়া হয়। এসব কথা বাবা জানে আর বাচ্চারা জানে, আর কেউ জানেনা।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, ড্রামাতে একই পার্ট দুই বার প্লে হতে পারে না। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, সমগ্র দুনিয়ায় যে পার্ট চলছে, তা একে অপরের থেকে নতুন।। তোমরা ভেবে দেখো, সত্যযুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কীভাবে একের পর এক দিন বদলে যায়। সমস্ত অ্যাক্টিভিটিই বদলে যায়। ৫ হাজার বছরের এই অ্যাক্টিভিটির রেকর্ড আত্মার মধ্যেই ভরা রয়েছে। সেটা কখনোই পরিবর্তিত হয় না। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজের নিজের পার্ট ভরা রয়েছে। এই ছোটো কথাটিও কারোর বুদ্ধিতে আসে না। এই ড্রামার পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচারকে তোমরা জানো। এটা হলো স্কুল, তাই না! পবিত্র হয়ে বাবাকে স্মরণ করার পড়া বাবা পড়াচ্ছেন। এই কথাটি কোনোদিন ভেবেছিলে যে, বাবা এসে এইরকম পতিত থেকে পবিত্র করার পড়া আমাদের পড়াবেন! এই পড়াশোনার দ্বারাই আমরা বিশ্বের মালিক তৈরি হবো! ভক্তিমার্গের গ্রন্থগুলিই হলো আলাদা, সেগুলোকে কখনোই পড়াশোনা বলা যায় না। জ্ঞান ছাড়া সঙ্গতি কীভাবে হবে? বাবা ছাড়া জ্ঞান কোথা থেকে আসবে, যার দ্বারা তোমাদের সঙ্গতি হবে? যখন তোমাদের সঙ্গতি হবে, তখন কি তোমরা ভক্তি করবে? না। সেখানে থাকবেই অপার সুখ। তাই ভক্তি কি জন্য করবে! এখানকার জ্ঞান এখনই তোমরা প্রাপ্ত করো। সমস্ত জ্ঞান আত্মার মধ্যে থাকে। আত্মার কোনো ধর্ম হয় না। আত্মা যখন শরীর ধারণ করে তখন বলে অমুক ব্যক্তি এই ধর্মের। আত্মার ধর্ম কি? এক তো, আত্মা হলো বিন্দুর মতো আর হলো শান্ত স্বরূপ, শান্তিধামে থাকে।

এখন বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন যে, সকল বাচ্চাদের-ই বাবার উপরে সমান অধিকার রয়েছে। অনেক বাচ্চা আছে, যারা অন্য অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে, তারাও আবার সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তাদের নিজের আসল ধর্মে কনভার্ট হয়ে যাবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মকে ছেড়ে অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারা পুনরায় তাদের নিজেদের আসল ধর্মে ফিরে আসবে। তোমরা প্রথমে প্রথমে বাবার পরিচয় দাও। এই কথাটিতেই সবাই বিভ্রান্ত হয়ে আছে। বাচ্চারা, তোমরা বোঝাও যে, এখন আমাদেরকে কে পড়াচ্ছেন? অসীম জগতের বাবা। কৃষ্ণ তো হলো দেহধারী। এনাকে অর্থাৎ ব্রহ্মা বাবাকে দাদা বলা হয়। তোমরা সবাই হলে ভাই-ভাই, তাইনা! বাকি সবকিছুই নির্ভর করছে তোমাদের স্থিতির উপরে, ভাইয়ের শরীর কেমন, বোনের শরীর কেমন তাতে কাজ কি। আত্মা হলো একটা ছোটো তারার মতো। এত সব জ্ঞান একটা ছোটো তারার মধ্যেই আছে। তারা(star), শরীর ছাড়া কথা বলতে পারে না। তারা-কে (আত্মা) নিজের পার্ট প্লে করার জন্য অনেক অরগ্যান্স প্রাপ্ত হয়েছে। তোমাদের, অর্থাৎ তারাদের (stars) জগৎ হলো একদম আলাদা। আত্মা এখানে এসে পুনরায়

শরীর ধারণ করে। শরীর ছোট কিংবা বড় হয়। আত্মাই নিজের বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। তাও আবার, যতক্ষণ শরীরের মধ্যে থাকে। ঘরের (পরমধাম) মধ্যে কি আত্মা বাবাকে স্মরণ করবে? না। সেখানে কিছুই মনে থাকবে না। আমি কোথায় আছি? আত্মা আর পরমাত্মা দুই-ই যখন শরীরে থাকে তখনই আত্মাদের সঙ্গে পরমাত্মার মিলন মেলা হয়ে থাকে। গীতও আছে যে, আত্মা আর পরমাত্মা আলাদা ছিল বহু কাল.....। কত সময় আলাদা ছিল? স্মরণে আছে কতটা সময় তোমরা পরস্পরের থেকে আলাদা ছিলে? এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড করে ৫ হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে। আবার পুনরায় ওয়ান নম্বর থেকে শুরু হবে। এটা হলো একদম নির্ভুল হিসাব। এখন যদি তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তিনি কবে জন্ম নিয়েছেন, তাহলে তোমরা নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে। শ্রীকৃষ্ণই প্রথম নম্বরে জন্ম নেয়। শিববাবার তো কোনো মিনিট, সেকেন্ড বের করা যায় না। কৃষ্ণের জন্মতিথি, তারিখ, মিনিট, সেকেন্ড বের করা সম্ভব। মানুষের ঘড়িতে হয়তো কখনো কখনো নির্দিষ্ট সময়ের আগুপিছু হতে পারে, কিন্তু শিব বাবার অবতরণের সময় কাল একদম নির্ভুল হয়। জানা যায় না যে তিনি কখন এসেছেন? এইরকম নয় যে, সাক্ষাৎকার হয়েছে, তবেই তিনি এসেছেন। না। অনুমান করা যেতে পারে। মিনিট, সেকেন্ডের হিসাব বলা সম্ভব নয়। তার অবতরণ হলো অলৌকিক ঘটনা। তিনি আসেনই অসীম জগতের রাত্রিকালে। বাকি অন্য যাদের অবতরণ হয়, তাদের বিষয়ে সমস্ত তথ্য জানা সম্ভব। আত্মা শরীরে প্রবেশ করে। প্রথমে ছোট শরীর ধারণ করে। তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। শরীরের সাথে সাথে আত্মাও বেরিয়ে আসে। এই সমস্ত কথাগুলিকে বিচার সাগর মন্বন করে পুনরায় অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। এই জগতে কতো কতো মানুষ, কিন্তু একের সাথে অপরের কোনোই মিল নেই। কতো বড় রঙ্গমঞ্চ এটা। যেন বিশাল বড় হলঘর, যেখানে অসীম জগতের নাটক চলতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য। বাবা যে নতুন সৃষ্টি রচনা করেন, সেখানে সর্বশ্রেষ্ঠ পদ নেওয়ার জন্য। বাকি এই যে পুরনো দুনিয়া রয়েছে, সেটা তো বিনাশ হয়ে যাবে। বাবার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। বাবাকে পুনরায় তার প্রতিপালনাও করতে হয়। যখন এই শরীর ছেড়ে সত্যযুগের নতুন শরীর ধারণ করবে তখনই তোমাদের পালনা দেবেন। তার আগে এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ তো অবশ্যই হতে হবে। খড়ের গাদায় আগুন তো লাগবেই। কেবলমাত্র এই ভারতই থাকবে, বাকি তো শেষ হয়ে যাবে। ভারতেও খুব অল্পই বাঁচবে। তোমরা এখন খুব পরিশ্রম করছো, যেন বিনাশের পর তোমাদের শাস্তি না খেতে হয়। আর যদি বিকর্ম বিনাশ না হয়, তাহলে শাস্তি তো খেতেই হবে আর পদও পাবে না। তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, তোমরা কার কাছে যাও? তখন বলবে, শিব বাবার কাছে, যিনি ব্রহ্মার শরীরে এসেছেন। এই ব্রহ্মা কোনো শিব নয়। যত যত বাবাকে জানবে বাবার প্রতি ভালবাসাও থাকবে। বাবা বলেন, বাচ্চারা - তোমরা কারো প্রতি ভালোবাসা রেখো না, সব সঙ্গের প্রতি ভালোবাসা ছেড়ে এক এর সঙ্গে জোড়ো। যেরকম প্রেমিক-প্রেমিকা হয়, এও সেই রকম। ১০৮ সত্যিকারের প্রেমিকা হয়ে ওঠে, তার মধ্যেও ৮ জন হলো একেবারে সত্যিকারের। ৮ দানারও মালা হয় তাই না। ৯ রত্নের গায়ন রয়েছে। ৮ রত্ন আর নয় নম্বর হলেন বাবা। মুখ্য হলো আট দেবতারা। তারপর ১৬১০৮ শাহজাদা- শাহজাদীদের কুটুম্ব হয়ে থাকে, এতার অন্ত পর্যন্ত। বাবা তো হাতের উপর স্বর্গ দেখান। বাচ্চারা তোমাদের এই কারণে নেশা হওয়া উচিত যে, আমরা তো সৃষ্টির মালিক হতে চলেছি। বাবার সাথে এইরকম সওদা করতে হবে। বলা হয় কোনো বিরল ব্যবসায়ীই এই সওদা করতে পারে। এইরকম ব্যাপারী খোড়াই কেউ আছে? তাই বাচ্চারা, তোমরা এখন উৎসাহ-উদ্দীপনাতে থাকো যে আমরা বাবার কাছে যাচ্ছি। উপর ওয়ালা হলেন বাবা। দুনিয়ার মানুষের জানা নেই। তারা বলবে যে, তিনি তো অন্তিম সময়ে আসবেন। এখন এটাই হলো কলিযুগের অন্তিম সময়, সেই গীতা, মহাভারতের সময়, সেই যাদব যারা মিসাইল বের করছে। সেই কৌরবদের রাজ্য আর তোমরা পাণ্ডবরা উপস্থিত রয়েছে।

তোমরা এখন ঘরে বসে নিজের উপার্জন করছো। ঘরে বসেই ভগবানকে পেয়ে গেছো। এজন্য বাবা বলেন যে যতটা সম্ভব নিজে উপার্জন করে নাও। এই জীবন হলো হীরার মত মূল্যবান, এখন একে কড়িতে বদলে হারিয়ে ফেলো না। এখন তোমরা এই সমগ্র জগতকে রামরাজ্য তৈরি করছো। তোমরা এখন শিব বাবার থেকে শক্তি প্রাপ্ত করছো। এখন তো অনেকের অকালে মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে। বাবা বুদ্ধির তালা খুলে দেন, আর মায়া বুদ্ধির তালা বন্ধ করে দেয়। এখন মাতারা, তোমরাই স্ত্রীজনের কলস প্রাপ্ত করেছো। অবলাদের শক্তি প্রদানকারী হলেন তিনি। এটাই হল স্ত্রীজনের অমৃত। শাস্ত্রের স্ত্রীজনের কোনো অমৃত বলা হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কেবলমাত্র এক বাবার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সুগন্ধি ফুল হতে হবে। নিজের মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে দেহ-অভিমানের কন্টককে পুড়িয়ে দিতে হবে।

২) এই হিরে সম জন্মে অবিনাশী উপার্জন জমা করতে হবে। কড়িতে রূপান্তরিত করে একে হারিয়ে ফেলো না। এক বাবাকেই স্বচ্ছ হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে হবে। এক এর সঙ্গ-তেই থাকতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে সদা খুশীর খোরাক ভোগকারী এবং খুশী বিতরণকারী খুশনসীব (ভাগ্যবান) ভব এই জগতে তোমাদের ব্রাহ্মণদের মতো সৌভাগ্যবান আর কেউ হতে পারবে না, কেননা এই জীবনেই তোমাদের সকলের বাপদাদার হৃদয় সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। সদা খুশীর পুষ্টিকর আহার করো আর খুশী বিতরণ করো। এইসময় তোমরা হলে নিশ্চিতপুরের বাদশাহ। এইরকম নিশ্চিত জীবন সমগ্র কল্পে আর কোনও যুগে পাবে না। সত্যযুগে নিশ্চিত থাকবে কিন্তু সেখানে জ্ঞান থাকবে না। এখন তোমাদের মধ্যে জ্ঞান আছে, এইজন্য হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসছে - আমার মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই।

স্নোগানঃ:- সঙ্গম যুগের স্বরাজ্য অধিকারীই ভবিষ্যতে বিশ্বরাজ্য অধিকারী হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা যে জ্ঞানই পাও, তার উপরে বিচার - সাগর মন্ডন করো, এই জ্ঞান মন্ডনেই অমৃত বের হবে"

*প্রশ্নঃ - ২১ জন্মের জন্য লাভবান হওয়ার সাধন কি?

*উত্তরঃ - জ্ঞান রত্ন । এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে তোমরা যত জ্ঞান রত্ন ধারণ করো, ততই লাভবান হও । এখানের জ্ঞান রত্ন ওখানে হীরে - জহরত হয়ে যায় । আত্মা যখন জ্ঞান রত্ন ধারণ করবে, মুখ থেকে যখন জ্ঞান রত্ন নির্গত হবে, রত্নই শুনবে আর শোনাবে, তখন তার আনন্দিত চেহারা বাবার নাম উচ্ছল হবে । আসুরী গুণ যখন দূর হবে তখনই লাভবান হতে পারবে ।

ওম্ শান্তি । বাবা তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞান এবং ভক্তির উপর বোঝান । বাচ্চারা তো একথা বুঝতেই পারে যে, সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । সত্যযুগে জ্ঞানও পাওয়া যায় না । কৃষ্ণ না ভক্তি করতো, না জ্ঞানের মুরলী বাজাতো । মুরলীর অর্থ জ্ঞান দান করা । গায়ন আছে না - মুরলীতে জাদু । তাহলে অবশ্যই কোনো জাদু থাকবে, তাই না । কেবলমাত্র মুরলী বাজানো, এ তো সাধারণ কথা । ফকিররাও মুরলী বাজায় । এখানে তো জ্ঞানের জাদু । অজ্ঞানতাকে জাদু বলা হবে না । মানুষ মনে করে, কৃষ্ণ মুরলী বাজাতো, তাই তাঁর মহিমা করে । বাবা বলেন, কৃষ্ণ তো দেবতা ছিলো । মানব থেকে দেবতা আর দেবতা থেকে মানব, এ হতেই থাকে । দৈবী সৃষ্টিও যেমন হয়, তেমনই মনুষ্য সৃষ্টিও হয় । এই জ্ঞানেই মানুষ থেকে দেবতা হয় । সত্যযুগ যখন হয় তখন এই জ্ঞানের আশীর্বাদ হয় । সত্যযুগে ভক্তি থাকে না । দেবতারা যখন মানব হয়, তখন ভক্তি শুরু হয় । মানুষকে বিকারী আর দেবতাকে নির্বিকারী বলা হয় । দেবতাদের সৃষ্টিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয় । তোমরা এখন মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছে । দেবতাদের মধ্যে কিন্তু এই জ্ঞান থাকবে না । দেবতারা সঙ্গতিতে থাকেন, জ্ঞানের প্রয়োজন, দুর্গতিতে যারা থাকে, তাদের জন্য । এই জ্ঞানের দ্বারাই দৈবী গুণ আসে । জ্ঞানের ধারণা সম্পন্নদেরই চালচলন দেবতাদের মতো হয় । যাদের ধারণা কম, তাদের মিস্রড আচার-আচরণ হয়ে থাকে । আসুরী চলন তো বলা হবে না । ধারণা না থাকলে 'আমার সন্তান' কিভাবে বলা হবে? বাচ্চারা যদি বাবাকে না জানে, তাহলে বাবা কিভাবে বাচ্চাদের জানতে পারবেন । বাবাকে কতো খারাপ গালি দিয়ে থাকে । ভগবানকে গালি দেওয়া কতো খারাপ, কিন্তু যখন ওরা ব্রাহ্মণ হয়ে যায় তখন গালি দেওয়া বন্ধ হয়ে যায় । তাই এই জ্ঞানের বিচার - সাগর মন্ডন করা উচিত । ছাত্ররা বিচার - সাগর মন্ডন করে জ্ঞানের উন্নতি করে । তোমরা এই জ্ঞান পেয়েছো, এর উপরে বিচার - সাগর মন্ডন করলে অমৃত বেরিয়ে আসবে । বিচার - সাগর মন্ডন না করলে কি মন্ডন করবে? আসুরী বিচার মন্ডন করলে আবর্জনা বের হয় । তোমরা এখন হলে গডলী স্টুডেন্ট । তোমরা জানো যে, বাবা তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠ পড়াচ্ছেন । দেবতারা তো আর পড়াবে না । দেবতাদের কখনোই জ্ঞানের সাগর বলা হয় না । বাবাই হলেন জ্ঞানের সাগর । তাই নিজেদের প্রশ্ন করা উচিত, আমাদের মধ্যে সমস্ত দৈবী গুণ আছে তো? যদি আসুরী গুণ থাকে, তবে তা দূর করে দেওয়া উচিত, তখনই তোমরা দেবতা হতে পারবে ।

তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে রয়েছো । তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছে তাই পরিবেশও খুব সুন্দর তৈরী হওয়া উচিত । ছিঃ - ছিঃ কথা মুখ থেকে নির্গত হওয়া উচিত নয় । না হলে তোমাদের কম মানের বলা হবে । পরিবেশ দেখেই চট করে তা বুঝতে পারা যায় । মুখ থেকে দুঃখ দেওয়ার মতো কথাই বের হয় । বাচ্চারা, তোমাদের বাবার নাম উচ্ছল করতে হবে । সর্বদা তোমাদের চেহারা প্রফুল্লিত থাকা চাই । মুখ থেকে সর্বদা যেন রত্নই নির্গত হয় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণের চেহারা কতো হাসিখুশী, এঁদের আত্মা জ্ঞান রত্ন ধারণ করেছিলো । এরা মুখ থেকে এই রত্নই বের করেছিলো । এঁরা রত্নই শুনতো এবং শোনাতো । তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত । এখন তোমরা যেই জ্ঞান রত্ন ধারণ করছো তাই প্রকৃত হীরে - জহরত হয়ে যায় । ৯ রত্নের মালা কোনো হীরে - জহরতের নয়, এই চৈতন্য রত্নের মালা । মানুষ কিন্তু ওই রত্ন মনে করে হাতে আংটি ইত্যাদি ধারণ করে । জ্ঞান রত্নের মালা এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই তৈরী হয় । এই রত্নই ২১ জন্মের জন্য লাভবান করে দেয়, যা কেউই লুণ্ঠন করতে পারে না । এখানে ওই রত্ন ধারণ করলে চট করে কেউ লুণ্ঠন করে নেবে । তাই নিজেদের খুবই বুদ্ধিমান বানাতে হবে । আসুরী গুণকে দূর করতে হবে । আসুরী গুণের মানুষের চেহারাই এমন হয়ে যায় । তাদের মুখ ক্রোধে তো লাল তাওয়ার মতো হয়ে যায় । কাম বিকারের মানুষের মুখ তো একদম কালো হয়ে যায় । কৃষ্ণকেও তো কালো দেখানো হয় । বিকারের কারণেই গৌর থেকে কালো হয়ে গেছে । বাচ্চারা, তোমাদের প্রতিটি কথার বিচার - সাগর মন্ডন করা উচিত । এই পাঠ হলো অনেক সম্পদ অর্জনের পাঠ । বাচ্চারা,

তোমরা তো শুনেছো যে, কুইন ভিক্টোরিয়ার উজির খুবই গরীব ছিলো। মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে পড়তো, কিন্তু ওই পড়া এমন কোনো রস্বই নয়। এই নলেজ পড়ে তোমরা পুরো পজিশন নিয়ে থাকো। তাহলে এই ঈশ্বরীয় পড়াই তো কাজে এলো, অর্থ নয়? পড়াশোনাই হলো ধন। সেটা হলো লৌকিক ধন আর এ হলো অসীম জাগতিক ধন। তোমরা এখন বুঝতে পারো, বাবা আমাদের পড়িয়ে এই বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। ওখানে তো অর্থ উপার্জনের জন্য কেউ এই পড়া পড়বে না। ওখানে তো এখনকার পুরুষার্থে অগাধ সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। সেই সম্পদ অবিনাশী হয়ে যায়। দেবতাদের কাছে কতো ধন সম্পদ ছিলো, তারপর বাম মার্গ, রাবণ রাজ্যে যখন আসে তখনো কতো সম্পদ থাকে। তাঁদের কতো মন্দির বানানো হয়। তার পরবর্তীকালে মুসলমানেরা সব লুণ্ঠন করে নেয়। দেবতার কতো ধনবান ছিলো। আজকালকার পড়ায় এতো ধনবান হতে পারে না। তাহলে এই পড়ায় দেখো, মানুষ কি থেকে কি হয়ে যায়। গরীব থেকে বিত্তবান হয়ে যায়। এখন ভারতকে দেখো, কতো গরীব হয়ে গেছে। যারা নামে বিত্তবান, তাদের তো কোনো সাময়ি নেই। নিজের ধন - সম্পদ এবং পদের কতো অহংকার থাকে। এতে অহংকার ইত্যাদি দূর হয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। আমরা হলাম আত্মা। আত্মার কাছে ধন - দৌলত, হীরে - জহরতাদি কিছুই নেই।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধকে ত্যাগ করো। আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন এই বিত্ত ইত্যাদি সবই শেষ হয়ে যায়। তারপর যখন নতুন ভাবে পড়বে, অর্থ উপার্জন করতে পারবে তখন ধনবান হতে পারবে, অথবা অনেক দান - পুণ্য করলে বিত্তবানের ঘরে জন্ম নেবে। বলা হয়, এ হলো পূর্ব কর্মের ফল। জ্ঞানের যদি দান করে অথবা কলেজ - ধর্মশালা ইত্যাদি বানায়, তাহলে তার ফল পায় কিন্তু তাও অল্প সময়ের জন্য। এই দান - পুণ্য ইত্যাদিও এখানেই করা হয়। সত্যযুগে এমন করা হয় না। সত্যযুগে কেবল ভালো কর্মই হয়, কেননা আত্মা এখনকার আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে। ওখানে কোনো কর্মই বিকর্ম হবে না, কেননা ওখানে রাবণ নেই। বিকারে গেলে কর্মও বিকারী হয়ে যায়। বিকার থেকেই বিকর্মের উৎপত্তি হয়। স্বর্গে কোনো বিকর্ম হয় না। সবকিছুই এই কর্মের উপর নির্ভর করে। এই মায়া রাবণ অপগুণী করে দেয়। বাবা এসে তোমাদের আবার সর্বগুণ সম্পন্ন বানান। রাম বংশী আর রাবণ বংশীদের যুদ্ধ চলতেই থাকে। তোমরা হলে রামের সন্তান। কতো ভালো ভালো বাচ্চারাও মায়ার কাছে হার খেয়ে যায়। বাবা তাদের নাম বলেন না, তবুও তিনি তাদের প্রতি আশা রাখেন। অধমের থেকেও অধমকে তো উদ্ধার করতেই হয়। বাবাকে এই সম্পূর্ণ বিশ্বের উদ্ধার করতে হবে। এই রাবণের রাজ্যে সকলেই অধম গতি প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা তো নিজে বাঁচার আর অন্যকেও বাঁচানোর যুক্তি রোজ - রোজই বোঝান তবুও যদি নেমে যায় তাহলে অধমের থেকেও অধম হয়ে যায়। তারা তখন উপরে উঠতে পারে না। এই অধম ভাব মনের অন্তরে দংশন করতে থাকে। যেমন বলা হয় - অন্তিম সময়ে যে যেমন স্মরণ করবে... এদের বুদ্ধিতে এই অধম ভাবই স্মরণে আসতে থাকবে।

তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান - কল্পে - কল্পে তোমরাই তো শোনো যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে, জন্ম - জানোয়াররা তো আর একথা জানবে না। তোমরাই শোনো আর তোমরাই বুঝতে পারো। মানুষ তো মানুষই, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ এঁদেরও তো নাক - কান ইত্যাদি সবই আছে, তাহলে তো এঁরাও মানুষ, তাই না, কিন্তু এঁদের মধ্যে দৈবী গুণ আছে, তাই এঁদের দেবতা বলা হয়। এঁরা এমন দেবতা কিভাবে হন, তারপর কিভাবে নেমে আসেন, এই চক্রের কথা তোমরাই জানো। যারা বিচার - সাগর মন্ডন করতে থাকবে, তাদেরই ধারণা হবে। আর যারা বিচার - সাগর মন্ডন করবে না, তাদের বুদ্ধি বলা হবে। যারা মুরলী পড়ে তাদের বিচার - সাগর মন্ডন চলতে থাকবে - এই বিষয়ে এমনভাবে বোঝাতে হবে। বাবা আশা রাখেন - এখন বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে গিয়ে অবশ্যই বুঝতে পারবে। আশা রাখা অর্থাৎ সেবার নেশা, পরিশ্রান্ত হলে চলবে না। যদি কেউ এই পার্ঠের অভ্যাসের পরেও অধম হয়ে যায়, তারাও যদি আবার আসে, তাহলে তাদের তো স্নেহের সঙ্গে বসাবে, নাকি বলবে চলে যাও! তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে হবে - এতদিন কোথায় ছিলো, কেন আসেনি? তারা তো বলবে - মায়ার কাছে হেরে গেছি। তারা বুঝতেও পারে যে, এই জ্ঞান খুবই সুন্দর। স্মৃতি তো থাকে, তাই না। ভক্তিতে তো জয় - পরাজয়ের কোনো কথাই নেই। এ হলো জ্ঞান, একে ধারণ করতে হবে। তোমরা যতক্ষণ না ব্রাহ্মণ হচ্ছে, ততক্ষণ দেবতা হতে পারবে না। খৃস্টান, বৌদ্ধ, পার্সি ইত্যাদির মধ্যে ব্রাহ্মণ হয়ই না। ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়। এই কথা এখন তোমরাই বুঝতে পারো। তোমরা জানো যে, অল্ফ-কে (আল্লাহ) স্মরণ করতে হবে। অল্ফ-কে স্মরণ করলেই এই বাদশাহী পাওয়া যায়। যখন কাউকে পাবে, তো তাকে বলো যে, অল্ফ, আল্লাহকে স্মরণ করো। অল্ফকেই উচ্চ বলা হয়। বাবাকে অল্ফ বা আল্লাহ বলা হয়। অঙ্গুলি দিয়ে অল্ফের দিকে ইশারা করা হয়। সোজা উপরে হলেন এই অল্ফ বা আল্লাহ। অল্ফকে এক বলা হয়। ভগবান হলেন একজনই, বাকি সবাই তাঁর সন্তান। বাবাকে অল্ফ বা আল্লাহ বলা হয়। বাবা যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি নিজের বাচ্চাও তৈরী করেন। তাই বাচ্চারা, তোমাদের কতো খুশীতে থাকা উচিত। বাবা আমাদের কতো সেবা করেন, তিনি আমাদের এই বিশ্বের মালিক

বানান। তিনি নিজে সেই পবিত্র দুনিয়ায় আসেনও না। পবিত্র দুনিয়াতে কেউই তাঁকে ডাকেন না। পতিত দুনিয়াতেই তাঁকে ডাকা হয়। পবিত্র দুনিয়াতে এসে তিনি কি করবেন। তাঁর নামই হলো পতিত পাবন। তাই পুরানো দুনিয়াকে পবিত্র দুনিয়া বানানো হলো তাঁর দায়িত্ব। বাবার নাম হলো শিব। বাচ্চাদের শালগ্রাম বলা হয়। এই দুইয়েরই পূজা হয় কিন্তু যারা পূজা করেন তারা কিছুই জানেন না, ব্যস, এক রীতি - রেওয়াজ বানিয়ে দিয়েছে এই পূজার জন্য। দেবীদেরও ফার্স্ট ক্লাস হীরে - মুক্তোর প্রাসাদ ইত্যাদি বানিয়ে পূজা করা হয়। ওরা তো মাটির লিঙ্গ বানায় আর ভেঙ্গে ফেলে। এই লিঙ্গ বানাতে কোনো পরিশ্রম হয় না। দেব - দেবীর মূর্তি বানাতে পরিশ্রম হয়। শিববাবার পূজোতে কোনো পরিশ্রম লাগে না। সবকিছুই বিনা পয়সায় পাওয়া যায়। জলে পাথর ঘষা খেয়ে গোল হয়ে যায়। সম্পূর্ণ ডিমের আকার হয়ে যায়। এমনও বলা হয় যে, আত্মা হলো ডিমের মতো যা ব্রহ্ম তত্ত্বে থাকে, তাই তাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। তোমরা ব্রহ্মাণ্ডের এবং এই বিশ্বের মালিক হও।

তাই প্রথমে এক বাবার সম্বন্ধে বোঝাতে হবে। শিবকে বাবা বলে সবাই স্মরণ করে। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাকেও বাবা বলা হয়। প্রজাপিতা যখন, তখন তো সকল প্রজাদেরই পিতা হলেন, তাই না। গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার। এই সমস্ত জ্ঞান বাচ্চারা, এখনই তোমাদের মধ্যে আছে। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো অনেকেই বলেন কিন্তু যথার্থ ভাবে কেউই জানে না। ব্রহ্মা কার সন্তান? তোমরা বলবে পরমপিতা পরমাত্মার। শিব বাবা এনাকে অ্যাডপ্ট করেছেন, তাই ইনি তো শরীরধারী হলেন, তাই না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান। এরপরে যখন শরীর ধারণ করে তখন প্রজাপিতা ব্রহ্মার অ্যাডপশন বলা হয়। সেই অ্যাডপশন নয়। আত্মাদের কি পরমপিতা পরমাত্মা অ্যাডপ্ট করেছেন? না, তোমাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছেন। তোমরা এখন হলে ব্রহ্মাকুমার - ব্রহ্মাকুমারী। শিববাবা অ্যাডপ্ট করেন না। সকল আত্মাই হলো অনাদি - অবিনাশী। সকল আত্মাই নিজের নিজের শরীর, নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে, যে পার্ট তাদের প্লে করতেই হবে। এই পার্টই অনাদি - অবিনাশী পরম্পরা ধরে চলে আসছে। বলা হয় এর কোনো আদি - অন্ত নেই। আত্মা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের আর্থিক প্রাচুর্য (সাহকারী), পজিশন ইত্যাদির অহংকার দূর করতে হবে। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা নিজেকে লাভবান করতে হবে। সার্ভিসে কখনোই পরিশ্রান্ত হবে না।

২) বাতাবরণকে সুন্দর রাখার জন্য মুখ থেকে সর্বদা রত্ন বের করতে হবে। দুঃখ দেওয়ার মতো বাণী যেন বের না হয়, তার খেয়াল রাখতে হবে। সর্বদা হাসিমুখে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- যেকোনও বায়ুমন্ডলে মন-বুদ্ধিকে সেকেণ্ডে একাগ্র করতে পারা সর্বশক্তি সম্পন্ন ভব বাপদাদা উত্তরাধিকার রূপে সকল বাচ্চাদেরকে সর্বশক্তি দিয়েছেন। স্মরণের শক্তির অর্থ হল - মন-বুদ্ধিকে যেখানে লাগাতে চাও, সেখানেই লেগে যাবে। যেকোনও বায়ুমন্ডলের মধ্যে নিজের মন-বুদ্ধিকে সেকেণ্ডে একাগ্র করে নাও। পরিস্থিতি দোলাচলের হলেও, বায়ুমন্ডল তমোগুণী হলেও, মায়া নিজের বানানোর প্রচেষ্টা করলেও সেকেণ্ডে একাগ্র হয়ে যাও। এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকলে তখন বলা হবে সর্বশক্তি সম্পন্ন।

স্নোগানঃ:- বিশ্ব কল্যাণের দায়িত্ব আর পবিত্রতার লাইটের মুকুট পরিধানকারীরাই ডবল মুকুটধারী হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে রয়েছো, এখানে থেকেই তোমাদের নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে আর আত্মাকে পবিত্র বানাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা তোমাদের এমন কি বোধ (সমঝ) দিয়েছেন যার দ্বারা বুদ্ধির তালা খুলে গেছে?

*উত্তরঃ - বাবা এই অসীম জাগতিক ড্রামার এমন বোধ দিয়েছেন, যার দ্বারা বুদ্ধিতে যে গোদরেজের তালা ছিল তা খুলে গেছে। পাথরবুদ্ধি থেকে পরশ বুদ্ধিতে পরিণত হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন এই ড্রামার প্রতিটি অ্যাক্টরের নিজস্ব অনাদি পার্ট রয়েছে, কল্প পূর্বে যারা যতটুকু পড়া পড়েছে, এখনও ততটুকুই পড়বে। পুরুষার্থ করে নিজের উত্তরাধিকার নেবে।

ওম শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের পিতা বসে শেখাচ্ছেন। যখন থেকে পিতা হয়েছেন তবে থেকেই তিনি হলেন টিচার, এবং সঙ্গুরূপে শিক্ষা দিচ্ছেন। এই কথা তো বাচ্চারা বোঝে যে তিনি হলেন বাবা, টিচার ও সঙ্গুরূপে, তিনি ছোট শিশু নন। উঁচুর থেকেও উঁচু, সব থেকে মহান তিনি। বাবা জানেন, এরা সবাই আমার আত্মিক সন্তান। ড্রামার প্ল্যান অনুযায়ী তাঁকে আহ্বান করেছে এসে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। কিন্তু কিছু বোঝে না। এখন তোমরা বুঝেছ, পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগকে, পতিত দুনিয়া কলিযুগকে বলা হয়। তারা বলে এসে আমাদের রাবণের জেল থেকে মুক্ত করে দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করে নিজের শান্তিধাম-সুখধামে নিয়ে চলো। দুটি নামই ভালো। মুক্তি-জীবনমুক্তি বা শান্তিধাম-সুখধাম। বাচ্চারা, তোমাদের ছাড়া আর কারো বুদ্ধিতে এই জ্ঞান নেই যে শান্তিধাম কোথায়, সুখধাম কোথায়? মানুষ একেবারেই অবুঝ। তোমাদের মূখ্য লক্ষ্যই হলো সুবুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া। কম বুদ্ধির মানুষের মূখ্য লক্ষ্যই থাকে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো এমন বুদ্ধিমান হতে হবে। সবাইকে শেখাতে হবে - এটাই হলো মূখ্য লক্ষ্য, মানুষ থেকে দেবতা হওয়া। এটা হলো-ই মনুষ্য সৃষ্টি, ওটা হলো দেবতাদের সৃষ্টি। সত্যযুগে আছে দেবতাদের সৃষ্টি, অতএব মনুষ্য সৃষ্টি অবশ্যই কলিযুগে হবে। এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে। তার জন্য নিশ্চয়ই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগও হবে। ওরা হল দেবতা, আর এখানে হল মানুষ। দেবতা বুদ্ধিমান হয়। বাবা-ই এমন বুদ্ধিমান বানান। বাবা যিনি হলেন বিশ্বের মালিক, যদিও তিনি মালিক হন না, তবুও গায়ন তো হয়, তাইনা। অসীম জগতের বাবা, অসীম সুখ প্রদান করেন। অসীম সুখ থাকে নতুন দুনিয়ায় এবং অসীম দুঃখ থাকে পুরানো দুনিয়ায়। দেবতাদের চিত্রও তোমাদের সামনে আছে। তাঁদের মহিমা গায়নও হয়। আজকাল তো ৫ ভূতেরও পূজা হয়।

এখন বাবা তোমাদের বোঝান, তোমরা রয়েছো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে। তোমাদের মধ্যেও নশ্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী জানে - আমাদের একটি পা আছে স্বর্গে, অন্যটি আছে নরকে। এই দুনিয়ায় থাকলেও বুদ্ধি থাকে নতুন দুনিয়ায় এবং যিনি নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যান তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। বাবার স্মরণ দ্বারাই তোমরা পবিত্র হও। এই কথা শিববাবা বসে বোঝান। শিব জয়ন্তী তো অবশ্যই পালন করে কিন্তু শিববাবা কবে এসেছিলেন, এসে কি করেছিলেন, সে কথা জানা নেই। শিবরাত্রি পালন করে এবং কৃষ্ণ জয়ন্তী পালন করে, যে কথা গুলি কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বলা হয় সেসব শিববাবার জন্য তো বলা হবে না। তাই তাঁর রাত্রি পালনকে শিবরাত্রি বলা হয়। অর্থ কিছুই বোঝে না। বাচ্চারা, তোমাদের তো অর্থ বোঝানো হয়েছে। অসীম দুঃখ আছে কলিযুগের শেষ সময়ে, তারপরে অসীম সুখ থাকে সত্যযুগে। এই জ্ঞান তোমরা বাচ্চারা এই সময়েই প্রাপ্ত করো। তোমরা আদি-মধ্য-অন্তকে জানো। যারা কল্প পূর্বে পড়েছে তারা-ই এখন পড়বে, যে যেরকম পুরুষার্থ করেছে সেই পুরুষার্থই করবে এবং এমন পদ মর্যাদাও প্রাপ্ত করবে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র আছে। তোমরাই উঁচু থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো, তারপরে তোমরা নেমেও আসো। বাবা বুঝিয়েছেন এই যে মনুষ্য আত্মারা রয়েছে, সবাই মালায় গাঁথা হয়ে আছে, তাইনা, সব নশ্বর অনুসারে আসে। প্রত্যেক অ্যাক্টরের নিজের নিজের পার্ট রয়েছে - কাকে কখন কি পার্ট প্লে করতে হবে। এ হলো অনাদি পূর্ব রচিত ড্রামা যার বিষয়ে বাবা বসে বোঝান। এবারে বাবা তোমাদের যা বোঝান, সেসব নিজের ভাইদের বোঝাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে প্রতিটি ৫ হাজার বছর পরে বাবা এসে আমাদের বোঝান, আমরা তারপরে আত্মা ভাইদের বোঝাই। আত্মার সম্পর্কে আমরা হলাম ভাই-ভাই। বাবা বলেন এই সময় তোমরা নিজেকে অশরীরী আত্মা নিশ্চয় করো। আত্মাকেই নিজের বাবাকে স্মরণ করতে হবে - পবিত্র হওয়ার জন্য। আত্মা পবিত্র হয় তখন শরীরও পবিত্র প্রাপ্ত হয়। আত্মা অপবিত্র হয়, তখন অলঙ্কার অর্থাৎ দেহটিও হয় অপবিত্র। নশ্বর অনুযায়ী তো আছেই। ফিচার্স, অ্যাক্টিভিটি একে অপরের সাথে মিল খায় না। নশ্বর অনুযায়ী সবাই

নিজস্ব পার্ট প্লে করে, তফাৎ হতে পারে না। নাটকে সেই সীন-ই দেখবে যা কাল দেখেছিলে। সেই সবই রিপিট হবে তাইনা। এই হলো আবার অসীমের এবং গত কালের ড্রামা। গতকাল তোমাদের বুঝিয়েছিলাম। তোমরা রাজস্ব নিয়েছিলে তারপরে রাজস্ব হারিয়েছিলে। আজ আবার রাজস্ব প্রাপ্তির জন্য বুঝে নিচ্ছে। আজ ভারত হলো পুরানো নরক, আগামী কাল নতুন স্বর্গ হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে - এখন আমরা নতুন দুনিয়ায় যাচ্ছি। শ্রীমৎ অনুসারে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে। শ্রেষ্ঠরা নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিতে থাকবে। এই লক্ষ্মী নারায়ণ হলেন শ্রেষ্ঠ তাই শ্রেষ্ঠ স্বর্গে থাকেন। যারা ভ্রষ্ট হয় তারা নরকে থাকে। এই রহস্য তোমরা এখন বুঝেছো। এই অসীমের ড্রামা যখন কেউ ভালো রীতি বুঝবে, তখন বুদ্ধিতে বসবে। শিবরাত্রিও পালন করে কিন্তু কিছু বোঝে না। অতএব বাচ্চারা তোমাদের এখন রিফ্রেশ করতে হয়। তোমরা আবার অন্যদের রিফ্রেশ কর। এখন তোমাদের জ্ঞান প্রাপ্তি হচ্ছে তারপরে সদগতি প্রাপ্ত হবে। বাবা বলেন আমি স্বর্গে আসিনা, আমার পার্ট হল পতিত দুনিয়াকে বদল করে পবিত্র দুনিয়া করা। সেখানে তো তোমাদের কাছে কুবেরের খাজানা থাকে। এখানে তো কাঙাল আছে, তাই বাবাকে আহ্বান করো - এসে অসীমের উত্তরাধিকার দাও। কল্প-কল্প অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তারপরে আবার কাঙালও হয়ে যায়। চিত্র দ্বারা বোঝাও তখন বুঝবে। প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী-নারায়ণ, তারপরে ৮৪ জন্ম নিয়ে মানুষ হয়েছে। এই জ্ঞান এখন তোমরা বাচ্চারা পেয়েছ। তোমরা জানো, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যাকে বৈকুণ্ঠ, প্যারাডাইজ, দৈবী দুনিয়াও বলা হয়। এখন তো বলা হবে না। এখন তো হলো ডেভিল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ অসুরী দুনিয়া। অসুরী দুনিয়ার অন্ত, দৈবী দুনিয়ার আদিকালের এ হলো সঙ্গম। এই কথা এখন তোমরা বোঝো, অন্য কারো মুখে শুনবে না। বাবা স্বয়ং এসে ব্রহ্মার মুখ ধারণ করেন। কার মুখ নেবেন, সে কথা বোঝে না। বাবা কোন্ বাহনে বসে যাত্রা করবেন? যেমন তোমাদের অর্থাৎ আত্মার যাত্রা এই শরীর রূপী বাহনের উপরে বসে হয়, তাইনা। শিববাবার নিজস্ব বাহন তো নেই, অথচ তাঁর মুখের প্রয়োজন তো আছে। নাহলে রাজযোগ শেখাবেন কীভাবে? প্রেরণার দ্বারা তো শিখবে না কেউ। অতএব এই সব কথা মনে লিখে রাখতে হবে। পরমাত্মার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ নলেজ আছে তাইনা। তোমাদের বুদ্ধিতেও এই জ্ঞান থাকা উচিত। এই নলেজ বুদ্ধি দ্বারা ধারণ করতে হবে। বলাও হয় তোমাদের বুদ্ধি ঠিক আছে তো? বুদ্ধি আত্মায় থাকে। আত্মা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে পারে। তোমাদের বুদ্ধিকে পাথরবুদ্ধি কে বানিয়েছে? এখন তোমরা বুঝেছো যে রাবণ আমাদের বুদ্ধি কিরূপ বানিয়ে দিয়েছে! গতকাল তোমরা ড্রামার কথা জানতে না, বুদ্ধিতে গোদরেজের তাল লাগানো ছিল। 'গড' শব্দটি আসে, তাইনা। বাবা যা বুদ্ধি দেন সে বুদ্ধি বদল হয়ে পাথরবুদ্ধি হয়ে যায়। তারপরে বাবা এসে তাল খোলেন। সত্যযুগে হয় পরশবুদ্ধি। বাবা এসে সকলের কল্যাণ করেন। নম্বর অনুযায়ী সকলের বুদ্ধি খোলে। তারপরে একে অপরের পিছনে আসতে থাকে। উপরে তো কেউ থাকতে পারে না। পতিত সেখানে থাকতে পারে না। বাবা পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে সব পবিত্র আত্মারা থাকে। ওই হল নিরাকারী সৃষ্টি।

বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছো তাই নিজের ঘর পরমধাম খুব কাছে দেখতে পাও। তোমাদের ঘরের প্রতি অনেক ভালোবাসা আছে। তোমাদের মতন ভালোবাসা কারো নেই। তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী আছে, যাদের বাবার সঙ্গে ভালোবাসা আছে, তাদের ঘরের প্রতিও বিশেষ ভালোবাসা আছে। মুরব্বী বাচ্চা অর্থাৎ খুব কাছের সন্তান হয় তাই না। তোমরা বুঝেছো এখানে যারা ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে সুবুদ্ধি সম্পন্ন যোগ্য বাচ্চা যারা হবে, তারা-ই উঁচু পদের অধিকারী হবে। ছোট বা বড় শরীরের উপরে নির্ভর নয়। জ্ঞান ও যোগে যারা মত্ত, তারা-ই হলো বড়। অনেক ছোট ছোট বাচ্চারাও জ্ঞান-যোগে তীক্ষ্ণ হয়, তারা বড়দের পড়ায়। যদিও নিয়ম হলো বড়রা ছোটদের পড়ায়। আজকাল তো মিডগেডও দেখা যায় (বামন)। যদিও সব আত্মারাই হলো মিডগেট। আত্মা তো বিন্দু স্বরূপ, তার কিই বা ওজন হবে। সে তো স্টার বা নক্ষত্র। মানুষ নক্ষত্র নাম শুনে আকাশের দিকে তাকাবে। তোমরা নক্ষত্র নাম শুনে নিজেকে দেখো। তোমরা হলে এই পৃথিবীর নক্ষত্র। ওই নক্ষত্র গুলি হলো আকাশের, জড় বস্তু, তোমরা হলে চৈতন্য। তাতে তো ফের-বদল কিছুই হওয়া সম্ভব নয়, তোমরা তো ৮৪ জন্ম নাও, বিশাল পার্ট প্লে করো। পার্ট প্লে করতে করতে উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়, ব্যাটারি ডিস চার্জ হয়। তারপরে বাবা এসে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোঝান। কারণ তোমাদের আত্মা নিস্তেজ হয়ে আছে। যা শক্তি ভরা ছিল সেসব শেষ হয়ে গেছে। এখন আবার বাবার সাহায্যে শক্তিতে ভরপুর হও। তোমরা নিজের ব্যাটারি চার্জ করছ। এতে মায়াও অনেক বাধা সৃষ্টি করে ব্যাটারি চার্জ করতে দেয় না। তোমরা হলে চৈতন্য ব্যাটারি। জানো যে বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত হলে আমরা সতোগ্রহান হবো। এখন তমোগ্রহান হয়েছি। ওই জাগতিক দুনিয়ার পড়াশোনা এবং এই অসীম জগতের পড়াশোনার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। কীভাবে নম্বর অনুসারে সব আত্মারা উপরে যায় তারপরে নিজ সময়ে পার্ট প্লে করতে আসতে হবে। সবারই নিজস্ব অবিনাশী পার্ট রয়েছে। তোমরা এই ৮৪-র পার্ট কত বার প্লে করেছ! তোমাদের ব্যাটারি কতবার চার্জ ও ডিসচার্জ হয়েছে! যখন জানো যে আমাদের ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়েছে তাহলে চার্জ করতে দেরি কেন করো? কিন্তু মায়া ব্যাটারি চার্জ করতে দেয় না। ব্যাটারি চার্জ করার কথা মায়া তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। ক্ষণে ক্ষণে ব্যাটারি ডিসচার্জড করিয়ে দেয়। চেষ্টা করো বাবাকে স্মরণ করার কিন্তু করতে পারো না। তোমাদের

মধ্যেও যারা ব্যাটারি চার্জ করে সতো প্রধান অবস্থার কাছাকাছি এসে যায়, তাদের দিয়েও কখনও কখনও মায়া গাফিলতি করিয়ে ব্যাটারি ডিসচার্জ করে দেয়। এইরকম শেষ পর্যন্ত হতেই থাকবে। তারপরে যখন যুদ্ধ সমাপ্ত হবে তখন সব শেষ হয়ে যায় তখন যার ব্যাটারি যতটুকু চার্জ হয়ে থাকে সেই অনুযায়ী পদ প্রাপ্ত হবে। সব আত্মারা বাবার সন্তান, বাবা স্বয়ং এসে সকলের ব্যাটারি চার্জ করেন। এই খেলা কেমন ওয়ান্ডারফুল বানানো হয়েছে। বাবার সাথে যোগ যুক্ত হওয়ার থেকে ক্ষণে ক্ষণে বিচ্যুত হওয়াতে কতো ক্ষতি হয়ে থাকে। বিচ্যুত যাতে না হয় তার জন্য পুরুষার্থ করানো হয়। পুরুষার্থ করতে করতে যখন সমাপ্তি হয় তখন নম্বর অনুসারে পুরুষার্থ অনুযায়ী তোমাদের পাট পূর্ণ হয়। যেমন কল্প কল্প হয়। আত্মাদের মালা তৈরি হতে থাকে।

বাচ্চারা তোমরা জানো যে, রুদ্রাঙ্কের মালা রয়েছে, বিষ্ণুর মালাও রয়েছে। প্রথম নম্বরে তো তাঁরই মালা রাখা হবে, তাইনা। বাবা দৈবী দুনিয়া রচনা করেন, তাইনা। যেমন রুদ্র মালা হয়, তেমনই রুদ্র মালাও হয়। ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরি হতে পারে না, অদল-বদল হতে থাকবে। ফাইনাল তখন হবে যখন রুদ্র মালা তৈরি হবে। এ হলো ব্রাহ্মণদের মালা, কিন্তু এইসময় তা তৈরি হবে না। বাস্তবে প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হলো সবাই। শিববাবার সন্তানদেরও মালা হয়, বিষ্ণুর মালাও বলা হবে। তোমরা ব্রাহ্মণ হও তো ব্রহ্মা ও শিবেরও মালা চাই। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে নম্বর অনুযায়ী আছে। সবাই তো শোনে কিন্তু কারো কান দিয়ে তখনই বেরিয়ে যায়, শোনেই না। কেউ তো পড়েই না, তারা জানে না - ভগবান পড়াতে এসেছেন। পড়াশোনা করে না, এই পড়া তো কতো আনন্দের সাথে পড়া উচিত। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণের যাত্রার দ্বারা আত্মা রূপী ব্যাটারিকে চার্জ করে সতোপ্রধান স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এমন কোনো রকম গাফিলতি করবে না যাতে ব্যাটারি ডিসচার্জড হয়ে যায়।

২) সুবুদ্ধি সম্পন্ন যোগ্য (মুরুব্বী) বাচ্চা হতে হলে বাবার প্রতি এবং তার সাথে সাথে ঘরের প্রতিও ভালোবাসা রাখতে হবে। জ্ঞান ও যোগে মেতে থাকতে হবে। বাবা যা বোঝান সেসব ভাইদের বোঝাতে হবে।

বরদানঃ:- এক বাবাকে নিজের সংসার বানিয়ে সদা একের আকর্ষণে থাকা কর্মবন্ধন মুক্ত ভব সদা এই অনুভবে থাকো যে এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয়। ব্যস্ এক বাবা-ই হল সংসার আর কোনও আকর্ষণ নেই, কোনও কর্ম বন্ধন নেই। নিজের কোনও দুর্বল সংস্কারেরও বন্ধন থাকবে না। যারা কোনও কিছুর উপর নিজের অধিকার দেখায়, তাদের মধ্যে ক্রোধ বা অভিমান দেখা যায় - এটাও হলো কর্মবন্ধন। কিন্তু যখন বাবা-ই হলো আমার সংসার, এই স্মৃতি থাকলে সব আমার-আমার এক আমার বাবাতে সমাহিত হয়ে যায় আর কর্ম বন্ধনগুলি থেকে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- মহান আত্মা হলো সে, যার দৃষ্টি আর বৃত্তি অসীম জগতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সমস্তকিছুই কর্মের উপর নির্ভর করে, সর্বদা যেন খেয়াল থাকে যে, মায়ার বশীভূত হয়ে কোনো উল্টো কর্ম যেন না হয়, যার জন্য সাজা ভোগ করতে হয়"

*প্রশ্নঃ - বাবার নজরে সবথেকে অধিক বুদ্ধিমান কে?

*উত্তরঃ - যারমধ্যে পবিত্রতার ধারণা আছে সে-ই বুদ্ধিমান আর যে পতিত, সে বুদ্ধিহীন। লক্ষ্মী - নারায়ণকে সবথেকে অধিক বুদ্ধিমান বলা হবে। বাচ্চারা, তোমরা এখন বুদ্ধিমান হচ্ছেো। পবিত্রতাই হলো সবথেকে মূল্য, তাই বাবা সাবধান করেন - বাচ্চারা, এই চোখ যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়, একে সামলে চলতে হবে। এই পুরানো দুনিয়াকে দেখেও দেখো না। নতুন দুনিয়া স্বর্গকে স্মরণ করো।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা এ কথা তো বুঝতেই পারে যে, এই পুরানো দুনিয়াতে আমরা অল্প দিনের অতিথি। দুনিয়ার মানুষ মনে করে এখনো ৪০ হাজার বছর এখানে থাকবো। বাচ্চারা, তোমরা তো নিশ্চয় রয়েছে, তাই না। এই কথা ভুলে যেও না। বাচ্চারা, এখানে বসে থাকলেও তোমাদের অন্তর খুশীতে গদগদ খুশীর থাকা উচিত। তোমরা এই চোখে যা কিছুই দেখো, সবই বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মা তো অবিনাশী। আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করেছি। বাবা এখন এসেছেন আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। পুরানো দুনিয়া যখন সম্পূর্ণ হয়, বাবা তখন আসেন নতুন দুনিয়া স্থাপনের জন্য। নতুন থেকে পুরানো আর পুরানো থেকে নতুন দুনিয়া কিভাবে হয়, এ তোমাদের বুদ্ধিতেই আছে। আমরা অনেকবার এই চক্র সম্পূর্ণ করেছি। এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। নতুন দুনিয়াতে আমরা দেবতারা খুব অল্প সংখ্যায় থাকি। সেখানে মানুষ থাকে না। বাকি সম্পূর্ণই কর্মের উপর নির্ভর করে। মানুষ উল্টো কর্ম করে, তা অবশ্যই খাতায় জমা হয়, তাই বাবা জিজ্ঞেস করেন, এই জন্মে এমন কোনো পাপ করোনি তো? এ হলো পতিত ছিঃ ছিঃ রাবণ রাজ্য। এ হলো গভীর অন্ধকারের (ধূন্ধকারী) দুনিয়া। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। তোমরা এখন কোনো রকম ভক্তি করো না। তোমরা ভক্তির অন্ধকারে ধাক্কা খেয়ে এসেছো। এখন তোমরা বাবার হাতকে পেয়েছো। বাবার সাহায্য ছাড়া তোমরা বিষয় বৈতরণী নদীতে গোতা খেতে। অর্ধেক কল্প হলো ভক্তি, জ্ঞান পাওয়াতে তোমরা সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে চলে যাও। এখন তো এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেখানে তোমরা পতিত ছিঃ ছিঃ থেকে সুন্দর সুন্দর ফুল, বা কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছেো। তোমাদের এমন কে তৈরী করেন? অসীম জগতের পিতা। লৌকিক জগতের পিতাকে অসীম জগতের পিতা বলা হবে না। তোমরা ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর অকু্যপেশনকেও জেনে গেছো। তাই তোমাদের কতো শুদ্ধ নেশা থাকা উচিত। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন - এ সব সঙ্গম যুগেই হয়। বাচ্চারা, বাবা এখন বসে তোমাদের বোঝাচ্ছেন, পুরানো এবং নতুন দুনিয়ার এ হলো সঙ্গম যুগ। মানুষ ডাকতেও থাকে, আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসো। এই সঙ্গমে বাবারও পার্ট চলতে থাকে। তিনি তো ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, তাই না। তাই অবশ্যই তাঁরও কিছু পার্ট থাকবে। সবাই জানে যে, তাঁকে মানব বলা হবে না, তাঁর তো নিজের কোনো শরীরই নেই। বাকি সকলকেই মানুষ বা দেবতা বলা হবে। শিববাবাকে না দেবতা বলা হবে, আর না মানুষ। এই শরীর তো তিনি টেম্পোরারি লোন নিয়েছেন। তিনি কোনো গর্ভ থেকে জন্ম নেননি নি। বাবা নিজেই বলেন - বাচ্চারা, শরীর ছাড়া আমি কিভাবে রাজযোগ শেখাবো। যদিও মানুষ আমাকে বলে দেয় যে, পরমাত্মা নুড়ি - পাথরে আছেন কিন্তু বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমি কিভাবে আসি। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো। এই রাজযোগ কোনো মানুষই শেখাতে পারেন না। দেবতারা তো রাজযোগ শিখতে পারে না। এখানে এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে রাজযোগ শিখে মানুষ থেকে দেবতা হয়।

বাচ্চারা, এখন তোমাদের অপার খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছি। বাবা কল্পে - কল্পে আসেন, তিনি নিজেই বলেন, এ হলো অনেক জন্মের অন্তিম জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন, তিনি এই ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেন। শিববাবা তো এই ৮৪ জন্মের চক্রে আসবেন না। শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সুন্দর থেকে শ্যাম হয়, এ কথা কেউই জানে না। তোমাদের মধ্যেও নব্বয়ের ক্রমানুসারেই তা জানতে পারে। মায়া অনেক কড়া। মায়া কাউকেই ছাড়ে না। বাবা সবই জানতে পারেন। মায়া একদম গিলে ফেলে। এ কথা বাবা খুব ভালোভাবে জানেন। এমন ভেবো না যে, বাবা অন্তর্যামী। তা নয়, বাবা সকলের অ্যাক্টিভিটি জানেন। সমাচার তো আসে, তাই না। মায়া একদম কাঁচা গিলে ফেলে। বাচ্চারা, এমন অনেক কথা তোমরা জানো না। বাবা তো সবই জানতে পারেন। মানুষ মনে করে নেয় যে,

পরমাত্মা অন্তর্যামী। বাবা বলেন, আমি অন্তর্যামী নই। প্রত্যেকেরই চলন দেখে বোঝা যায়, তাই না। অনেকের খুবই ছিঃ ছিঃ আচার-আচরণ, তাই বাবা প্রতি মুহূর্তে বাচ্চাদের সাবধান করেন। মায়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হবে। যদিও বাবা বুঝিয়ে বলেন, তবুও বুদ্ধিতে থাকে না যে, কাম মহাশত্রু, বুঝতেই পারে না যে, আমরা বিকারে চলে গেছি, এমনও হয় তাই বাবা বলেন, যদি কোনো ভুলও হয়ে যায় তাহলে পরিস্কার বলে দাও, কোনো কিছু লুকিও না। না হলে শতগুণ পাপ হয়ে যাবে। অন্তরে অনুশোচনা হতে থাকবে। এই পাপও বুদ্ধি হতে থাকবে আর একদম নীচে নেমে যাবে। বাবার সাথে বাচ্চাদের সম্পূর্ণ স্বচ্ছ থাকতে হবে না হলে তোমাদের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। এ তো রাবণের দুনিয়া। এই রাবণের দুনিয়াকে আমরা কেন স্মরণ করবো। আমাদের তো নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। বাবা যখন নতুন বাড়ি ইত্যাদি তৈরী করেন তখন বাচ্চারা মনে করে, আমাদের জন্য নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে। তখন তারা খুশী হয়। এ হলো অসীম জগতের কথা। তিনি আমাদের জন্য নতুন দুনিয়া, স্বর্গ তৈরী করেছেন। এখন আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবি, এরপর যত যত বাবাকে স্মরণ করবে, ততই সুন্দর সুন্দর ফুলে পরিণত হতে থাকবে। আমরা বিকারের বশে এসে কাঁটায় পরিণত হয়েছি। বাচ্চারা, তোমরা জানো - যারা আসে না, তারা তো মায়ার বশীভূত হয়ে গেছে। তারা তো বাবার কাছেই নেই। তারা ট্রেটরে (বিশ্বাসঘাত) পরিণত হয়েছে। তারা পুরানো শত্রুর কাছে চলে গেছে। এমন - এমন অনেককেই মায়া গিলে ফেলে। কতো মানুষই শেষ হয়ে যায়। অনেক ভালো - ভালো বাচ্চা ছিলো যারা বলেছিলো - আমরা এই করবো, এই করবো। আমরা তো যজ্ঞের জন্য প্রাণদান করতেও প্রস্তুত। আজ আর তারা নেই। তোমাদের লড়াই হলো মায়ার সঙ্গে। দুনিয়াতে এ কেউই জানে না যে, মায়ার সঙ্গে কিভাবে লড়াই হয়। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে, দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই হয়। তারপর কৌরব আর পাণ্ডবদের মধ্যে লড়াই হয়েছিলো। কাউকে জিজ্ঞেস করো, এই দুটি বিষয় শাস্ত্রের কেমন কথা? দেবতারা তো অহিংসক হয়। তাঁরা সত্যযুগে থাকে। তাঁরা কি কলিযুগে লড়াই করতে আসবে? কৌরব আর পাণ্ডবদের অর্থও বোঝে না। শাস্ত্রে যা লেখা আছে তাই পড়ে শোনাতে থাকে। বাবা তো সম্পূর্ণ গীতা পড়েছিলেন। যখন তিনি জ্ঞান পেয়েছিলেন, তখন চিন্তা করেছিলেন, গীতাতে এই লড়াই ইত্যাদির কথা কি লেখা হয়েছে? কৃষ্ণ তো গীতার ভগবান নন। এনার ভিতরে বাবা বসে ছিলেন, তো এনাকেও ওই গীতা ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আমরা বাবার কাছ থেকে কতো জ্ঞানের আলো পেয়েছি। আত্মাই আলোকিত হয় তাই বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা মনে করো আর অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো। ভক্তিতে তোমরা স্মরণ করতে, তোমরা বলতে - তুমি এলে আমরা বলিহারি যাবো, কিন্তু তিনি কিভাবে আসবেন আর তোমরা কিভাবে বলিহারি যাবে, তা বুঝতেই না।

বাচ্চারা, এখন তোমরা বুঝতে পারো, বাবা যেমন, আমরা আত্মারাও তেমন। বাবার হলো অলৌকিক জন্ম, বাচ্চারা, তিনি তোমাদের কিভাবে কত সুন্দর ভাবে পড়ান। তোমরা নিজেরাই বলো, এ তো আমাদের সেই বাবা, যিনি কল্পে - কল্পে আমাদের বাবা হন। আমরা সবাই তাঁকে বাবা - বাবা বলেই ডাকি। বাবাও বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকেন, তিনিই টিচার রূপে আমাদের রাজযোগ শেখান। তিনি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানান। তাই এমন বাবার হয়ে সেই টিচার বাবার থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। এইসব কথা শুনে গদগদ হওয়া উচিত। যদি তোমরা ছিঃ ছিঃ হও, তাহলে সেই খুশী আসবেই না। যতই মাথা ঠুকুক না কেন, তারা আমাদের জাতি ভাই নয়। এখানে মানুষের অনেক ধরনের সারনেম হয়। এ সব হলো জাগতিক কথা। তোমাদের সারনেম দেখো কতো বড়। বড়র থেকেও বড় গ্রেট - গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হলেন ব্রহ্মা। তাঁকে কেউ জানেই না। শিববাবাকে তো সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে। ব্রহ্মার কথাও কেউ জানে না। চিত্রও আছে - ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর। কিন্তু ব্রহ্মাকে আবার সূক্ষ্মবতনে নিয়ে গেছে। তাদের বায়োগ্রাফি কিছুই জানে না। সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা কোথা থেকে এলো? সেখানে কিভাবে অ্যাডপ্ট করবেন? বাবা বুঝিয়েছেন যে, এ হলো আমার রথ। এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করেছি। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ হলো গীতার এপিসোড, যাতে পবিত্রতাই হলো মুখ্য। কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে, একথা কেউই জানে না। সাধু - সন্তরা কখনোই বলবে না যে, দেহ সহ সকল সম্বন্ধকে ভুলে আমি এক বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে মায়ার পাপ কর্ম ভস্ম হয়ে যাবে। তাঁরা তো বাবাকেই জানেন না। গীতাতেও বাবা বলেছেন - আমিই এই সাধু সন্ত আদিদের উদ্ধার করি।

বাবা বোঝান - শুরু থেকে এখন পর্যন্ত যে সকল আত্মারা পাঁচ প্লে করছে, সকলেরই এ হলো অন্তিম জন্ম। এনারও এ হলো অন্তিম জন্ম। ইনিই আবার ব্রহ্মা হবেন। ছোটবেলায় গ্রামের ছেলে ছিল। ৮৪ জন্ম এই সম্পূর্ণ করেছেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। এখন তোমরা বুদ্ধিমান তৈরী হচ্ছে। পূর্বে তোমরা বুদ্ধিহীন ছিলে। এই লক্ষ্মী - নারায়ণ হলো বুদ্ধিমান। পতিতকে বুদ্ধিহীন বলা হয়। মুখ্য বিষয় হলো পবিত্রতা। এমন লিখেও থাকে যে, মায়া আমাকে নীচে নামিয়ে দিয়েছে। আমাদের অপরাধীর দৃষ্টি হয়ে গেছে। বাবা তো প্রতি মুহূর্তে সাবধান করেন - বাচ্চারা, মায়ার কাছে কখনোই হেরে যেও না। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা

নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হলো বলে। আমরা তো পবিত্র তৈরী হই তাই আমাদের তো পবিত্র দুনিয়াই চাই, তাই না। বাচ্চারা, তোমাদেরও পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। বাবা তো আর যোগ করবেন না। বাবা তো পতিত হনই না যে যোগ করবেন। বাবা তো বলেন, আমি তোমাদের সেবার জন্য উপস্থিত। তোমরাই চেয়েছিলে যে, তুমি এসে আমাদের মতো পতিতদের পবিত্র করো। তোমাদের চাওয়াতেই আমি এসেছি। আমি তোমাদের খুব সহজ রাস্তা বলে দিই, কেবল "মন্বনানুব" (মন আমাতে নিযুক্ত করো)। শাস্ত্রে কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে বাবাকে সবাই ভুলে গেছে। বাবা হলেন ফাস্ট আর কৃষ্ণ হলেন সেকেন্ড। বাবা হলেন পরমধামের মালিক আর কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের মালিক। সূক্ষ্ম লোকে তো কিছুই হয় না। সকলের মধ্যে এক নম্বর হলেন শ্রীকৃষ্ণ, যাকে সবাই ভালোবাসে। বাকি সকলেই তো পিছনে - পিছনে আসে। স্বর্গে তো সকলে যেতেও পারবে না।

তাই মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের রন্ধে - রন্ধে খুশী হওয়া উচিত। কোনো কোনো বাচ্চা বাবার কাছে আসে, যারা কখনোই পবিত্র থাকে না। বাবা বোঝান, বিকারে যাও তাহলে বাবার কাছে কেন আসো? তারা বলে - কি করবো, থাকতে পারি না, কিন্তু এখানে আসি, যদি কখনো তীর লেগে যায়। আপনি ছাড়া আমাদের কে সন্নতি করাবে, তাই এখানে এসে বসে যাই। মায়া কতো প্রবল। নিশ্চয়ও হয় যে, বাবা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র সুন্দর ফুল বানান, কিন্তু কি করবো, তবুও সত্যি কথা বললে কখনো তো শুধরে যেতেও পারবো। আমরা এই নিশ্চয় রয়েছে যে, আপনার কাছেই আমাদের শুধরাতে হবে। বাবা এইসব বাচ্চাদের জন্য দুঃখ পান, তাও এমন হবে। নাথিং নিউ। বাবা তো রোজ রোজই শ্রীমত দেন কিন্তু খুব অল্প সংখ্যকই তা অভ্যাসে আনতে পারে, এতে বাবা কি করতে পারেন। বাবা বলেন, সম্ভবতঃ এদের এমনই পার্ট। সবাই তো আর রাজা - রানী হয় না। এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। রাজধানীতে তো সকলেরই প্রয়োজন। বাবা তবুও বলেন - বাচ্চারা, হিম্মত ত্যাগ করো না। তোমরাও এগিয়ে যেতে পারো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা - বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বাবার সাথে সর্বদা স্বচ্ছ থাকতে হবে। এখনো কোনো ভুল যদি হয়ে যায়, লুকিও না। চোখ কখনো যেন ক্রিমিনাল না হয় - এরজন্য সাবধান থাকতে হবে।

২) সদা এই শুদ্ধ নেশা যেন থাকে যে, অসীম জগতের পিতা আমাদের পতিত ছিঃ ছিঃ থেকে সুন্দর ফুল বা কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত করছেন। এখন আমরা বাবার সাহায্য পেয়েছি, যার সাহায্যে আমরা বিষয় বৈতরণী নদী পার হয়ে যাবো।

বরদানঃ:- পাওয়ারফুল ব্রেক দ্বারা সেকেন্ডে নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তনকারী স্ব-পরিবর্তক ভব যখন নেগেটিভ অথবা ব্যর্থ সংকল্প চলে, তখন তার গতি খুব ফাস্ট হয়। ফাস্ট গতির সময় পাওয়ারফুল ব্রেক লাগিয়ে পরিবর্তন করার অভ্যাস চাই। এমনতেও পাহাড়ে ওঠার আগে গাড়ির ব্রেক চেক করা হয়। তোমরা নিজেদের উঁচু স্থিতি বানানোর জন্য সংকল্পগুলিকে সেকেন্ডে ব্রেক দেওয়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করো। যখন নিজের সংকল্প বা সংস্কার এক সেকেন্ডে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে পরিবর্তন করতে পারবে তখন স্ব পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্য সম্পন্ন হবে।

স্লোগানঃ:- নিজের প্রতি আর সকল আত্মাদের প্রতি শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনের শক্তিকে কার্যে প্রয়োগকারীই হলো সত্যিকারের কর্মযোগী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"বর্তমান সময়ে নিজের করুণাময় এবং দাতা স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করাও"

আজ বরদাতা বাবা নিজের জ্ঞান দাতা, গুণ দাতা, পরমাত্ম সন্দেশ বাহক বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চা মাস্টার দাতা হয়ে আত্মাদেরকে বাবার সমীপে নিয়ে আসার জন্য আন্তরিক ভাবে প্রচেষ্টা করছে। বিশ্বে অনেক প্রকারের আত্মা রয়েছে, কোনো আত্মার জ্ঞানের প্রয়োজন, অন্য আত্মাদের কারো শান্তি চাই, গুণ চাই, বাচ্চারা তোমাদের কাছে সবেই অথন্ত খাজানা রয়েছে। প্রত্যেক আত্মার কামনা তোমরা পূর্ণ করতে সক্ষম। দিন দিন সময় সমাপ্তির সমীপে চলে আসার কারণে এখন আত্মারা নতুন কোনো আশ্রয় (সাহারা) খুঁজছে। তো তোমরা আত্মারা তাদেরকে নতুন সাহারা দেওয়ার জন্য নিমিত্ত হয়েছো। বাপদাদা বাচ্চাদের উৎসাহ উদ্দীপনাকে দেখে খুব খুশী। একদিকে রয়েছে আবশ্যিকতা আর অন্যদিকে রয়েছে উৎসাহ উদ্দীপনা। প্রয়োজনের সময়ে অন্তত এক ফোঁটারও বিশাল গুরুত্ব রয়েছে। তো এই সময় তোমাদের দেওয়া এক আঁচলার, সন্দেশেরও মহত্ব রয়েছে।

বর্তমান সময় হলো বাচ্চারা তোমাদের করুণাময় এবং দাতা স্বরূপ হওয়ার সময়। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে অনাদি স্বরূপেও দাতা ভাবের সংস্কার পূর্ণ রূপে রয়েছে, সেইজন্য কল্প বৃক্ষের চিত্রে তোমাদেরকে বৃক্ষের জড়ে দেখানো হয়েছে। কেননা জড় দ্বারাই সমগ্র বৃক্ষে সব কিছু পৌঁছে যায়। তোমাদের আদি দেবতা রূপ, তার অর্থই হলো দেব তা অর্থাৎ যে দেব। তোমাদের মধ্য কালের স্বরূপ পূজ্য চিত্র রয়েছে, তো মধ্য সময়েও পূজ্য রূপে তোমরা বরদান প্রদাতা, দুয়া প্রদানকারী, আশীর্বাদ প্রদানকারী দাতা রূপে রয়েছে। অতএব তোমাদের মতো আত্মাদের বিশেষ স্বরূপই হলো দাতা ভাবের। তো এখনও পরমাত্ম সন্দেশ বাহক হয়ে বিশ্বে বাবার প্রত্যক্ষতার বার্তা তোমরা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চা চেক করুক যে, অনাদি, আদি দাতা ভাবের সংস্কার প্রত্যেকের জীবনে সদা ইমার্জ রূপে থাকে তো? দাতা ভাবের সংস্কার বিশিষ্ট আত্মাদের নিদর্শন হবে - তারা কখনোই সংকল্পও পর্যন্ত করবে না যে, দেবো কি দেবো না। না। নিরন্তর উন্মুক্ত ভান্ডার রয়েছে। তো বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের দাতা ভাবের সংস্কারকে দেখছেন। কি দেখে থাকবেন? নম্বরক্রমে তো থাকবেই তাই না! কখনোই এই সংকল্প করবে না যে, - এটা যদি থাকে তবে আমিও করতে পারি। দাতা ভাবের সংস্কার যাদের থাকবে সকল দিক থেকে তাদের সহযোগিতা প্রাপ্ত হতে থাকবে। কেবল আত্মাদের থেকেই নয়, বরং প্রকৃতিও সময় অনুযায়ী সহযোগী হয়ে যাবে। এই সূক্ষ্ম হিসাব রয়েছে যে, যারা সর্বদা দাতা হয়ে থাকে, সেই পুণ্যের ফল সময় মতো সহযোগ, সময় মতো সফলতা খুব সহজেই সেই আত্মার প্রাপ্ত হয়ে থাকে। সেইজন্য দাতা ভাবের সংস্কারকে ইমার্জ রূপে রাখো। পুণ্যের খাতা এক এর ১০ গুণ ফল দিয়ে থাকে। তো সারাদিনে নোট করো - সংকল্পের দ্বারা, বাণীর দ্বারা, সম্বন্ধ - সম্পর্কের দ্বারা পুণ্য আত্মা হয়ে পুণ্যের খাতা কতখানি জমা করেছে? মন্সা সেবাও পুণ্যের খাতা জমা করায়। বাণীর দ্বারা কোনো দুঃখী আত্মাকে খুশীতে নিয়ে আসা, বিপর্যস্ত (পরেশান) আত্মাকে তার মর্যাদার স্মৃতিতে নিয়ে আসা, হতাশ নিরাশ আত্মাকে তোমার বাণীর দ্বারা উৎসাহ উদ্দীপনায় নিয়ে আসা, সম্বন্ধ-সম্পর্কের দ্বারা কোনো আত্মাকে নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্গের রঙ এর অনুভব করানো, এই বিধির দ্বারা পুণ্যের খাতা জমা করতে পারো। এই জন্মে তোমরা এতখানি পুণ্য জমা করে থাকো যে, অর্ধ কল্প তোমরা পুণ্যের ফল খেয়ে থাকো আর অর্ধ কল্প তোমাদের জড় চিত্র পাপী আত্মাদেরকে বায়ুমণ্ডলের দ্বারা পাপের থেকে মুক্ত করে থাকো। পতিত পাবনী হয়ে যাও তখন তোমরা। তো বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার জমা হওয়া পুণ্যের খাতা দেখতে থাকেন।

বাপদাদা বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের সেবার উৎসাহ উদ্দীপনাকে দেখে খুশী হচ্ছেন। মেজরিটি বাচ্চাদের মধ্যে সেবার উদ্দীপনা খুব ভালো। প্রত্যেকে নিজের নিজের দিক থেকে সেবার প্ল্যান প্র্যাক্টিক্যাল বাস্তবায়িত করছে। এর জন্য বাপদাদা আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। খুব ভালো কাজ করছো, আরো ভালো করবে। সবথেকে ভালো জিনিসটি হলো - প্রত্যেকের সংকল্প আর সময় বিজি হয়ে গেছে। প্রত্যেকের এটাই লক্ষ্য রয়েছে যে, চতুর্দিকের সেবার দ্বারা এখন অনুযোগ গুলি পূরণ অবশ্যই করতে হবে।

ব্রাহ্মণদের দূট সংকল্পে অনেক শক্তি রয়েছে। যদি ব্রাহ্মণ দূট সংকল্প করে তবে কিই না করতে পারে! সব হয়ে যাবে শুধুমাত্র যোগকে জ্বালারূপ বানাও। যোগ জ্বালারূপ হয়ে গেলে তখন সেই জ্বালার পিছনে আত্মারা স্বাভাবিকভাবেই চলে আসবে। কারণ জ্বালা (লাইট) দেখতে পেলেই তারা রাস্তাও দেখতে পেয়ে যাবে। এখন যোগ তো লাগছে কিন্তু যোগ জ্বালা

রূপ হতে হবে। সেবার উৎসাহ উদ্দীপনা ভালোই বৃদ্ধি পাচ্ছে কিন্তু যোগে জ্বালা রূপকে এখন আন্ডারলাইন করো। তোমাদের দৃষ্টিতে এমন ঝলক চলে আসবে যে, সেই দৃষ্টির থেকে তারা যেন কোনো না কোনো অনুভূতির অনুভব করতে পারে।

বাপদাদার ফরেনের ভাই বোনেরা এই যে সেবা করেছিল, কল অফ টাইম নামক, সেটার বিধি খুব ভালো লেগেছিল যে, তারা ছোট সংগঠনকেও কেমন সমীপে নিয়ে এসেছে। এই রকম প্রত্যেক জোন, প্রতিটি সেন্টার আলাদা আলাদা ভাবে সেবা তো করছে, কিন্তু সব উইংকে এক সাথে নিয়ে সংগঠিত করো। বাপদাদা বলেছিলেন যে, বিক্ষিপ্ত ভাবে সেবা অনেক হচ্ছে, কিন্তু বিক্ষিপ্ত ভাবে চলা সেবা গুলোর থেকে সমীপে আসবে এমন কিছু যোগ্য আত্মাদের সংগঠনকে বেছে নাও আর সময়ে সময়ে সেই সংগঠনকে সমীপে নিয়ে আসতে থাকো আর তাদের সেবার উদ্দীপনাকে বাড়াও। বাপদাদা দেখেন যে, এই রকম আত্মারা রয়েছে, কিন্তু এখন সেই পাওয়ারফুল পালনা, সংগঠিত রূপে পাওয়া যাচ্ছে না। আলাদা আলাদা ভাবে যথাশক্তি পালনা প্রাপ্ত হচ্ছে, সংগঠনে একজন আরেকজনকে দেখেও উদ্দীপনা চলে আসে। এরা, এরা তো করছে, আমিও করতে পারি, আমিও করবো, তো উদ্দীপনা চলে আসে। বাপদাদা এখন সেবার প্রত্যক্ষ সংগঠিত রূপকে দেখতে চান। পরিশ্রম ভালোই করছো তোমরা, প্রত্যেকে নিজের উইং এর, এরিয়ার, জোন এর, সেন্টারের করছো, বাপদাদা তা দেখে খুশী হন। এখন কিছুটা সামনে নিয়ে এসো। প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছে, তাদেরও উৎসাহ উদ্দীপনা বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় আর ডবল ফরেনারদেরও ডবল কার্শ্ব রত থেকে সেবায় নিজের পুরুষার্থে উৎসাহ উদ্দীপনা খুব ভালো রয়েছে, এটা দেখেও বাপদাদা খুব খুশী।

ব্রাহ্মণ আত্মারা বর্তমান বায়ুমন্ডলকে দেখে বিদেশে ভয় পাচ্ছে না তো? কাল কি হবে, কাল কি হবে.... এই রকম ভাবো না তো? কাল ভালোই হবে। খুব ভালো হচ্ছে আরও ভালো হবেই। দুনিয়াতে যত যত অস্থিরতা হবে, ততই তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের স্টেজ অবিচল হবে। এই রকম কি? ডবল বিদেশী দোলাচলে নাকি অবিচল? অবিচল? দোলাচলে নেই তো না? যারা অবিচল, তারা হাত তোলো। অবিচল? কাল যেটাই হোক না কেন? তবুও অবিচল তাই তো? কি হবে, কিছুই হবে না। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের উপরে পরমাত্ম ছত্রছায়া রয়েছে। যেমন ধরো ওয়াটারফ্রু, যত বৃষ্টিই পড়ুক না কেন ওয়াটার ফ্রু এর দ্বারা ওয়াটার ফ্রু হয়ে যায়। সেই রকমই যতই অস্থিরতা সৃষ্টি হোক, ব্রাহ্মণ আত্মারা পরমাত্ম ছত্রছায়ার ভিতরে সদা ফ্রু। বেফিকর বাদশাহ তোমরা তাই না! নাকি একটু আধটু চিন্তা থেকে যায় যে, কি হবে? না। বেফিকর। স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে, বেফিকর বাদশাহ হয়ে, অবিচল-অটল সীটে সেট থাকো। সীট থেকে নীচে নেমে যেও না। আপসেট হওয়া অর্থাৎ সীটে সেট নেই, আপসেট রয়েছে। যে সীটে সেট থাকে, সে স্বপ্নেও আপসেট হতে পারে না।

মাতা-রা কি মনে করো? সীটে সেট হওয়া, সীটে বসতে জানো তো? অস্থিরতা সৃষ্টি হয় না তো? বাপদাদা কন্সাইন্ড রয়েছেন, সর্বশক্তিবান তোমার সাথে কন্সাইন্ড রয়েছেন, তবে তোমাদের কিসের ভয়? নিজেকে একা মনে করলে অস্থিরতায় চলে আসবে। কন্সাইন্ড থাকলে যত অস্থিরতাই হোক তোমরা অবিচল থাকবে। ঠিক আছে মাতা-রা? ঠিক আছে না? কন্সাইন্ড তো না? একলা নও তো? দায়িত্ব হলো বাবার, তোমরা যদি সীটে সেট হও, তবে দায়িত্ব বর্তায় বাবার। আর আপসেট হলে তোমাদের দায়িত্ব হয়ে যায়।

আত্মাদেরকে সন্দেশের দ্বারা অঞ্চল দিতে থাকলে তবে দাতা স্বরূপে স্থিত থাকবে। তো দাতা হওয়ার পুণ্যের ফল স্বরূপ শক্তি প্রাপ্ত হতে থাকবে। চলতে ফিরতে নিজেকে আত্মা হলো করাবনহার আর এই কর্মেন্দ্রিয় গুলি হলো করনহার কর্মচারী, আত্মার স্মৃতির এই অনুভব সর্বদা যেন ইমার্জ রূপে থাকে। এমন যেন না হয় যে, আমি তো আত্মাই। না, স্মৃতিতে ইমার্জ থাকতে হবে। মার্জ রূপে থাকছে, কিন্তু ইমার্জ রূপে থাকলে সেই নেশা, খুশী আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার থাকে। মজাও হয়। কেন? সাক্ষী হয়ে কর্ম করাচ্ছে যে। তো বারংবার চেক করো যে, করাবনহার হয়ে কর্ম করাচ্ছি? রাজা যেমন কর্মচারীদেরকে অর্ডারে রাখে, অর্ডারের দ্বারা কাজকর্ম করায়, সেই রকম করাবনহার স্বরূপের স্মৃতি থাকলে তখন সকল কর্মেন্দ্রিয় অর্ডারে থাকবে। মায়ার অর্ডারে থাকবে না, তোমার অর্ডারে থাকবে। নইলে মায়্যা দেখে যে, করাবনহার আত্মা অমনোযোগী হয়ে পড়েছে, তখন মায়্যা অর্ডার করতে শুরু করে দেয়। কখনও সংকল্প শক্তি, কখনো মুখের শক্তি মায়ার অর্ডার অনুযায়ী চলতে শুরু করে দেয়। সেইজন্য সর্বদা সকল কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিজের অর্ডার মতো চালাও। এই রকম বলবে না যে - আমি তো চাইনি, অথচ হয়ে গেলো। যেটা চাইছো সেটাই হবে। এখন থেকেই রাজ্য অধিকারী হওয়ার সংস্কার ভরতেই থাকলে তবেই সেখানে গিয়ে রাজ্য পরিচালনা করবে। স্বরাজ্য অধিকারীর সীট থেকে কখনোই নীচে নেমে যেও না। কর্মেন্দ্রিয় গুলি যদি অর্ডারে থাকে, তবে সকল শক্তিও তোমার অর্ডারে থাকবে। যখন যে শক্তির প্রয়োজন, সেই

সময়ই সেটা উপস্থিত হয়ে যাবে। এই রকম নয় যে, কাজ শেষ হয়ে গেলো আর তোমার অর্ডার করা সহনশক্তি হাজির হলো। কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এলো। প্রতিটি শক্তি তোমার অর্ডার মতো আশ্রয় হাজির হবে, কারণ এই প্রতিটা শক্তিই হলো পরমাত্মার দান। তো পরমাত্মার দান তোমার জিনিস হয়ে গেছে। সুতরাং নিজের জিনিসকে যেমন চাও ইউজ করোতে পারো, যখন ইচ্ছা ইউজ করোতে পারো। সেই রকমই সকল শক্তিই তোমার অর্ডারে থাকবে, সকল কর্মেন্দ্রিয় তোমার অর্ডারে থাকবে, একে বলা হয় স্বরাজ্য অধিকারী, মাস্টার সর্বশক্তিবান। পান্ডব তোমরা এই রকম তো? মাস্টার সর্বশক্তিবানও আবার স্বরাজ্য অধিকারীও। এই রকম বলবে না যে, মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। কে অর্ডার দিয়েছে যে বেরিয়ে গেলো? দেখতে চাওনি, তাও দেখে ফেললে। করতে চাওনি, করে ফেললে। এ'সব কার অর্ডারে হয়ে থাকে? একে অধিকারী বলবে নাকি অধীন বলবে? অতএব অধিকারী হও, অধীন নয়। আচ্ছা।

বাপদাদা বলেন যে, এখন যেমন সবাই ভীষণ ভীষণ খুশী হয়ে থাকো, সেই রকমই সদা হাসিখুশী আর সন্তুষ্ট থাকো। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহে) গোলাপ। দেখো, চারিদিকে চেয়ে দেখো, সব আধ্যাত্মিক গোলাপ ফুটে রয়েছে। শুকনো গোলাপ নয়, ফোটা গোলাপ। সব সময় এমনই সৌভাগ্যবান আর হাসিখুশী থেকো। কেউ যদি তোমাদের মুখের দিকে তাকায় তবে জানতে চাইবে যে - কি পেয়ে গেছো তুমি যে এতো খুশী! এক একজনের মুখমন্ডল যেন বাবার পরিচয় দেয়। চিত্র যেমন পরিচয় দেয়, সেই রকমই তোমাদের চেহারা বাবার পরিচয় দেয় যে বাবাকে পেয়ে গেছো তোমরা! আচ্ছা।

সব ঠিক আছে? বিদেশ থেকে আগত ভাই বোনেরাও পৌঁছে গেছে। এখানে ভালো লাগে তো না? (মোহিনী বোন, নিউ ইয়র্ক) চলো অস্থিরতার খবরাখবর শোনার থেকে তো বেঁচে গেছো। খুব ভালো করেছো যে সকলে একসাথে এসে পৌঁছে গেছো, খুব ভালো করেছো। আচ্ছা - ডবল ফরেনার্স, ডবল নেশা আছে আছে না! বলো, আমাদের মনে এত নেশা যে, আমাদের মন বলে আমরা তো আসলে হলামই ডবল বিদেশী। ডবল নেশা, স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব অধিকারী। ডবল নেশা আছে তাই না! বাপদাদারও ভালো লাগে। কোনো গ্রুপে যদি ডবল বিদেশী না থাকে তবে ভালো লাগে না। তিনি তো বিশ্বের পিতা তাই না, তাহলে তো বিশ্বের থেকেই তো চাই তাই না! সব চাই। মাতা-রা যদি না থাকে তাহলেও সভা নিষ্প্রভ দেখায়। পান্ডব না থাকলেও ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। দেখো, যে সেন্টারে কোনো পান্ডব না থাকে কেবল মাতা-রা থাকে, তবে কি ভালো লাগবে? আর যদি কেবল পান্ডব থাকে, শক্তির না থাকে, তাহলেও সেবা কেন্দ্রের কোনো সৌন্দর্য থাকে না। দুটোই চাই। বাচ্চারাও চাই। বাচ্চারা বলছে আমাদের নাম কেন নেওয়া হলো না? বাচ্চারও শোভা বৃদ্ধি করে।

আচ্ছা - এখন এক সেকেন্ডে নিরাকারী আত্মা হয়ে নিরাকার বাবার স্মরণে লভলীন হয়ে যাও। (ড্রিল)

চতুর্দিকের সকল স্বরাজ্য অধিকারী, সদা সাক্ষী ভাবের সীটে সেট থাকা অবিচল অটল আত্মারা, সর্বদা দাতা ভাবের স্মৃতির দ্বারা সকলকে জ্ঞান, শক্তি, গুণ প্রদানকারী করুণাময় আত্মাদেরকে, সদা নিজের চেহারার দ্বারা বাবার চিত্রকে দেখিয়ে থাকা শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, সদা সৌভাগ্যবান, হাসিখুশি থাকা রুহে গোলাপ, রুহানি গোলাপ বাচ্চাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদীদের প্রতি : - (সেবার সাথে সাথে সকল দিকে ১০৮ ঘন্টা যোগের খুব সুন্দর প্রোগ্রাম চলছে) এই যোগ অগ্নির (জ্বালা) দ্বারাই বিনাশ জ্বালা ফোর্সে আসবে। এখন দেখো প্রোগ্রাম বানায়, তারপর চিন্তায় পড়ে যায়। যোগের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে, পাপ কর্মের বোঝা ভস্ম হবে, সেবার দ্বারা পুণ্যের খাতা জমা হবে। তো পুণ্যের খাতা জমা করছে, কিন্তু পূর্বের যা কিছু সংস্কারের বোঝা রয়েছে, সেই ভস্ম যোগের জ্বালার দ্বারা হবে। সাধারণ যোগের দ্বারা নয়। এখন কি হচ্ছে, যোগ তো লাগাচ্ছে, কিন্তু পাপ ভস্ম হওয়ার জ্বালা রূপ নেই, সেই কারণে কিছুক্ষণের জন্য খতম হচ্ছে, কিন্তু পুনরায় বেরিয়ে আসছে। সেইজন্য রাবণকে দেখো, তাকে মারছে, দহন করছে, তারপর অগ্নি বিসর্জনও করছে। চিরতরে ভস্ম হয়ে যাবে, পূর্বের সংস্কার, দুর্বল সংস্কার একেবারেই ভস্ম হয়ে যায় যাতে, ভস্ম হয় না। রাবণ মরছে কিন্তু ভস্ম হচ্ছে না, মরার পরেও জীবন্ত হয়ে উঠছে। সংস্কার পরিবর্তনের দ্বারাই সংসার পরিবর্তন হবে। এখন সংস্কারের লীলা চলছে। সংস্কার মাঝে মাঝেই ইমার্জ হয়ে যাচ্ছে তাই না! নামের চিহ্নটুকুও থাকবে না, সংস্কার পরিবর্তন - এটাই হলো বিশেষ করে আন্ডারলাইন করার মতো বিষয়। সংস্কার পরিবর্তন হয়নি, তাহলে ব্যর্থ সংকল্পও রয়েছে। ব্যর্থ সময়ও রয়েছে, ব্যর্থ লোকসানও রয়েছে। হতে তো হবেই। সংস্কার মিলনের মহারাস কথাটি প্রখ্যাত রয়েছে। এখন রাস হচ্ছে, কিন্তু মহারাস এখনও হয়নি। (মহারাস কেন হচ্ছে না?) আন্ডারলাইন করা নেই, দৃঢ়তা নেই। নানান রকমের অমনোযোগিতা রয়েছে। আচ্ছা।

বরদান:- কর্মযোগী হয়ে প্রতিটি সংকল্প, বোল এবং কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানিয়ে থাকা নিরন্তর যোগী ভব

কর্মযোগী আত্মার প্রতিটি কর্ম যোগযুক্ত, যুক্তিযুক্ত হবে। কোনো কর্ম যদি যুক্তিযুক্ত না হয়, তবে বুঝতে হবে যোগযুক্ত নেই। যদি সাধারণ বা ব্যর্থ কর্ম হয়ে যায়, তবে তাকে নিরন্তর যোগী বলা যাবে না। কর্মযোগী অর্থাৎ প্রতিটি সেকেণ্ড, প্রতিটি সংকল্প, প্রতিটি বোল সর্বদা শ্রেষ্ঠ হবে। শ্রেষ্ঠ কর্মের নিদর্শন হলো - সে নিজেও সন্তুষ্ট আর অন্যরাও সন্তুষ্ট। এই রকম আত্মারাই নিরন্তর যোগী হয়ে থাকে।

স্লোগান:- স্বয়ং প্রিয়, লোক প্রিয় এবং প্রভু প্রিয় আত্মাই হলো বরদানের প্রতিমূর্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিনাশের পূর্বে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে, নিজে ধারণ করে অন্যদের বোঝাও, তবেই উচ্চপদ লাভ করতে পারবে"

*প্রশ্নঃ - রাজযোগী স্টুডেন্টদের প্রতি বাবার ডায়রেকশন কী?

*উত্তরঃ - তোমাদের জন্য (বাবার) ডায়রেকশন হলো যে, একমাত্র বাবার হয়ে গিয়ে তারপর আর কাউকে মন দেবে না। প্রতিজ্ঞা করো পুনরায় আর পতিত হবে না। তোমরা সম্পূর্ণরূপে এমন পবিত্র হয়ে যাও যে বাবা আর টিচারের স্মরণ যেন স্বতঃ আর নিরন্তর হয়ে থাকে। একমাত্র বাবাকেই ভালোবাসো, তাঁকেই স্মরণ করো, তবেই তোমরা অত্যধিক শক্তি প্রাপ্ত করতে থাকবে।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে বোঝান। বোঝান তখনই যখন এই শরীর বর্তমান। সম্মুখেই বোঝান হয়। যা সম্মুখে বোঝান হয় সেটাই আবার লেখনীর মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছায়। তোমরা এখানে আসো সামনে (বসে) শোনার জন্য। অসীম জগতের বাবা আত্মাদের শোনান। আত্মাই শোনে। সবকিছু আত্মাই করে এই শরীরের দ্বারা, সেইজন্য সর্ব প্রথমে নিজেকে আত্মা অবশ্যই মনে করতে হবে। কথায়ও রয়েছে যে, 'আত্মারা আর পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল....'। সর্বপ্রথমে কারা বাবার কাছ থেকে দূর হয়ে আসে এখানে পার্ট প্লে করতে? তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, কতকাল তোমরা বাবার কাছ থেকে দূরে ছিলে? তখন তোমরা বলবে, ৫ হাজার বছর। সম্পূর্ণ হিসেব তো রয়েছে, তাই না। বাচ্চারা, এ তো তোমরা জানো যে, নশ্বরের ক্রমানুসারে কিভাবে আসে। বাবা, যিনি উপরে (পরমধামে) ছিলেন, তিনিও এখন নীচে নেমে এসেছেন - তোমাদের ব্যাটারী চার্জ করতে। এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখন বাবা সম্মুখে রয়েছে, তাই না। বাবার অক্যুপেশনের কথা ভক্তিমাগের কেউ জানেই না। নাম, রূপ, দেশ, কাল-কে কেউ জানেই না। তোমাদের তো নাম, রূপ, দেশ, কালের কথা সব জানা আছে। তোমরা জানো যে, এই রথের(ব্রহ্মা) দ্বারা বাবা আমাদের সব রহস্য বোঝান। রচয়িতা এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের রহস্য বোঝান। এ হলো অতি সূক্ষ্ম বিষয়। এই মনুষ্য সৃষ্টি-রূপী বৃক্ষের বীজ হলেন একমাত্র বাবা। তিনি এখানে অবশ্যই আসেন। নতুন দুনিয়া স্থাপন করা ওনারই কাজ। এমন নয় যে, ওখানে (পরমধাম) বসে স্থাপন করেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এই শরীরের দ্বারা আমাদের সম্মুখে বসে বোঝান। এও তো বাবার স্নেহ করাই হলো, তাই না। আর কেউই তাঁর বায়োগ্রাফী জানে না। গীতা হলো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের শাস্ত্র। এও তোমরা জানো যে - এই জ্ঞানের পরেই আসে বিনাশ। বিনাশ অবশ্যই হবে। আর যেসব ধর্মস্থাপকেরা আসে, তাদের আগমনের পর বিনাশ হয় না। বিনাশের সময়ই হলো এটা, তাই তোমরা যে জ্ঞান পাও তা পুনরায় লুপ্ত হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এসব কথা রয়েছে। তোমরা রচয়িতা আর রচনাকে জেনে গেছো। দুটোই হলো অনাদি যা চলে আসছে। বাবার আসার পার্ট হলো সঙ্গমযুগে। ভক্তি অর্ধকল্প চলে, জ্ঞান চলে না। জ্ঞানের প্রালম্ব বা উত্তরাধিকার (বর্সা) অর্ধকল্পের জন্য প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান তো একবারই শুধুমাত্র সঙ্গমেই পাওয়া যায়। তোমাদের এই ক্লাস একবারই চলে। এইকথা ভালোভাবে বুঝে পুনরায় অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। পদপ্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেবার উপরে। তোমরা জানো, পুরুষার্থ করে, এখন নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে। ধারণা করতে হবে আর অন্যদের-কেও বোঝাতে হবে - এর উপরেই তোমাদের পদ নির্ভর করছে। বিনাশের পূর্বে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তের পরিচয় দিতে হবে। তোমরাও বাবাকে স্মরণ করো যেন জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কেটে যায়। যতক্ষণ বাবা পড়াতে থাকেন, ততক্ষণ তাঁকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। পড়ান যিনি, তাঁর সঙ্গে যোগ রাখতে হবে, তাই না। টিচার যখন পড়ান তখন ওঁনার সঙ্গে যোগ তো থাকে। যোগ ব্যতীত পড়বে কীভাবে? যোগ অর্থাৎ যিনি পড়ান, তাঁকে স্মরণ করা। ইনি হলেন বাবাও, টিচারও, সঙ্গরুও। তিনরূপেই সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করতে হবে। এই সঙ্গরুকে তোমরা একবারই পাও। জ্ঞানের দ্বারা সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়। ব্যস্, তখন থেকে গুরু-প্রথা সমাপ্ত। বাবা আর টিচারের রীতি-রেওয়াজ চলতে থাকে, গুরু-প্রথা সমাপ্ত হয়ে যায়। সঙ্গতি লাভ হয়ে গেছে, তাই না। বাস্তবিকই তোমরা নির্বাণধামে যাও, পুনরায় নিজেদের সময়ানুসারে নিজের পার্ট প্লে করতে আসবে। মুক্তি-জীবনমুক্তি দুটোই তোমরা প্রাপ্ত করো। মুক্তিও অবশ্যই পাও। অল্পসময়ের জন্য ঘরে গিয়ে থাকবে। এখানে তো শরীরের মাধ্যমে পার্ট প্লে করতে হয়। পরে সব অ্যাক্টর চলে আসবে। নাটক যখন সম্পূর্ণ হয় তখন সব অ্যাক্টররাই স্টেজে চলে আসে। এখনও সব অ্যাক্টররা স্টেজে এসে সমাবেত হয়েছে। কত ভয়ানক যুদ্ধ। সত্যযুগ ইত্যাদিতে এত ভয়ানক যুদ্ধ হতো না। এখন কতো অশান্তি। তাই এখন যেমন বাবার সৃষ্টি-চক্রের নলেজ রয়েছে তেমন বাচ্চাদেরও এই নলেজ রয়েছে। বীজের তো এই জ্ঞান রয়েছে যে - আমাদের বৃক্ষ কিভাবে

বুদ্ধিপ্ৰাপ্ত হয়ে পুনরায় সমাপ্ত হয়ে যায়। এখন তোমরা বসে আছো নতুন দুনিয়ার স্যাপলিং (চার) বা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগানোর জন্য। তোমরা জানো যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁদের রাজ্য কিভাবে পেয়েছে? তোমরা জানো যে, আমরা এখন নতুন দুনিয়ার প্রিন্স হবো। ওই দুনিয়ায় যারা থাকবে তারা সকলে নিজেদের মালিকই বলবে, তাই না। যেমন, এখনও সকলে বলে যে, ভারত আমাদের দেশ। তোমরা জানো যে, আমরা এখন সপ্তমে দাঁড়িয়ে রয়েছি, শিবালয়ে যাব। ব্যস, এখনই যাবো-যাবো করছি। আমরা গিয়ে শিবালয়ের মালিক হব। এটাই হলো তোমাদের এইম অবজেক্ট। যথা রাজা-রানী তথা প্রজা, সকলেই শিবালয়ের মালিক হয়ে যায়। এছাড়া রাজধানীতে বিভিন্ন স্ট্যাটাস(পদমর্যাদা) তো থাকেই। ওখানে কোনো পরামর্শদাতা (উজীর) থাকে না। পরামর্শদাতার প্রয়োজন তখন পড়ে যখন অপবিত্র হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাম-সীতার পরামর্শদাতা কখনো শোনেনি কারণ তাঁরা স্বয়ং সতাপ্রধান পবিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন। পুনরায় যখন পতিত হয়ে যায় তখন রাজা-রানী একজন পরামর্শদাতা রাখে রায় নেওয়ার জন্য। দেখো, এখনও তো অসংখ্য পরামর্শদাতা রয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এ হলো অতি মজার খেলা। খেলা সর্বদা মজারই হয়। সুখও থাকে, আবার দুঃখও থাকে। বাচ্চারা, তোমরা এই অসীম জগতের খেলাকে জানো। এতে কান্নাকাটি, লড়াই-ঝগড়ার কোনো কথাই নেই। গাওয়াও হয় যে, যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে, দেখো..... যা পূর্ব-নির্ধারিত তারই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। এই নাটক তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। আমরা এর (নাটকের) অ্যাক্টস। আমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট অ্যাক্যুয়েট, অবিনাশী। যারা যে জন্মে যে অ্যাক্ট করতে এসেছে তারা সেটাই করবে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বেও তোমাদের একথাই বলেছিলাম যে নিজেদের আত্মা মনে করো। গীতাতেও এই শব্দ রয়েছে। তোমরা জানো যে, অবশ্যই যখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন হয়েছিল, তখন বাবা বলেছিলেন দেহের সর্ব ধর্মকে পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো। 'মন্মনাভব'-র অর্থও বাবা সঠিকভাবে বুঝিয়েছেন। ভাষাও একটাই। এখানে দেখো কত অসংখ্য ভাষা রয়েছে। ভাষা নিয়েও কত শোরগোল হয়। ভাষা ব্যতীত তো কোনো কার্য সম্পন্ন হতে পারে না। এমন-এমন ভাষা শিখে আসে যে মাতৃভাষাই ভুলে যায়। যারা অনেক ভাষা শেখে তারা পুরস্কার পায়। যত ধর্ম তত ভাষা। তোমরা জানো, ওখানে তো আমাদেরই রাজত্ব হবে। ভাষাও এক হবে। এখানে তো ১০০ মাইল পর-পর একেক ভাষা। ওখানে একটাই ভাষা। এসব কথা বাবা বসে বোঝান, তাই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান। রথ তো অবশ্যই চাই। শিববাবা আমাদের পিতা। বাবা বলেন, আমার বাচ্চারা তো অসীম জগতের। বাবা এঁনার মাধ্যমে পড়ান, তাই না। টিচারকে কখনো আলিঙ্গন করে কী, না করে না। বাবা তোমাদের পড়াতে এসেছেন। রাজযোগ শেখান, তবে তো তিনি টিচার হলেন, তাই না। তোমরা হলে স্টুডেন্ট। স্টুডেন্ট কখনো টিচারকে আলিঙ্গন করে কী? একমাত্র বাবার কাছেই (নিজেকে) সমর্পণ করে আর অন্য কাউকে মন দিও না।

বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছি, তাই না। তোমরা শরীরধারী, আমি অশরীরী, উপরে বসবাসকারী। তোমরা বলো, বাবা আমাদের পবিত্র করতে এসো, তাহলে তো তোমরা পতিত, তাই না। তাহলে আমাকে আলিঙ্গন কীভাবে করবে? প্রতিজ্ঞা করে পুনরায় অপবিত্র হয়ে যায়। যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবে তখন আবার তা স্মরণেও থাকবে। শিক্ষককে, গুরুকে স্মরণও করতে থাকবে। এখন যদি ছিঃ ছিঃ হয়ে অধঃপতনে যায় তবে আরও শতগুণ দন্ড ভোগ করতে হবে। এনাকে (ব্রহ্মা) তো মাঝে দালাল-রূপে পেয়েছো, স্মরণ ওনাকে (শিব) করতে হবে। বাবা (ব্রহ্মা) বলেন - আমিও ওনার চতুর বাচ্চা, কিন্তু আমি কোথায় আলিঙ্গন করতে পারি! তোমরা তো এই শরীরের দ্বারা মিলিত হও। আমি ওনাকে কীভাবে আলিঙ্গন করবো? বাবা বলেন - বাচ্চারা! তোমরা একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো, ভালোবাসো। স্মরণের দ্বারা অনেক শক্তি প্রাপ্ত হয়। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাবার থেকেই তোমরা এত শক্তি পাও। তোমরা কত বলবান হয়ে যাও। তোমাদের রাজধানীর উপরে আর কেউ-ই বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না। রাবণ-রাজ্যই সমাপ্ত হয়ে যায়। দুঃখ দেওয়ার মতো আর কেউ থাকেই না। একে সুখধাম বলা হয়। রাবণ সমগ্র বিশ্বে সকলকে দুঃখ দেয়। জানোয়ারও দুঃখী থাকে। ওখানে তো জানোয়ারদেরও পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা থাকে। এখানে তো ভালোবাসাই নেই।

বাচ্চারা, তোমরা জানো এই ড্রামা কিভাবে আবর্তিত হয়। এর আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা-ই বোঝান। কেউ সঠিকভাবে পড়ে, কেউ পড়ে না। পড়ে তো সকলেই, তাই না। সমগ্র দুনিয়াই পড়বে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করবে। বাবাকে স্মরণ করা -- এও তো পড়া, তাই না। ওই পিতাকে সকলেই স্মরণ করে, তিনি হলেন সকলের সঙ্গতিদাতা। সকলকে সুখ প্রদান করেন। তারা বলেও যে, এসে, পবিত্র করো তাহলে অবশ্যই এখন পতিত। ওনার এটাই কাজ, তাই ওনাকে আহ্বান

করা হয়।

তোমাদের ভাষাও কারেক্ট হওয়া চাই। ওরা (মুসলিম) বলে 'আল্লাহ', ওরা (খ্রীষ্টান) বলে 'গড', আবার গডফাদারও বলে। পরে যারা আসে তাদের বুদ্ধি তবুও ভালো থাকে। এত দুঃখ ভোগ করে না। এখন তোমরা সম্মুখে বসে রয়েছো, কী করছো? বাবাকে এই ভ্রুকুটিতে দেখো। বাবা আবার তোমাদের ভ্রুকুটিতে দেখেন। যার মধ্যে প্রবেশ করি তাঁকে কি দেখতে পারি? তিনি তো পাশে বসে রয়েছেন, এ অতি বুঝবার মতো বিষয়। আমি এঁনার পাশে বসে রয়েছি। ইনিও বোঝেন যে, আমার পাশে বসে রয়েছেন। তোমরা বলবে, আমরা সম্মুখে দু'জনকে দেখতে পাই। বাবা আর দাদা - দুই আল্লাকেই দেখো। তোমাদের মধ্যে এই জ্ঞান রয়েছে যে - বাপদাদা কাকে বলে? আল্লা সম্মুখে বসে রয়েছে। ভক্তিমার্গে চোখ বন্ধ করে বসে শোনে। পড়া কি এভাবে কখনো হতে পারে, না পারে না। টিচারকে দেখতে হবে তো, তাই না। ইনি তো বাবাও, টিচারও তাই সামনে থেকে দেখতে হয়। সম্মুখে বসে রয়েছেন আর চোখ বন্ধ, ঢুলে পড়ছে, এভাবে পড়া হয় না। স্টুডেন্ট টিচারকে অবশ্যই দেখতে থাকবে। তা নাহলে টিচার বলবে, এ তো ঢুলতেই থাকে। এ যেন কেউ ভাং খেয়ে এসেছে। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, বাবা এই শরীরে রয়েছেন। আমি বাবাকে দেখি। বাবা বোঝান যে, এ কোন সাধারণ ক্লাস নয় - যেখানে কেউ চোখ বন্ধ করে বসবে। স্কুলে কখনও কেউ চোখ বন্ধ করে বসে কী? আর কোন সংসঙ্গ-কে স্কুল বলা হয় না। অবশ্যই সেখানে বসে গীতা শোনানো হয় কিন্তু তাকে স্কুল বলা হয় না। তারা কী কোনো পিতা যে তাদের দেখবে, না দেখবে না। কেউ-কেউ শিবের ভক্ত হয় তখন তারা শিবকেই স্মরণ করে, শুধু তাঁর কথাই কর্ণগোচর হয়। যারা শিবের ভক্তি করে তারা শিবকেই স্মরণ করবে। কোন সংসঙ্গে প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি থাকে না, এখানে থাকে। এখানে তোমাদের আমদানি অনেক। আমদানি হতে থাকলে কখনও হাই উঠতে (ক্লান্তি) পারে না। ধন প্রাপ্ত হয়, তাই না, তখন খুশীও হয়। হাই তোলা দুঃখের প্রতীক। রোগগ্রস্ত বা দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন হাই উঠতে থাকবে। ধন প্রাপ্ত হতে থাকলে তখন আর কোন হাই উঠবে না। বাবা আবার ব্যাপারীও। রাতে স্টীমার আসত তখন রাতে জাগতে হতো। কোনো কোনো বেগম রাতে আসে, তাই শুধু ফিমেলদের জন্যই খুলে রাখা হয়। বাবাও বলেন, প্রদর্শনী ইত্যাদিতে ফিমেলদের জন্য বিশেষ দিন রাখো, তাহলে অনেকেই আসবে। পর্দার আড়ালে (ঘোমটার আড়ালে) যারা থাকে তারাও আসবে। অনেকেই পর্দার আড়ালে থাকে। মোটরগাড়িতেও পর্দা দেওয়া থাকে। এখানে এ হলো আল্লার কথা। জ্ঞান লাভ করলে (অজ্ঞানতার) পর্দা খুলে যাবে। সত্যযুগে পর্দা ইত্যাদি থাকেই না। এ হলো প্রবৃত্তিমার্গের জ্ঞান, তাই না। আল্লা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আল্লাদের পিতা তাঁর আল্লা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এ বড়ই মজার খেলা বানানো রয়েছে, এতে সুখ আর দুঃখের পার্ট ফিক্সড হয়ে রয়েছে তাই এখানে কাল্পনিক বা হা হতাশ করবার কিছু নেই। বুদ্ধিতে যেন থাকে যে এই ড্রামা হলো পূর্ব-নির্ধারিত, সেটাই আবার রিপিট হচ্ছে। অতীত অতিক্রান্ত, তাই তাকে নিয়ে চিন্তন করা উচিত নয়।

২) এ কোনো কমন ক্লাস নয়, এখানে চোখ বন্ধ করে বসা উচিত নয়। টিচারকে সামনে দেখতে হবে। হাই তোলা উচিত নয়। হাই তোলা হলো দুঃখের লক্ষণ।

বরদান:- সন্তুষ্টতার তিন সার্টিফিকেট এর দ্বারা নিজের যোগী জীবনের প্রভাব বিস্তারকারী সহজযোগী ভব সন্তুষ্টতা হলো যোগী জীবনের বিশেষ লক্ষ্য। যে সদা সন্তুষ্ট থাকে আর সবাইকে সন্তুষ্ট করে তার যোগী জীবনের প্রভাব অন্যদের উপর স্বতঃই প্রভাব বিস্তার করে। যেরকম সায়েন্সের সাধনগুলির প্রভাব বায়ুমন্ডলের উপর পড়ে, এইরকম সহজযোগী জীবনেরও প্রভাব বায়ুমন্ডলের উপর পড়ে। যোগী জীবনের তিন সার্টিফিকেট হলো - এক - নিজে সন্তুষ্ট, দুই - বাবা সন্তুষ্ট আর তৃতীয় হলো - লৌকিক অলৌকিক পরিবার সন্তুষ্ট।

স্লোগান:- স্বরাজ্যের তিলক, বিশ্ব কল্যাণের মুকুট আর স্থিতির সিংহাসনে বিরাজমান থাকাই হলো রাজযোগী।

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই রেকর্ড হলো সঞ্জীবনী বুটি, এটা বাজালেই তোমাদের মূর্ছিত ভাব কেটে যাবে"

*প্রশ্ন:- স্থিতি বিগড়ে যাওয়ার কারণ কী? কোন্ যুক্তিতে অবস্থা খুব ভালো থাকতে পারে?

*উত্তর:- ১) জ্ঞানের ডাম্প করে না, পরচিন্তন পরদর্শনে নিজের সময় নষ্ট করে, এইজন্য অবস্থা (স্থিতি) খারাপ হয়ে যায়। ২) অপরকে দুঃখ দেয়, তাই তার প্রভাব নিজের স্থিতির উপরেও এসে পরে। স্থিতি ভালো তখন থাকবে, যখন আচার-আচরণে মিষ্টি হয়ে থাকবে, স্মরণের উপরে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ থাকবে। রাতে শোয়ার আগে কমপক্ষে আধঘন্টা স্মরণের যাত্রায় বসতে হবে আবার অমৃতবেলায় উঠে স্মরণ করলে নিজের স্থিতি খুব ভালো থাকবে।

*গীত:- কে এসেছে আমার মনের দ্বারে....

ওম্ শান্তি । এই গীতও বাবা তৈরি করিয়েছেন বাচ্চাদের জন্য। এর অর্থও বাচ্চারা ভিন্ন অন্য কেউ জানতে পারে না। বাবা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে এই রকম ভালো ভালো রেকর্ড ঘরে রেখে দিতে হবে, যদি কখনো কোনো কারণে স্থিতি খারাপ হয়ে যায় তখন এইসব রেকর্ড বাজালে বুদ্ধিতে এর অর্থ স্মরণে এসে যাবে আর তখনই মূর্ছিত ভাব কেটে যাবে। এই রেকর্ডও হলো সঞ্জীবনী বুটি। বাবা ডায়রেকশন তো সবাইকেই দেন কিন্তু খুব কম সংখ্যকই তাকে কাজে লাগায়। এখন এই গীতটিতে কে বলছে যে আমাদের তোমাদের সকলের হৃদয়ে কে এসেছেন! যে এসে জ্ঞান ডাম্প করে। তারা বলে যে গোপিকারা কৃষ্ণকে নৃত্য করাতেন, কিন্তু এটা তো হয়না। এখন বাবা বলছেন - হে শালগ্রাম বাচ্চারা। সবাইকে বলেন তাই না। স্কুল মানে স্কুল, যেখানে পড়াশোনা হয়, এটাও হলো স্কুল। তোমরা বাচ্চারা জেনে গেছো যে আমাদের হৃদয়ে কার স্মরণ আসে! অন্য কোনো মানুষদের বুদ্ধিতে এসব কথা আসেনা। কেবলমাত্র এই সময়তেই তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তাঁর স্মরণ থাকে আর অন্যরা কেউ তাঁকে স্মরণ করে না। বাবা বলেন যে তোমরা রোজ আমাকে স্মরণ করো তাহলে ধারণা খুব ভালো হবে। যেরকম আমি ডায়রেকশন দিই, সেইরকম ভাবে তোমরা আমাকে স্মরণ করো না। মায়া তোমাদেরকে স্মরণ করতে দেয় না। আমার শ্রীমতে তোমরা খুব কম সংখ্যকই চलो আর মায়ার কথাতে অনেকে চলে। বাবা অনেকবারই বলেছেন যে - রাতে শোয়ার আগে আধঘন্টা বাবার স্মরণে বসা উচিত। সে যদি স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে বসেই বা আলাদা বসো। বুদ্ধিতে এক বাবার-ই স্মরণ থাকবে। কিন্তু বিরলই কেউ কেউ স্মরণ করে। মায়া ভুলিয়ে দেয়। শ্রীমতে না চললে পদ পাবে কি করে? বাবাকে অনেক স্মরণ করতে হবে। শিববাবা তুমিই হলে আত্মাদের বাবা। সবাই তোমার থেকেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। যে পুরুষার্থ করেনা সেও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে, ব্রহ্মান্ডের মালিক তো সবাই হবে। সকল আত্মারা নির্বাণধামে আসবে ড্রামা অনুসারে। কিছু না করেও। আধাকল্প যদিও ভক্তি করে কিন্তু ফিরে কেউই যেতে পারে না, যতক্ষণ আমি পথ প্রদর্শক হয়ে না আসি। কেউ রাস্তা তো দেখেইনি। আর যদি দেখতো তাহলে তো তার পেছনে সবাই মশার ঝাঁকের মতো ছুটে যেতো। মূলবতন কি - এটাও কেউ জানে না। কেবলমাত্র তোমরাই জানো যে এটা হলো পূর্ব নির্মিত ড্রামা। এটাকেই রিপিট করতে হবে। এখন দিনের বেলায় তো কর্মযোগী হয়ে জীবিকানির্বাহ করতে হবে। রান্নাবান্না করা ইত্যাদি সবই হলো কর্ম করা, বাস্তবে কর্মসল্যাস বলাও হলো রং। কর্ম ছাড়া তো কেউ থাকতে পারে না। কর্মসল্যাসী মিথ্যা নাম রেখে দেয়। তাই দিনে যার যা জীবিকা তা করো, কিন্তু রাতে শোয়ার আগে এবং সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবাকে ভালোভাবে স্মরণ করো। যাকে এখন আপন করেছে তাঁকে স্মরণ করলে তার সহায়তা অবশ্যই প্রাপ্ত করতে পারবে। আর না করলে পাবে না। ধনী ব্যক্তিদের তো বাবার বাচ্চা হতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় তাই তাদের পদও প্রাপ্ত হয় না। এই স্মরণ করা তো খুবই সহজ। তিনি আমাদের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু। আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের রহস্য বুঝিয়েছেন - এই ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কিভাবে রিপিট হয়ে থাকে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে। সবাইকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক শিববাবা-ই আছেন। এইরকম এইরকম চিন্তনে থাকতে হবে। রাতে শোয়ার সময়ও এই জ্ঞান চিন্তন করতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যেন এই জ্ঞান স্মরণে আসে। আমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হবো। তারপর বাবা আসবেন, পুনরায় আমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হবো। বাবা হলেন ত্রিমূর্তি, ত্রিকালদর্শী, ত্রিনেত্রীও। আমাদের বুদ্ধির তালা খুলে দেন। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রও প্রাপ্ত হয়। এইরকম বাবা তো আর অন্য কেউ হতে পারে না। বাবা রচনা রচেন, তাই তিনি মা-ও। জগদম্বাকে নিমিত্ত বানিয়েছেন। বাবা এই শরীরে এসে ব্রহ্মা রূপের দ্বারা খেলাধুলাও করেন। ঘুরতেও যান। আমরা বাবাকে স্মরণ তো করি, তাই না! তোমরা এখন জেনে গেছো যে এনার রথে বাবা আসেন। তোমরা বলবে যে বাপদাদা আমাদের সাথে খেলা করেন। খেলার মধ্যেও বাবা

স্মরণের পুরুষার্থ করেন। বাবা (শিব) বলেন আমি এনার দ্বারা খেলা করি। চৈতন্য তো তাই না। তাই এই রকম চিন্তন করতে হবে। এইরকম বাবার উপরে সম্পূর্ণ বলি চড়তে হবে। ভক্তি মার্গেও তোমরা এই গীত গেয়ে এসেছো যে, আমি তোমার (সমর্পিত) হয়ে যাবো.... এখন বাবা বলছেন, এই এক জন্ম তোমরা আমাকে তোমাদের উত্তরাধিকারী বানাও তাহলে আমি ২১ জন্মের জন্য তোমাদের রাজ্য ভাগ্য দেবো। এখন এই ফরমান দিয়েছি তাই এই ডায়রেকশনে তোমাদের চলতে হবে। তিনিও যেরকম দেখবেন সেই রকম ডায়রেকশন দেবেন। ডায়রেকশনে চললে মমত্ব কেটে যাবে, কিন্তু ভয় পায়। বাবা বলেন তোমরা সমর্পিত হও না তাহলে আমি তোমাদেরকে কিভাবে উত্তরাধিকার দেবো? তোমাদের পয়সা কি কেউ নিয়ে চলে যাবে? বলবে, আচ্ছা তোমাদের পয়সা আছে, লিটরেচার বানাতে লাগিয়ে দাও। ট্রাস্টি তোমরা তাই না। বাবা রায় দিতেই থাকবেন। বাবার সব কিছু হলো বাচ্চাদের জন্য। বাচ্চাদের থেকে বাবা কিছুই নেন না। যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দেন তাতেই মমত্ব কেটে যায়। এই মোহ হলো বড় কড়া। (বাঁদরের মতো) বাবা বলেন তোমরা বাঁদরের মতো তাদের জন্য মায়া কেন রাখো। তাহলে ঘরে-ঘরে মন্দির কিভাবে তৈরি হবে। আমি তোমাদেরকে এই বাঁদরপনা থেকে ছাড়িয়ে মন্দিরের মূর্তি তৈরি করছি। তোমরা এই আবর্জনা কেন মমতা রেখেছো। বাবার শুধুই মত (বুদ্ধি) দেবেন - কিভাবে নিজেকে সামলাবে। তাও তোমাদের বুদ্ধিতে বসে না। এই সবকিছুই হলো বুদ্ধির কাজ।

বাবা রায় দেন অমৃতবেলায়ও কিভাবে বাবার সঙ্গে কথা বলবে। বাবা, তুমি অসীম জগতের বাবা, তুমি সেইসাথে টিচারও। তুমিই আমাদের অসীম জগতের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বলতে পারো। লক্ষ্মী-নারায়ণের চুরাশি জন্মের কাহিনী এই দুনিয়াতে আর কেউ জানেনা। জগদম্বাকে মাতা পিতাও বলা হয়। তিনি কে? সত্যযুগে তো হতে পারেন না। সেখানকার মহারানী-মহারাজা তো হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাদের নিজের বাচ্চারাই সিংহাসনের অধিকারী হবে। আমরা কিভাবে তাদের বাচ্চা হতে পারবো যে সিংহাসনে বসবো। এখন আমরা জেনেছি যে এই জগদম্বা হলেন ব্রাহ্মণী আছেন। ব্রহ্মার কন্যা সরস্বতী। মানুষ এইসব রহস্য জানে না। রাতে শোয়ার আগে বাবার স্মরণে বসার এই নিয়ম রাখো তাহলে খুবই ভালো হবে। নিয়ম বানালে তোমাদের খুশির পারদ উর্ধ্বে থাকবে তখন আর কোনো কষ্ট থাকবে না। তোমরা বলবে এক যে আমরা হলাম এক বাবার সন্তান, আমরা হলাম ভাই-বোন। এরপরও নোংরা দৃষ্টি রাখা ক্রিমিনাল অ্যাসল্ট (অপরাধমূলক কর্ম) হয়ে যাবে। নেশাও সতঃ, রজঃ, তমোগুণী হয়ে থাকে না। তমোগুণী নেশা চড়ে গেলে মারা পরে যাবে। এই নিয়ম বানিয়ে নাও - কিছু সময় বাবাকে স্মরণ করে তারপর বাবার সার্ভিসে যাও। তাহলে মায়ার তুফান আসবে না। সেই নেশা দিনভর চলবে আর স্থিতিও বড়ই রিফাইন হয়ে যাবে। যোগের ক্ষেত্রেও লাইন ক্লিয়ার হয়ে যাবে। খুব ভালো ভালো কিছু রেকর্ডও আছে, সেসব শুনতে থাকলে তো নাচতে শুরু করে দেবে, রিফ্রেশ হয়ে যাবে। দুই চার-পাঁচটা এমন খুব সুন্দর সুন্দর রেকর্ডও রয়েছে। গরীবও যদি বাবার এই সার্ভিসে লেগে যায় তো তারও মহল প্রাপ্ত হয়ে যাবে। শিব বাবার ভান্ডার থেকে সবকিছুই প্রাপ্ত হয়। সার্ভিসেবলকে বাবা কেনই বা দেবেন না। শিববাবার ভান্ডার সর্বদা ভরপুরই থাকে।

(গীত) এ হলো জ্ঞান ডাম্প। বাবা এসে জ্ঞান ডাম্প করান গোপ-গোপীদেরকে। যেখানেই বসে থাকো না কেন বাবাকে স্মরণ করতে থাকো তাহলে স্থিতি খুব ভালো হয়ে যাবে। যেরকম বাবা জ্ঞান আর যোগের নেশায় থাকেন, বাচ্চারা তোমাদেরকেও শেখান। তাহলে খুশির নেশা তো থাকবে। নাহলে তো পরচিন্তন পরদর্শনে থাকার জন্য নিজের স্থিতিকে খারাপ করে ফেলবে। সকালে ওঠা তো খুব ভালো। বাবার স্মরণে বসে বাবার সঙ্গে মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলা উচিত। যারা বক্তৃতা দেয় তাদের তো বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আজ এই পয়েন্টের উপর বোঝাবো, এইভাবে বোঝাবো। বাবাকে অনেক বাচ্চারাই বলে যে আমি চাকরি ছেড়ে দেবো? কিন্তু বাবা বলেন যে প্রথমে সেবার প্রমাণ দাও। বাবা তো স্মরণের যুক্তি খুব সুন্দর বলে দিয়েছেন। কিন্তু কোটির মধ্যে কয়েকজনই বেরোবে, যাদের এই অভ্যাস থাকবে। কারোর তো আবার খুব কম জনেরই স্মরণ থাকে। তোমাদের কুমারীদের নাম তো খুব গৌরবান্বিত হয়ে আছে। কুমারীদের সবাই পায়ে ধরে। তোমরা ২১ জন্মের জন্য ভারতকে স্বরাজ্য প্রদান করে থাকো। তোমাদের স্মরণিক হলো মন্দির। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের নামও প্রখ্যাত হয়ে গেছে তাইনা। কুমারী সেই যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। তো সেই অর্থও তো বুঝতে হবে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এ হলো ৫ হাজার বছরের ড্রামা, যা কিছু অতীত হয়ে গেছে সেটাই ড্রামা। ভুল হলেও তা ড্রামা। ভবিষ্যতের জন্য নিজের রেজিস্টারকে সর্বদা ঠিক রাখতে হবে। পুনরায় যেন রেজিস্টার খারাপ না হয়ে যায়। খুব বড় পরিশ্রম রয়েছে, তবেই তো এত উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে। বাবার হয়ে গেছে তাহলে বাবা উত্তরাধিকারও প্রদান করবেন। সতীনপুত্রকে কি কখনো উত্তরাধিকার প্রদান করবেন না। সহায়তা করা হহো বাবার দায়িত্ব। যে সেম্বিবল হবে সে প্রত্যেক কথা দিয়ে সাহায্য করবে। বাবা দেখে কতখানি সহায় হন। সাহসী বাচ্চার জন্য সাহায্যকারী স্বয়ং ভগবান (হিম্মত বশ্চে মদদে বাপ)। মায়ার উপরে বিজয় পাওয়ার জন্য অনেক শক্তির প্রয়োজন হয়। একমাত্র আত্মিক

বাবাকে স্মরণ করতে হবে, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একসঙ্গ জুড়তে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনি বলেন আমি ঐন্নার মধ্যে প্রবেশ করি, কথা বলি। আর তো কেউ এ সমস্ত কথা বলতে পারবে না যে আমি হলাম বাবা, টাচার এবং সঙ্গরু। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরের রচয়িতা আমি। এই সমস্ত কথাগুলো এখন তোমরা বাচ্চারা বুবতে পারো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আচ্ছাদের পিতা তাঁর আচ্ছা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) পুরানো নোংরা আবর্জনাতে মমতা রেখো না, বাবার ডায়রেকশনে চলে নিজের আসক্তিকে দূর করতে হবে। ট্রাস্টি হয়ে থাকতে হবে।

২) এই অন্তিম জন্মে ভগবানকে নিজের ওয়ারিশ (উত্তরাধিকারী) বানিয়ে তাঁর ওপর সমর্পিত হয়ে যেতে হবে, তবে ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করে সার্ভিস করতে হবে। নেশায় থাকতে হবে। রেজিস্টার যাতে কখনো খারাপ না হয় সেই দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

বরদানঃ:- প্রত্যক্ষফল দ্বারা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি করে থাকা নিঃস্বার্থ সেবাধারী ভব
সত্যযুগে সঙ্গমের কর্মফল প্রাপ্ত হয় কিন্তু এখানে বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে প্রত্যক্ষফল উত্তরাধিকারের
রূপে প্রাপ্ত হয়। সেবা করলে আর সেবার সাথে সাথে খুশী প্রাপ্ত হলো। যারা স্মরণে থেকে, নিঃস্বার্থ ভাবের
দ্বারা সেবা করে তাদের, সেবার প্রত্যক্ষফল অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। প্রত্যক্ষফলই হলো তাজা ফল যা এভারহেল্দি
বানিয়ে দেয়। যোগযুক্ত, যথার্থ সেবার ফল হলো খুশী, অতীন্দ্রিয় সুখ আর ডবল লাইটের অনুভূতি।

স্নোগানঃ:- বিশেষ আচ্ছা হলো সে, যার নিজের আচরণের দ্বারা আত্মিক রয়্যালটির ঝলক আর নেশার অনুভব
করায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent

5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাহায্যকারী হয়ে এই আয়রন এজড্ পাহাড়কে গোল্ডেন এজড্ পাহাড় বানাতে হবে, পুরুষার্থ করে নতুন দুনিয়ার জন্য ফার্স্টক্লাস্ট সীট রিজার্ভ করাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার দায়িত্ব-কর্তব্য কি? কোন্ দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সঙ্গমে বাবাকে আসতে হয়?

*উত্তরঃ - রোগগ্রস্ত আর দুঃখী বাচ্চাদের সুখী করে তোলা, মায়ার ফাঁদ থেকে বের করে গহন সুখ দেওয়া - এ হলো বাবার দায়িত্ব-কর্তব্য, যেটা সঙ্গমেই বাবা সম্পন্ন করেন। বাবা বলেন - আমি এসেছি তোমাদের সকলের জন্য সমস্ত রোগ বালাই দূর করতে, সকলের উপর কৃপা করতে। এখন পুরুষার্থ করে ২১ জন্মের জন্য নিজের উচ্চ সৌভাগ্য তৈরী করে নাও।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে অনুপম আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ শিব ভগবানুবাচ- ব্রহ্মা মুখ কমল দ্বারা বাবা বলেন - এটা হল ভ্যারাইটি বিভিন্ন ধর্মের মনুষ্য সৃষ্টি বৃক্ষ । এই কল্প বৃক্ষ বা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য আমি বাচ্চাদের বোঝাচ্ছি। গীতেও এর মহিমা আছে। শিববাবার জন্ম হলো এখানে। বাবা বলেন, আমি এসেছি ভারতে। মানুষ এটা জানে না যে, শিববাবা কখন অবতরিত হয়েছিলেন? কারণ গীতাতে কৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। দ্বাপরের তো কথাই নেই। বাবা বোঝান - বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পূর্বেও আমি এসে এই জ্ঞান প্রদান করেছিলাম। এই বৃক্ষের দ্বারা সেকথা সকলের বোধগম্য হয়ে যায়। বৃক্ষকে ভালো করে দেখো। সত্যযুগে অবশ্যই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো, ত্রেতাতে রাম-সীতার। বাবা আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বলেন। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে - বাবা আমরা কখন মায়ার ফাঁদে পড়ি? বাবা বলেন দ্বাপর থেকে। নশ্বর অনুযায়ী আবার দ্বিতীয় ধর্ম আসে। তাই হিসেব কষলে বুঝতে পারা যাবে যে এই দুনিয়াতে আমরা সকলে আবার কবে আসবো? শিববাবা বলেন, আমি ৫ হাজার বছর পরে এসেছি, সঙ্গমে নিজের কর্তব্য পালন করতে। যে কোনো মানুষ মাত্রই সকলেই হলো দুঃখী, তার মধ্যেও বিশেষ করে ভারতবাসী। ড্রামা অনুসারে ভারতকেই আমি সুখী করি। বাবার কর্তব্য হলো বাচ্চারা অসুস্থ হলে তাদের ওষুধ যোগানো। এ হলো অনেক বড় অসুখ। সমস্ত রোগের মূল হলো এই ৫ বিকার। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে কবে থেকে শুরু হয়েছে? দ্বাপর থেকে। রাবণের কথা বোঝাতে হয়। রাবণের দেখা কেউ পায় না। বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। বাবাকেও বুদ্ধি দিয়ে জানা যায়। আত্মা, মন বুদ্ধি সহ হয়। আত্মা জানে যে, আমাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। দুঃখ-সুখ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে আত্মা আসে। শরীর যখন থাকে তো আত্মার দুঃখ হয়। এইরকম বলা হয় না যে আমি পরমাত্মাকে দুঃখী করো না। বাবাও বোঝান যে, আমারও পার্ট আছে, প্রতি কল্পে সঙ্গমে এসে আমি পার্ট প্লে করি। যে বাচ্চাদের আমি সুখের মধ্যে পাঠিয়েছিলাম, তারা দুঃখী হয়ে পড়েছে, সেইজন্য ড্রামা অনুসারে আবার আমাকে আসতে হয়। এছাড়া কচ্ছপ- মৎস অবতার এমন ব্যাপার হয়ই না। বলে পরশুরাম কুঠার নিয়ে ক্ষত্রিয়কে মেরেছিল । এই সব হলো মুখের কথা। তাই এখন বাবা বোঝাচ্ছেন আমাকে স্মরণ করো।

এ হলো জগৎ অশ্বা আর জগৎ পিতা। মাদার আর ফাদার কান্ডি বলা হয়, তাই না! ভারতবাসী স্মরণও করে - তুমি মাতা-পিতা... তোমার কৃপায় গহন সুখ প্রাপ্ত হয়। তবুও যে যত পুরুষার্থ করবে। যেরকম বায়োস্কোপে যায়, কেউ কেউ ফার্স্টক্লাসের রিজার্ভেশন করায় ! বাবাও বলেন, চাইলে সূর্যবংশী, চাইলে চন্দ্রবংশীতে সীট রিজার্ভ করাও, যে যত পুরুষার্থ করবে তেমনই পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তাই সমস্ত রোগের উপশম করতে বাবা এসেছেন। রাবণ সবাইকে দুঃখ দিয়েছে। কোনো মানুষই, মানুষের গতি-সঙ্গতি করতে পারে না। এটা হলোই কলিযুগের শেষ। গুরুরা শরীর ছাড়লে আবার এখানেই পুনর্জন্ম নেয়। তাই আবার তারা অন্যের কি সঙ্গতি করবে! এতো সব অনেক গুরু মিলিত ভাবে কি পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করে তুলবে? গোবর্ধন পর্বত বলে না ! এই মাতা-রা এই আয়রন এজড্ পাহাড়কে গোল্ডেন এজড্ করে তোলে। গোবর্ধনের আবার পূজাও করে, সেটা হলো তত্ত্ব পূজা। সন্ন্যাসীও ব্রহ্ম বা তত্ত্বকে স্মরণ করে। মনে করে সেটাই হলো পরমাত্মা, ব্রহ্ম হলো ভগবান। বাবা বলেন, এটা তো হলো ব্রাহ্ম ধারণা। ব্রহ্মান্দে তো আত্মারা ডিমের আকৃতিতে থাকে, নিরাকারী বৃক্ষও দেখানো হয়েছে। প্রত্যেক ধর্মের নিজের নিজের সেকশন আছে। এই বৃক্ষের ফাউন্ডেশন হলো ভারতের সূর্যবংশী- চন্দ্রবংশী কুল। আবার বুদ্ধি হতে থাকে। মুখ্য হলো ৪ টি ধর্ম। তাই হিসেব করা উচিত - কোন্ কোন্ ধর্ম কখন আসে। যেমন গুরুনানক ৫ হাজার বছর পূর্বে এসেছিলেন। এমন তো নয় যে শিখরা ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। বাবা বলেন, ৮৪ জন্ম শুধুমাত্র তোমাদের অর্থাৎ অলরাউন্ডার ব্রাহ্মণদের। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদেরই হলো

অলরাউন্ডার পাট। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তোমরা হও। যারা দেবী-দেবতা হয় তারাই সমস্ত চক্রে আবর্তিত হয়।

বাবা বলেন, তোমরা বেদ-শাস্ত্র তো অনেক শুনেছো। এখন এটা শোনো আর বিচার করো যে, শাস্ত্র রাইট না গুরুরা রাইট, নাকি বাবা যেটা শোনান সেটা রাইট? বাবাকে বলা হয় ঠুথ। আমি তোমাদের প্রকৃত সত্যি বলছি - যাতে সত্যযুগ তৈরী হয়ে যাবে। আর দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা মিথ্যা শুনে আসছো তো তাতে নরক তৈরী হয়ে পড়েছে।

বাবা বলেন - আমি তোমাদের গোলাম, ভক্তি মার্গে তোমরা গেয়ে এসেছো - আমি গোলাম, আমি তোমার গোলাম...এখন আমি তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সেবা করতে এসেছি। বাবাকে নিরাকারী, নিরহঙ্কারী বলে প্রশস্তি গাওয়া হয়। তাই বাবা বলেন, আমার দায়িত্ব হলো বাচ্চারা, তোমাদের সর্বদা সুখী করা। একটি গানও আছে 'ঈশ্বরের আসা-যাওয়ার রহস্য উন্মোচিত হয়' (অগম-নিগমকে ভেদ খুলে) - এছাড়া ডমরু ইত্যাদি বাজানোর কোনো ব্যাপার নেই। এ তো আদি-মধ্য-অন্তের সমস্ত সংবাদ শোনানো হয়। বাবা বলেন তোমরা সব বাচ্চারাই হলে অ্যাক্টর, আমি এই সময় আমি হলাম করনকরাবনহার। আমি এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা স্থাপনা করাই। এছাড়া গীতাতেই যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব কিছু হয় না। এখন তো প্র্যাকটিকাল ব্যাপার তাই না! বাচ্চাদের এই সহজ জ্ঞান আর সহজ রাজযোগ শেখাই, যোগ-যুক্ত করি। বলে না যে, যোগ যুক্ত করায়, ঝুলি ভর্তি করে দেয়, রোগমুক্ত করে দেয়....। গীতারও সম্পূর্ণ অর্থ বাবা-ই বোঝান। যোগ শেখাই আর শেখাবোও। বাচ্চারা যোগ শিখে আবার অপরকেও শেখায়। বলা হয় - যোগ দ্বারা আমাদের জ্যোতি প্রজ্জ্বলনকারী.. এইরকম গানও ঘরে বসে শুনলে সমগ্র জ্ঞান বুদ্ধিতে ঘুরবে। বাবার স্মরণে উত্তরাধিকারেরও নেশা চড়বে। শুধুমাত্র পরমাত্মা বা ভগবান বললেই মুখ মিষ্টি হয় না। বাবা মানেই উত্তরাধিকার।

বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার থেকে আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শুনে আবার অপরকে শোনাও, একেই শঙ্খধ্বনি বলা হয়। তোমাদের হাতে কোনো পুস্তক ইত্যাদি থাকে না। বাচ্চাদের শুধুমাত্র ধারণা করতে হয়। তোমরা হলে সত্যিকারের আত্মা রূপী ব্রাহ্মণ, আত্মাদের পিতার সন্তান। সত্যিকারের গীতার দ্বারা ভারত স্বর্গে পরিণত হয়। সেখানে তো শুধু বসে বসে গল্পকথা বানানো হয়েছে। তোমরা সকলে হলে পার্বতী, তোমাদের এই অমর কথা শোনাচ্ছি। তোমরা সকলে হলে দ্রৌপদী। সেখানে (সত্য, ত্রেতায়) কেউ নগ্ন হয় না। বলে, তবে বাচ্চা কীভাবে জন্মাবে! আরে! তারা তো হলেনই নির্বিকারী, তাহলে বিকারের কথা কোথা থেকে আসতে পারে। তোমরা বুঝতে পারবে না যে যোগ বল এর দ্বারা কীভাবে বাচ্চার জন্ম হবে! তোমরা আরও করবে। কিন্তু এ তো শাস্ত্রের কথা। সেটা হলোই সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হলো বিকারী দুনিয়া। আমি জানি ড্রামা অনুসারে মায়া আবার তোমাদের দুঃখী করবে। আমি প্রতি কল্পে নিজের দায়িত্ব পালন করতে আসি। তোমরা জানো যে, পূর্ব কল্পে যারা হারিয়ে গিয়েছিলো তারাই এসে নিজেদের উত্তরাধিকার নেবে। সেই রকম অবস্থাও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এটা হলো সেই মহাভারত লড়াই। তোমাদের আবার দেবী-দেবতা বা স্বর্গের মালিক হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। এর মধ্যে স্থূল যুদ্ধের এর কোনো ব্যাপার নেই। না তো অসুর আর দেবতাদের যুদ্ধ হয়েছে। সেখানে তো মায়াই নেই যে লড়াই করবে। অর্ধ-কল্প না কোনো লড়াই, না কোনোই রোগ, না দুঃখ-অশান্তি। আরে, ওখানে তো সমস্ত রকমের সুখ, চির বসন্ত বিরাজমান। হাসপিটাল থাকে না, এছাড়া স্কুলে তো পড়তে হয়। এখন তোমরা প্রত্যেকে এখান থেকে উত্তরাধিকার নিয়ে যাও। মানুষ পড়াশুনা করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যায়। এর উপর গল্পও আছে - কেউ জিজ্ঞাসা করে তুমি কার খাও? তো বলে আমি নিজের ভাগ্যে খাই। সেটা হলো পার্থিব ভাগ্য। এখন তোমরা নিজেদের অসীম জগতের ভাগ্য তৈরী করো। তোমরা এমন ভাগ্য তৈরী করো যা ২১জন্ম আবার নিজের থেকেই রাজ্য ভাগ্য ভোগ করো। এটা হলো অসীম জগতের সুখের উত্তরাধিকার, এখন তোমরা বাচ্চারা এই কন্ট্রাস্ট ভালো ভাবে জানো, ভারত কতো সুখী ছিল। এখন কি হাল হয়েছে! যারা পূর্ব-কল্পে রাজ্য-ভাগ্য নিয়েছিলো তারাই এখন নেবে। এরকমও নয় যে ড্রামাতে যা হবে সেটা প্রাপ্ত হবে, তবে তো খিদেয় মরে যাবে। ড্রামার এই রহস্য সম্পূর্ণ বোঝাতে হবে। শাস্ত্রে কেউ কতো আয়ু, কেউ কতো লিখে দিয়েছে। অনেক প্রকারের মত-মতান্তর আছে। কেউ আবার বলে আমি তো সর্বদা সুখীই আছি। আরে, তোমরা কখনো রোগগ্রস্ত হও না? তারা তো বলে রোগ ইত্যাদি তো শরীরের হয়, আত্মা হলো নির্লেপ। আরে, ব্যথা ইত্যাদি লাগলে তো দুঃখ আত্মারই তো হয় - এটা হলই বোঝার ব্যাপার। এটা হলো স্কুল, এখানে একজন টিচারই পড়ান। নলেজ একটাই। এইম-অবজেক্ট একটাই, নর থেকে নারায়ণ হওয়া। যারা পাশ করবে না তারা চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে। যখন দেবতারা ছিল ঋত্রিয় ছিলো না, যখন ঋত্রিয় ছিলো তো বৈশ্য ছিলো না, যখন বৈশ্য ছিলো শূদ্র ছিলো না। এই সব হল বোঝার ব্যাপার। মাতা-দের জন্যও খুব সহজ। একটাই পরীক্ষা। এমন মনে করো না যে দেবীতে আসে যারা তারা কীভাবে পড়বে। কিন্তু এখন তো নূতনরাও তীর গতিতে এগোচ্ছে। প্র্যাকটিক্যাল ভাবেই হচ্ছে। এছাড়া মায়া রাবণের

কোনো রূপ নেই। তোমরা বলতে পারো অমূকের মধ্যে কাম এর ভূত রয়েছে। এছাড়া রাবণের কোনো মূর্তি বা শরীর তো নেই।

আচ্ছা, সব কথার স্যাকারিন হলো "মন্মনাভব"। তিনি বলেন আমাকে স্মরণ করলে এই যোগ অগ্নির দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা গাইড হয়ে আসেন। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি তো তোমাদের সামনে বসে পড়াচ্ছি। কল্প-কল্প নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করছি। পারলৌকিক বাবা বলেন, আমি নিজের দায়িত্ব পালন করতে এসেছি - বাচ্চারা তোমাদের সহযোগিতায়। সহযোগিতা করলে তবে তো তোমরাও পদ প্রাপ্ত করবে। আমি কতো বড় বাবা। কতো বড় যন্তু রচনা করেছি। ব্রহ্মার মুখবংশাবলী তোমরা অর্থাৎ সব ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা হলে ভাই-বোন। যখন ভাই-বোন হয়েছে তো স্ত্রী-পুরুষের দৃষ্টি পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বাবা বলেন, এই ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত কোরো না, পবিত্র থাকার অনেক যুক্তি আছে। মানুষ বলে, এটা হবে কীভাবে? এইরকম হতে পারে না, একসাথে থাকবে আর আশুণ লাগবে না! বাবা বলেন, গুণ তলোয়ার মাঝখানে থাকার কারণে কখনো আশুণ লাগতে পারে না। কিন্তু যখন দু'জনে মন্মনাভব থাকবে, শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকবে, নিজেকে ব্রাহ্মণ মনে করবে। মানুষ তো এই সব কথাকে না বোঝার কারণে গন্ডগোল করতে থাকে, এক্ষেত্রে গালিগালাজও খেতে হয়। কৃষ্ণকে কি আর কেউ গালি দিতে পারে! কৃষ্ণ এমনই যদি এসে যায় তো দেশ বিদেশ থেকে একেবারে এরোপ্লেনে ঘষছুটে ছুটে আসবে, ভীড় জমে যাবে। ভারতে না জানি কি হয়ে যাবে।

আচ্ছা, আজ ভোগ আছে - এটা হলো পিত্রালয় আর ওটা হলো শ্বশুরবাড়ী। সঙ্গমে দেখা হয়। কেউ-কেউ একে জাদু মনে করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এই সাক্ষাৎকার কি? ভক্তি মার্গে কীভাবে সাক্ষাৎকার হয়, এতে সংশয়বুদ্ধি হতে নেই। এ কেবল কিছু রীতি-রেওয়াজ। শিববাবার ভান্ডারা (ভাঁড়ার) বলে তাঁকে স্মরণ করে ভোগ নিবেদন করা উচিত। যোগে থাকা তো ভালোই। বাবার স্মরণে থাকবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিজেকে ব্রহ্মা মুখবংশাবলী মনে করে পাক্ষা পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে। কখনো নিজের এই ব্রাহ্মণ কুলকে কলঙ্কিত কোরো না।

২) বাবা সম নিরাকারী, নিরহঙ্কারী হয়ে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পন্ন করতে হবে। আত্মিক সেবায় তৎপর থাকতে হবে।

বরদান:- স্নেহের শক্তির দ্বারা মায়ার শক্তিকে সমাপ্তকারী সম্পূর্ণ জ্ঞানী ভব
স্নেহে সমাহিত হয়ে যাওয়াই হলো সম্পূর্ণ জ্ঞান। স্নেহ হল ব্রাহ্মণ জন্মের বরদান। সঙ্গম যুগে স্নেহের সাগর স্নেহের হিরে মুক্তো থালা ভরে ভরে দিচ্ছেন তাই স্নেহে সম্পন্ন হও। স্নেহের শক্তির দ্বারা পরিস্থিতি রূপী পাহাড় পরিবর্তন হয়ে জলের সমান হালকা হয়ে যায়। মায়া যেকোনও ভয়ংকর রূপে বা রয়্যাল রূপে যদি আক্রমণ করে তাহলে সেকেন্ডে স্নেহের সাগরে সমাহিত হয়ে যাও। তাহলে স্নেহের শক্তির দ্বারা মায়ার শক্তি সমাপ্ত হয়ে যাবে।

স্লোগান:- তন-মন-ধন, মন-বাণী আর কর্মের দ্বারা বাবার কর্তব্যে সদা সহযোগীই হলো যোগী।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পড়াশোনা, যা বাবা পড়াচ্ছেন, এতে অগাধ উপার্জন রয়েছে, সেইজন্য ভালোভাবে পড়াশোনা করো, পড়াশোনার সাথে কখনো যেন লিঙ্ক ছিল না হয়"

*প্রশ্নঃ - বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি যাদের, তোমাদের কোন্ কথা তাদের কাছে হাস্যকর বলে মনে হয়?

*উত্তরঃ - তোমরা যখন বলো, বিনাশ সামনেই, তখন তারা তোমাদের কথা শুনে হাসে। তোমরা জানো, বাবা এখানে বসে থাকবেন না, বাবার ডিউটি হলো তোমাদের পবিত্র করে তোলা। যখন পবিত্র হয়ে যাবে এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হবে, নতুন দুনিয়া আসবে। এই লড়াই হলো বিনাশের জন্য। তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছে, সুতরাং তখন এই কলিযুগের ছিঃ ছিঃ দুনিয়াতে আসতে পারো না।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে আত্মিক বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা জানে আমরা কত নির্বোধ হয়ে গেছিলাম। মায়া রাবণ আমাদের নির্বোধ বানিয়ে দিয়েছেন। বাচ্চারা এটাও বুঝেছে যে, বাবাকে অবশ্যই আসতে হবে, কেননা নতুন সৃষ্টি স্থাপনা করতে হবে। ত্রিমূর্তির চিত্রও আছে, যেখানে লেখা রয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণুর দ্বারা পালনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ। কেননা করনকরাবনহার তো বাবা-ই, তাইনা। তিনি একজনই যিনি স্থাপন করেন এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করেন স্থাপনা করার জন্য। সর্বপ্রথম তবে কার নাম আসবে? যিনি করান এবং তারপর যার দ্বারা করান। বাবাকে করনকরাবনহার বলা হয়, তাই না! ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়া স্থাপন করেন তিনি। বাচ্চারা এটাও জানে, আমাদের যে নতুন দুনিয়া হবে, যা আমরা স্থাপনা করছি, এর নামই হলো দেবী-দেবতাদের দুনিয়া। সত্যযুগেই দেবী-দেবতা হয়, আর কাউকে দেবী-দেবতা বলা যায় না। ওখানে কোনও সাধারণ মানুষের অস্তিত্ব নেই। একটাই দেবী-দেবতা ধর্ম, অন্য কোনো ধর্ম থাকে না। এখন বাচ্চাদের স্মৃতিতে এসেছে প্রকৃতপক্ষে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, তার চিহ্নও আছে। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি প্রত্যেক ধর্মের নিজ-নিজ নিদর্শন আছে। যখন আমাদের রাজ্য ছিল তখন অন্য কোনও রাজ্য ছিলনা। এখন অন্যান্য অনেক ধর্ম আছে কিন্তু আমাদের দেবতা ধর্মই নেই। গীতাতেও বড় বড় শব্দে লেখা আছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারে না। বাবা বলেন বিনাশকালে কারো বিপরীত বুদ্ধি হয়, কারও বা প্রীত বুদ্ধি থাকে। বিনাশ তো এখনই হবে। বাবা আসেনই সঙ্গম যুগে, যখন পরিবর্তনের সময়। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের পুরানো সবকিছুর বদলে নতুন জিনিস প্রদান করেন। তিনি একাধারে স্বর্ণকার, ধোপা এবং বড় ব্যাপারীও। অত্যন্ত বিরলই কেউ কেউ বাবার সাথে এই ব্যাপার করবে। এই ব্যাপারে অগাধ লাভ। পড়াশোনাতেও অনেক লাভ হয়ে থাকে। মহিমাও আছে যে পড়াশোনাতেই উপার্জন হয়, সেও জন্ম-জন্মান্তরের জন্য উপার্জন। সুতরাং খুব ভালোভাবে পড়াশোনা করা উচিত আর পড়ানোও অতি সহজ। শুধু এক সপ্তাহ ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে, তারপর যেখানেই চলে যাও না কেন, তোমাদের কাছে মুরলী পৌছে যাবে, তাতে কখনো লিঙ্কিছিল হবেনা। এ হলো আত্মার সাথে পরমাত্মার লিঙ্ক। গীতাতেও এই শব্দ রয়েছে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশক্তি, প্রীতবুদ্ধি বিজয়ন্তী। তোমরা জানো, এই সময় মানুষ একে অপরকে মারতে কাটতে থাকে। এই রকম ক্রোধ বা বিকার আর কোথাও হয়না। এও বলা হয় যে, দ্রৌপদী আহ্বান করেছিল। বাবা বুঝিয়েছেন এই সময় তোমরা সবাই হলে দ্রৌপদী। ভগবানুবাচ, বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন আর বিকারগ্রস্ত হয়োনা। আমি তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবো, তোমরা শুধু তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো। এখন বিনাশের সময়, তাইনা। কেউ কারও কথা শোনে না, লড়াই করতেই থাকে। ওদের কত বলা হয় শান্ত থাকার জন্য কিন্তু শান্ত থাকে না। সন্তানদের ফেলে রেখে লড়াইয়ের ময়দানে চলে যায়। কত মানুষের মৃত্যু হয়েই চলেছে। কোনও মূল্য নেই মানুষের। যদি কোনো মূল্য থেকে থাকে, মহিমা করা হয় সে শুধুমাত্র দেবী-দেবতাদের। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। বাস্তবে তোমাদের মহিমা এই দেবতাদের থেকেও বেশি। বাবা এসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। কত উচ্চ এই পড়াশোনা। যারা এই পাঠ পড়ে অনেক জন্মের শেষে এসে তারা সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। আমি তো সবসময়ই সতোপ্রধান।

বাবা বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট হয়ে এসেছি। ভেবে দেখো তোমরা কত ছিঃ ছিঃ হয়ে গেছো। বাবা এসেই তোমাদের সুন্দর করে তোলেন। ভগবান বসে মানবকে শিক্ষা প্রদান করে কত শ্রেষ্ঠ করে তোলেন। বাবা স্বয়ং বলেন, আমি তোমাদের অনেক জন্মের শেষে সবাইকে সতোপ্রধান করে তুলতে এসেছি। এখন তোমাদের শিক্ষা প্রদান করছি। বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গবাসী বানিয়েছিলাম, তারপরও তোমরা নরকবাসী কিভাবে হয়েছো, কে

বানিয়েছে? গাওয়াও হয়ে থাকে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি বিনশক্তি, প্রীতবুদ্ধি বিজয়ন্ত্রী। এরপর যতো প্রীতবুদ্ধি থাকবে অর্থাৎ যত বেশি স্মরণে থাকবে, ততই তোমাদের লাভ হবে। এ হলো লড়াইয়ের ময়দান, তাইনা। কেউ-ই জানেনা যে, গীতায় কোন্ যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। ওরা তো কৌরব আর পান্ডবদের যুদ্ধ দেখিয়েছে। কৌরব সম্প্রদায়, পান্ডব সম্প্রদায় দুই-ই আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ হয়নি। পান্ডব তাদেরই বলা হয়, যারা বাবাকে জানে, বাবার প্রতি যাদের প্রীতবুদ্ধি (ভালোবাসা) রয়েছে। কৌরব তাদের বলা হয় যারা বিপরীত বুদ্ধির (বাবার প্রতি ভালোবাসা নেই)। এই শব্দগুলো তো খুবই সুন্দর, ভালোভাবে বোধগম্য হওয়ার মতো।

এখন হলো সঙ্গম যুগ। বাচ্চারা তোমরা জানো নতুন দুনিয়া স্থাপন হতে চলেছে। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। এখন দুনিয়া কত বড়। সত্যযুগে কত অল্প সংখ্যক মানুষ থাকবে। কল্প বৃক্ষ তো ছোট হবে, তাইনা। সেই বৃক্ষ পরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানব সৃষ্টি রূপী এই উল্টো বৃক্ষ কেমন এটাও কেউ জানেনা। একে কল্প বৃক্ষ বলা হয়। বৃক্ষের নলেজ থাকা প্রয়োজন। এই বৃক্ষের নলেজ অতি সহজ, চট করে বলে দেওয়া যায়। এই বৃক্ষের নলেজও এমন ইজি, কিন্তু এ হলো হিউম্যান বৃক্ষ। মানুষ নিজেদের বৃক্ষ সম্পর্কে কিছুই জানে না। বলাও হয়ে থাকে গড ইজ ক্রিয়েটর, তবে নিশ্চয়ই চৈতন্য তাইনা। বাবা সত্য, চৈতন্য, জ্ঞানের সাগর। ঔঁনার মধ্যে কি জ্ঞান আছে তাও কেউ জানেনা। বাবা হলেন বীজরূপ, চৈতন্য। ঔঁনার দ্বারাই সম্পূর্ণ সৃষ্টি রচনা হয়। সুতরাং বাবা বসে বোঝান মানুষের নিজেদের সৃষ্টি রূপী বৃক্ষ সম্পর্কে সবকিছুই অজানা, অন্যান্য বৃক্ষকে ভালোভাবে জানে। বৃক্ষের বীজ যদি চৈতন্য হতো তবে তো কথা বলতো তাইনা, কিন্তু ঐ বৃক্ষ হলো জড়। এখন তোমরা বাচ্চারা রচনা আর রচয়িতার রহস্যকে জেনেছো। ইনিই সত্য, চৈতন্য এবং জ্ঞানের সাগর। চৈতন্য থাকলেই তো বাক্যালাপ করা যায়। মানব শরীর সবচেয়ে অমূল্য বলা হয় কিন্তু ঔঁনার মূল্য বর্ণনা করা সম্ভব নয়। বাবা এসে আত্মাদের বোঝাচ্ছেন।

তোমরা হলে রূপও, বসন্তও। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর কাছ থেকেই তোমরা রত্ন (জ্ঞানের) পেয়ে থাকো। এ হলো জ্ঞান রত্ন, যে রত্ন গ্রহণ করে তোমরা ঐ রত্নও ঢের প্রাপ্ত করে থাকো। লক্ষী-নারায়ণের কাছে দেখো কত রত্ন, ওরা হীরে-জহরত খচিত প্রাসাদে বাস করে। নামই হলো স্বর্গ। তোমরা যার মালিক হতে চলেছো। কোনও গরিব ব্যক্তি আচমকা লটারি পেলে খুশিতে মাতোয়ারা হয়ে যায়, তাইনা। বাবা বলেন, তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পেতে চলেছো, সুতরাং মায়া কতরকম ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। আরও এগিয়ে গিয়ে তোমরা জানতে পারবে কত ভালো ভালো বাচ্চাদের জ্ঞানে চলা) মায়া কিভাবে গ্রাস করেছে। সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে। তোমরা সাপ তো দেখেছ - কিভাবে ব্যাঙ্কে ধরে ধরে, যেমন হাতিকে বড় কুমীর (গ্রাহ) গ্রাস করেছিল। সাপ ব্যাঙকে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে। মায়াও ঠিক তেমনই বাচ্চাদের গ্রাস করে শেষ করে দেয় তারা আর কখনও বাবাকে স্মরণ করেনা। যোগবলের শক্তি তোমাদের অনেক কম। সবকিছুই যোগের শক্তির উপর নির্ভর করছে। যেমন সাপ ব্যাঙকে গ্রাস করে, তোমরা বাচ্চারাও সম্পূর্ণ বাদশাহীকে গ্রাস (প্রাপ্ত) করে নাও। সম্পূর্ণ বিশ্বের বাদশাহী তোমরা সেকেন্ডেই প্রাপ্ত করে থাকো। বাবা কত সহজ যুক্তি দিয়ে বলে দেন, কোনও অস্ত্রের প্রয়োজন পড়ে না। বাবা জ্ঞান যোগের অস্ত্রসত্ত্ব দিয়ে থাকেন। ওরা তো স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দেখিয়েছে।

তোমরা বাচ্চারা এই সময় বলে থাকো - আমরা কি থেকে কি হয়েছে। তোমরা যা চাও বলতে পারো, কিন্তু আমরা অবশ্যই এমন ছিলাম। যদিও মানুষই ছিলে, কিন্তু গুণ আর অবগুণ তো থাকেই, তাইনা। দেবতাদের মধ্যে দৈবীগুণ থাকে, সেইজন্যই তাদের মহিমা করে বলা হয় - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন.... আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। এই সময় সম্পূর্ণ দুনিয়া গুণহীন হয়ে গেছে অর্থাৎ একটিও দৈবীগুণ নেই। বাবা যে গুণ প্রদান করতে এসেছেন, তাঁকে কেউ জানেই না। সেইজন্যই বলা হয় বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি। এখন বিনাশ তো হতেই হবে সঙ্গমযুগে। যখন পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয় আর নতুন দুনিয়া স্থাপন হয়। এই সময়কে বলে বিনাশ কাল। এ হলো অস্তিম বিনাশ তারপর অর্ধকল্প আর কোনও লড়াই ইত্যাদি হবে না। মানুষ তো কিছুই জানে না। বিনাশকালে ওদের বিপরীত বুদ্ধি, সুতরাং পুরানো দুনিয়ার বিনাশ তো হবেই। এই পুরানো দুনিয়াতে কত রকম বিপর্যয় হয়ে চলেছে। মৃত্যু হতেই থাকে। বাবা এই সময়ের কথা বলছেন। ফারাক তো আছে, (ওই দুনিয়া আর এই দুনিয়ার মধ্যে) তাই না! আজ ভারতের এই অবস্থা, আগামী ভারত কেমন হবে? আজ তোমরা এখানে আছো, আগামী কাল তোমরা কোথায় থাকবে?

তোমরা জানো প্রথমে নতুন দুনিয়া কত ছোট ছিল। ওখানে প্রাসাদে অগাধ হীরে-জহরত ইত্যাদি ছিল। ভক্তি মার্গেও তোমাদের মন্দির কি কিছু কম থাকে! শুধু একটাই সোমনাথের মন্দির তো থাকবে না। একজন মন্দির নির্মাণ করবে তাকে দেখে অন্যরাও নির্মাণ করবে। এক সোমনাথ মন্দির থেকেই কত লুট হয়েছে। তারপর বসে নিজেদের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি করেছে। দেওয়ালের গায়ে নানারকম পাথর লাগিয়েছে। এইসব পাথরের কতটুকু মূল্য হবে? একটুকরো হীরে তারও

কত দাম । বাবা তো (ব্রহ্মা বাবা) জহরি ছিলেন, এক রতি হীরে ১০ টাকা ছিল । এখন তো তার মূল্য হাজার টাকা হয়ে গেছে। পাওয়াও যায় না । কত মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে । এই সময় বিদেশেও অগাধ ধন ঐশ্বর্য রয়েছে, কিন্তু সত্যযুগের কাছে কিছুই নয় ।

এখন বাবা বলেন, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । তোমরা যখন বলো বিনাশ সামনেই, মানুষ শুনে হাসাহাসি করে । বাবা বলেন, আমি কতদিন এখানে বসে থাকবো, এখানে থাকতে কি আমার খুব মজা হয়? না আমি সুখী, না দুঃখী । আমার ডিউটি তোমাদের পবিত্র করে তোলা । তোমরা দেবতা ছিলে, এখন এমন (অপবিত্র) হয়ে গেছো । তোমাদের আবার আমি উচ্চ (শ্রেষ্ঠ) বানাই । তোমরা জানো, আমরা আবার তমোপ্রধান হয়ে যাবো । এখন তোমরা বুঝেছো যে আমরা দৈবী ঘরাণার ছিলাম, আমাদের রাজত্ব ছিল, হারিয়ে ফেলেছি। এরপর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা আসতে থাকে । এখন এই চক্র সম্পূর্ণ হতে চলেছে । এখন তোমরা বুঝেছো লক্ষ বছরের কোনও প্রশ্নই নেই । এই লড়াই হলো বিনাশের । ওখানে (সত্য যুগে) খুব আরামে মৃত্যু বরণ করবে, কোনও কষ্ট হবে না । কোনও চিকিৎসালয় ইত্যাদি থাকবে না । কে বসে সেবা করবে আর কাঁদবে ! ওখানে এইসব নিয়ম নেই । ওখানে মৃত্যু সহজেই হয় । এখানে তো দুঃখী হয়ে মরে, কেননা তোমরা অনেক সুখ প্রাপ্ত করেছো সুতরাং দুঃখও তোমাদের দেখতে হবে । রক্ত গঙ্গা এখানেই বইবে । ওরা ভাবে এই লড়াই একদিন শান্ত হয়ে যাবে কিন্তু শান্ত তো হবেনা । বলা হয় শিকারী শিকারের মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করে। তোমরা দেবতা হতে যাচ্ছো, সেইজন্য এই ছিঃছিঃ কলিযুগের দুনিয়াতে আসতে পারবে না । গীতাতেও আছে ভগবানুবাচঃ বিনাশও দেখো, স্থাপনাও দেখো । সাক্ষাৎকার হয়েছে তাই না ! এই সাক্ষাৎকার সব অন্তিমে গিয়ে হবে - অমুকে এই হবে, তমুকে এই হবে.... সেই সময় কাঁদবে, অনেক অনুশোচনা হবে, সাজা হবে, নিজের ভাগ্যের জন্য মাথা ঠুকবে । কিন্তু তখন আর কি করতে পারবে? এ হলো ২১ জন্মের লটারি । স্মৃতি তো আসে, তাইনা । সাক্ষাৎকার ছাড়া কেউ সাজা পেতে পারে না । টাইবুনালা বসে যে ! আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের মধ্যে জ্ঞান রত্ন ধারণ করে রূপ-বসন্ত হতে হবে । জ্ঞান রত্ন দ্বারা বিশ্বের বাদশাহীর লটারি প্রাপ্ত করতে হবে ।

২) এই বিনাশের সময় বাবার প্রতি প্রীত বুদ্ধি রেখে একজনকেই স্মরণ করতে হবে । এমন কোনও কর্ম করা উচিত নয় যাতে অন্তিমে গিয়ে অনুশোচনা হয় আর ভাগ্য হারাতে হয় ।

বরদানঃ:- সদা স্নেহী হয়ে উড়ন্ত কলার বরদান প্রাপ্তকারী নিশ্চিত বিজয়ী, নিশ্চিত ভব স্নেহী বাচ্চারা বাপদাদার থেকে উড়ন্ত কলার বরদান প্রাপ্ত করে। উড়ন্ত কলার দ্বারা সেকেণ্ডে বাপদাদার কাছে পৌঁছে যাও, তাহলে মায়া যে স্বরূপ ধরেই আসুক তোমাদেরকে ছুঁতেও পারবে না। পরমাত্ম ছত্রছায়ায় মধ্যে মায়ায় ছায়াও আসতে পারবে না। স্নেহ, পরিশ্রমকে মনোরঞ্জে পরিবর্তন করে দেয়। স্নেহ প্রত্যেক কর্মে নিশ্চিত বিজয়ী স্থিতির অনুভব করায়। স্নেহী বাচ্চারা সবসময় নিশ্চিত থাকে।

স্লোগানঃ:- নাথিং নিউ-র স্মৃতির দ্বারা সদা অবিচল থাকো, তাহলে খুশীতে নাচতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent

2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের লক্ষ্য আর লক্ষ্য-দাতা বাবাকে স্মরণ করো, তবে দৈবী গুণ এসে যাবে, কাউকে দুঃখ দেওয়া, গ্লানি করা, এই সব হলো আসুরী লক্ষণ"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা বাবার তোমাদের সাথে সর্বাধিক ভালোবাসা আছে, এর নিদর্শন কি?

*উত্তরঃ - বাবার থেকে যে মিষ্টি-মিষ্টি শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এই শিক্ষা প্রদান করাই হলো তাঁর সর্বোচ্চ ভালোবাসার নিদর্শন । বাবার প্রথম শিক্ষা হলো- মিষ্টি বাচ্চারা, শ্রীমৎ ব্যতীত কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ করো না। দ্বিতীয়তঃ তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তোমাদের নিজের হাতে কখনো ল' ভুলে নিতে নেই। সর্বদা তোমাদের মুখ থেকে যেন রক্তই নির্গত হয়, পাথর নয় ।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । এখন এদের (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) তো খুব ভালো ভাবেই দেখতে পাচ্ছো। এটা হলো এইম অবজেক্ট অর্থাৎ তোমরা এই কুলের (ঘরানার) ছিলে। কতো রাত-দিনের পার্থক্য, সেইজন্য বারংবার এদের দেখতে হবে। আমাদের এইরকম হতে হবে। এদের মহিমা তো ভালো করেই জানো। এটা পকেটে রাখলেই তোমাদের মনে খুশী থাকবে। তোমাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আসে সেটা ঠিক না, একে দেহ-অভিমান বলা হয়। দেহী-অভিমानी হয়ে এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখলে তবে বুঝবে আমরা এরকম হতে চলেছি, তাই অবশ্যই এদের দেখতে হবে। বাবা মনে করেন তোমাদের এইরকম হতে হবে। "মধ্যাজী ভব", এনাদের দেখো, স্মরণ করো। দৃষ্টান্তও দেওয়া হয় না যে - নিজেকে মনে করলো আমি মোক্ষ, তো সে নিজেকে মোক্ষ মনে করতে লাগল। তোমরা জানো যে, এটা আমাদের এইম অবজেক্ট। এইরকম হতে হবে। কীভাবে হবে? বাবাকে স্মরণ করে। প্রত্যেকে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - সব সময়ই কি আমরা এদের দেখে বাবাকে স্মরণ করছি? এটা তো তোমরা বুঝতে পারো যে বাবা আমাদের দেবতা করে তুলছেন। তাই তাঁকে যতটা সম্ভব স্মরণ করা উচিত। বাবা এটাও বলেন যে নিরন্তর স্মরণ হয় না। কিন্তু পুরুষার্থ (চেষ্টা করে যেতে হবে) করতে হবে। যদিও ঘর গৃহস্থালির কর্ম করার সময় এদের (লক্ষ্মী-নারায়ণকে) স্মরণ করলে তবে অবশ্যই বাবা স্মরণে আসবে। বাবাকে স্মরণ করলে তো অবশ্যই এদের স্মরণে আসবে। আমাদের এইরকম হতে হবে। সারাদিন এই সূর্যই (ধুন) বাজতে থাকবে। তখন আর একে অপরের গ্লানি কখনো করবে না। এ এইরকম, ও সেইরকম... যারা এই ব্যাপারে লিপ্ত হয় তারা কখনো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারে না। এইরকমই থেকে যায়। কতো সহজ করে বোঝানো হয়। এদের স্মরণ করো, বাবাকে স্মরণ করো, তবে তোমরা এইরকম হবেই। এখানে তো তোমরা সামনে বসে আছো, সকলের ঘরেই এই লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র অবশ্যই থাকা চাই। কতো অ্যাক্যুরেট চিত্র। এদের স্মরণ করলে বাবাও স্মরণে আসবে। সারাদিন অন্য কথার পরিবর্তে এটাই শুনতে থাকো। অমুকে এইরকম, সে ওইরকম... কারোর নিন্দা করা - একে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বলা হয়। তোমাদের নিজেদের দৈবী বুদ্ধি বানাতে হবে। কাউকে দুঃখ দেওয়া, গ্লানি করা, বিরক্ত করা (চঞ্চলতা করা), এমন স্বভাব থাকা উচিত নয় । অর্ধ-কল্প তো এসবের মধ্যেই ছিলে। এখন তোমাদের কতো মিষ্টি শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে, এর থেকে উচ্চ কোনো ভালোবাসা হতে পারে না। শ্রীমৎ ব্যতীত কোনো উল্টো-পাল্টা কাজ করতে নেই। বাবা ধ্যানের ব্যাপারেও ডায়রেকশন দেন যে, শুধুমাত্র ভোগ নিবেদন করে এসো। বাবা তো এটা বলেন না যে, বৈকুণ্ঠে যাও, রাস-বিলাস ইত্যাদি করো। দ্বিতীয় কোথাও গেলে তো বুঝবে সেখানে মায়ার প্রবেশ ঘটেছে। মায়ার এক নশ্বর কর্তব্য হলো পতিত করা। ব্যতিক্রমী চললে অনেক লোকসান হয়। আবার এও হতে পারে যে কড়া সাজা পেতে হলো, যদি নিজেকে সামলাতে পারো তবে। বাবার সাথে ধর্মরাজও আছেন। ওনার কাছে অসীম জগতের হিসাব-কিতাব থাকে। রাবণের জেলে কতো বছর শাস্তি পেয়েছে। এই দুনিয়ায় অপার দুঃখ আছে। বাবা এখন বলেন আর সব কথা ভুলে এক বাবাকে স্মরণ করো আর সমস্ত দ্বন্দ্ব ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলো। বিকারে কে নিয়ে যায়? মায়ার ভূত। তোমাদের এইম অবজেক্ট হলোই এটা। রাজযোগ এটা তাই না । বাবাকে স্মরণ করলে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। তাই এই ধাক্কায় নেমে পড়তে হবে। সমস্ত আবর্জনা ভিতর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। মায়ার ছায়াও খুব কড়া। কিন্তু সেটাকে উড়িয়ে দিতে থাকো। যতটা সম্ভব স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। এখন তো নিরন্তর স্মরণ হবে না। সব শেষে নিরন্তর (স্মরণ) পর্যন্ত পৌঁছালে, তবেই উচ্চ পদ প্রাপ্ত হবে। যদি ভিতরে দ্বন্দ্ব বা মন্দ ভাবনা থাকে, তবে উচ্চ পদ প্রাপ্ত হতে পারে না। মায়ার বশীভূত হয়েই পরাজিত হয়।

বাবা বোঝান - বাচ্চারা, নোংরা কাজ করে পরাজিত হয়ে না। নিন্দা ইত্যাদি করলে তো তোমাদের খুবই খারাপ গতি হয়। এখন সঙ্গতি হচ্ছে, তাই খারাপ কর্ম করো না। বাবা দেখেন যে মায়া গলা পর্যন্ত গ্রাস করে নিয়েছে। জানতেও পারা

যায়নি। নিজেরা মনে করে যে আমরা খুব ভালো আচার-আচরণ করি, কিন্তু না। বাবা বোঝান- মনসা, বাচা, কর্মে মুখ থেকে রক্তই নির্গত হওয়া উচিত। নোংরা কথা বলা হলো পাথর ছোড়ার সমান। তোমরা এখন পাথর থেকে দিব্য গুণ সম্পন্ন হচ্ছে, তাই মুখ থেকে কখনো পাথর নির্গত হওয়া উচিত নয়। বাবাকে তো বোঝাতে হয়। বাচ্চাদের বোঝানোর অধিকার বাবার আছে। এমন নয় যে, ভাই-ভাই-কে সাবধান করবে। টিচারের কাজ হলো শিক্ষা দেওয়া। তারা সবকিছুই বলতে পারে। স্টুডেন্টদের নিজের হাতে ল' তুলে নিতে নেই। তোমরা হলে স্টুডেন্ট, তাই না। বাবা বোঝাতে পারেন, যাই হোক, বাচ্চাদের কাছে তো বাবার ডায়রেকশন আছে এক বাবাকে স্মরণ করো। তোমাদের সৌভাগ্য এখন খুলে গেছে। শ্রীমতে না চললে তোমাদের ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে, তখন খুব অনুতাপ হবে। বাবার শ্রীমতে না চলার ফলে এক ভো শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয় হলো পদ ভ্রষ্ট হতে হবে। জন্ম-জন্মান্তর, কল্প-কল্পান্তরের বাজী। বাবা এসে পড়ান, সেটা বুদ্ধিতে রাখতে হবে- বাবা আমাদের টিচার, যার থেকে এই নলেজ প্রাপ্ত হয় যে নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা আর পরমাত্মার মেলা বলা হয়, তাই না! ৫ হাজার বছর পরে মিলিত হবে, এর মধ্যে যত উত্তরাধিকার নিতে চাও নিতে পারো। নইলে পরে খুব-খুব অনুশোচনা করবে, কাঁদবে। সব সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে। স্কুলে বাচ্চারা অন্য শ্রেণীতে ট্রান্সফার হলে পিছন দিকে বসে যারা তাদের তো সবাই দেখে। এখানেও ট্রান্সফার হয়। তোমরা জানো এখানে শরীর ত্যাগ করে এরপর সত্যযুগে যাবো- প্রিন্সের কলেজে ভাষা শিখবো। ওখানের ভাষা তো সকলকে পড়তে পারতে হবে, মাদার ল্যাংগুয়েজ। অনেকের মধ্যে সম্পূর্ণ জ্ঞান নেই, তবু রেগুলার পড়েও না। এক-দুই বার মিস করলে অভ্যাস হয়ে যায় মিস করার। মায়ার বশীভূত যারা তাদের সাথী করে। শিববাবার সাথী অল্প, বাকি সব মায়ার সাথী। তোমরা শিববাবার সাথী হলে পরে মায়া সহ্য করতে পারে না, সেইজন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ছিঃ ছিঃ নোংরা মানুষদের থেকে খুবই সাবধানে থাকতে হয়। হংস আর সারস তাই না। বাবা আগের দিন রাত্রেও শিক্ষা দিয়েছেন, সারাদিন কারোর না কারোর নিন্দা করা, পরচিন্তন করা একে দৈবীগুণ বলা যায় না। দেবতারা এমন কাজ করে না। বাবা বলেন বাবা আর উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, তবুও নিন্দা করতে থাকে। জন্ম-জন্মান্তর তো নিন্দা করে এসেছে। ভিতরে দ্বন্দ্ব থেকেই যায়। এটাও হলো আভ্যন্তরীণ মারামারি। অকারণে নিজেকে হত্যা করে। অনেকের ক্ষতি করে। অমুকে এরকম, এতে তোমাদের কি আসে-যায়। সকলের সহায়ক হলেন এক বাবা। এখন তো শ্রীমতে চলতে হবে। মানুষের মত তো নোংরা করে দেয়। একে অপরের নিন্দা করতে থাকে। গ্লানি করা এটা হলো মায়ার ভূত। এটা হলো পতিত দুনিয়া। তোমরা বুঝতে পারো যে আমরা এখন পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছি। এটা তো খুবই খারাপ ব্যাপার। বোঝানো হয় আজ থেকে নিজের কান ধরা চাই- কখনো এমন কর্ম করবো না। যদি কিছু দেখো তো বাবাকে রিপোর্ট করা উচিত। তোমাদের কি আসে-যায় ! তোমরা কেন একে অপরের নিন্দা করো ! বাবা তো সব কিছুই শোনেন, তাই না ! বাবা কান আর চোখের লোন নিয়েছেন যে। বাবাও দেখেন তো এই দাদাও দেখেন। কারোর-কারোর আচার-আচরণ, পরিমণ্ডল তো একদমই বোঁঠক। যাদের বাবা থাকে না তাদের পিতৃ পরিচয়হীন (ছোরা) বলা হয়। তারা নিজেদের বাবাকে চেনেও না, স্মরণও করে না। সংশোধন হওয়ার পরিবর্তে আরো খারাপ হয়ে যায়, ফলে নিজেরই পদ হারিয়ে ফেলে। শ্রীমতে না চললে তো অনাথ বলা হয়। মা-বাবার শ্রীমতে চলে না। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা...বন্ধু ইত্যাদিও হয়।

কিন্তু গ্রেট-গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদারই নেই তো মাদার কোথা থেকে হবে, এতটুকুও বুদ্ধি নেই। মায়া একদম বুদ্ধি ঘুরিয়ে দেয়। অসীম জগতের পিতার আঙা না মানলে শাস্তি পেতে হয়। একেবারেই সঙ্গতি হয় না। বাবা দেখলে তো বলবেন যে - এর কি যে খারাপ গতি হবে। এ তো টগর, আকন্দ ফুল। যে সব কেউই পছন্দ করে না। তাই শোধরাতে হবে, তাই না। নইলে তো পদভ্রষ্ট হয়ে যাবে। জন্ম-জন্মান্তরের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু দেহ-অভিমানীদের বুদ্ধিতে বসবেই না। আত্ম-অভিমানীই বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখতে পারে। নিজেকে সমর্পণ করা মাসীর বাড়ি যাওয়ার মতো সহজ ব্যাপার নয়। বড়-বড় মানুষ তো নিজেকে সমর্পণ করতে পারে না। তারা আত্ম-সমর্পণের অর্থও বোঝে না। হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আবার অনেক বন্ধনমুক্তও আছে। সন্তানাদি নেই। বলে - বাবা তুমিই আমার সবকিছু। মুখে এইরকম বলে, কিন্তু আসলে সত্যি নয়। বাবাকেও মিথ্যা বলে দেয়। আত্মোৎসর্গ করলে নিজের সব মোহ সরিয়ে ফেলতে হয়। এখন তো হলো শেষ সময়, তাই শ্রীমতে চলতে হবে। বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদির প্রতিও মোহ সমাপ্ত হবে। অনেকে আছে এইরকম বন্ধনমুক্ত। শিববাবাকে আপন করেছে, অ্যাডপ্ট করেন যে ! ইনি হলেন আমাদের বাবা, টিচার, সঙ্গুরু। আমরা ওঁনাকে নিজের করি, ওঁনার সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাওয়ার জন্য। যারা বাচ্চা হয়ে গেছে অবশ্যই তারা দৈবী কুলে আসবে। কিন্তু সেটাতে আবার পদ কতো আছে। কতো দাস-দাসীরা আছে। একে অপরের উপর আদেশ জারি করে। দাস-দাসীও নম্বর অনুযায়ী হয়। রয়্যাল পরিবারে তো বাইরের দাস-দাসীরা আসবে না। যারা বাবার হয়েছে, তারা অবশ্যই দৈবী পরিবারের হবে। এরকমও বাচ্চারা আছে যাদের পাই পয়সারও আক্কেল নেই।

বাবা এমন তো বলেন না যে মাঝ্মাকে স্মরণ করো বা আমার রথকে স্মরণ করো। বাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। দেহের সব বন্ধনকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা বোঝান, ভালোবাসা রাখতে চাও তো এক এর সাথেই রাখো, তবে তরী পার হয়ে যাবে। বাবার ডায়রেকশনে চলো। মোহজীত রাজার কাহিনী আছে না। প্রথম নম্বরে হলো বাচ্চারা, বাচ্চারা তো বিষয়-সম্পত্তির মালিক হবে। স্ত্রী তো হলো হাফ-পার্টনার, বাচ্চা তো ফুল (সম্পূর্ণ) মালিক হয়ে যায়। তাই বুদ্ধি সেই দিকেই যায়, বাবাকে ফুল মালিক করলে তো এই সব কিছু তোমাদের দিয়ে দেবেন। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারই নেই। এটা তো বোঝার ব্যাপার। যদিও তোমরা শোনো তো দ্বিতীয় দিন সব ভুলে যাও। বুদ্ধিতে থাকলে তবে তো অপরকেও বোঝাতে পারবে। বাবাকে স্মরণ করার ফলে তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। এ তো খুব সহজ, মুখ চালাতে থাকো। এইম অবজেক্ট তৈরী করতে থাকো। বিশাল বুদ্ধি সম্পন্ন যারা, তারা তো খুব তাড়াতাড়ি বুঝে যাবে। শেষে এই চিত্র ইত্যাদি কাজে আসবে। এতে সমগ্র জ্ঞান সমাহিত। লক্ষ্মী-নারায়ণ আর রাধা-কৃষ্ণের নিজেদের মধ্যে কি সম্বন্ধ? এটা কেউ জানে না। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো প্রথমে অবশ্যই প্রিন্স হবে। বেগর টু প্রিন্স, তাই না! বেগর টু কিং বলা হয় না। প্রিন্স পরে কিং হয়। এটা তো খুবই সহজ, কিন্তু মায়া কাউকে ধরে ফেলে, কারোর নিন্দা করা, গ্লানি করা - এসব তো অনেকের অভ্যাস। আর তো কোনো কাজই নেই। বাবাকেও স্মরণ করে না। একে অপরের গ্লানি করার কাজই করে। এ হলো মায়ার পাঠ। বাবার পাঠ তো একদমই সহজ। শেষে এই সল্যাসী ইত্যাদি যাবে, বলবে যে জ্ঞান আছে তো এই বি. কে দেব মধ্যে আছে। কুমার-কুমারী তো পবিত্র হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান। আমাদের মধ্যে কোনো খারাপ ভাবনাও আসতে নেই। অনেকের এখানে খারাপ ভাবনা আসে, তবে এর শাস্তিও অনেক কড়া। বাবা তো অনেক বোঝান। যদি তোমাদের কোনো আচরণ খারাপ দেখা যায় তো এখানে থাকতে পারবে না। অল্প শাস্তিও দিতে হয়, তোমরা যোগ্য নও। বাবাকে ঠকাচ্ছে। তোমরা বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। সমস্ত অবস্থা নীচে নেমে যায়। অবস্থা নেমে যাওয়াই হলো শাস্তি। শ্রীমতে না চলার জন্য নিজের পদ ভ্রষ্ট হয়। বাবার ডায়রেকশনে না চলার জন্য আরোই ভূতের প্রবেশ ঘটে। বাবার তো কখনো কখনো মনে হয়, কোথাও অনেক বড় কড়া শাস্তি না শুরু হয়ে যায় এখনই। শাস্তিও অনেক গুপ্ত হয় যে। কখনো খুব বেশী রকম অসুখ না হয়। অনেকে নীচে নামে, শাস্তি পায়। বাবা তো সব ইশারায় বোঝান। নিজের ভাগ্যের সীমা অনেক টানে, সেইজন্য বাবা সাবধান করতে থাকেন, এখন গাফিলতি করার সময় নয়, নিজেকে সংশোধন করো। অন্তিম মুহূর্ত আসতে বিলম্ব নেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কোনো রকমের বেকায়দা, শ্রীমতের বিরুদ্ধ আচরণ করতে নেই। নিজেকে নিজেই সংশোধন করতে হবে। ছিঃ ছিঃ নোংরা মানুষদের থেকে নিজেকে সাবধানে থাকতে হবে।

২) বন্ধনমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ রূপে আত্ম-নিবেদন করতে হবে। নিজের মোহ ত্যাগ করতে হবে। কখনোই কারোর নিন্দা বা পরিচিন্তন করতে নেই। নোংরা খারাপ ভাবনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হবে।

বরদানঃ:- সমর্থ স্থিতির সুইচ অন করে ব্যর্থের অন্ধকারকে সমাপ্তকারী অব্যক্ত ফরিস্তা ভব যেরকম স্কুল লাইটের সুইচ অন করলে অন্ধকার সমাপ্ত হয়ে যায়, সেইরকম সমর্থ স্থিতি হলো সুইচ। এই সুইচকে অন করো তাহলে ব্যর্থের অন্ধকার সমাপ্ত হয়ে যাবে। এক-একটি ব্যর্থ সংকল্পকে সমাপ্ত করার পরিশ্রম থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে। যখন স্থিতি সমর্থ হবে তখন মহাদানী বরদানী হয়ে যাবে। কেননা দাতার অর্থই হলো সমর্থ। সমর্থই দিতে পারে আর যেখানে সমর্থ থাকে সেখানে ব্যর্থ সমাপ্ত হয়ে যায়। তো এটাই হলো অব্যক্ত ফরিস্তাদের শ্রেষ্ঠ কাজ।

স্লোগানঃ:- সত্যতার আধারে সকল আত্মাদের হৃদয়ের শুভেচ্ছা (আশীর্বাদ/দুয়া) প্রাপ্তকারীই হলো ভাগ্যবান আত্মা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের কাছে মন্মনাভব আর মধ্যাজীভব-র তীক্ষ্ণ বাণ রয়েছে, এই বাণের দ্বারাই তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো"

*প্রশ্নঃ - কিসের ভিত্তিতে বাচ্চারা বাবার সহায়তা পেয়ে থাকে? কীভাবে বাচ্চারা তোমাদের বাবাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত?

*উত্তরঃ - যে বাচ্চা বাবাকে যত ভালোবাসে ততই সে বাবার সহায়তা পেয়ে থাকে । তাঁর সাথে ভালোবেসে কথা বলে । যোগযুক্ত হয়ে থাকো, শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকলে বাবাও সহায়তা করে যাবেন । বাচ্চারা বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে, বাবা তুমি পরমধাম থেকে এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করে তুলছো, তোমার কাছ থেকে কত সুখ প্রাপ্ত করে চলেছি । বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় চোখ থেকে জলধারা বইবে।

ওম শান্তি । বাচ্চাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো মা, বাবা । মা, বাবার কাছেও বাচ্চারা ভীষণ প্রিয় । বাবা, যাকে বলা হয়ে থাকে - তুমিই মাতা, তুমিই পিতা । লৌকিক মা-বাবাকে এমনটা বলা যাবে না । এটা অবশ্যই মহিমা, কিন্তু কার মহিমা কেউ-ই জানেনা। যদি কেউ জানে তবে সেখানে চলে যাবে আর অনেককে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে । এভাবেই ড্রামার ভবিষ্যৎ তৈরি হয়েছে । যখন ড্রামা সম্পূর্ণ হয় তখনই বাবা আসেন । পূর্বে মুন্ডি নাটক ছিল, যখন নাটক শেষ হতো সমস্ত কলাকুশলীরা স্টেজে এসে জড়ো হতো । এটাও হলো অসীম জগতের বড় নাটক। এই নাটক সম্পূর্ণরূপে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ সম্পূর্ণ সৃষ্টি চক্র । এমন নয় যে মূলবতন, সূক্ষ্মবতনে চক্র ঘোরে, সৃষ্টি চক্র এখানেই ঘোরে ।

গাওয়াও হয়ে থাকে এক ওঙ্কার সৎ নাম....এই মহিমা কার উদ্দেশ্যে? গ্রন্থ সাহেবে শিখ ধর্মাবলম্বীরাই মহিমা করেছে । গুরুনানক উবাচ.... এক ওঙ্কার সে তো নিরাকার পরমাত্মারই মহিমা । কিন্তু ওরা পরমাত্মার মহিমাকে ভুলে গিয়ে গুরু নানকের মহিমা করতে শুরু করেছে । সদ্ধুর নানককেই মনে করেছে । বাস্তবে সৃষ্টির যা কিছু মহিমা ঐ একজনের, অন্য কারও নয় । ব্রহ্মার মধ্যে যদি বাবার প্রবেশ না ঘটতো তবে তো এর কানাকড়িও মূল্য ছিল না । এখন তোমরা কড়িহীন থেকে পরমাত্মা দ্বারা হীরেতুল্য হয়ে উঠছো । এখন পতিত দুনিয়া, ব্রহ্মার রাত । পতিত দুনিয়াতে যখন বাবা আসেন আর যারা তাঁকে চিনতে পারে তারাই সমর্পিত হয়ে যায় । এখন দুনিয়াতে বাচ্চারাও কত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে । দেবতারা কত স্বচ্ছ, নির্মল ছিল, এখন ওরাই পুনর্জন্ম নিতে-নিতে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । সন্ন্যাসীরাও প্রথমে কতো পবিত্র ছিল । ভারতকে সাহায্য করতো । ভারতে যদি পবিত্রতা না আসে, তবে কামবাসনার চিতায় জ্বলবে । সত্যযুগে কামবাসনা নেই । কলিযুগে সবাই কামবাসনার

কাঁটাময় চিতার উপর বসে আছে। সত্যযুগের জন্য এ'কথা বলা হয় না । ওখানে কোনও বিষ নেই । বলাও হয়ে থাকে, অমৃত ছেড়ে কেন বিষ পান করো । বিকারীকেই পতিত বলা হয় । এখন মানুষ দেখো ১০-১২ টা সন্তানের জন্ম দেয় । এতে কোনো লাভ নেই । সত্যযুগে যখন সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে, তার পূর্বেই সাক্ষাৎকার হয় । শরীর ত্যাগ করার পূর্বেও সাক্ষাৎকার হয় যে আমি এই শরীর ত্যাগ করে আবার ছোট বাচ্চা হবো । ওখানে একটাই সন্তান হয়, একাধিক নয় । সবকিছুই ল' (নিয়মানুযায়ী) চলে । বুদ্ধি অবশ্যই থাকে কিন্তু কোনো বিকার থাকে না । অনেকেই জিজ্ঞাসা করে ওখানে সন্তানের জন্ম কিভাবে হয়? তাদেরকে বলা উচিত যোগবলের দ্বারাই ওখানে সবকিছু হয় । যোগবলের দ্বারাই আমরা সৃষ্টির রাজত্ব প্রাপ্ত করে থাকি । বাহবলের দ্বারা সৃষ্টির রাজত্ব প্রাপ্ত করা যায় না।

বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যদি খ্রীষ্টানরা নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলে তবে সম্পূর্ণ সৃষ্টির রাজত্ব অধিগ্রহণ করে নিতে পারে, কিন্তু ওরা সেটা পারবে না, ল' তা বলে না, সেইজন্যই দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে লড়াই করে আর মাখন তোমরা বাচ্চারা খেয়ে থাকো । কৃষ্ণের মুখে মাখন দেখানো হয়েছে । এ হলো সৃষ্টিকর্পী মাখন ।

অসীম জগতের বাবা বলেন এই যোগবলের লড়াইয়ের কথাই শাস্ত্রে গায়ন রয়েছে, বাহবলের নয় । ওরা তো হিংস্রাশ্রয়ী লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে বর্ণনা করেছে, ঐ লড়াইয়ের সাথে তোমাদের কোনও সম্বন্ধ নেই । পান্ডব কৌরবদের কোনও লড়াই

হয়নি। এই অনেক ধর্ম ৫ হাজার বছর পূর্বেও ছিল, যারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে বিনাশ হয়েছে। পাল্ডবরাই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছে। এ হলো যোগবল, যার দ্বারা সৃষ্টির রাজত্ব প্রাপ্ত হয়। মায়াকে জয় করে জগতজীৎ হয়ে যায়। সত্যযুগে মায়া রাবণ হয় না। ওখানে রাবণের কুশপুতলিকা দাহ করা হয়না। কত রকমের চিত্র ওরা তৈরি করেছে। বাস্তবে এইরকম কোনো দৈত্য বা অসুর হয়না। এটাও জানে না যে ৫ বিকার নারীর আর ৫ বিকার পুরুষের, সব মিলিয়ে ১০ শীষযুক্ত রাবণ বানিয়ে দিয়েছে। যেমন বিষ্ণুরও ৪ ভূজ দেখিয়েছে। মানুষ এই সাধারণ বিষয়টাও বোঝেনা। বিশাল রাবণ তৈরি করে রাবণ দহন করে। মোস্ট বিলভড বাচ্চাদের বাবা এখন বোঝাচ্ছেন। বাবার কাছে বাচ্চারা সবসময় নম্বরানুসারে প্রিয় হয়ে থাকে। কেউ মোস্ট বিলভডও হয় তো কেউ একটু কম। যত হারানিধি বাচ্চা হবে ততই লভ বেশী হবে। এখানে যে সার্ভিসে তৎপর থাকে, ক্ষমাশীল হয় তার প্রতিই বেশি ভালোবাসা থাকে। ভক্তি মার্গেও করুণা প্রার্থনা করে তাই না! বলে থাকে ঈশ্বর দয়া করো, মার্সী অন মি। কিন্তু ড্রামাকে কেউ জানেনা। যখন অধিকাংশই তোমোপ্রধান হয়ে যায় তখনই বাবা আসার প্রোগ্রাম হয়। এমনটা নয় যে, ঈশ্বর যা চান তাই করতে পারেন বা যখনই চান তখনই আসতে পারেন। যদি এমন শক্তি থাকতো তবে কেন এতো গালিগালাজ শুনতে হয়? বনবাস কেন হতো? (রোমের, রামায়ণের গল্প অনুযায়ী) এসবই বড় গুপ্ত বিষয়। কৃষ্ণকে গালিগালাজ শুনতে হয় না। বলা হয় ভগবান এটা করতে পারেন না। কিন্তু বিনাশ তো হতেই হবে, সুতরাং বাঁচানোর কোনও প্রশ্নই নেই। সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। স্থাপনা-বিনাশ করান যিনি, তিনি তো ভগবানই হবেন। পরমপিতা পরমাত্মা স্থাপনা করেন, কি স্থাপন করেন? প্রধান বিষয়েই তোমরা জিজ্ঞাসা করো যে, গীতার ভগবান কে? সম্পূর্ণ দুনিয়া এ বিষয় বিভ্রান্ত হয়ে আছে। ওরা তো মানুষের নাম দিয়ে দিয়েছে। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তো ভগবান ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না। তারপরও তোমরা কিভাবে বলছো যে কৃষ্ণ গীতার ভগবান। বিনাশ আর স্থাপনা করা কার কাজ? গীতার ভগবানকে ভুলে গিয়ে গীতাকেই খন্ডন করে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় ভুল এটাই। দ্বিতীয় হলো জগন্নাথ পুরীতে দেবতাদের নিয়ে অশ্লীল চিত্র তৈরি করা হয়েছে। গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা আছে কুরুচিপূর্ণ চিত্র রাখার। সুতরাং এসবই বোঝানো উচিত। মন্দিরের এই সব চিত্রের বিষয়ে কারও কোনো ভাবনা মাথাতেই আসে না। বাবাই বসে সব বোঝান।

দেখো, কন্যারা কতো প্রতিজ্ঞা পত্র লিখে থাকে। রক্ত দিয়েও লেখে। কথাতেও আছে না কৃষ্ণের রক্ত বেরোলে দ্রৌপদী তার বস্ত্রের টুকরো ছিঁড়ে বেঁধে দিয়েছিল। একেই ভালোবাসা বলে। তোমাদের ভালোবাসা হলো শিববাবার সাথে। ব্রহ্মার রক্ত ক্ষরণ হতে পারে, দুঃখ হতে পারে কিন্তু শিববাবার কখনোই দুঃখ হয়না, কেননা ওঁনার নিজের শরীর নেই। কৃষ্ণের কিছু হলে দুঃখ তো হবে, তাইনা। সুতরাং তাকে পরমাত্মা কিভাবে বলা যেতে পারে। বাবা বলেন আমি তো সুখ-দুঃখের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা (সুখ - দুঃখ যাকে স্পর্শ করে না)। তবে হ্যাঁ, আমি এসে বাচ্চাদের সুখী করে তুলি। গাওয়া হয় সদাশিব। সদাশিব, সুখ প্রদানকারী বলেন - আমার মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের মধ্যে যারা সুপুত্র, জ্ঞান অর্জন করে পবিত্র থাকে, প্রকৃত জ্ঞানী আর যোগী হয় সেই আমার বেশি প্রিয় হয়। লৌকিক বাবার কাছেও কেউ ভালো, কেউ মন্দ বাচ্চা হয়। কেউবা খুব খারাপ হয়ে কুলের নাম কলঙ্কিত করে তোলে। তারা খুব নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এখানেও তেমন হয় তারা আসে আশ্চর্যবৎ বাবার বাচ্চা হয়, জ্ঞান শোনে, অন্যদেরও শোনায় তারপর বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। সেইজন্যই নিশ্চয় পত্র লেখানো হতো। তারপর সেই লেখা তোমাদের সামনে তুলে ধরা হতো। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ রক্ত দিয়েও লিখে দিতো। রক্ত দিয়ে লিখে প্রতিজ্ঞা করতো। এখন তো মানুষ শপথ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু ওটা হলো মিথ্যে শপথ গ্রহণ। ঈশ্বর সর্বত্র আছেন এটা বিশ্বাস করে সচেতনভাবে শপথ গ্রহণ অর্থাৎ আমিও ঈশ্বর, তুমিও ঈশ্বর। বাবা বলেন এখন তোমরা বুঝেছো, বাবা সর্বত্র কিভাবে উপস্থিত হতে পারেন। বাবা এই চোখের জানালা দিয়ে দেখেন (ব্রহ্মা বাবার)। অন্যের শরীর লোন নিয়েছেন। বাবা এই শরীর রূপী বাড়ি ভাড়াটে হিসেবে ব্যবহার করেছেন। একইভাবে বাবা বলেছেন, আমি এই শরীর ব্যবহার করে থাকি। এই শরীরের জানালা (চোখ) দিয়ে দেখি। তিনি এখানে আসেন এবং এই শরীরের জানালা দিয়ে তোমাদের দেখেন। হাজির-নাজির হন। আত্মা নিশ্চয়ই অরগ্যানস দ্বারাই কাজ করবে। আমি এসেছি যখন তাহলে অবশ্যই আমি জ্ঞান শোনাও। এই অরগ্যানস ব্যবহার করার জন্য আমাকে অবশ্যই ভাড়া দিতে হবে।

তোমরা বাচ্চারা এই সময় নরককে স্বর্গ করে তুলছো। তোমরা হলে আলোক প্রদানকারী, সবাইকে জাগিয়ে তুলছো। বাকিরা তো সবাই কুস্কর্কের ঘূমে আচ্ছন্ন। তোমরা মাতা-রা জাগিয়ে তুলছো, স্বর্গের মালিক করে তুলছো। এতে মেজরিটি রয়েছে মাতারাই। সেইজন্যই বলা হয় বন্দে মাতরম্। ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিকে তোমরাই বাণ মেরেছো। "মন্মনাভব", "মধ্যজীভব"-র বাণ কত সহজ। এই বাণ দ্বারাই তোমরা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমাদের এক বাবা, একজনের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। বাবা তোমাদের এমন কর্ম শেখান যে, ২১ জন্মের জন্য এভার হেল্দি আর এভার ওয়েল্দি হয়ে যাও। অনেকবার তোমরা স্বর্গের মালিক হয়েছেো। রাজ্য প্রাপ্ত করেছেো আবার হারিয়েছোও। তোমরা

ব্রাহ্মণ কুলভূষণরাই হীরো-হিরোইনের পাট প্লে করেছে। ড্রামাতে সর্বোচ্চ পাট বাচ্চারা তোমাদেরই। সুতরাং এমন উচ্চ স্থানাধিকারী করে তোলেন যিনি সেই বাবার প্রতি অনেক লভ থাকা চাই। তোমরা বলো, বাবা তুমি অবাক করে দিয়েছো। না মনে, না চিত্তে, আমাদের কখনোই জানা ছিল না, যে আমরা তথা নারায়ণ ছিলাম। বাবা বলেন, তোমরা তথা নারায়ণ বা তথা লক্ষ্মী দেবী-দেবতা ছিলে, তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে অসুর হয়ে গেছো। এখন আবার পুরুষার্থ করে পুনরায় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। যে যত পুরুষার্থ করে তার সাক্ষাৎকার হতে থাকে।

রাজযোগ একমাত্র বাবাই এসে শিখিয়েছেন। প্রকৃত বা সত্যিকারের সহজ রাজযোগ তো তোমরা এখন শেখাতে পারো। তোমাদের কর্তব্য হলো সবাইকে বাবার পরিচয় দেওয়া। সবাই ধনীহীন (অনাথ) হয়ে গেছে। এ কথাও পূর্ব কল্পের মতো কোটির মধ্যে কেউ-কেউ বুঝবে। বাবা বুঝিয়েছেন, সম্পূর্ণ দুনিয়াতে মহান মূর্খ দেখতে হলে এখানে দেখো। বাবা যাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দেন তারাই বাবাকে ছেড়ে চলে যায়। ড্রামায় এটাই রয়েছে। এখন তোমরা স্বয়ং হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তারপর দেবতা, ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের সন্তান হবে। এখন আসুরি সন্তান থেকে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছে। বাবা পরমধাম থেকে এসে পতিত থেকে পাবন করে তোলেন সুতরাং কতখানি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ভক্তি মার্গেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কিন্তু দুঃখী হয়ে পড়লে তখন ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এখন তোমরা কতখানি সুখ প্রাপ্ত করছো সুতরাং বাবার প্রতি অগাধ ভালোবাসা থাকা উচিত। বাবার সাথে ভালোভাবে কথা বললে বাবা কেন শুনবেন না? তাঁর সাথে কানেকশন আছে না! রাতে উঠে বাবার সাথে কথা বলা উচিত। এই বাবা (ব্রহ্মা বাবা) নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে থাকেন। আমি বাবাকে খুব স্মরণ করি। তাঁর স্মরণে চোখে জলও চলে আসে। আমি কি ছিলাম, বাবা কি তৈরি করেছেন - তৎস্বম্। তোমরা এখন তেমনটাই হয়ে উঠছো। যারা যোগযুক্ত থাকে বাবা তাদের সাহায্য করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই ঘুম চোখ খুলে যাবে। তোমাদের বিছানা দূলে উঠবে। নানাভাবে বাবা তোমাদের জাগিয়ে তুলবেন। অসীম জগতের বাবা অত্যন্ত দয়ালু। যখন বাবা তোমাদের জিঞ্জাসা করবেন, এখানে কেন এসেছো? তোমরা উত্তর দেবে, আমরা শিখতে এসেছি কীভাবে ভবিষ্যতে নারায়ণ হয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করতে পারি বা লক্ষ্মীকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করে এই পরীক্ষায় সফল হতে পারি। কত ওয়ান্ডারফুল এই স্কুল। কত ওয়ান্ডারফুল বিষয়। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠতর এই ইউনিভার্সিটি। কিন্তু গডলী ইউনিভার্সিটি নাম রাখতে দেওয়া হয় না। একদিন অবশ্যই অনুমতি দেবে। আসতেও থাকবে। অবশ্যই বলবে যে, কত বড় ইউনিভার্সিটি! বাবা তো তাঁর নয়নে বসিয়ে তোমাদের পড়ান। তিনি বলেন, তোমাদের স্বর্গে পৌঁছে দেবো। সুতরাং এমন বাবার সাথে কতো কথা বলা উচিত। বাবা অনেক সহায়তা করবেন। যাদের গলা আটকে গেছে, বাবা তাদের তাল খুলে দেবেন। রাতে স্মরণ করলে খুব আনন্দ হবে। বাবা (ব্রহ্মা) নিজের অনুভবের কথা শোনান। অমৃতবেলায় আমি কিভাবে কথা বলি। বাবা বাচ্চাদের সাবধান হওয়ার কথা বুঝিয়ে বলেন। বলেন কুলকে কলঙ্কিত করো না। ৫ বিকারকে দান দিয়ে আবারও ফিরিয়ে নিও না। আচ্ছা!

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার প্রিয় হওয়ার জন্যে দয়াশীল হয়ে সার্ভিসে তৎপর হতে হবে। সুপুত্র, আশ্রয় পালনকারী হয়ে প্রকৃত যোগী বা জ্ঞানী হয়ে উঠতে হবে।

২) অমৃতবেলায় উঠে বাবার সাথে মধুরভাবে বাক্যালাপ করতে হবে, বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। বাবার সহায়তা অনুভব করার জন্যে বিলম্ব বাবাকে ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থেকে মনে মনে খুশীর গীত গাইতে থাকা অবিনাশী সৌভাগ্যবান ভব তোমরা সৌভাগ্যবান বাচ্চারা অবিনাশী বিধির দ্বারা অবিনাশী সিদ্ধি প্রাপ্ত করে থাকো। তোমাদের মনের মধ্যে সদা বাঃ-বাঃ এর খুশীর গীত বাজতে থাকে। বাঃ বাবা! বাঃ ভাগ্য! বাঃ মিষ্টি পরিবার! বাঃ সঙ্গমের শ্রেষ্ঠ সময়। প্রতিটি কর্মই হলো বাঃ-বাঃ, সেইজন্য তোমরা হলে অবিনাশী ভাগ্যবান। তোমাদের মনে কখনও হোয়াই, আই (কেন, আমি) আসবে না। হোয়াই এর পরিবর্তে বাঃ বাঃ আর আই-এর পরিবর্তে বাবা-বাবা শব্দই আসবে।

স্লোগান:- যে সংকল্প করছে তাতে অবিনাশী গভর্নেন্টের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দাও তাহলে অটল থাকবে।

9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সেবার সাথে সাথে এখন সম্পন্ন হওয়ার প্ল্যান বানাও, কর্মজীত হওয়ার অনবচ্ছিন্ন প্রয়াস করে যাও"

আজ শিববাবা নিজের নিজের শালগ্রাম বাচ্চাদের সঙ্গে নিজের এবং বাচ্চাদের অবতরণের জয়ন্তী উদযাপন করতে এসেছেন। অবতরণের এই জয়ন্তী কত ওয়ান্ডারফুল! চতুর্দিকের সব বাচ্চা ছুটে ছুটে এসেছে বাবার জয়ন্তী এবং নিজেদের জয়ন্তী উদযাপন করার জন্য। বাবা আর বাচ্চাদের জয়ন্তী অর্থাৎ অবতরণ দিবস একই। বাবা আর বাচ্চাদের জন্ম দিবস এক, এটাই ওয়ান্ডার। সুতরাং আজ তোমরা সব শালগ্রাম বাচ্চারা বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছ, নাকি অভিনন্দন নিতে এসেছ? দিতেও এসেছ, নিতেও এসেছ। সাথে সাথে হওয়ার লক্ষণ এটাই যে সব বাচ্চার এবং বাবার নিজেদের মধ্যে অনেক অনেক অনেক স্নেহ রয়েছে। সেইজন্য জন্মও একসাথে আর সারা জন্ম থাকেও কম্বাইন্ড অর্থাৎ সাথে আছে। এত ভালবাসা দেখেছ! যদি অক্যুপেশন থাকেও তবে সেটা বাবা আর বাচ্চাদের একই, বিশ্ব পরিবর্তন করার অক্যুপেশন, আর কী প্রতিজ্ঞা রয়েছে? পরমধাম, সুইট হোমেও তোমরা সাথে সাথে যাবে, নাকি আগুপিছু যাবে? সাথে সাথেই যেতে হবে তো না! তোমাদের আর বাবার এমন স্নেহ! না বাবা একলা কিছু করতে পারেন, না তোমরা বাচ্চারা একলা কিছু করতে পারো। করতে পারো? বাবা ব্যতীত কিছু করতে পারো তোমরা! তাছাড়া, বাবাও কিছু করতে পারেন না। সেইজন্য এই অলৌকিক অবতরণের জন্ম দিবসে বাবা বাচ্চাদের আর বাচ্চারা বাবার পদ্মাপদম বার অভিনন্দন জানাচ্ছেন। তোমরা বাবাকে দিচ্ছ, বাবা তোমাদের দিচ্ছেন। অমৃতবেলা থেকে শুরু করে, তার আগে থেকেও বাচ্চাদের অভিনন্দন, কার্ড, পত্র, হৃদয়ের মিষ্টি মিষ্টি গীত বাবা পেয়েছেন, আর এখনও বাপদাদা দেখছেন যে চতুর্দিকের দেশ বিদেশের বাচ্চারা সূক্ষ্ম-ভাবে বাপদাদাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। সেসব পৌঁছে যাচ্ছে। বাচ্চাদের কাছে আওয়াজ পৌঁছাচ্ছে আর বাচ্চাদের হৃদয়ের আওয়াজ বাবার কাছে পৌঁছাচ্ছে। চতুর্দিকে বাচ্চারা খুশিতে নাচছে। বাহ! বাবা বাহ! আমরা শালগ্রাম আত্মারা বাঃ! বাঃ! - এর গীত গাইছে। তোমাদের এই জন্ম দিবসের স্মৃতিচিহ্ন দ্বাপর থেকে এখনো পর্যন্ত ভক্তরাও উদযাপন করতে থাকে। ভক্তও ভাবনাতে কম নয়। কিন্তু তারা ভক্ত, বাচ্চা নয়। তারা প্রতি বছর উদযাপন করে আর তোমরা সারা কল্পে একবার অবতরণের গৌরব উদযাপন করো। তারা প্রতি বছর ব্রত পালন করে। ব্রত উদযাপনও করে আর ব্রত পালনের অঙ্গীকারও করে। তোমরা একবারই ব্রত ধারণ করে নাও, তোমাদেরই কপি করে, কিন্তু তোমাদের মহত্ব আর তাদের স্মারক-এর মহত্বের মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। তারাও পবিত্রতার ব্রত নেয়। কিন্তু তারা প্রতি বছর ব্রত নেয় একদিনের জন্য। তোমরাও সবাই জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই পবিত্রতার ব্রত ধারণ করে নিয়েছ, তাই তো না! নিয়েছ, নাকি নেওয়া বাকি আছে? নিয়ে নিয়েছ। একবার নিয়েছ, তারা বছর বছর নেয়। সবাই নিয়েছ? শুধু ব্রহ্মচার্য নয়, সম্পূর্ণ পবিত্রতার ব্রত নিয়েছ। পান্ডব, সম্পূর্ণ পবিত্রতার ব্রত নিয়েছ? নাকি শুধু ব্রহ্মচার্যই ঠিক আছে? ব্রহ্মচার্য তো ফাউন্ডেশন, কিন্তু সাথে শুধু ব্রহ্মচার্যই নয় আরও চার আছে। চারের জন্যও ব্রত নিয়েছ নাকি শুধু একের জন্য নিয়েছ। চেক করো। ক্রোধ করার তো অনুমতি আছে না? নেই অনুমতি? অল্প অল্প তো ক্রোধ করতে হয়, তাই না? করতে হয় না? বলো, পান্ডব, ক্রোধ করতে হয় না? করতে তো হয়! ঠিক আছে, বাপদাদা দেখেছেন যে ক্রোধ এবং মহাভূতের যে সব সাথী আছে তা' তো ত্যাগ করেছে কিন্তু যেমন, মাতাদের, যারা প্রবৃত্তির তাদের বড় বাচ্চাদের প্রতি এত ভালোবাসা থাকে না, মোহ থাকে না কিন্তু নাতি পুতিদের প্রতি খুব থাকে। ছোট ছোট বাচ্চারা খুব আদরের, প্রিয় লাগে। তো বাপদাদা দেখেছেন যে বাচ্চাদেরও এই পাঁচ বিকারের যে মহাভূত আছে, সেই মহারূপের প্রতি ভালোবাসা কম তো হয়ে গেছে কিন্তু এই বিকারগুলোর যে ছোট বাচ্চারা আছে না, ছোট ছোট অংশমাত্র, বংশ মাত্র, সেসবের প্রতি এখনও অল্প অল্প ভালবাসা আছে। আছে ভালবাসা! কখনো কখনো তো ভালোবাসা হয়ে যায়। হয়ে যায়? মাতারা? ডবল ফরেনার্স, ক্রোধ আসে না? কোনো কোনো বাচ্চা বড়ই চাতুরীপূর্ণ কথা বলে, বাবা শোনাবেন কী বলে? শোনাবেন বাবা? বাবা যদি শোনান তবে আজই ছাড়তে হবে। তৈরি আছ? তৈরি আছ, ছাড়বে? নাকি কেবল ফাইলে কাগজ জমা করবে, যেরকম প্রতি বছর তোমরা করে থাকো। তোমাদের প্রতিজ্ঞার ফাইল যা বাবার কাছে আছে, তা' অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে। তো এখনও সেরকম নয় তো যে তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞার একটা কাগজ ফাইলে অ্যাড করে দেবে, এমন নয় তো না! ফাইনাল করবে নাকি ফাইলে অ্যাড করবে? কী করবে? টিচার্স বলো তোমরা কী করবে? ফাইনাল? হাত উঠাও। বৃথা প্রতিজ্ঞা করো না। নয়তো, বাপদাদা সামান্য কঠিন রূপ ধারণ করবেন। ঠিক আছে। ডবল ফরেনার্স, তোমরা করবে ফাইনাল? যারা ফাইনাল করবে তারা হাত উঠাও। টি. ভি. তে দেখাও। হাত বড় করে তোলো। ছোট, ত্রেতাযুগীয় নয়। আচ্ছা, ঠিক আছে।

শোনো - বাবা আর বাচ্চাদের কথোপকথন কী হয়? বাপদাদা নিরন্তর স্মিত হাসি হাসেন। বাবা বলেন, ক্রোধ কেন করেছে? তোমরা বলো, আমি করিনি, বরং আমাকে ক্রোধান্বিত করা হয়েছিল। আমি করিনি, আমাকে রাগানো হয়েছিল। তাহলে বাবা এখন কী বলবেন? তখন তোমরা কী বলো - যদি আপনি থাকতেন না তাহলে আপনারও ক্রোধ এসে যেত। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলো তো না! তারপরে আবার বলো, নিরাকার থেকে সাকার তন নিয়ে দেখুন। এবার বলো, এমন মিষ্টি বাচ্চাদের বাবা কী বলবেন! তবুও বাবাকে করুণাময় হতেই হয়। বলেন, ঠিক আছে এখন মাফ করে দিচ্ছি, কিন্তু ভবিষ্যতে ক'রো না। কিন্তু তোমরা খুব ভালো ভালো জবাব দিয়ে থাকো।

তো পবিত্রতা তোমরা সব ব্রাহ্মণের সর্বাধিক বড় রূপসজ্জা (শৃঙ্গার), সেইজন্য তারা তোমাদের চিত্রগুলোর কত অলংকরণ করে! এই অলংকরণ পবিত্রতার স্মৃতিচিহ্ন। পবিত্রতা, সম্পূর্ণ পবিত্রতা - কাজ চালানোর মতো পবিত্রতা নয়। সম্পূর্ণ পবিত্রতা তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রপাটি, রম্যলিটি, পার্সোনালিটি। সেইজন্য ভক্তরাও এক দিন পবিত্রতার ব্রত পালন করে। এটা তোমাদের কপি করেছে। দ্বিতীয় ব্রত ধারণ করে ভোজনপান -এর। ভোজনপানের ব্রতেরও আবশ্যিকতা আছে। কেন? তোমরা ব্রাহ্মণরাও ভোজনপানের দৃঢ় ব্রত ধারণ করেছে তো না! যখন মধুবনে আসার জন্য সবার থেকে ফর্ম পূরণ করাও, তখন ফর্মে এটাও পূরণ করাও তো না যে ভোজনপান শুদ্ধ কিনা! পূরণ করাও তো না! তো ভোজনপানের ব্রত পাক্কা? পাক্কা আছে নাকি কখনো কখনো কাঁচা হয়ে যায়? ডবল বিদেশিদের ডবল পাক্কা হবে, তাই তো না! ডবল বিদেশিদের ডবল পাক্কা, নাকি কখনো ক্লান্ত হয়ে গেলে তখন বলো যে ঠিক আছে আজ অল্প খেয়ে নিই। একটু আলগা দিয়ে দাও, না। ভোজনপানে দৃঢ়তা আছে, তাইতো ভক্তরাও ভোজনপানের ব্রত ধারণ করে। তৃতীয় ব্রত পালন করে জাগরণের - রাত জাগে, তাই না! তো তোমরা সব ব্রাহ্মণও অস্ত্র-নিদ্রা থেকে জাগরণের ব্রত ধারণ করো। মাঝে মাঝে অস্ত্র-নিদ্রা এসে যায় না তো না! ভক্তরা তোমাদের কপি করেছে, তোমরা পাকাপোক্ত তাইতো তারা কপি করে। কখনও যেন অস্ত্র-নিদ্রা অর্থাৎ হীনবলের, অমনোযোগিতার, আলস্যের নিদ্রা না আসে। নাকি অল্প-স্বল্প যদি তন্দ্রা আসে তো ক্ষতি নেই? তন্দ্রাচ্ছন্ন হও তোমরা? অমৃতবেলাতেও অনেকে

তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়। কিন্তু এটা ভাবো যে আমাদের স্মারক চিহ্নে ভক্তরা কী কপি করেছে! তাদের এত দৃঢ়তা থাকে যা কিছু হয়ে যাক না কেন কিন্তু ব্রত ভাঙে না। আজকের দিন ভক্তরা ব্রত পালন করবে ভোজনপানের, আর তোমরা আজ কী করবে? পিকনিক করবে? তারা ব্রত পালন করবে, তোমরা পিকনিক করবে, কেক কাটবে, তাই না! পিকনিক করবে কারণ তোমরা জন্ম থেকে ব্রত নিয়েছ, সেইজন্য আজকের দিন পিকনিক করবে।

বাপদাদা বাচ্চাদের থেকে এখন কী চান? তোমরা তা জানো। খুব ভালো সংকল্প করো তোমরা, এত ভালো সংকল্প করো যা শুনতে শুনতে বাবা খুশি হয়ে যান। সংকল্প তো করো, কিন্তু পরে কী হয়? যখন চাইছই তখন সংকল্প দুর্বল কেন হয়ে যায়? তোমরা কিছু করতেই চাও কেননা বাবার প্রতি তোমাদের অনেক ভালোবাসা আছে, বাবাও জানেন যে তোমরা সব বাচ্চার বাপদাদার জন্য তোমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা আছে। আর ভালোবাসাতে তোমরা হাত তুলিয়ে বলে থাকো যে তোমাদের ভালোবাসা কেবল ১০০ পার্সেন্ট নয়, বরং ১০০ পার্সেন্ট থেকেও বেশি ভালোবাসা আছে এবং বাবাও সেটা মানেন, ভালোবাসায় সবাই পাশ। কি, কিন্তু আছে? কিন্তু আছে, নাকি নেই? কিন্তু আসে নাকি আসে না? পাল্‌ব, মাঝে মাঝে কী কিন্তু এসে যায়? তোমরা না করছ না, তাহলে এর মানে হ্যাঁ। বাপদাদা মেজরিটি বাচ্চাদের একটা বিষয় নোট করেছেন, প্রতিজ্ঞা দুর্বল হওয়ার একটাই কারণ, একটাই শব্দ। ভাবো সেই একটা শব্দ কি? টিচার্স বলো কি সেই একটা শব্দ? পাল্‌ব বলো এক শব্দ কি? মনে পড়ে গেছে তো না! এক শব্দ হলো - 'আমি'।

অভিমান রূপেও 'আমি' আসে আর হীনবল করতেও 'আমি' আসে। আমি যা বলেছি, আমি যা করেছি, আমি যা বুঝেছি, সেটাই রাইট। সেটাই হওয়া উচিত। এটা অভিমানের 'আমি'। আমি যখন পূর্ণ হয় না তখন আবার নিরাশও হয়ে যায় - আমি করতে পারি না, এগোতে পারি না, খুব কঠিন। বডি কনসাসনেস এর এই 'আমি' যেন বদলে যায়, 'আমি' স্বমানও মনে করিয়ে দেয় আর 'আমি' দেহ অভিমানেও নিয়ে আসে। 'আমি' নিরাশও করে আর 'আমি' প্রসন্নচিত্তও বানায়। তাছাড়া, অভিমানের লক্ষণ কী জানো তোমরা? কখনও কারও মধ্যে যদি বডি কনসাসনেস এর অভিমান অংশ মাত্রও থাকে, তবে তার লক্ষণ কী হবে? সে নিজের অপমান সহন করতে পারবে না। অভিমান অপমান সহ্য করতে দেবে না। কেউ যদি সামান্য কিছুও বলে যে এটা ঠিক নয়; একটু নম্র হও, তাহলে তোমাদের সেটা অপমান মনে হবে, এটা অভিমানের লক্ষণ।

বাপদাদা বতনে মৃদু মৃদু হাসছিলেন - এই বাচ্চারা শিবরাত্রিতে এখানে ওখানে ভাষণ দিয়ে থাকে, তাই না, এখন অনেক

ভাষণ দিচ্ছ, তাই তো এনা! বাচ্চাদের একটা পয়েন্ট বাপদাদার স্মরণে এলো। তো তাতে বলা হয়ে থাকে, শিবরাত্রিতে ছাগ-বলি দেওয়া হয় — সেই ছাগল খুব ম্যাএ.. ম্যাএ.. করে, তো শিবরাত্রিতে এই "ম্যাএ" "ম্যাএ" (আমিষ) এর বলি দাও। তো এটা যখন বাবা শোনে, তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। তাহলে, তোমরাও এই "আমি"র বলি দাও। সারেন্ডার করতে পারো তোমরা? করতে পারো এটা? পান্ডব, তোমরা করতে পারো? ডবল ফরেনার্স তোমরা করতে পারো? ফুল সারেন্ডার নাকি শুধু সারেন্ডার। ফুল সারেন্ডার। আজ পতাকা উত্তোলনের সময় বাপদাদা শুধু প্রতিজ্ঞাই করাবেন না, আজ প্রতিজ্ঞা করবে আর আর তা' তোমাদের ফাইলে আরেকটা কাগজ জমা করবে, এমন প্রতিজ্ঞা তিনি করাবেন না। কী ভাবছ? দাদিরা, আজকেও এমন প্রতিজ্ঞা করাবো? ফাইনাল করবে নাকি ফাইলে জমা করবে? বলো, (ফাইনাল করাও) সাহস আছে? সাহস আছে? এটা শুনতে তোমরা মগ্ন হয়ে গেছ, হাত উঠাচ্ছ না। কাল তো কিছু হয়ে যাবে না, তাই তো না! কাল মায়া চক্কর লাগতে আসবে। মায়ারও তোমাদের প্রতি ভালোবাসা আছে তো না! কারণ আজকাল সবাই ধুমধামের সাথে সেবার প্ল্যান বানাচ্ছে, তাই না! তোমরা প্রবলভাবে সেবা করছ তো সেবা প্রবলভাবে করা অর্থাৎ সম্পূর্ণ সমাপ্তির সময়কে নিকটে নিয়ে আসা। এমন ভেবো না যে তোমরা কেবল ভাষণ দিয়েছ, বরং কার্যত তোমরা সময়কে নিকটে নিয়ে আসছ। ভালো সেবা করছ। বাপদাদা খুশি। কিন্তু বাপদাদা দেখেন যে, সময় নিকটে আসছে, তোমরা নিয়ে আসছ। শুধুই লাথ দেড় লাথ একত্রিত করনি, এটা সময়কে নিকটে নিয়ে আসা। এখন গুজরাট করেছে, বম্বে (মুম্বই) করবে অন্যরাও করছে। ঠিক আছে লাথ নয় তো ৫০ হাজারই হোক, কিন্তু বার্তা দিচ্ছ তো বার্তার সাথে সাথে সম্পন্নতারও প্রস্তুতি হয়েছে? প্রস্তুতি হয়েছে? বিনাশকে আহ্বান করছ তো প্রস্তুতি হয়েছে? দাদি কোশ্চেন করেছিলেন যে এখন কী এমন প্ল্যান বানাব যাতে অবিলম্বে প্রত্যক্ষতা হয়ে যায়? তো বাপদাদা বলেন - প্রত্যক্ষতা তো সেকেন্ডের ব্যাপার কিন্তু প্রত্যক্ষতার আগে বাবা জিজ্ঞাসা করেন যারা স্থাপনের সাথে রয়েছে তারা প্রস্তুত হয়েছে? পর্দা খুলি? নাকি কেউ কানের রূপসজ্জা করছে, কেউ মাথার? প্রস্তুত তোমরা? হয়ে যাবে, কবে? ডেট বলো। যেমন, এখন তোমরা ডেট ফিক্স করেছ না, এই মাসের ভিতরে বার্তা দিতে হবে, এরকম সবাই এভাররেডি? কমপক্ষে ১৬ হাজার তো এভাররেডি হবে, ৯ লাখ ছেড়ে দাও, এটা ছেড়েই দাও। অন্তত ১৬ হাজার তো প্রস্তুত হবে! প্রস্তুত হয়েছে? তবে তালি বাজাই? নিরর্থক হ্যাঁ ক'রো না। যখন এভাররেডি হয়ে যাবে তখন বাপদাদা টাচ করবেন, তালি বাজাবেন, প্রকৃতি নিজের কাজ শুরু করবে। যারা সায়েন্সের তারা নিজের কাজ শুরু করে দেবে। দেরি কী আছে, সবাই রেডি? ১৬ হাজার প্রস্তুত হয়েছে? হয়েছে প্রস্তুত? হয়ে যাবে। (আপনিই অধিক জানেন) এই জবাব তো এড়িয়ে যাওয়ার। ১৬ হাজারের রিপোর্ট আসা চাই - এভাররেডি, সম্পূর্ণ পবিত্রতার সাথে তারা সম্পন্ন হয়েছে। বাপদাদার তালি বাজানোতে কোনো দেরি হবে না। ডেট বলো। (আপ ডেট দাও) সবাইকে জিজ্ঞাসা করো। দেখ, হতে তো হবেই, কিন্তু বাবা যেটা শুনিয়েছেন - 'আমি' এই এক শব্দের সম্পূর্ণ পরিবর্তন, তখনই বাবার সাথে যাবে। নয়তো পিছনে পিছনে যেতে হবে। সেইজন্য বাপদাদা এখন গেট খুলছেন না কেননা, সাথে যেতে হবে।

ব্রহ্মা বাবা সব বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করেন যে গেট খোলার ডেট বলো। গেট খুলতে হবে তো না! সাথে তো যেতে হবে, তাই না! আজ উদযাপন করা অর্থাৎ সেরকম হওয়া। শুধু কেক কাটা নয়, বরং আমি-কে সমাপ্ত করতে হবে। ভাবছ নাকি ভেবে নিয়েছ? কারণ অমৃতবেলায় বাপদাদার কাছে সবার অনেক ভ্যারাইটি সংকল্প পৌঁছায়। তো নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করো এবং ডেট বাবাকে বলে দিও। যতক্ষণ না ডেট ফিক্স করছ না, ততক্ষণ কোনো কার্য হয় না। প্রথমে মহারথীরা নিজেদের মধ্যে ডেট ফিক্স করো, তারপরে সবাই ফলো করবে। যারা ফলো করার তারা প্রস্তুত আছে এবং তোমাদের সাহস দ্বারা আরও বল প্রাপ্ত হবে। যেমন দেখ, এখন উৎসাহ-উদ্দীপনা আনন্দ লাভ করিয়েছ তো তারা তৈরি হয়ে গেছে, তাই না! সম্পূর্ণ হতে সেরকম প্ল্যান বানাও। নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাও, কর্মাতীত হতেই হবে। যা কিছু হয়ে যাক না কেন তৈরি হতেই হবে, করতেই হবে, হতেই হবে। সায়েন্টিস্টদের আওয়াজ, যারা বিনাশ করবে তাদেরও আওয়াজ বাবার কানে আসে, তারাও বলে কেন থামাচ্ছেন, কেন থামাচ্ছেন...? অ্যাডভান্স পার্টিও বলে ডেট ফিক্স করো, ডেট ফিক্স করো। ব্রহ্মা বাবাও বলেন ডেট ফিক্স করো। সুতরাং এই মিটিং করো। বাকি যা সেবা তোমরা করছ, বাপদাদা তাতে সন্তুষ্ট। প্রত্যেকে করছে, ফরেনও করছে, ভারতেও সব জোন থেকে করছে, যারা প্রবৃত্তির তারাও করছে, সবাই করছে। এর জন্য অভিনন্দন, সেবার অভিনন্দন, অভিনন্দন। এখন এই চমৎকার করে দেখাও। বাবা বিশেষভাবে দাদিদের বলছেন, বিশেষভাবে বরিশ্ট ভাইদের বলছেন। এবারে পরবর্তী শিবরাত্রিতে সমারোহ আর চমৎকার দুইই একসাথে হোক। ঠিক আছে! সামনের লাইনের টিচার্স, ঠিক আছে? মিটিং করবে তো না! বাপদাদার এখন ডেট চাই, এমনিই হয়ে যাবে না, আমরা করছি সেটাও নয়। এসব অনেক হয়েছে। বাচ্চারা আগে ডেট দেবে তারপরে বাবা ফাইনাল করবেন। বাপদাদা তো বলেন পরের শিবরাত্রিতে চমৎকার আর সমারোহ দুটো একসাথে হোক। এখন প্রস্তুতি নাও। টিচার্স, মঞ্জুর? ডবল বিদেশি, মঞ্জুর? প্রথম লাইন, মঞ্জুর? পান্ডব, মঞ্জুর? (হ্যাঁ জী) অভিনন্দন। তারা অনেক দুঃখী। বাপদাদা এত দুঃখ দেখতে পারেন না। সর্বাগ্রে, তোমরা সব শক্তি, দেবতা রূপ পান্ডবদের দয়া হওয়া উচিত। কত আত্মস্বরে তারা ডাকছে। এখন

তাদের আত্মস্বর তোমাদের কানে প্রতিধ্বনিত হওয়া উচিত। সময়ের আহ্বানের প্রোগ্রাম তোমরা করো তো না! এখন ভক্তদের আহ্বানও শোনো, দুঃখীদের কাতর চিৎকারও শোনো। সেবাতে নম্বর ভালো, এই সার্টিফিকেট তো বাপদাদাও দেন, উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো, গুজরাট নম্বর ওয়ান নিয়েছে, তো নম্বর ওয়ান হওয়ার অভিনন্দন। এখন তো একটুখানি কাতর ধ্বনি শোনো, যারা অসহায় তারা আত্মস্বরে চিৎকার করছে, হৃদয় থেকে উচ্চস্বরে চিৎকার করছে, ছটফট করছে। সায়েন্সের ওরাও খুব চিৎকার করছে, কবে হবে? কবে করব? কবে করব? তারা চিৎকার করছে। যদি বা আজ কেক কেটেও নাও, কিন্তু কাল থেকে কাতর আহ্বান শুনো। উদযাপন করা তো সঙ্গমযুগের উৎসব। একদিকে উদযাপন করা, আরেকদিকে আত্মাদের তৈরি করা। আত্মা। তো কী শুনছে?

তোমাদের গীত হলো - দুঃখীদের প্রতি দয়া করো। তোমরা ব্যতীত কেউ দয়া করতে পারে না। সেইজন্য এখন সময় অনুসারে মাস্টার দয়ার সাগর হও। নিজের প্রতিও দয়া, অন্য আত্মাদের প্রতিও দয়া। এখন নিজের এই স্বরূপ লাইট হাউস হয়ে ভিন্ন ভিন্ন লাইটস এর কিরণ দাও। সারা বিশ্বের অপ্ৰাপ্ত আত্মাদের আঁজলা পরিমাণ প্রাপ্তির কিরণ দাও। আত্মা।

সাক্ষাৎ বাবা-মূর্ত সকল শ্রেষ্ঠ আত্মাকে, সদা উৎসাহ উদ্দীপনায় থাকা বাবার সমীপ আত্মাদের, সদা যারা সর্ব কদম বাবা সমান করে এমন বাচ্চাদের, চতুর্দিকের ব্রাহ্মণ জন্মের অভিনন্দন-যোগ্য বাচ্চাদের, সদা একাগ্রতার শক্তি সম্পন্ন আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং পদ্ম-পদ্মগুন জন্ম শুভেচ্ছাময় হোক। অভিনন্দন, অভিনন্দন এবং নমস্কার।

প্রিয় অব্যক্ত বাপদাদা নিজের হস্তে শিব ধ্বজা আন্দোলিত করেছেন এবং সবাইকে অভিনন্দিত করেছেন।

আজকের দিন সবাই নিজের জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে এবং নিয়েছে, পতাকাও উত্তোলন করেছে। কিন্তু এখন সেই দিন অবিলম্বে আনতে হবে যাতে বিশ্বের গ্লোবের ওপরে সর্ব আত্মা দাঁড়িয়ে তোমাদের সকলের ফেস-এ যেন বাবার পতাকা দেখে। কাপড়ের পতাকা তো নিমিত্ত মাত্র কিন্তু একেক বাচ্চার ফেস যেন বাবার চিত্র দেখায়। এমন পতাকা উত্তোলন করতে হবে। সেই দিনও খুব খুব খুব শীঘ্র আনতে হবে, আসতে হবে, আসতে হবে।

বরদান:- সীমাবদ্ধতার সমস্ত ইচ্ছা থেকে মুক্ত হওয়া সেবাকারী নিঃস্বার্থ সেবাধারী ভব যেমন, ব্রহ্মা বাবা কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র (ডিট্যাচ) হওয়ার প্রমাণ দিয়েছেন, সেবার স্নেহ ব্যতীত অন্য কোনো বন্ধন ছিল না। সেবায় যে সব সীমিত ইচ্ছা থাকে, সেগুলোও হিসেবনিকেশের বন্ধনে বাঁধে, প্রকৃত সেবাধারী সেই হিসেবনিকেশের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে। যেমন, দেহের বন্ধন, দেহের সম্বন্ধের বন্ধন, তেমনই সেবাতে স্বার্থ - এটাও বন্ধন। এই বন্ধন থেকে এবং রয়্যাল হিসেবনিকেশ থেকে মুক্ত হয়ে নিঃস্বার্থ সেবাধারী হও।

স্লোগান:- প্রতিগুণা ফাইলে রেখো না, ফাইনাল বানিয়ে দেখাও।

সূচনাঃ - আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তর্রাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিত রূপে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত মূলবতনের বিশেষ গহন শক্তির অনুভব করুন। মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করে, জ্বালা স্বরূপে স্থিত হয়ে সম্পন্নতা এবং সম্পূর্ণতার অনুভব করুন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful

Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার এই পড়াশোনা সব পড়াশোনার থেকে সহজ, এই পড়া শিশু, যুবক, বৃদ্ধ সবাই পড়তে পারে, কেবল ৮৪ জন্মের কথা জানতে হবে"

*প্রশ্নঃ - প্রত্যেককে সে ছোট হোক বা বড়, কোন্ একটি প্র্যাক্টিস অবশ্যই করা উচিত?

*উত্তরঃ - প্রত্যেককে মুরলী ক্লাস চালানোর প্র্যাক্টিস অবশ্যই করা উচিত, কারণ তোমরা হলে মুরলীধরের সন্তান। যদি মুরলী না পড়তে পারো, তাহলে উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে না। কাউকে শোনাতে মুখ খুলে যাবে অর্থাৎ শোনাতে সক্ষম হবে। তোমাদের প্রত্যেককে বাবার মতন টিচার অবশ্যই হতে হবে। যা পড়ো সেসব পড়াতে হবে। ছোট বাচ্চাদেরও এই পড়াশোনা করার অধিকার আছে। তারাও হল অসীম জগতের পিতার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার অধিকারী।

ওম্ শান্তি। এখন আসে শিববার জয়ন্তী। সেই বিষয়ে কীভাবে বোঝানো উচিত? বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন, সেইভাবে তোমাদেরও অন্যদেরকে বোঝাতে হবে। এমন তো নয়, বাবা যেরকম তোমাদের পড়ান, তেমনি বাবাকেই সবাইকে পড়াতে হবে। শিববার তোমাদের পড়িয়েছেন, জানো তোমরা এই শরীর দ্বারা পড়িয়েছেন। যথাযথ ভাবে আমরা শিববার জয়ন্তী পালন করি। আমরা শিবের নামও জপ করি, তিনি তো হলেন -ই নিরাকার। তাঁকে শিব বলা হয়। তারা বলে - শিব হলেন জন্ম-মরণ হীন। তাঁর আবার জয়ন্তী পালন হবে কীভাবে? এই কথা তো তোমরা জানো কীভাবে নম্বর অনুসারে পালন হয়ে এসেছে। পালন হতেই থাকবে। তাই তাদেরকেও বোঝাতে হবে। বাবা এসে এই দেহের (ব্রহ্মা দেহের) আধার নেন। মুখ তো অবশ্যই লাগবে, তাই গৌ-মুখের মহিমা আছে। এই রহস্যটি একটু জটিল। শিববার অক্যুপেশন (কর্তব্যটি) বুঝতে হবে। আমাদের অসীম জগতের বাবা এসেছেন, তাঁর কাছ থেকেই আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অবশ্যই ভারতের কাছে অসীম উত্তরাধিকার ছিল, অন্য কারো ছিল না। ভারতকেই সত্য খন্ড বলা হয় এবং বাবাকেও সত্য বলা হয়। অতএব এইসব কথা বোঝাতে হয়, তারপরে কেউ আবার তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে না। কেউ চট করে বুঝে নেয়। এই যোগ আর এডুকেশন দুইই বুদ্ধি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জিনিস। তার মধ্যে যোগ না লাগার ব্যাপারটা বেশি ঘটে। নলেজ তো তবুও বুদ্ধিতে থাকে কিন্তু স্মরণ ক্ষণে ক্ষণে বিস্মৃত হয়। নলেজ তো তোমাদের বুদ্ধিতে আছেই যে আমরা কীভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি, যাদের এই নলেজ আছে, তারা-ই বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে পারে যে, যে সর্বপ্রথম নম্বরে আসে সে-ই ৮৪ জন্ম নেবে। সবচেয়ে প্রথমে উঁচু থেকে উঁচুতে লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হবে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথাও খুব নামী বিখ্যাত। পূর্ণিমায় অনেক স্থানে সত্যনারায়ণের পূজা করা হয়। এখন তোমরা জানো, আমরা সত্য সত্যই বাবার দ্বারা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার পড়া পড়ি। এ হল পবিত্র হওয়ার পড়া, অন্য সব পড়া থেকে খুব সহজ এই পড়া। ৮৪ জন্মের চক্রের বিষয়ে জানতে হবে এবং এই পড়া সবার জন্য একই। বৃদ্ধ, যুবক, শিশু যে হোক না কেন সবার জন্য একই পড়া। ছোট শিশুদেরও অধিকার আছে। যদি মা বাবা তাদের একটু একটু করে শেখায় তাহলে সময় তো অনেক আছে। বাচ্চাদেরও শেখানো হয় শিববাবাকে স্মরণ করো। আত্মা ও শরীর দুইয়ের পিতা হলো আলাদা-আলাদা। আত্মা রূপী সন্তানও হলো নিরাকারী, তো বাবাও হলেন নিরাকারী। এই কথাও বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, তিনি নিরাকার শিববাবা, হলেন আমাদের বাবা, অতি সূক্ষ্ম। এই কথাটি ভালো ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা আত্মারাও বিন্দু স্বরূপ, অতি সূক্ষ্ম। এমন নয়, উপরে গেলে বড় মাপের দেখা যাবে, নীচে ছোট সাইজ থাকবে। না, সে তো বিন্দু স্বরূপ। উপরে গেলে তোমরা দেখতেও পাবে না। বিন্দু রূপ যে। বিন্দুকে দেখা যায় কি। এইসব কথায় বাচ্চাদের ভালো ভাবে চিন্তন করতে হবে। আমরা আত্মারা উপর থেকে এসেছি, শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করতে। আত্মা ছোট-বড় হয় না। কর্মেন্দ্রিয় প্রথমে ছোট থাকে, পরে বড় হয়।

এখন তোমরা যেরকম বুঝেছো তেমনি অন্যদের বোঝাতে হবে। এই কথা তো নিশ্চিত যে নম্বর অনুসারে যে যতখানি পড়া পড়েছে ততখানি পড়াবে, সবাইকে টিচার তো অবশ্যই হতে হবে, শেখানোর জন্য। বাবার তো নলেজ আছে, তিনি হলেন অতি সূক্ষ্ম পরম আত্মা, সর্বদা পরমধামে বাস করেন। এখানে একবার-ই আসেন সঙ্গমে। বাবাকে স্মরণ করাও হয় তখন যখন অতি দুঃখ হয়। বলা হয় এসে আমাদের সুখী করো। বাচ্চারা এখন জানে আমরা আহ্বান করি - বাবা, এসে আমাদের পতিত দুনিয়া থেকে নতুন সত্যযুগী সুখী পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো বা সেখানে যাওয়ার পথ বলে দাও। সেও তিনি যখন নিজে আসবেন তখন তো পথ বলে দেবেন। তিনি আসবেন তখন যখন দুনিয়ার পরিবর্তন করতে হবে। এই

গুলি খুব সিম্পল কথা, নোট করতে হবে। বাবা আজ এই কথা বুঝিয়েছেন, আমরাও এভাবেই বোঝাই। এমন করে প্র্যাক্টিস করতে থাকলে মুখ খুলে যাবে। তোমরা হলে মুরলীধরের সন্তান, তোমাদের মুরলীধর হতেই হবে। যখন অন্যের কল্যাণ করবে তখন তো নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদের অধিকারী হবে। দৈহিক জগতের ওই পড়াশোনা তো হলো এখানকার জন্য। এই পড়াশোনা হলো ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য। সেখানে তো সর্বদা সুখই সুখ থাকে। সেখানে ৫- টি বিকার থাকে না বিরক্ত করার জন্য। এখানে আমরা পরের রাজ্যে অর্থাৎ রাবণের রাজ্যে আছি। তোমরা প্রথমে নিজের রাজ্যে ছিলে। তোমরা বলবে নতুন দুনিয়া, তারপরে ভারতকেই বলা হয় পুরানো দুনিয়া। গায়নও আছে নতুন দুনিয়ায় ভারত... এমন বলা হবে না যে নতুন দুনিয়ায় ইসলাম, বৌদ্ধ । তা নয় । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে যে বাবা এসে আমাদের জাগিয়ে তোলেন। ড্রামায় তাঁর এমনই পার্ট রয়েছে। তিনি এসে ভারতকেই স্বর্গে পরিণত করেন। ভারত হল প্রথম দেশ। ভারত দেশকেই সর্বপ্রথম স্বর্গ বলা হয়। ভারতের আয়ুও লিমিটেড । লক্ষ বছর বলে দিলে আনলিমিটেড হয়ে যায়। লক্ষ বছরের কোনো কথা স্মৃতিতে আসতে পারে না। নতুন ভারত ছিল, এখন পুরানো ভারত বলা হবে। ভারত-ই নতুন দুনিয়া হবে। তোমরা জানো আমরা এখন নতুন দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। বাবা রায় দেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমাদের আত্মা নতুন পবিত্র হয়ে যাবে তখন শরীরও নতুন প্রাপ্ত হবে। আত্মা ও শরীর দুই ই সতোপ্রধান হয়। তোমাদের রাজত্ব প্রাপ্ত হয় সুখের জন্য। এও অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্দিষ্ট আছে। নতুন দুনিয়ায় সুখ ও শান্তি আছে। সেখানে কোনো ঝড় ইত্যাদি হয় না। অনন্ত শান্তিতে সব শান্ত হয়ে যায়। এখানে অশান্তি আছে তাই সবই অশান্ত। সত্যযুগে সব শান্ত হয়। ওয়ান্ডারফুল কথা তাইনা। এ হলো অনাদি পূর্ব নির্ধারিত খেলা। এ হলো অসীম জাগতিক কথা। তারা দৈহিক জগতের ব্যারিস্টারি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদির পড়াশোনা করে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে অসীমের নলেজ আছে। একবারই বাবা এসে অসীম জাগতিক ড্রামার রহস্য বুঝিয়ে দেন। এর আগে তো নামই শুনে ছিলে যে, অসীম জাগতিক ড্রামা কীভাবে চলে। এখন বুঝেছো সত্যযুগ - ত্রেতা অবশ্যই অতীত হয়ে গেছে, সেখানে এদের রাজত্ব ছিল। ত্রেতায় রামরাজ্য ছিল, পরে অন্য অন্য ধর্ম এসেছে। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান.... সব ধর্মের বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এই সব ২৫০০ বছরের অবধির মধ্যেই এসেছে। তাতে ১২৫০ বছর হলো কলিযুগ। সব হিসাব রয়েছে তাইনা। এমন নয় যে, সৃষ্টির আয়ুই হলো ২৫০০ বছর। আত্মা, তাহলে আর কে ছিল, সেটাই বিচার করে দেখতে হবে। অবশ্যই এদের আগে ছিল দেবী-দেবতা... তারাও তো ছিল মানুষ। কিন্তু দিব্য গুণধারী। সূর্যবংশী - চন্দ্রবংশী ২৫০০ বছরে। বাকি অর্ধেক তারা সব ছিল। এর চেয়ে বেশি তো কেউ হিসেব করতে পারে না। পূর্ণ, পৌনে, অর্ধেক, সোয়া বা চারভাগ । চারটি ভাগ আছে। সঠিকভাবে খন্ড খন্ড করবে, তাইনা। অর্ধেক তো এইটাই আছে। বলাও হয় সত্যযুগে সূর্য বংশী রাজ্য, ত্রেতায় চন্দ্র বংশী রামরাজ্য - এই সব তোমরা প্রমাণ করে বলো। সুতরাং সবচেয়ে বেশি আয়ু অবশ্যই তাদের হবে, যারা সর্বপ্রথমে সত্যযুগে আসে। কল্পটি হল ৫ হাজার বছরের। তারা ৮৪ লক্ষ যোনি বলে দেয় অর্থাৎ কল্পের আয়ুও লক্ষ বছর বলে দেয়। কেউ মানবে না। এত বিশাল দুনিয়া হতে পারে না। তাই বাবা বসে বোঝান - সেসব হলো অজ্ঞান এবং এ হলো জ্ঞান। জ্ঞান কোথা থেকে এসেছে - এই কথাও কেউ জানে না। জ্ঞান সাগর তো হলেন একমাত্র বাবা, তিনিই জ্ঞান প্রদান করেন মুখ দ্বারা। বলা হয় গৌ মুখ। এই গৌ মাতা (ব্রহ্মা বাবা) তোমাদের সবাইকে অ্যাডপ্ট করেন। এইটুকু কথা বোঝানো খুব সহজ। একদিন বুঝিয়ে ছেড়ে দিলে বুদ্ধি অন্য অন্য কথায় ব্যস্ত হয়ে যাবে। স্কুলে একদিন পড়তে হয় নাকি রেগুলার পড়তে হয় ! নলেজ একদিনে বোঝা কঠিন। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, তো নিশ্চয়ই অসীমের পড়াশোনা হবে। অসীমের রাজ্য প্রদান করেন। ভারতে অসীমের রাজ্য ছিল তাইনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ অসীম জাগতিক রাজ্যে রাজত্ব করতেন। এইসব কথা কারো স্বপ্নেও নেই, যে জিজ্ঞাসা করবে তারা রাজ্য কীভাবে প্রাপ্ত করেছিল? তাঁদের পিউরিটি বেশি ছিল, যোগী তারা, তাই তো আয়ুও বেশি হয়। আমরা-ই যোগী ছিলাম। তারপরে ৮৪ জন্ম নিয়ে ভোগী অবশ্যই হতে হবে। মানুষ জানে না যে লক্ষ্মী-নারায়ণ নিশ্চয়ই পুনর্জন্ম নিয়েছে। এদেরকে ভগবান-ভগবতী বলা যায় না। তাদের পূর্বে কেউ এমন নেই যারা ৮৪ জন্ম নিয়েছে। সর্ব প্রথমে সত্যযুগে যারা রাজত্ব করেছে তারা-ই ৮৪ জন্ম নিয়ে নম্বর অনুসারে নীচে নেমেছে। আমরা আত্মা, আমরা-ই সেই দেবতা হবো তারপরে আমরা ঋগ্বেদভাবের ইত্যাদি... ডিগ্রি কম হতে থাকবে। গায়নও আছে, পূজ্য তথা পূজারী। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়। এইভাবে পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে চলে যাবে। কতখানি সহজ এই কথা। কিন্তু মায়া এমন যে সব কথা ভুলিয়ে দেয়। এইসব পয়েন্টস একত্র করে বই ইত্যাদি লেখা যায়, কিন্তু সেসব কিছুই তো থাকবে না। এইসব হলো টেম্পোরারি। বাবা কোনও গীতা শোনাননি। বাবা তো যেমন এখন বোঝাচ্ছেন, তেমনই বুঝিয়ে ছিলেন। এই বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি সবই পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে। এইসব হোল-লট অর্থাৎ সম্পূর্ণ শাস্ত্র ইত্যাদি যা আছে, বিনাশ হলে সব ভস্ম হয়ে যাবে। সত্যযুগ-ত্রেতায় কোনো বই পত্র থাকে না সবই ভক্তি মার্গে তৈরি হয়। কত কিছু তৈরি হয়। রাবণও তৈরি করা হয় কিন্তু অবুঝের মতন। তার বিষয়ে কিছুই বলতে পারে না। বাবা বোঝান, প্রতি বছর তৈরি করে দাহ করা হয়, নিশ্চয়ই কোনো বড় শত্রু, তাইনা। কিন্তু কীভাবে শত্রু হয়, তা কেউ জানে না। তারা ভাবে সীতা হরণ করেছে, তাই বোধহয় শত্রু। রামের সীতা কে হরণ করেছে, সুতরাং কোনো বড় ডাকাতি হবে, তাই না ! কখন চুরি করেছে

! ত্রেতায়? নাকি ত্রেতার শেষ সময়ে। এইসব কথায় বিচার করার মতো। কখনো চুরি হয়েছে তাহলে। কোন্ রামের সীতা হরণ হয়েছে ! রাম-সীতার রাজধানী ছিল কি? এক রাম-সীতাই কেবল ছিল কি? এইসব তো শাস্ত্রে কাহিনী রূপে লেখা আছে। এখন ভাবতে হবে - কোন্ সীতা? ১২ জন রাম-সীতা। তার মধ্যে কোন্ রামের সীতা হরণ হয়েছিল? নিশ্চয়ই পরবর্তী সময়ের হবে। এরা যে বলে রামের সীতা হরণ হয়েছে। এবারে রামের রাজ্যে সদাকাল একজনের রাজত্ব তো ছিল না নিশ্চয়ই। অবশ্যই রাজবংশ হবে। তাহলে কত নম্বরের সীতা হরণ হয়েছিল? এইসব হল হলো বুব্বার বিষয়। তোমরা বাচ্চারা খুব ঠান্ডা মাথায় কাউকে এইসব রহস্য বোঝাতে পারো।

বাবা বোঝান, ভক্তি মার্গে মানুষ কত ধাক্কা খেয়ে দুঃখী হয়েছে। যখন দুঃখের সীমার অতি হয় তখন চিৎকার করে কাঁদে - বাবা এই দুঃখ থেকে মুক্ত করো। রাবণ তো কোনো বস্তু নয়, তাইনা। যদি হয় তবে নিজেদের রাজাকে প্রতি বছর দাহ করে কেন! রাবণের স্ত্রী-ও আছে নিশ্চয়ই। মন্দোদরীকে দেখানো হয়। মন্দোদরীর কাঠামো বানিয়ে দাহ করা হচ্ছে, এমন তো দেখা যায়নি। অতএব বাবা বসে বোঝাচ্ছেন এ হলো মিথ্যা মায়া, মিথ্যা কায়া...এখন তোমরা মিথ্যা মানুষ থেকে সত্য দেবতায় পরিণত হতে বসেছো। তফাৎ তো হলো তাই না ! সেখানে তো সর্বদা সত্য বলবে। সেই স্থান হলো সত্যখন্ড। এটা হলো মিথ্যা খন্ড। তাই মিথ্যা বলতেই থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) জ্ঞান সাগর বাবা রোজ যে অসীম জগতের পাঠ পড়াচ্ছেন, তার উপরে বিচার সাগর মন্বন করতে হবে। যা পড়েছো সেসব অন্যদের অবশ্যই পড়াতে হবে।

২) এই অসীম জাগতিক ড্রামা কিরকম ভাবে চলছে, এ হলো অনাদি পূর্ব রচিত ওয়াল্ডারফুল ড্রামা, এই রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে তারপরে বোঝাতে হবে।

বরদানঃ:- পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ ধারণার দ্বারা এক ধর্মের সংস্কারযুক্ত সমর্থ সম্রাট ভব তোমাদের স্বরাজ্যের ধর্ম অর্থাৎ ধারণা হলো “পবিত্রতা”। এক ধর্ম অর্থাৎ এক ধারণা। স্বপ্ন বা সংকল্প মাত্রও অপবিত্রতা অর্থাৎ অন্য ধর্ম যেন না থাকে। কেননা যেখানে পবিত্রতা থাকে সেখানে অপবিত্রতা অর্থাৎ ব্যর্থ বা বিকল্পের নাম লক্ষণ থাকবে না। এইরকম সম্পূর্ণ পবিত্রতার সংস্কার যে নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারে সে-ই হলো সমর্থ সম্রাট। এখনকার শ্রেষ্ঠ সংস্কারের আধারে ভবিষ্যতের সংস্কার তৈরী হয়। এখনকার সংস্কার হলো ভবিষ্যতের সংসারের ফাউন্ডেশন।

স্লোগানঃ:- বিজয়ী রত্ন সে, যার সত্যিকারের ভালোবাসা এক পরমাত্মার সাথে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent

3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছো নিজেদের সৌভাগ্য তৈরী করতে, সেইসব বাচ্চাদেরই পরম সৌভাগ্য - ঈশ্বর যাদের সবকিছু স্বীকার করেন"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের কোন্ একটি ভুলের কারণে মায়া অত্যন্ত বলবান হয়ে যায়?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, আহার করবার সময় বাবাকে ভুলে যায়, বাবাকে না থাওয়ানোর জন্য মায়া ভোজন খেয়ে যায়। যার ফলে সে বলবান হয়ে যায়, আর তারপর বাচ্চাদের-কেই হয়রান (বিরক্ত) করে। এই ছোট একটি ভুল মায়ার কাছে পরাজিত করে দেয়, তাই বাবার আশ্রয় হলো - বাচ্চারা! স্মরণে থেকে আহার করো। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো - তোমার সাথেই থাকো.... যখনই স্মরণ করবে তখনই তিনি রাজী হয়ে যাবেন।

*গীতঃ- আজ নয় তো কাল/ ঝরে পড়বে বাদল.....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, মনে করে যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের দিন বদল হয়ে গিয়ে এখন সদাকালের জন্য সৌভাগ্যের দিন আসছে। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে ভাগ্য পরিবর্তন হতেই থাকে। স্কুলেও তো ভাগ্য পরিবর্তন হতে থাকে, তাই না ! অর্থাৎ উষ্ণ হতে থাকে। তোমরা ভালো মতোই জানো যে, এখন এই রাত সমাপ্ত হয়ে যাবে, এখন ভাগ্য পরিবর্তিত হচ্ছে। জ্ঞানের বর্ষা হতেই থাকে। সেন্সীবেল বাচ্চারা মনে করে যে, অবশ্যই আমরা দুর্ভাগ্যশালী থেকে সৌভাগ্যশালী হচ্ছি অর্থাৎ স্বর্গের মালিক হচ্ছি। পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে আমরা নিজেদের দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিণত করছি। এখন রাত থেকে দিন হচ্ছে। বাচ্চারা, এসব তোমরা ব্যতীত কেউ জানেই না। বাবা গুপ্ত, তাই তাঁর কথাও গুপ্ত। অবশ্যই মানুষ বসে সহজ রাজযোগ আর সহজ জ্ঞানের কথা শাস্ত্রে লিখেছে, কিন্তু যারা লিখেছে তারা তো মারা গেছে। বাকি যারা পড়ে, তারা কিছু বুঝতে পারে না। কারণ তারা অবুঝ। কত পার্থক্য। তোমরাও পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে বোঝ। সকলেই একরকমের (একরস) পুরুষার্থ করে না। কাকে দুর্ভাগ্য, আর কাকে সৌভাগ্য বলা হয় - একথা শুধুমাত্র তোমরা ব্রাহ্মণেরাই জানো। আর সকলে তো গভীর অন্ধকারে রয়েছে। তাদেরকে বুঝিয়ে জাগাতে হবে। সৌভাগ্যশালী বলা হয় সূর্যবংশীদের, ১৬ কলা সম্পূর্ণ তারাই। আমরা বাবার থেকে স্বর্গে যাওয়ার সৌভাগ্য গড়ছি, যে স্বর্গ বাবা রচনা করবেন। ইংরেজী ভাষাভাষী মানুষদেরকেও তোমরা বোঝাতে পারো যে, আমরা হেভেনলী গডফাদারের দ্বারা স্বর্গের সৌভাগ্য তৈরী করছি। স্বর্গে আছে সুখ, নরকে আছে দুঃখ। স্বর্ণযুগ অর্থাৎ সত্যযুগ, সুখ আর লৌহযুগ অর্থাৎ কলিযুগ, দুঃখ। একেবারে সহজকথা। আমরা এখন পুরুষার্থ করছি। ইংরেজ, খ্রীষ্টানাদিরা অনেকেই আসবে। তাদের বলো যে, এখন আমরা শুধু একজন হেভেনলী গডফাদার-কেই স্মরণ করি, কারণ মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত। বাবা বলেন, তোমাদেরকে আমাদের কাছেই আসতে হবে। যেমন, তীর্থে যায় ঠিক তেমনই তাই না। বৌদ্ধদের নিজস্ব তীর্থস্থান রয়েছে, খ্রীষ্টানদের নিজস্ব। প্রত্যেকেরই নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ রয়েছে। আমাদের হলো বুদ্ধিযোগের ব্যাপার। যেখান থেকে পাট প্লে করতে এসেছি, সেখানেই পুনরায় ফিরে যেতে হবে। তিনি হলেন স্বর্গ স্থাপনকারী গডফাদার। তিনি আমাদের বলেছেন যে, আমি তোমাদেরকে সত্য পথ বলে দিই। বাবা অর্থাৎ গডফাদারকে স্মরণ করো তাহলে অস্তিমকালে যেমন স্থিতি তেমন গতি হবে। যখন কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সকলে গিয়ে তাকে সাবধান করে বলে যে, রাম নাম জপ করো। বাংলায় যখন কারো মৃত্যু হয় তখন গঙ্গায় নিয়ে যায় আর বলে হরি বোল, হরি বোল.....তাহলেই হরির কাছে চলে যাবে। কিন্তু কেউই যায় না। সত্যযুগে তো কেউ বলবে না যে - রাম-রাম বলো বা হরি বোল বলো। দ্বাপর থেকে পুনরায় এই ভক্তিমার্গ শুরু হয়। এমন নয় যে, সত্যযুগে কোনো ভগবান বা গুরুকে স্মরণ করা হয়। ওখানে তো শুধু নিজ-আত্মাকেই স্মরণ করা হয়, আমরা আত্মারা এক শরীর পরিত্যাগ করে অন্য নেব। নিজেদের রাজস্ব (বাদশাহী) স্মরণে আসে। মনে করে যে, আমরা নিজেদের রাজ্যে গিয়ে জন্ম নেবো। এখন এই দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে, রাজস্ব প্রাপ্ত তো হবেই, তাই না। এছাড়া কাকে স্মরণ করবে বা দান-পুণ্য করবে? দান-পুণ্য করার মতন কোনো গরীব ওখানে থাকেই না। ভক্তিমার্গের রীতি-রেওয়াজ আলাদা, জ্ঞানমার্গের রীতি-রেওয়াজ আলাদা। এখন বাবাকে সবকিছু দিয়ে ২১ জন্মের জন্য (বাবার) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি। ব্যস্, এখন আর দান-পুণ্য করার প্রয়োজনই নেই। ঈশ্বর অর্থাৎ বাবাকে আমরা সবকিছু দিয়ে দিই। ঈশ্বরই তা স্বীকার (গ্রহণ) করে নেয়। স্বীকার যদি না করে পুনরায় তবে দেবে কিভাবে ? স্বীকার না করা এটাও দুর্ভাগ্য। তথাপি স্বীকার করতে হয় যাতে তাদের মোহ কেটে যায়। বাচ্চারা, এই রহস্যও তোমরা জানো। যখন প্রয়োজনই পড়বে না তখন গ্রহণ কেন করবে? এখানে কিছু জমা করতে হবে না। এখান থেকে সব আকর্ষণ কাটিয়ে ফেলতে হবে।

বাবা বুঝিয়েছেন যে - বাইরে কোথাও গেলে, নিজেকে অত্যন্ত হাল্কা মনে করো। আমরা বাবার বাচ্চা, আমরা আত্মারা রকেটের থেকেও দ্রুতগামী। এমন দেহী-অভিমানী যে, হেঁটে গেলেও কখনো ক্লান্ত হবে না। কারণ দেহের অভিমান আসবে না। যেন হাঁটছি না, আমরা উড়ে চলেছি। তোমরা যেখানেই যাও দেহী-অভিমানী হয়ে যাও। পূর্বে মানুষ তীর্থাদিতে পদব্রজে যেত। সেইসময় মানুষের বুদ্ধি তমোপ্রধান ছিল না। অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে যেত, ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। বাবাকে স্মরণ করলে সাহায্য তো পাবে, তাই না। যদিও সেসব পাথরের মূর্তি কিন্তু বাবা ওইসময় ঋণিকের জন্য মনোবাসনা পূর্ণ করে দেয়। সেসময় রজঃপ্রধান স্মরণ ছিল তাতেও শক্তি প্রাপ্ত হতো, ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এখন তো ধনীরা শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গরীবরা খুব তীর্থে যায়। ধনীরা অতি আড়ম্বরের সাথে ঘোড়া ইত্যাদিতে যায়। গরীবরা তো হেঁটেই চলে যাবে। ভাবনার ভাড়া যত গরীবরা পায় তত ধনীরা পায় না। এইসময়েও তোমরা জানো যে - বাবা গরীবের ভগবান(গরীব নিয়াজ) তাহলে কেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে? কেন ভুলে যাও? বাবা বলেন - তোমাদের কোনো কষ্ট করতে হবে না। শুধু একমাত্র প্রিয়তম-কেই স্মরণ করতে হবে। তোমরা সকলেই প্রিয়তমা তাই প্রিয়তমকে স্মরণ করতে হবে। সেই প্রিয়তমকে ভোগ অর্পণ না করে ভোজন করে নিতে কী তোমরা লজ্জাবোধ করো না ? তিনি প্রিয়তমও, আবার বাবাও। তিনি বলেন, আমাকে কী ভোজন করাবে না ! তোমাদের তো আমাকে ভোজন করানো উচিত, তাই না। দেখো, বাবা যুক্তি বলে দেন। তোমরা বাবাকে বা প্রিয়তমকে তো মানো, তাই না। যে (আমাদের) ভোজন করায়, প্রথমে তো তাঁকেই ভোজন করানো উচিত। বাবা বলেন, আমাকে ভোগ অর্পণ করে, আমাকে স্মরণ করে আহার গ্রহণ করো। এতেই অনেক পরিশ্রম। বাবা বার-বার বোঝান, বাবাকে স্মরণ অবশ্যই করতে হবে। বাবা নিজেও বার-বার পুরুষার্থ করতে থাকেন। তোমাদের অর্থাৎ কুমারীদের জন্য তো অত্যন্ত সহজ। তোমরা সিঁড়ি চড়ইনি। কন্যাদের তো প্রিয়তমের সঙ্গে বাগদান হয়ই। তাই এমন প্রিয়তমকে স্মরণ করে আহার গ্রহণ করা উচিত। ওঁনাকে আমরা স্মরণ করি আর উনি আমাদের কাছে চলে আসেন। স্মরণ করলে তবেই তিনি (ভোগের) সুবাস গ্রহণ করবেন। তাই এমনভাবেই বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত। তোমাদের এই অভ্যাস হবে রাতে জাগলে। অভ্যাস হয়ে গেলে তখন দিনেও স্মরণে থাকবে। ভোজনের সময়েও স্মরণ করা উচিত। প্রিয়তমের সঙ্গে তোমাদের বাগদান-পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। তোমার সাথেই থাকো..... এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে। যখন স্মরণ করবে তখনই তিনি ভোজন করবেন, তাই না। উনি তো সুবাসই গ্রহণ করেন। কারণ ওনার নিজস্ব শরীর তো নেই। কুমারীদের জন্য তো অতি সহজ, এদের ফেসিলিটিজ অনেক। শিববাবা আমাদের অতি সুন্দর প্রিয়তম, কত মিষ্টি। আধাকল্প আমরা তোমাকে স্মরণ করেছি, এখন তুমি এসে মিলেছো ! আমরা যা খাচ্ছি, তুমিও তা খাবে। এমনও নয়, একবার স্মরণ করেছি, ব্যস্, পুনরায় তোমরা নিজেরা ভোজন করতে থাকো। ওনাকে ভোজন করাতে ভুলে যাও। ওনাকে ভুলে গেলে আর ওনাকে আর পাবে না। অনেক জিনিসই তো খাও, খিচুড়ি খাও, আম খাও, মিষ্টি খাও..... এভাবে শুরু থেকে স্মরণ করে পরে (স্মরণ করা) কী বন্ধ করে দেবে? না দেবে না, তাহলে সব জিনিস তিনি কী করে খাবেন। প্রিয়তম যদি ভোজন না করে তাহলে মাঝে মাঝে এসে তা খেয়ে যাবে, ওনাকে খেতে দেবে না। আমি দেখি যে, মাঝে মাঝে বলবান হয়ে যায় আর তোমাদের পরাজিত করে। বাবা তোমাদের যুক্তি বলে দেন। বাবাকে স্মরণ করো, তবেই বাবা বা প্রিয়তম সম্পূর্ণ সহায় (রাজী) হয়ে যাবেন। তারা বলে, বাবা তোমার সঙ্গেই বসবো, তোমার সঙ্গেই খাব। আমরা তোমাকে স্মরণ করে খাই। জ্ঞানের মাধ্যমেই তোমরা জেনেছো যে, তিনি তো সুবাসই (শুদ্ধ ভাবনা) গ্রহণ করবেন। এ তো লোন নেওয়া শরীর। স্মরণ করলে তিনি আসেন। তোমাদের স্মরণই সবকিছুর আধার। একে যোগ বলা হয়, যোগেই পরিশ্রম। সন্ন্যাসী ইত্যাদিরা কখনো এভাবে বলবে না। তোমাদের যদি পুরুষার্থ করতে হয় তবে বাবার শ্রীমতকে নোট করো। সম্পূর্ণরূপে পুরুষার্থ করো। বাবা নিজের অনুভব বলেন - যেমন কর্ম আমি করি, তুমিও তেমন করো, আর সেই কর্মই তো আমি তোমাদেরকে শেখাই। বাবাকে কর্ম করতে হয় না। সত্যযুগে কর্মভোগ করতে হয় না। বাবা অত্যন্ত সহজ কথা বোঝান। তোমার সঙ্গেই বসবো, শুনবো, তোমার সঙ্গেই থাকো.....এ তোমাদেরই গান। প্রিয়তম-রূপে বা পিতা-রূপে স্মরণ করো। গায়নও রয়েছে, তাই না - বিচারসাগর মন্ডন করে জ্ঞানের পয়েন্টস বের করতে হবে। এই অভ্যাসের দ্বারা বিকর্মও বিনাশ হবে, সুসাস্থ্যের অধিকারী হবে। সমগ্র দুনিয়াই তো আর স্বর্গের মালিক হবে না। এও হিসেব-নিকেশ।

বাবা অত্যন্ত ভালোভাবে বোঝান। এই সঙ্গীত তো অবশ্যই শুনেছো যে, আমরা এখন (আধ্যাত্মিক) যাত্রায় চলেছি। যাত্রায় আহাৰাদি তো করতেই হয়, প্রিয়তমা, প্রিয়তমের সঙ্গে, সন্তান তার পিতার সঙ্গে ভোজন করবে। এখানেও এমন হবে। তোমাদের প্রিয়তমের প্রতি যত মনোযোগ বাড়বে, ততই খুশীর পারদ চড়তে থাকবে। নিশ্চয়বুদ্ধির বিজয় হতে থাকবে। যোগ অর্থাৎ দৌঁড়। এ হলো বুদ্ধির দৌঁড়। আমরা হলাম স্টুডেন্ট, টিচার আমাদের দৌঁড়নো (স্মরণের যাত্রা) শেখান। বাবা বলেন, এটা ভেবো না যে দিনে শুধু কর্মই করতে হবে। কচ্ছপের মতন কর্ম করে পুনরায় স্মরণে বসে যাও। ভ্রমর সারাদিন ভুঁ-ভুঁ করে। তখন কেউ উড়ে যায়, কেউ মরে যায়, সে তো এক উদাহরণ হয়ে যায়। এখানেও তোমরা ভুঁ-ভুঁ করে নিজ-সম তৈরী করো। এরমধ্যে কারো ভালো লাগে, কেউ নষ্ট হয়ে যায়, কেউ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, ভাগলী হয়ে যায়।

পুনরায় গিয়ে কীটে পরিণত হয়। এইভাবে ভুঁ-ভুঁ করা অত্যন্ত সহজ। 'মানুষ থেকে দেবতা হতে বেশী সময় লাগে না.....'। এখন আমরা যোগযুক্ত হচ্ছি, দেবতা হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এই জ্ঞানই গীতায় ছিল। তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানিয়ে গিয়েছিলেন। সত্যযুগে তো সকলেই দেবতা ছিল। অবশ্যই ওনাদের সঙ্গমযুগেই এসে (তিনি) দেবতা বানিয়েছিলেন। ওখানে দেবতা হওয়ার জন্য যে যোগ করা হয় তা শেখানো হবে না। সত্যযুগের প্রারম্ভে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল আর কলিযুগের শেষে আসুরী ধর্ম। একথা শুধুমাত্র গীতাতেই লেখা রয়েছে। মানুষকে দেবতায় পরিণত করতে বিলম্ব হয় না, কারণ এইম অবজেক্ট তৈরী করাই থাকে। ওখানে সমগ্র দুনিয়ায় এক ধর্ম হবে। সমগ্র দুনিয়াই তো হবে, তাই না। এমন নয় যে, চীন, ইউরোপ হবে না, হবে কিন্তু সেখানে মানুষ থাকবে না। শুধুমাত্র দেবতা ধর্মের যারা তারাই থাকবে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা থাকে না। এখন হলো কলিযুগ। আমরা এখন ভগবানের সাহায্যে মানুষ থেকে দেবতায় হতে চলেছি। বাবা বলেন, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হয়ে যাবে। এতে কষ্টের কোনো কথা নেই। ভক্তিমার্গে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করেছে। বলাও হয় যে, নির্বাণধামে চলে গেছে। এমন কখনো বলা হয় না যে, ভগবানের কাছে চলে গেছে। বলা হবে, স্বর্গে গেছে। একজন চলে গেলে তো স্বর্গ তৈরী হবে না। সকলকে যেতে হবে। গীতায় বর্ণিত রয়েছে যে, ভগবান হলেন কালেরও কাল (মহাকাল)। মশার ঝাঁকের মতো সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। বুদ্ধিও বলে যে, চক্র পুনরাবৃত্ত হয়। তাহলে সর্বপ্রথমে অবশ্যই সত্যযুগীয় দেবী-দেবতা ধর্ম রিপীট হবে। পরে আবার অন্যান্য ধর্ম রিপীট হবে। বাবা কত সহজ করে বলেন - 'মন্মানাভব'। ব্যস্, ৫ হাজার বছর পূর্বেও গীতার ভগবান বলেছিলেন - প্রিয় বাচ্চারা! যদি কৃষ্ণ বলে তাহলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা কেউ-ই শুনবে না। ভগবান বললে তখন সকলেরই মনে হবে যে - গডফাদার হেভেন স্থাপন করছে সেখানে পুনরায় আমরা গিয়ে চক্রবর্তী রাজা হবো। এতে কোনো খরচাদির কথা নেই শুধু সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে হবে।

বাচ্চারা, তোমাদের বিচারসাগর মন্থন করতে হবে। কর্ম করতে-করতেও রাত-দিন এমন পুরুষার্থ করতে থাকো। বিচারসাগর মন্থন না করে বা বাবাকে স্মরণ না করে শুধু যদি কর্ম করতে থাকো, তবে রাতেও সেই চিন্তাভাবনা মনের মধ্যে আসতে থাকবে। যে বাড়ী তৈরী করে তার বাড়ীর চিন্তা ভাবনাই চলে। অবশ্যই বিচার সাগর মন্থন করার রেসপন্সিবিলিটি এনার (ব্রহ্মার) উপরে। কিন্তু বলা হয়, কলস লক্ষ্মীকে দেওয়া হয়েছে, তোমরাই তো লক্ষ্মী হও, তাই না। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) শ্রীমতকে নোট করে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা যে কর্ম করতে শিখিয়েছেন, সেটাই করতে হবে। বিচারসাগর মন্থন করে জ্ঞানের পয়েন্টস্ বের করতে হবে।

২) নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, আমরা বাবার স্মরণে থেকেই খাবার খাবো। তোমার সঙ্গেই বসবো, তোমার সঙ্গেই খাবো..... এই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করতে হবে।

বরদানঃ:- কর্ম আর সম্বন্ধ দুটোতেই স্বার্থভাব থেকে মুক্ত থেকে বাবার সমান কর্মাতীত ভব বাচ্চারা, তোমাদের সেবা হলো সবাইকে মুক্ত করা। তো অন্যদেরকে মুক্ত বানাতে গিয়ে নিজেকেই বন্ধনে বেঁধে ফেলো না। যখন লৌকিকের আমার-আমার থেকে মুক্ত হবে তখন অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করতে পারবে। যে বাচ্চারা লৌকিক আর অলৌকিক, কর্ম আর সম্বন্ধ দুটোতেই স্বার্থভাব থেকে মুক্ত থাকে তারাই বাবার সমান কর্মাতীত স্থিতির অনুভব করতে পারে। তো চেক করো কর্মের বন্ধন থেকে কতখানি নিজেকে পৃথক করতে পেরেছো? বার্থ্য স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হওয়া থেকেও মুক্ত।

স্লোগানঃ:- যে সরলচিত্ত আর সহজ স্বভাবের হয়, সে-ই সহজযোগী, ভালানাথের প্রিয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বশক্তিমান বাবার সাথে বুদ্ধিযোগ লাগালে শক্তি প্রাপ্ত হবে, স্মরণের দ্বারাই আত্মারূপী ব্যাটারি চার্জ হয়, আত্মা পবিত্র সতোপ্রধান হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গম যুগে তোমরা বাচ্চারা কী এমন পুরুষার্থ করো, যার প্রলন্ধে (ফল স্বরূপ) তোমাদের দেবতা পদ প্রাপ্ত হয়?

*উত্তরঃ - সঙ্গমে আমরা শীতল হওয়ার পুরুষার্থ করি। শীতল অর্থাৎ পবিত্র হলে আমরা দেবতা হয়ে যাই। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা শীতল হতে পারছি, ততক্ষণ দেবতাও হতে পারবো না। এই সঙ্গমেই শীতল দেবী হয়ে সকলের উপরে জ্ঞানের ঠান্ডা জলের ছিটে দিয়ে সবাইকে শীতল করতে হবে। সকলের উত্তাপ শীতল করতে হবে। নিজেও শীতল হতে হবে আর সবাইকেও করতে হবে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের প্রথমে একটি কথাকে ভালো করে বুঝতে হবে যে, আমরা সবাই হলাম ভাই-ভাই আর শিব বাবা হলেন সকলের বাবা। তাঁকে সর্বশক্তিমান বলা হয়। তোমাদের মধ্যেই সর্বশক্তি ছিল। তোমরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করেছিলে। ভারতের মধ্যেই এই দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তোমরাই পবিত্র দেবী-দেবতা ছিলে। তোমাদের কুল বা বংশে সবাই নির্বিকারী ছিল। কে নির্বিকারী ছিল? আত্মারা। এখন পুনরায় তোমরা নির্বিকারী হচ্ছে। সর্বশক্তিমান বাবার স্মরণে থেকে শক্তি গ্রহণ করছো। বাবা বুঝিয়েছেন যে, আত্মাই ৮৪ বার শরীর ধারণ করে পাট প্লে করে। আত্মার মধ্যেই সতোপ্রধানতার শক্তি ছিল, সেটাই আবার দিন দিন হ্রাস হয়ে গেছে। সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান তো হতেই হবে। যেরকম ব্যাটারির শক্তি কম হয়ে গেলে মোটর বন্ধ হয়ে যায়। ব্যাটারি শক্তিহীন হয়ে যায়। আত্মার ব্যাটারি সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়না, কিছু না কিছু শক্তি থাকে। যেরকম কেউ যদি মারা যায়, তখন তার উদ্দেশ্যে দীপ প্রজ্জ্বলন করা হয়, তাতে ঘৃত ঢালতেই থাকে, যাতে সেই জ্যোতি নিভে না যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে তোমাদের আত্মার মধ্যে সম্পূর্ণ শক্তি ছিল, এখন নেই। এখন পুনরায় তোমরা সর্বশক্তিমান বাবার থেকে নিজের বুদ্ধিযোগ লাগিয়ে নিজের মধ্যে শক্তি অর্জন করতে থাকো কেননা শক্তি কম হয়ে গেছে। শক্তি একদমই সমাপ্ত হয়ে গেলে শরীর থাকবে না। আত্মা বাবাকে স্মরণ করতে করতে একদম পবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে তোমাদের ব্যাটারি সম্পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন ছিল। পুনরায় ধীরে ধীরে কলা অর্থাৎ ব্যাটারি কম হতে শুরু করে। কলিযুগে আত্মার শক্তি একদম অল্প পরিমাণে থেকে যায়। যেন শক্তির দেউলিয়া হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করলে আত্মা পুনরায় ভরপুর হয়ে যায়। তাই এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে একজনকেই স্মরণ করো। উচ্চ থেকেও উচ্চ, সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন ভগবান। বাকি যা কিছু আছে সব হলো তাঁর রচনা। রচনার থেকে রচনা লৌকিক জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। রচয়িতা তো হলেন একমাত্র অসীম জগতের বাবা। বাকি যা কিছু আছে সবই হলো লৌকিক জগতের। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তাই বাচ্চাদের আন্তরিকভাবে এটাই ভালোভাবে বুঝতে হবে যে বাবা আমাদের জন্য স্বর্গ নতুন দুনিয়া স্থাপন করেছেন। ড্রামা অনুসারে স্বর্গ স্থাপনা হচ্ছে, যেখানে তোমরা বাচ্চারা এই রাজত্ব করো। আমি তো সদা পবিত্র থাকি। আমি কখনই গর্ভ থেকে জন্ম গ্রহণ করি না, না দেবী দেবতাদের মতো জন্ম নিই। কেবলমাত্র বাচ্চারা, তোমাদেরকে স্বর্গের রাজত্ব দেওয়ার জন্য যখন ইনি (ব্রহ্মা বাবা) ৬০ বছরের বাণপ্রস্থ অবস্থায় উপনীত হন তখন এঁনার শরীরে আমি এসে প্রবেশ করি। ইনিই আবার নম্বর ওয়ান তমোপ্রধান থেকে নম্বর ওয়ান সতোপ্রধান হয়ে যান। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলেন ভগবান। তারপর হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর - সূক্ষ্মবতনবাসী। এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর কোথা থেকে এসেছেন? এটা কেবলমাত্র সাক্ষাৎকার হয়। সূক্ষ্ম বতন মাঝখানে আছে তাই না। এখানে স্থূল শরীর থাকেনা। সূক্ষ্ম শরীর কেবলমাত্র দিব্যদৃষ্টি দিয়েই দেখা যায়। ব্রহ্মা তো হলেন শ্বেত বস্ত্রধারী। বিষ্ণু হলেন হীরে জহরতে সজ্জিত। আবার শঙ্করের গলায় সাপ ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। এইরকম শংকরাদি কেউ হয় না। দেখানো হয়েছে অমরনাথে শংকর পার্বতীকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন। এখন সূক্ষ্ম বতনে তো মনুষ্যসৃষ্টি নেই। তাহলে সেখানে কথা কি করে শোনাবেন? বাকি সূক্ষ্মবতনের কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারই হয়। যে সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যায়, তারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই আবার সত্যযুগে গিয়ে স্বর্গের মালিক হয়। তাই বুদ্ধিতে থাকা চাই যে এঁনারা এই রাজ্য-ভাগ্য কি করে পেয়েছেন? লড়াই আদি তো কিছু হয় না। দেবতার হিংসা কিভাবে করবে? এখন তোমরা বাবাকে স্মরণ করে রাজ্য ভাগ্য নাও, কেউ মানুক বা না মানুক। গীতাতেও আছে যে দেহ সহ দেহের সকল ধর্মকে ভুলে মামেকম স্মরণ করো। বাবার তো দেহই নেই, যার মধ্যে আসক্তি থাকবে। বাবা বলেন - অল্প সময়ের জন্য আমি এই শরীরের লোন নিই। নাহলে আমি নলজ কিভাবে দেবো? আমি হলাম এই কল্পবৃক্ষের চৈতন্য বীজ রূপ। এই

বৃক্ষের জ্ঞান আমার কাছেই আছে। এই সৃষ্টির আয়ু কত বছর? কিভাবে উৎপত্তি, পালনা, বিনাশ হয়? মানুষের এইসব বিষয়ে কিছুই জানা নেই। তারা লৌকিক জগতের পড়াশোনা করে আর বাবা তো অসীম জগতের পড়াশোনা করিয়ে বাচ্চাদেরকে বিশ্বের মালিক বানান।

ভগবান কখনো দেহধারী মানুষকে বলা হয় না। এঁাদের (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের) নিজের সূক্ষ্ম দেহ আছে, তাই এঁাদেরও ভগবান বলা যায়না। এই শরীর তো হলো এই দাদার আত্মার সিংহাসন। অকালতন্ত্র তাইনা। এখন এ হলো অকাল মূর্তি বাবার তন্ত্র। অমৃতসরেও অকালতন্ত্র আছে। বড় বড় ব্যক্তির সেই অকালতন্ত্রের উপর গিয়ে বসে। এখন বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এ হলো আত্মাদের অকালতন্ত্র। আত্মার মধ্যেই ভালো কিংবা খারাপ সংস্কার হয়, তবেই তো বলা যায় যে এসব হলো কর্মের ফল। সকল আত্মার বাবা একজনই। বাবা কোনো শাস্ত্র আদি পড়ে বোঝান না। এই সকল কথাও শাস্ত্রাদির মধ্যে নেই, তবেই তো সবাই চিৎকার করে, বলে এরা শাস্ত্রকে মানে না। সাধু-সন্তাদি গঙ্গায় গিয়ে স্নান করে তো তারা কি পবিত্র হয়ে গেছে? ফিরে তো কেউই যেতে পারে না। সবাই পিছনে-পিছনে যাবে। যেরকম মশার ঝাঁক বা মৌমাছির ঝাঁক যায়। মৌমাছির মধ্যে আবার রানী মৌমাছি আছে, তার পিছনে-পিছনে সবাই যায়, বাবাও যাবেন তো তার পিছনে-পিছনে সকল আত্মারাও যাবে। মূলবতনে যেরকম সকল আত্মাদের ঝাঁক আছে, এখানে হলো সব মানুষে ঝাঁক। তো এই ঝাঁকও একদিন ফিরে যাবে। বাবা এসেছেন সকল বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। শিবের বরযাত্রী গাওয়া হয়, তাই না। পুত্র বলো বা কন্যা বলো বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্মরণের যাত্রা শেখাতে। পবিত্র হওয়া ছাড়া আত্মা ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। যখন পবিত্র হয়ে যাবে তো প্রথমে শান্তিধামে যাবে, পুনরায় সেখান থেকে ধীরে ধীরে এখানে আসতে থাকবে, বৃদ্ধি হতে থাকবে। রাজধানী হতেই হবে, তাই না। সবাই একসঙ্গে তো আসে না। কল্প বৃক্ষ আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। সবার প্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, যেটা বাবা স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণও সবার প্রথমে সেই রকমই হয়, যাদেরকে দেবতা হতে হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো আছেন, তাইনা। প্রজাতেও ভাই-বোন হয়ে যায়। ব্রহ্মাকুমার-কুমারী তো এখানে অনেক হয়। অবশ্যই নিশ্চয়বৃদ্ধি হতে হবে তবেই তো এত বেশি নম্বর পেতে পারে। তোমাদের মধ্যেও যে পাকাপোক্ত হবে সে-ই এখানে প্রথমে আসবে, আর যে পরিপক্ব হবে না সে পিছনে আসবে। মূলবতনে সকল আত্মারা থাকে, যখন নিচে আসে তখন এখানে বৃদ্ধি হতে থাকে। শরীর ছাড়া আত্মা কিভাবে পাট প্লে করবে? এ হলো পার্টধারীদের দুনিয়া, যেটা চার যুগ ধরে চলতে থাকে। সত্যযুগে আমরা দেবতা ছিলাম পুনরায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়েছি। এখন এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এই যুগ এখনই তৈরি হয়, যখন বাবা আসেন। এই অসীম জগতের জ্ঞান এখন অসীম জগতের বাবা-ই আমাদের প্রদান করেন। শিববাবার নিজের শরীরের কোনো নাম নেই। এই শরীর তো হলো এই দাদার। বাবা অল্প সময়ের জন্য এই শরীরকে লোন নেন। বাবা বলেন যে, তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য মুখ তো চাই আমার তাইনা। মুখ নাহলে বাবা বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলবেন কি করে। আবার অসীম জগতের জ্ঞানও এই মুখ দিয়েই তোমাদের শোনাই। এইজন্য এনাকে গৌমুখও বলা হয়। পাহাড় থেকে জল তো যেদিক থেকে খুশি বের হতে পারে। তবুও এখানে গোমুখ বানিয়ে দিয়েছে, তার থেকে জল বেরিয়ে আসে। সেটাকে আবার সবাই গঙ্গাজল মনে করে পান করে। সেই জলেরই আবার কত মহত্ব থাকে। এই দুনিয়াতে সবই হলো মিথ্যা। সত্য তো একমাত্র বাবা-ই এসে শোনান। আবার সেই সমস্ত মিথ্যুক মানুষেরা বাবার জ্ঞানকে মিথ্যা মনে করে। ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল তো একে সত্যযুগ বলা হতো। এই ভারতই আবার পুরানো হয়ে যায়, তো প্রতিটা কথা, প্রতিটা জিনিস মিথ্যা হয়ে যায়। কতটা পার্থক্য হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমরা আমার কতো গ্লানি করেছো। সর্বব্যাপী বলে কতো নিন্দা করেছো। শিববাবাকে আহ্বান করো এই কারণে যে এই পুরানো দুনিয়ার থেকে আমাকে নিয়ে চলো। বাবা বলেন আমার সকল বাচ্চারা কাম চিতাতে বসে কাঙ্গাল হয়ে গেছে। বাবা বাচ্চাদেরকে বলেন, তোমরা তো স্বর্গের মালিক ছিলে, তাইনা। স্মরণে আসছে? সেসব কথা বাচ্চাদেরকেই তো বাবা এসে বোঝান, সমগ্র দুনিয়াকে তো বোঝান না। বাচ্চারাই বাবাকে বোঝে। দুনিয়া এসব কথা কি জানে !

সব থেকে বড় কাঁটা হলো কাম বিকার। নামই হলো পতিত দুনিয়া। সত্যযুগ হলো ১০০% পবিত্র দুনিয়া। মানুষ পবিত্র দেবতাদের সামনে গিয়ে নমস্কার করে। হয়তো অনেক ভক্ত ভেজিটেরিয়ানও হয়ে থাকে, কিন্তু এমন নয় যে তারা বিকারগ্রস্ত নয়। এইরকম তো অনেক বাল্যকাল থেকেই ব্রহ্মচারীও আছে। ছোট থেকেই কোনো ছিঃ ছিঃ খাবার খায় না। সন্ন্যাসীরাও বলে নির্বিকারী হও। ঘরবাড়ির সন্ন্যাস করে, কিন্তু আবার পরের জন্মে কোনো গৃহস্থীর কাছেই জন্মগ্রহণ করে আবার পুনরায় ঘরবাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু তারা কি সত্যিই পতিত থেকে পবিত্র হতে পেরেছে? না। পতিত-পাবন বাবার গ্রীমৎ ছাড়া কেউ পতিত থেকে পাবন হতে পারে না। ভক্তি হলো নিচে নামার কলার রাস্তা। তাহলে আবার পবিত্র কি করে হবে ? পবিত্র হলেই তো ঘরে ফিরে যেতে পারবে, স্বর্গে আসতে পারবে। সত্যযুগী দেবী দেবতার কখনো ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যায় কি? বাইরের লোকেদের হলো লৌকিক জগতের সন্ন্যাস, তোমাদের হলো অসীম জগতের

সন্ন্যাস। সমগ্র দুনিয়া, আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি সবকিছুর সন্ন্যাস। তোমাদের জন্যই এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধি স্বর্গের দিকে রয়েছে। মানুষ তো নরকেই আটকে আছে। তোমরা বাচ্চারা আবার বাবার স্মরণে আটকে আছো।

তোমাদেরকে শীতলদেবী বানানোর জন্য জ্ঞান চিতার উপর বসানো হয়। শীতল শব্দের এগেইনস্ট হলো উত্তপ্ত। তোমাদের নামই হলো শীতলা দেবী। একজন তো হবেনা, তাইনা। অবশ্যই অনেক হবে, যাঁরা ভারতকে শীতল বানিয়েছেন। এই সময় সবাই কাম চিতার উপরে জ্বলছে। তোমাদের নামই হলো শীতলা দেবী। তোমরা হলে শীতলকারী ঠান্ডা জলের ছিটা দেওয়া দেবী। জলের ছিটে দেওয়া হয় তাই না। এ হলো জ্ঞানের ছিটে, যেটা আত্মার উপর দেওয়া হয়। আত্মা পবিত্র হলেই শীতল হয়ে যায়। এই সময় সমগ্র দুনিয়া কাম চিতার উপরে চড়ে কালি হয়ে গেছে। এখন কলস প্রাপ্ত হয়েছে বাচ্চারা তোমাদের। কলস দ্বারা তোমরা নিজেরাও শীতল হও আর অপরদেরকেও শীতল বানাও। ইনিও শীতল হয়েছেন, তাই না। স্ত্রী পুরুষ একসাথে থাকে। ঘরবাড়ি ছাড়ার তো কোনো ব্যাপারই নেই, কিন্তু গোশালা তৈরি হয়েছে তো অবশ্যই কেউ ঘর বাড়ি ত্যাগ করেছে। কি কারণে? জ্ঞান চিতার উপরে বসে শীতল হওয়ার জন্য। যখন তোমরা এখানে শীতল হয়ে যাবে, তখনই তোমরা দেবতা হতে পারবে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিযোগ পুরানো ঘরের দিকে যেন না যায়। বাবার সাথে বুদ্ধি আটকে থাকে। কেননা তোমাদের সবাইকে বাবার সাথে ঘরে যেতে হবে। বাবা বলেন, মিষ্টি বাচ্চারা, আমি পান্ডা হয়ে এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এ হলো শিবশক্তি পাণ্ডবসেনা। তোমরা হলে শিবের থেকে শক্তি গ্রহণকারী। তিনি হলেন সর্বশক্তিমান। মানুষ তো বোঝে যে - পরমাত্মা মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে তুলতে পারেন। কিন্তু বাবা বলেন - প্রিয় বাচ্চারা, এই ড্রামায় প্রত্যেকের অনাদি পাঠ প্রাপ্ত হয়েছে। আমিই ক্রেয়েটর, ডায়রেক্টর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টর। ড্রামার পাটকে আমরা কোনোভাবেই চেঞ্জ করতে পারবো না। মানুষ বোঝে যে গাছের পাতাও পরমাত্মার আদেশে নড়ে। কিন্তু পরমাত্মা তো নিজে বলছেন যে আমিও এই নাটকের অধীন, এর বন্ধনে বাঁধা রয়েছি। এইরকম নয় যে আমার আদেশে এই পাতা নড়বে। সর্বব্যাপী জ্ঞান ভারতবাসীকে একদম কাঙ্গাল করে দিয়েছে। বাবার জ্ঞানে ভারত পুনরায় শির মুকুট হয়ে ওঠে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সূর্যবংশীতে সর্ব প্রথমে আসার জন্য নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে সম্পূর্ণ নশ্বর নিতে হবে। পাক্ষা ব্রাহ্মণ হতে হবে। অসীম জগতের জ্ঞানকে স্মরণে রাখতে হবে।

২) জ্ঞান চিতাতে বসে শীতল অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। জ্ঞান আর যোগের দ্বারা কামান্নিকে সমাপ্ত করতে হবে। বুদ্ধিযোগ সর্বদা এক বাবাতেই যেন আটকে ঝুলে থাকে।

বরদানঃ:- ব্রাহ্মণ জীবনে শ্রেষ্ঠ স্থিতি রূপী মেডেল প্রাপ্তকারী বেগমপুরের বাদশাহ্ ভব তোমরা সবাই নিজেদের স্বস্থিতি ভালোর থেকেও ভালো বানানোর জন্যই ব্রাহ্মণ হয়েছো। ব্রাহ্মণ জীবনে স্থিতিই হলো তোমাদের প্রোপার্টি। এটাই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের মেডেল। যে এই মেডেল প্রাপ্ত করে সে সদা অবিচল অনড় একরস স্থিতিতে থাকে, সদা নিশ্চিন্ত, বেগমপুরের বাদশাহ্ হয়ে যায়। সে সর্ব ইচ্ছাগুলির থেকে মুক্ত, ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা স্বরূপ হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- অটুট নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলো "আমার বাবা", তাহলে মায়া কাছেও আসতে পারবে না।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হলো ট্রান্সফার হওয়ার যুগ, তোমাদের এখন কনিষ্ঠ থেকে উত্তম পুরুষ হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাবার সাথে - সাথে কোন্ বাচ্চাদের মহিমা গাওয়া হয়?

*উত্তরঃ - যারা টিচার হয়ে অনেকের কল্যাণ করার নিমিত্ত হয়, বাবার সাথে সাথে তাদেরও মহিমা গাওয়া হয় ।
করণ - করাবনহার বাবা, বাচ্চাদের দিয়ে অনেকের কল্যাণ করান, তাই বাচ্চাদেরও মহিমা হয়ে যায় ।
বলে থাকে - বাবা, অমুকে আমার উপরে খুব দয়া করেছে, যার ফলে আমরা কি থেকে কি হয়ে গেছি ।
টিচার হওয়া ছাড়া আশীর্বাদ পাওয়া যায় না ।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মিক বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন । তিনি বোঝানও আবার জিজ্ঞাসাও করেন । বাবাকে এখন বাচ্চারা জেনেছে । যদিও কেউ কেউ সর্বব্যাপীও বলে কিন্তু তার পূর্বে তো বাবাকে জানতে হবে, তাই না - বাবা কে ? বাবাকে চিনে তারপর বলতে হবে যে, বাবার নিবাস স্থান কোথায়? বাবাকে জানেই না তো তাঁর নিবাস স্থান কিভাবে জানবে? বলে দেয়, তিনি তো নাম - রূপের থেকে পৃথক অর্থাৎ তিনিই নেই । তাহলে যে নেই, তাঁর থাকার জায়গা সম্বন্ধে কিভাবে চিন্তা করা যেতে পারে? বাচ্চারা, একথা তোমরা এখনই জানো । বাবা তো প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তারপর তাঁর থাকার স্থান সম্বন্ধে বুঝিয়েছেন । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এই রথের সাহায্যে পরিচয় দিতে এসেছি । আমি তোমাদের সকলেরই পিতা, যাকে পরমপিতা বলা হয় । আত্মাকে কেউই জানে না । বাবার নাম - রূপ - দেশ - কাল যদি না থাকে তাহলে বাচ্চারা কোথা থেকে আসবে? বাবাই যদি নাম - রূপের থেকে পৃথক থাকেন, তাহলে বাচ্চারা কোথা থেকে আসবে? বাচ্চারা যখন আছে, তখন অবশ্যই বাবাও আছেন । তাই একথা সিদ্ধ (প্রমাণিত) হয় যে, তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক নন । বাচ্চাদেরও নাম - রূপ আছে । সে যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন । আকাশ সূক্ষ্ম হলেও তার নাম তো আকাশ, তাই না । যেমন এই মহাশূন্য সূক্ষ্ম, তেমনই বাবাও খুবই সূক্ষ্ম । বাচ্চারা বর্ণনা করে, এ এক ওয়ান্ডারফুল তারা, যিনি এনার মধ্যে প্রবেশ করেন, যাকে আত্মা বলা হয় । বাবা তো থাকেন পরমধামে, সে হলো তাঁর থাকার স্থান । উপরে তো দৃষ্টি যায়, তাই না । আস্পুল দিয়ে উপরে ইশারা করে মানুষ স্মরণ করে । তাহলে যাকে স্মরণ করে, সে নিশ্চই কোনো বস্তু নয় । পরমপিতা, পরমাত্মা তো বলা হয়, তাই না । তাও নাম - রূপ থেকে পৃথক বলা - একে অজ্ঞানতা বলা হবে । বাবাকে জানা, একে জ্ঞান বলা হয় । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, আমরা পূর্বে অজ্ঞানী ছিলাম । বাবাকেও জানতাম না আর নিজেদেরও জানতাম না । এখন তোমরা বুঝতে পারো, আমরা আত্মা, শরীর নই । আত্মাকে অবিনাশী বলা হয়, তাহলে অবশ্যই কোনো জিনিস, তাই না । অবিনাশী কোনো নাম নয় । অবিনাশী অর্থাৎ যাঁর বিনাশ হয় না । তাহলে অবশ্যই কোনো বস্তু । বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বোঝানো হয়েছে, মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, যাদের বাচ্চা - বাচ্চা বলা হয়, সেই আত্মারা হলো অবিনাশী । একথা আত্মাদের বাবা পরমপিতা, পরমাত্মা বসে বোঝান । এই খেলা একবারই হয়, যখন বাবা এসে বাচ্চাদের নিজের পরিচয় দেন । তিনি বলেন, আমিও হলাম পার্টধারী । আমি কিভাবে পার্ট প্লে করি, একথাও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে । তিনি পতিত আত্মাদের নতুন পবিত্র বানান, তাই তোমরা ওখানে শরীরও ফুলের মতো পাও । একথা তো বুদ্ধিতে আছে, তাই না ।

তোমরা এখন বাবা - বাবা বলে থাকো, এখন এই পার্ট চলছে, তাই না । আত্মা বলে বাবা এসেছে - আমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের শান্তিধামে নিজের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য । শান্তিধামের পরে হলো সুখধাম । শান্তিধামের পরে দুঃখধাম হতে পারে না । নতুন দুনিয়াতে সুখই সুখ বলা হয় । এই দেবী - দেবতারা যদি চৈতন্য হতো, আর এদের যদি কেউ জিজ্ঞাসা করতো যে, তোমরা কোথায় থাকতে, তাহলে বলতো যে, আমরা স্বর্গের অধিবাসী । এখন এই জড় মূর্তিরা তো তা বলতে পারবে না । তোমরা তো বলতে পারো, আমরা তো প্রকৃতপক্ষে স্বর্গে থাকা দেবী - দেবতা ছিলাম, তারপর ৮৪ জন্মের চক্র অতিক্রম করে এখন সঙ্গম যুগে এসেছি । এ হলো ট্রান্সফার হওয়ার পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ । বাচ্চারা জানে যে, আমরা অনেক উত্তম পুরুষ হই । আমরা প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর সতোপ্রধান তৈরী হই । সতোপ্রধানও নম্বর অনুসারেই বলা হবে । তাই এই সম্পূর্ণ পার্ট আত্মাই পেয়েছে । অহম্ আত্মা অর্থাৎ আমি আত্মা - এই পার্ট পেয়েছি । আমি আত্মাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি । আমি আত্মা উত্তরাধিকারী (ওয়ারিশ), উত্তরাধিকারী সর্বদা পুত্রই হয়, কন্যা নয় । তাই এখন বাচ্চারা, একথা তোমাদের পাক্ষা বুঝতে হবে যে, আমরা সকল আত্মাই হলাম পুরুষ । সকলেই অসীম জগতের

পিতার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পায়। লৌকিক জগতের বাবার কাছ থেকে কেবল পুত্রাই উত্তরাধিকার পায়, পুত্রীরা নয়। এমনও নয় যে আত্মা সর্বদা ফিমেলই হয়। বাবা বোঝান যে, তোমরা আত্মারা কখনো পুরুষ কখনো ফিমেলের শরীর ধারণ করো। এই সময় তোমরা সকলে হলে মেন্স (পুরুষ)। সব আত্মারাই এক বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পায়। সব বাচ্চারাই এখন বাচ্চা। সকলের বাবা হলেন এক। বাবাও বলেন - হে বাচ্চারা, তোমরা সকলেই মেন্স। আমার আত্মিক সন্তান তোমরা। কিন্তু পার্ট প্লে করার জন্য মেল-ফিমেল দুইই চাই। তখনই মনুষ্য সৃষ্টির বৃদ্ধি সম্ভব। এই কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না। যদিও বলে থাকে - আমরা সবাই ভাই - ভাই, তবুও বুঝতে পারে না।

তোমরা এখন বলো, বাবা আমরা অনেকবার তোমার থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার নিয়েছি। একথা আত্মার পাক্ষা হয়ে যায়। আত্মা অবশ্যই তার বাবাকে স্মরণ করে - ও বাবা, দয়া করো। বাবা এখন তুমি এসো, আমরা সকলেই তোমার সন্তান হবো। দেহ সহ দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে আমরা আত্মারা তোমাকেই স্মরণ করবো। বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে, আমি তোমাদের বাবা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। বাবার থেকে আমরা কিভাবে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাই, আর প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আমরা কিভাবে দেবতায় পরিণত হই, এও তো জানা চাই, তাই না। স্বর্গের উত্তরাধিকার কার থেকে পাওয়া যায়, এ তোমরা এখনই বুঝতে পারো। বাবা তো স্বর্গবাসী নন, তিনি বাচ্চাদেরই স্বর্গবাসী করেন। তিনি নিজেই নরকে আসেন, তোমরাও বাবাকে এই নরকেই ডাকো, যখন তোমরা তমঃপ্রধান হও। এ তো তমঃপ্রধান দুনিয়া, তাই না। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে যখন এনার রাজ্য ছিলো, তখন এই দুনিয়া সতোপ্রধান ছিলো। এই কথা, এই ঈশ্বরীয় পড়া, এখনই তোমরা জানতে পারো। এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া। এ কথা বলা হয় যে, মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না - বাচ্চা হলে আর উত্তরাধিকারী হয়ে গেলে, বাবা বলেন, তোমরা সমস্ত আত্মারা আমার সন্তান। তোমাদের আমি অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করি। তোমরা হলে ভাই - ভাই, তোমাদের থাকার জায়গা হলো মূলবতন বা নির্বাণধাম, যাকে নিরাকারী দুনিয়াও বলা হয়। সমস্ত আত্মারাই সেখানে থাকে। এই সূর্য - চন্দ্রের থেকেও ওপারে তোমাদের সুইট সাইলেন্স ঘর আছে, কিন্তু ওখানে তো তোমরা একেবারেই থেকে যাবে না। ওখানে থেকে গিয়ে কি করবে? সে তো জড় অবস্থা হয়ে যাবে। আত্মা যখন পার্ট প্লে করে, তখনই চৈতন্য বলা হয়। আত্মা চৈতন্য কিন্তু পার্ট প্লে না করলে তো জড় হয়ে গেলো, তাই না। তোমরা যদি এখানে দাঁড়িয়ে পড়ো, হাত - পা না চালাও তাহলে জড় হয়ে গেলে, তাই না। ওখানে তো শান্তি স্বাভাবিক থাকে, আত্মারা যেমন জড় অবস্থায় থাকে। কিছুই পার্ট প্লে করে না ওখানে। শোভা তো পার্ট প্লে করাতেই, তাই না। শান্তিধামে কি শোভা হবে? আত্মা সুখ - দুঃখের আভাসের উর্ধ্বে থাকে। কোনো পার্টি যদি প্লে না করে তবে ওখানে থেকে কি লাভ? সবার প্রথমে সুখের পার্ট প্লে করতে হবে। প্রত্যেকেই প্রথমে পার্ট পেয়ে যায় (অ্যাক্ট করবার জন্য)। কেউ বলে, আমার তো মোক্ষ চাই। জলের বুবুদে মিশে গেলাম, যেন আত্মা নেই। কোনো পার্ট না করলে তো জড় বলা হবে। চৈতন্য হওয়া সম্ভেও যদি জড় হয়ে পড়ে থাকে তাহলে কি লাভ? সবাইকেই তো পার্ট প্লে করতেই হবে। মুখ্য পার্ট হিরো - হিরোইনেরই বলা হয়ে থাকে। বাচ্চারা, তোমরা হিরো - হিরোইনের টাইটেল পেয়ে থাকো। আত্মা এখানে পার্ট প্লে করে। প্রথমে সুখের রাজ্যে পার্ট প্লে করে পরে রাবণের দুঃখের রাজ্যে যায়। বাবা এখন বলেন, বাচ্চারা, তোমরা সবাইকে এই বার্তা (পয়গাম) দাও। টিচার হয়ে অন্যদেরও বোঝাও। যারা টিচার হয় না, তাদের পদ কম হবে। টিচার হওয়া ছাড়া কার আশীর্বাদ কিভাবে পাবে? কাউকে অর্থ দিলে, খুশী তো হয়, তাই না। মনে মনে ভাববে যে, বি.কে আমাদের কতো দয়া করছে যে, আমাদের কি থেকে কি তৈরী করে দিচ্ছে। এমনিতে তো এক বাবারই মহিমা করে - বাঃ বাবা, তুমি এই বাচ্চাদের দ্বারা আমাদের কতো কল্যাণ করো। কারোর দ্বারা তো হয়, তাই না। বাবা হলেন করণকরালনহার, তিনি তোমাদের দ্বারা করান। তোমাদেরও কল্যাণ হয়। তোমরা আবার অন্যদের কলম (চারার গাছ) লাগাও। যে যত সেবা করে, সে তত উঁচু পদ পায়। রাজা হতে গেলে প্রজাও তো তৈরী করতে হবে। এরপর যে ভালো নম্বরে আসে, সেও রাজা হয়। মালা তো তৈরী হয়, তাই না। নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত, আমরা মালায় কতো নম্বরে আসবো? ৯ রত্ন তো মুখ্য, তাই না। মাঝে যিনি, তিনি হীরে তৈরী করেন। হীরেকে মাঝে রাখা হয়। মালার উপরে তো ফুলও আছে তাই না। অন্তিম সময়ে তোমরা জানতে পারবে, কে মুখ্য দানা হবে, যে এই সাম্রাজ্যে আসবে। পরের দিকে তোমাদের অবশ্যই সব সাক্ষাৎকার হবে। তোমরা দেখতে পাবে কিভাবে এরা সব সাজা ভোগ করে। শুরুতে দিব্য দৃষ্টিতে তোমরা সূক্ষ্মবতনে দেখতে। এও হলো গুপ্ত। আত্মা কোথায় সাজা ভোগ করে - এই ড্রামাতে পার্ট রয়েছে। গর্ভ জেলে আত্মা সাজা ভোগ করে। জেলে ধর্মরাজকে দেখে, তখন বলে বাইরে বের করো। রোগ ইত্যাদি হয়, সেও কর্মের হিসাব, তাই না। এ সবই বোঝার মতো কথা। বাবা তো রাইটই শোনাবেন, তাই না। এখন তোমরা সেই রাইটায়াস তৈরী হও। রাইটায়াস তাদেরই বলা হয় যারা বাবার থেকে অনেক শক্তি নিয়ে থাকে।

তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও, তাই না। তোমাদের কতো শক্তি থাকে। হাঙ্গামা ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। শক্তি কম হলে কতো হাঙ্গামা হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমরা অর্ধ কল্পের জন্য শক্তি পাও। তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। তোমরা একরকম শক্তি পেতে পারো না আর একরকম পদও পেতে পারো না। এও প্রথম থেকেই নাটকে নিহিত আছে। এই অনাদি ড্রামায় নিহিত রয়েছে। কেউ কেউ পরের দিকে আসে, এক বা দুই জন্ম নেয় তারপর শরীর ত্যাগ করে। দীপাবলীতে যেমন মশা (শ্যামা পোকা) রাতে জন্ম নেয় আবার সকালে মরে যায়। এ তো অগুণতি হয়। মানুষের তো তবুও গণনা হয়। প্রথমদিকে যে আত্মারা আসে, তাদের আয়ু কতো বেশী থাকে। বাচ্চারা, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত যে, আমরা কতো বেশী আয়ু পাবো। তোমরা এই সৃষ্টিচক্রে সম্পূর্ণ পার্ট প্লে করো। বাবা তোমাদেরই বোঝান যে, তোমরা কিভাবে সম্পূর্ণ সৃষ্টিচক্রে পার্ট প্লে করো। এই ঈশ্বরীয় পার্ট অনুসারে উপর থেকে তোমরা আসো পার্ট প্লে করতে। তোমাদের এই পার্ট হলো নতুন দুনিয়ার জন্য। বাবা বলেন, আমি তোমাদের অনেকবার পড়াই। এই পার্ট অবিনাশী হয়ে যায়। অর্ধেক কল্প তোমরা প্রালঙ্ক ভোগ করো। ওই বিনাশী পার্টে অল্পকালের জন্য সুখ ভোগ করা যায়। এখন কেউ যদি ব্যারিস্টার হয় তাহলে আবার পরের কল্পে ব্যারিস্টার হবে। এও তোমরা জানো যে - সকলের যেমন পার্ট, তাই কল্প - কল্প হতে থাকবে। দেবতা হোক বা শূদ্র, প্রত্যেকের পার্ট তেমনই হয় যা কল্প - কল্প হতে থাকে। এতে কোনো তফাৎ হতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের পার্ট প্লে করতে থাকে। এ সম্পূর্ণ এক বানানো খেলা। মানুষ জিজ্ঞেস করে পুরুষার্থ বড় নাকি প্রালঙ্ক? এখন পুরুষার্থ ছাড়া তো প্রালঙ্ক লাভ সম্ভব নয়। পুরুষার্থের আধারে প্রালঙ্ক লাভ হয়, ড্রামা অনুসারে। তাই সম্পূর্ণ বোঝা এসে পড়ে এই ড্রামার উপরেই। কেউ পুরুষার্থ করে, কেউ আবার করে না। যদিও এখানে আসে, তবুও পুরুষার্থ না করলে প্রালঙ্ক লাভ সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ দুনিয়াতে যে অ্যাক্টই চলে, সবই পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। আত্মার মধ্যে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রথম থেকেই এই পার্ট নিহিত রয়েছে। তোমাদের আত্মার মধ্যে যেমন ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে, যেমন কখনো হীরে তুল্য হয়, কখনো আবার কড়ি তুল্য। এই সব কথা তোমরা এখনই জানতে পারো। স্কুলে যদি কেউ ফেল করে তখন তাকে বুদ্ধিহীন বলা হবে। ধারণা না হলে বলা হবে ভ্যারাইটি বৃক্ষ আর তার ভ্যারাইটি ফিচার্স। এই ভ্যারাইটি বৃক্ষের জ্ঞান বাবাই বোঝান। তিনি কল্পবৃক্ষের উপরেও বোঝান। বটবৃক্ষের উদাহরণও এর উপরে রয়েছে। এই শাখাপ্রশাখার অনেক অনেক প্রসারিত।

বাচ্চারা বুঝতে পারে, আমাদের আত্মা হলো অবিনাশী, এই শরীর তো বিনাশ হয়ে যাবে। আত্মাই ধারণা অর্জন করে, আত্মাই ৮৪ জন্মগ্রহণ করে, এই শরীর তো বদলে যায়। আত্মা একই থাকে, আত্মাই ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে পার্ট প্লে করে। এ তো নতুন কথা, তাই না। বাচ্চারা, তোমরা এখন এই জ্ঞান পেয়েছো। পূর্ব কল্পেও এইভাবেই বুঝতে পেরেছিলে। বাবা এই ভারতেই আসেন। তোমরা সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তা দিতে থাকো, এমন কেউই থাকবে না যে এই বার্তা পাবে না। ঈশ্বরীয় বার্তা পাওয়ার অধিকার সবার। তারপর বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকারও নেবে। তারা কিছু তো শুনবেই, কারণ তারাও যে বাবার সন্তান। বাবা বোঝান - আমি তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। আমার কাছ থেকে তোমরা এই রচনার আদি মধ্য এবং অন্তকে জেনে এই পদ পাও, বাকি সবাই মুক্তিতে চলে যায়। বাবা তো সকলেরই সদগতি করান। মানুষ গেয়ে থাকে- অহো বাবা, তোমার লীলা..... কি লীলা? কেমন লীলা? এ হলো পুরানো দুনিয়া পরিবর্তনের লীলা। এ কথা তো জানা উচিত, তাই না। মানুষই তো জানবে, তাই না। বাচ্চারা, বাবা এসেই তোমাদের সব কথা বুঝিয়ে বলেন। বাবা হলেন নলেজফুল। তোমাদেরও নলেজফুল বানান। নম্বর অনুসারেই তোমরা তৈরি হয়ে থাকো। যারা স্কলারশিপ নেবে তাদেরকে নলেজফুল বলা হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি, হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ-দাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত।
আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা এই স্মৃতিতে থাকতে হবে যে, আমরা আত্মারা হলাম মেল, আমাদের বাবার থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পার্ট পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে।

২) সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যা কিছু অ্যাক্ট চলছে, সে সবই হলো পূর্ব রচিত ড্রামা, এতে পুরুষার্থ আর প্রালঙ্ক দুইই নির্ধারিত রয়েছে। পুরুষার্থ ছাড়া প্রালঙ্ক লাভ সম্ভব নয়, এই কথা খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে।

বরদানঃ:- যেকোনও সেবা সত্যিকারের মন দিয়ে বা একাগ্রতার (লগন) সাথে করে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সেবাপ্রার্থী ভব

যে সেবাই করা হোক তা প্রকৃত মন নিয়ে বা একাগ্রতার সাথে করলে তার ১০০ মার্জ প্রাপ্ত হয়। সেবাতে যেন বিরক্তি না আসে, সেবা করতে হয় তাই করছি, এরকম যেন না হয়। তোমাদের সেবা হলই ভিখারীকে রাজা বানানো, সবাইকে সুখ প্রদান করা, আত্মাদেরকে যোগ্য আর যোগী বানানো, অপকারীর উপরে উপকার করা, সঠিক সময়ে প্রত্যেকের সাথে বা সহযোগ দেওয়া, এইরকম সেবা যারা করে তারাই হলো সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সেবাধারী।

স্লোগান:- পবিত্রতাই হলো ব্রাহ্মণ জীবনের নবীনত্ব, এটাই হলো জ্ঞানের ফাউন্ডেশন।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্মরণে থাকার অভ্যাস করো, তাহলে সর্বদা উৎফুল্ল, উদ্ভাসিত থাকবে, বাবার সাহায্য প্রাপ্ত হবে, কখনো মুষড়ে পড়বে না"

*প্রশ্ন:- বাচ্চারা, তোমাদের এই গডলী স্টুডেন্ট লাইফ কোন্ নেশাতে অতিবাহিত করতে হবে?

*উত্তর:- সর্বদা এই নেশা যেন থাকে যে, আমরা এই পড়াশোনার ফল স্বরূপ প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। এই লাইফ হেসে-খেলে, জ্ঞানের ড্যান্স করে অতিবাহিত করতে হবে। সর্বদা উত্তরাধিকারী হয়ে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করতে থাকো। এটা হলো প্রিন্স-প্রিন্সেস তৈরী হওয়ার কলেজ। এখানে পড়তে হবে আবার পড়াতেও হবে, প্রজাও তৈরী করতে হবে। তবে রাজা হতে পারবে। বাবা তো পড়াশুনা করান, ওঁনার পড়ার আবশ্যকতা নেই।

*গীত:- শৈশবের দিন ভুলে যেও না (বচপন কে দিন ভুলা না দেনা/আজ হাসে কাল রুলা না দে না..)

ওম্ শান্তি । এই গীত হলো বিশেষ ভাবে বাচ্চাদের জন্য। যদিও গানটি হলো ফিল্মের, কিন্তু কিছু গান হলো তোমাদের জন্য। যারা সুযোগ্য (সপুত) বাচ্চা, তাদের গান শোনার সময় তার অর্থ নিজের মনের মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। এর কারণ তোমরা আমার আদরের বাচ্চা হয়েছো। বাচ্চা হয়েছো যখন বাবার উত্তরাধিকারও স্মরণেই থাকবে। বাচ্চাই হওনি তো স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হবে। বাচ্চাদের স্মরণে থাকে আমরা ভবিষ্যতে বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। এটা হলোই রাজযোগ, প্রজা যোগ নয়। আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। আমরা ওনার বাচ্চা, এছাড়া যে কোন মিত্র-সম্বন্ধীয় ইত্যাদি তাদের সকলকে ভোলাতে হয়। এক ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ স্মরণে আসে না। দেহও স্মরণে আসবে না। দেহ-অভিমানকে ভেঙে দেহী-অভিমानी হতে হবে। দেহ- অভিমানে থাকলেই অনেক রকম সংকল্প-বিকল্প (উল্টো মত) উল্টে ফেলে দেয়। স্মরণ করার প্র্যাক্টিস করতে থাকলে তো সর্বক্ষণ উৎফুল্ল প্রস্ফুটিত ফুল হয়ে থাকবে। স্মরণ করতে ভুলে গেলে ফুল ল্লান হয়ে যায়। বাচ্চারা সাহসী হলে বাবা সাহায্যকারী হন। বাচ্চাই না হও তবে বাবা কোন ব্যাপারে সাহায্য করবেন? কারণ তাদের মা-বাবা আবার রাবণ মায়্যা, সেইজন্য তাদের নীচে নেমে যাওয়ার সাহায্য প্রাপ্ত হবে। তাই এই সম্পূর্ণ গান তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের উপর তৈরী হয়েছে- শৈশবের দিনগুলি ভুলে যেও না....। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, স্মরণ না করলে আজ যারা হাসছে কাল আবার কাঁদতে থাকবে। স্মরণ করলে সর্বক্ষণ আনন্দ মুখর থাকবে। বাচ্চারা, তোমরা জানো এক গীতা শাস্ত্র আছে, যেখানে কিছু- কিছু শব্দ সঠিক আছে। লেখা আছে যে যুদ্ধের ময়দানে মরলে তবে স্বর্গে যাবে। কিন্তু এতে হিংসক যুদ্ধের তো কোনো ব্যাপারই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের বাবার থেকে শক্তি নিয়ে মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। তাই অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করতে হবে, তবেই তোমরা স্বর্গের মালিক হবে। তারা আবার বসে স্থূল হাতিয়ার ইত্যাদি দেখিয়েছে। জ্ঞান কাটারী, জ্ঞান বাণ শব্দ শুনে তো স্থূল রূপে হাতিয়ার দিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে হলো এটা জ্ঞানের কথা। এছাড়া এতো হাত ইত্যাদি তো কারোর হয় না। তো এটা হলো যুদ্ধের ময়দান। যোগে থেকে শক্তি নিয়ে বিকার গুলির উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার ফলে উত্তরাধিকার স্মরণে আসবে। উত্তরাধিকারীই উত্তরাধিকার নেয়। উত্তরাধিকারী না হলে আবার প্রজা হয়ে যেতে হয়। এটা হলোই রাজযোগ, প্রজা যোগ নয়। এই বোঝানো বাবা ব্যতীত আর কারোর পক্ষে সম্ভব নয়।

বাবা বলেন, আমাকে এই সাধারণ দেহের (ব্রহ্মা বাবার) আধার নিয়ে আসতে হয়। প্রকৃতির আধার নেওয়া ব্যতীত বাচ্চারা তোমাদেরকে কীভাবে রাজযোগ শেখাবো? আত্মা শরীরকে ছেড়ে দিলে তখন কোনো বার্তালাপ হতে পারে না। আবার যখন শরীর ধারণ করবে, বাচ্চা একটু বড় হলে তখন বেরিয়ে আসে আর বুদ্ধি খোলে। ছোটো বাচ্চারা তো পবিত্রই হয়, ওদের মধ্যে বিকার থাকে না। সল্ল্যাসীরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আবার নীচে নামতে থাকে। নিজের জীবনকে বুঝতে পারে। বাচ্চারা তো হয়ই পবিত্র, সেইজন্যই বাচ্চা আর মহাত্মা এক সমান মহিমা করা হয়। তো বাচ্চারা, তোমরা জানো এই শরীর ছেড়ে আমরা প্রিন্স-প্রিন্সেস হবো। পূর্বেও আমরা হয়েছিলাম, এখন আবার হবো। এরকম সব ধারণা স্টুডেন্টদের থাকে। এটাও তাদের বুদ্ধিতে আসে, যারা বাচ্চা হবে আর তার উপর বিশ্বস্ত, আস্থাশীল হয়ে শ্রীমতে চলবে। না হলে শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হতে পারে না। টিচার তো পড়া করেই রেখেছে। এমন নয় যে উনি পড়াশুনা করে তারপর পড়ান। না, টিচার তো পড়াশুনা করেই রয়েছেন। ওনাকে নলেজফুল বলা হয়। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তর নলেজ আর কেউ জানে না। প্রথমে তো বিশ্বাস থাকা দরকার উনি হলেন বাবা। যদি কারোর ভাগ্যে না থাকে তো আবার মনের মধ্যে থিট-পিট

চলতে থাকে। জানা নেই চলতে পারবে। বাবা বুঝিয়েছেন যখন তোমরা বাবার কোলে আসবে তো এই বিকারের অসুখ আরোই প্রকট ভাবে বেরিয়ে আসবে। বৈদ্যরাও বলে - অসুখ বাড়বে। বাবাও বলেন তোমরা বাচ্চা হবে তো দেহ-অভিমানের আর কাম-ক্রোধ ইত্যাদির অসুখ বাড়বে। না হলে পরীক্ষা হবে কীভাবে? তোমাদের কোনো বিভ্রান্তি থাকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করো। যখন তোমরা শক্তিশালী হয়ে ওঠো তখন মায়া খুব আচ্ছাদ দেয়। তোমরা বস্ত্রিং করতে থাকো। বাচ্চা না হলে তো বস্ত্রিংয়ের কোনো ব্যাপারই নেই। সে তো নিজের সংকল্প-বিকল্পতে গোঁতা খায়, কোনো সাহায্যই পায় না। বাবা বোঝান - মাঝা, বাবা বললে তো বাবার বাচ্চা হতে হয়, আবার সেই হৃদয়ে সুনিশ্চিত হয়ে যায় যে ইনি আমাদের আত্মাদের পিতা। এছাড়া এটা হলো যুদ্ধের ময়দান, এতে ভয় পেতে নেই যে ঝড়ে যে দাঁড়াতে পারবো কি পারবো না? একে দুর্বলতা বলা হয়। এক্ষেত্রে বাঘ হতে হয়। পুরুষার্থের জন্য ভালো মত নিতে হয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। অনেক বাচ্চা নিজের অবস্থা লিখে পাঠায়। বাবাকেই সার্টিফিকেট দিতে হয়। যদিও বা এনার (ব্রহ্মাবাবা) থেকে লুকাও, শিববাবার থেকে তো লুকানো যায় না। অনেক আছে যারা লুকায়, কিন্তু ওঁনার থেকে কিছুই লুকোতে পারা যায় না। ভালোর ফল ভালো, আর খারাপের ফল খারাপ হয়। সত্যযুগ-এতোতে তো সব ভালো আর ভালো হয়। ভালো-খারাপ, পাপ-পুণ্য এখানে হয়। ওখানে দান-পুণ্যও করা যায় না। হলোই প্রলঙ্ক। এখানে আমরা টোটাল স্যারেন্ডার হলে, তবে বাবা ২১ জন্মের জন্য দিয়ে দেন। ফলো ফাদার করতে হবে। যদি উল্টো কাজ করো তো বাবার নামও বদনাম করবে, সেইজন্য শিক্ষাও দিতে হয়। রূপ-বসন্তও সকলকে হতে হবে। আমাদের আত্মাদের বাবা পড়িয়েছেন আবার অন্যদের প্রতি তা বর্ষণও তো করতে হবে। সত্য ব্রাহ্মণদের সত্য গীতা শোনাতে হবে। অন্য কোনো শাস্ত্রের কথা নেই। মুখ্য হলো গীতা। বাকী সব এর ছোট বাচ্চা। ওর থেকে কারোর কল্যাণ হয় না। আমাকে কেউ পায় না। আমিই এসে আবার সহজ জ্ঞান, সহজ যোগ শেখাই। সকল শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি হলো গীতা, সেই সত্য গীতার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণেরও গীতার দ্বারা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, গীতারও যিনি বাবা, অর্থাৎ রচয়িতা, তিনিই উত্তরাধিকার দেন। এছাড়া গীতা শাস্ত্র থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় না। রচয়িতা হলেন এক, এছাড়া হলো ওনার রচনা। নন্দর ওয়ান শাস্ত্র হলো গীতা। তো পরে যেসব শাস্ত্র তৈরী হয় তার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হতে পারে না। উত্তরাধিকার প্রাপ্তই হয় সামনে। মুক্তির উত্তরাধিকার তো সকলের প্রাপ্ত হয় না, সকলকে ফিরে যেতে হবে। এছাড়া স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় অধ্যয়নের দ্বারা। আবার যে যতো অধ্যয়ন করবে। বাবা সামনে বসে পড়ান। যতক্ষণ না বিশ্বাস হবে যে কে পড়াচ্ছেন তো বুঝতে কি পারবে? প্রাপ্তি কি করতে পারে? তবুও বাবার থেকে শুনতে থাকলে তো জ্ঞানের বিনাশ হয় না। যত সুখ প্রাপ্ত হয় আবার অন্যদেরও সুখ দেবে। প্রজা তৈরী করলে তো আবার নিজে রাজা হয়ে যাবে।

আমাদের হলো স্টুডেন্ট লাইফ। হেসে-খেলে, জ্ঞানের ড্যান্স করে আমরা গিয়ে প্রিন্স হবো। স্টুডেন্ট জানে, আমাকে প্রিন্স হতে গেলে খুশীর পারদ চড়বে। এটা তো প্রিন্স-প্রিন্সেসের কলেজ। সেখানে (সত্যযুগে) প্রিন্স-প্রিন্সেসের আলাদা কলেজ হয়। বিমানে চড়ে যায়। বিমানও সেখানকার ফুল ফ্রফ হয়, কখনো ভাঙতে পারে না কোনো ভাবেই, কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ই না। এই সব হলো বোঝার ব্যাপার। এক তো বাবার সাথে সম্পূর্ণ বুদ্ধিযোগ রাখতে হয়, দ্বিতীয়তঃ বাবাকে সমস্ত সংবাদ দিতে হয়, কারা-কারা কাঁটা থেকে কুঁড়ি হয়েছে? বাবার সাথে সম্পূর্ণ কানেকশন রাখতে হয়, যা আবার টিচারও ডায়রেকশন দিতে থাকে। কারা উত্তরাধিকারী হয়ে ফুল হওয়ার পুরুষার্থ করে? কাঁটা থেকে কুঁড়ি তো হয়, আবার ফুল তখন হয় যখন বাচ্চায় পরিণত হয়। না হলে কুঁড়ি তো কুঁড়ি থাকবে অর্থাৎ প্রজাতে এসে যাবে। এখন যে যেমন পুরুষার্থ করবে, ঐরকম পদ প্রাপ্ত করবে। এমন না, একজন দৌড়ালে আমরা তাকে পিছনে টেনে ধরবো। ভারতবাসী এরকম মনে করে। কিন্তু পিছনে টানার তো ব্যাপারই নেই, যা করবে সেটাই পাবে। যে পুরুষার্থ করবে, ২১ জন্ম তার প্রালঙ্ক হবে। বৃদ্ধ তো অবশ্যই হবে। কিন্তু অকাল মৃত্যু হয় না। কতো বলিষ্ঠ পদ। বাবা বুঝে যান এর ভাগ্য খুলেছে, উত্তরাধিকারী হয়েছে। এখন হলো পুরুষার্থী, তবুও রিপোর্টও করে, বাবা এই-এই বিদ্বান আসছে, এটা হয়ে থাকে। প্রত্যেককে তো দিনপঞ্জি দিতে হয়। এতো পরিশ্রম আর কোনো সংসঙ্গতে হয় না। বাবা তো ছোটো ছোট বাচ্চাদেরও সন্দেশী (পরমধাম, সুস্মলোকের সংবাদ যাঁরা আনেন) তৈরী করে দেন। লড়াইতে ম্যাসেজ নিয়ে যাওয়ার জন্যও তো কাউকে চাই যে না। এটা হলো লড়াই এর ময়দান। এখানে তোমরা সামনে শোনো বলে খুব ভালো লাগে, হৃদয় খুশী থাকে। বাইরে গেলে আর সারসের সঙ্গ পেলে - তবে খুশী উড়ে যায়। সেখানে মায়ার ধূলো আছে যে, সেইজন্য সুপরিপক্ক হতে হয়।

বাবা কতো ভালোবেসে পড়ান, কতো ফেসিলিটিজ (সুবিধা) দেন। এরকমও অনেক আছে যারা ভালো-ভালো বলে আবার উধাও হয়ে যায়, দাঁড়াতে আবার দাঁড়াতে সক্ষম হয়, এমনই সংখ্যা বিরল। এক্ষেত্রে তো জ্ঞানের নেশা দরকার। মদেরও যেমন নেশা হয়ে থাকে ! কেউ দেউলিয়া করে দিলো তো আরো মদ্যপান করলো, নেশা খুব বেশী রকম উঠলে তো মনে করে আমি হলাম রাজারও রাজা। এখানে তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের রোজ জ্ঞান অমৃতের পেয়ালা প্রাপ্ত হয়। ধারণ করার

জন্য দিন-প্রতিদিন পয়েন্টস এরকম পাওয়া যেতে থাকে যাতে বুদ্ধির তালা খুলতে থাকে, সেইজন্য মুরলী তো যেমন করেই হোক পড়তে হয়। যেমন গীতা রোজ পাঠ করে যে না। এখানেও রোজ বাবার কাছে পড়াশুনা করতে হয়। জিজ্ঞাসা করা উচিত- আমার উন্নতি হচ্ছে না, কি কারণ আছে? এসে বোঝা উচিত। আসবেও সেই যার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে উনি হলেন আমাদের বাবা। এরকম নয়, পুরুষার্থ করছি - নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়ার জন্য। নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন তো একরকমই হয়, তাতে কোনো পার্সেন্টেজ হয় না। বাবা হলেন এক, ওনার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে হাজার জন পড়ে তবুও বলে কীভাবে বিশ্বাস করবো? তাদের অপ্রসন্ন বলা হয়। সুপ্রসন্ন তারা, যারা বাবাকে চিনেছে আর মেনে নিয়েছে। কোনো রাজা যদি বলে এসে আমার কোলের বাচ্চা হও, তো সে গেলেই সুনিশ্চিত হয়ে যায়। এইরকম বলবে না যে বিশ্বাস হলো কীভাবে? এটা হলোই রাজযোগ। বাবা তো হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাই স্বর্গের মালিক তৈরী করেন। বিশ্বাস হচ্ছে না তো তোমার ভাগ্যে নেই, আর কেউ কি করতে পারে? তাঁকে যদি নাই বা মানবে তবে উপায় হবে কীভাবে? তারা খুঁড়িয়েই চলবে। অসীম জগতের বাবার থেকে ভারতবাসীর কল্প-কল্প স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। দেবতা হলোই স্বর্গে থাকে। কলিযুগে তো রাজস্ব হয়ই না। প্রজারও প্রজার উপর রাজ্য। পতিত দুনিয়া যখন তো তাকে পবিত্র দুনিয়া বাবা করবে না তো কে করবে? ভাগ্যে না থাকলে তো আবার বুঝবেও না। এটা তো একদম সোজা বোঝার ব্যাপার। লক্ষ্মী-নারায়ণ এই রাজস্বের প্রালব্ধ কখন পেয়েছে? অবশ্যই পূর্ব জন্মের কর্ম আছে, তবেই প্রালব্ধ লাভ করেছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলো, এখন হলো নরক তো এরকম শ্রেষ্ঠ কর্ম অথবা রাজযোগ একমাত্র বাবা ব্যতীত আর কেউ শেখাতে পারে না। এখন হলো সকলের অন্তিম জন্ম। বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন। দ্বাপরে কি আর রাজযোগ শেখাবেন! দ্বাপরের পরে কি আর সত্যযুগ আসবে! এখানে তো খুব ভালো ভাবে বুঝে যায়। বাইরে গেলেই শূণ্য হয়ে যায়, যেমন কৌটোতে নুড়ি থেকে যায়, রক্ত চলে যায়। জ্ঞান শুনতে শুনতে বিকারে পড়লে তো শেষ। বুদ্ধি থেকে জ্ঞান রক্তের ঝাড়া-মোছা হয়ে যায়। এরকমও অনেকে লেখে- বাবা, পরিশ্রম করতে করতে আজ আবার পড়ে গিয়েছি। পড়ে গেছো তো নিজেকে আর কুলকে কলঙ্ক লাগিয়েছো, ভাগ্যে সীমা-রেখা টেনে দিয়েছো। বাড়ীতেও যদি বাচ্চারা এরকম কোনো অকর্তব্য করে তো বলে এরকম বাচ্চার মরণ ভালো। তো এই অসীম জগতের পিতা বলেন কুল কলঙ্কিত হয়ে না। যদি বিকারের দান দিয়ে আবার তা ফিরিয়ে নাও তো পদব্রষ্ট হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করতে হবে, বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। চোট লাগলে আবার উঠে দাঁড়িয়ে পড়ো। ক্ষণে-ক্ষণে চোট খেতে থাকলে তো হেরে গিয়ে বেহুঁশ হয়ে যাবে। বাবা তো অনেক বোঝান তবে তারা এখানেই থাকে। মায়া অনেক চতুর। পবিত্রতার পণ করে যদি আবার পতন ঘটে তবে চোট বড় জোরে লেগে যায়। থেয়া পার হয়ই পবিত্রতার দ্বারা। পিওরিটি যখন ছিলো, তখন ভারতের নক্ষত্র উজ্জ্বল ছিল। এখন তো ঘোর অন্ধকার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) এই যুদ্ধের ময়দানে মায়াকে ভয় পেতে নেই, পুরুষার্থ করার জন্য বাবার থেকে ভালো মত নিয়ে নিতে হবে। বিশ্বস্ত (বাবাদার), অনুগত (ফরমানবরদার) হয়ে শ্রীমতে চলতে থাকতে হবে।

২) আত্মিক নেশাতে থাকার জন্য জ্ঞান অমৃতের পেয়ালা রোজ পান করতে হবে। রোজ মুরলী পড়তে হবে। ভাগ্যশালী হওয়ার জন্য বাবার প্রতি যেন সংশয় না আসে।

বরদানঃ:- ব্রহ্মা বাবার সমান জীবন্মুক্ত স্থিতির অনুভবকারী কর্মের বন্ধনগুলির থেকে মুক্ত ভব ব্রহ্মা বাবা কর্ম করলেও কর্মের বন্ধনে ফঁসে যেতেন না। সম্পর্ক-সম্বন্ধে থেকেও সম্বন্ধের বন্ধনে আবদ্ধ হতেন না। তিনি ধন আর সাধনের বন্ধন থেকেও মুক্ত ছিলেন, দায়িত্ব পালন করেও জীবন্মুক্ত স্থিতির অনুভব করেছেন। এইরকম ফলো ফাদার করো। তোমরা অতীতের কোনও হিসেব-নিকেশের বন্ধনেও আবদ্ধ হবে না। সংস্কার, স্বভাব, প্রভাব আর জোড় করে চাপিয়ে দেওয়ার বন্ধনেও আসবে না, তখন বলা হবে কর্মবন্ধন মুক্ত, জীবন্মুক্ত।

স্নোগানঃ:- তমোগুণী বায়ুমন্ডলে নিজেকে সেফ রাখতে হলে সাফ্রী হয়ে খেলা দেখার অভ্যাস করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্যিকারের উপার্জন করার পুরুষার্থ সর্বপ্রথমে নিজে করো, তারপরে নিজের আত্মীয় পরিজনদেরও করাও, চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম"

*প্রশ্নঃ - সুখ বা শান্তি প্রাপ্ত করার বিধি কি?

*উত্তরঃ - পবিত্রতা। যেখানে পবিত্রতা রয়েছে সেখানে সুখ-শান্তি রয়েছে। বাবা পবিত্র দুনিয়া সত্যযুগের স্থাপনা করেন। সেখানে বিকার থাকে না। যারা দেবতাদের পূজারী, তারা কখনও এমন প্রশ্ন করতে পারে না যে, বিকার ব্যতীত দুনিয়া চলবে কিভাবে? এখন তোমাদের শান্তির দুনিয়ায় যেতে হবে, তাই এই পতিত দুনিয়াকে ভুলতে হবে। শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করতে হবে।

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে। শিববাবাও ওম্ শান্তি বলতে পারেন তো শালগ্রাম বাচ্চারাও বলতে পারে। আত্মা বলে ওম্ শান্তি। সন অফ সাইলেন্স ফাদার। শান্তির জন্য জঙ্গলে গিয়ে উপায় সন্ধান করতে হয় না। আত্মা তো হলোই সাইলেন্স। এরপরে আর কি উপায় করবে? এই কথা বাবা বসে বোঝান। সেই বাবাকেই বলা হয়, সেখানে নিয়ে চলো যেখানে সুখ শান্তি প্রাপ্ত হবে। শান্তি বা সুখ সব মানুষই চেয়ে থাকে। কিন্তু সুখ ও শান্তির পূর্বে চাই পবিত্রতা। পবিত্রকে পাবন, অপবিত্রকে পতিত বলা হয়। পতিত দুনিয়ার মানুষ ডাকতে থাকে যে এসে আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তিনি হলেন পতিত দুনিয়া থেকে উদ্ধার করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাওয়ার পথ প্রদর্শক। সত্যযুগে পবিত্রতা থাকে, কলিযুগে থাকে অপবিত্রতা। ওটা হল ভাইসলেস (পাপ রহিত/নিষ্পাপ) দুনিয়া আর এটা হলো ভিশাস (পাপ পূর্ণ) দুনিয়া। এই কথা তো বাচ্চারা জানে দুনিয়া বৃদ্ধি হতেই থাকে। সত্যযুগ হলো ভাইসলেস দুনিয়া তো অবশ্যই মানুষ কম থাকবে। সেই কম সংখ্যায় কারা থাকবে? অবশ্যই সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজত্বই থাকে, যাকে সুখের দুনিয়া বা সুখধাম বলা হয়। এটা হলো দুঃখ ধাম। দুঃখধামকে সুখধামে পরিণত করেন একমাত্র পরমপিতা পরমাত্মা। সুখের উত্তরাধিকার অবশ্যই বাবা-ই দেবেন। এখন সেই পিতা নিজে বলছেন দুঃখধামকে ভুলে যাও, শান্তিধাম এবং সুখধামকে স্মরণ করো, একেই "মন্বনাভব" বলা হয়। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সুখধামের সাক্ষাৎকার করান। দুঃখধামের বিনাশ করিয়ে শান্তিধাম নিয়ে যান। এই চক্রটি বৃত্ত হতে হবে। ৮৪ জন্ম নিতে হয়। যারা প্রথমে সুখধামে আসে, তাদের হয় ৮৪ জন্ম। শুধুমাত্র এই কথাটুকু স্মরণ করলেও বাচ্চারা সুখধামের মালিক হতে পারবে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, শান্তিধামকে স্মরণ করো এবং পরে উত্তরাধিকার অর্থাৎ সুখধামকে স্মরণ করো। সর্বপ্রথমে তোমরা শান্তিধামে যাও, তাই নিজেদেরকে শান্তিধাম, ব্রহ্মাণ্ডের মালিক নিশ্চয় করো। চলতে-ফিরতে নিজেদের সেখানকার বাসিন্দা নিশ্চয় করলে এই দুনিয়ার কথা ভুলে যাবে। সত্যযুগ হলো সুখধাম কিন্তু সবাই তো সত্যযুগে আসতে পারবে না। এইসব কথা সে-ই বুঝবে যে দেবতার পূজারী হবে। এ হলো প্রকৃত উপার্জন, যা সত্য পিতা শেখান। বাকি সবই হলো মিথ্যা উপার্জন। অবিনাশী জ্ঞান রত্নের উপার্জনকেই প্রকৃত সত্য উপার্জন বলা হয়। বাকি বিনাশী ধন-সম্পদ সবই হলো মিথ্যা উপার্জন। দ্বাপর থেকে মিথ্যা উপার্জন করে এসেছ। এই অবিনাশী প্রকৃত সত্য উপার্জনের প্রালম্ব সত্যযুগ থেকে শুরু হয়ে ত্রেতায় পূর্ণ হয় অর্থাৎ অর্ধকল্প ভোগ করো। তারপরে শুরু হয় মিথ্যা উপার্জন, যার দ্বারা অল্পকাল ক্ষণ ভঙ্গুর সুখের প্রাপ্ত হয়। এই অবিনাশী জ্ঞান রত্ন, জ্ঞান সাগর-ই প্রদান করেন। সত্য উপার্জন সত্য পিতা-ই করান। ভারত সত্যখন্ড ছিল, ভারত-ই এখন মিথ্যাখন্ড হয়েছে। অন্য খন্ড গুলিকে সত্যখন্ড, মিথ্যাখন্ড বলা হয় না। সত্যখন্ড নির্মাণ করেন তিনি বাদশাহ, তিনি সত্য। সত্য হলেন একমাত্র গড ফাদার, বাকিরা হলেন মিথ্যা ফাদার। সত্যযুগেও সত্য ফাদার থাকেন কারণ সেখানে মিথ্যা পাপ কিছুই হয় না। এ হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া, ওটা হলো পুণ্য আত্মাদের দুনিয়া। অতএব এখন এই সত্য উপার্জন করার জন্য কতো পুরুষার্থ করা উচিত। যারা কল্প পূর্বে উপার্জন করেছিল, তারা-ই করবে। প্রথমে নিজে সত্য উপার্জন করে তারপরে পিতৃকুল এবং শ্বশুর কুলেও এই সত্য উপার্জন করাতে হবে। চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম।

সর্বব্যাপীর জ্ঞান নিয়ে ভক্তি করা অসম্ভব। যখন সবাই ভগবানের রূপে তখন ভক্তি কার করবে? তো এই পাঁক থেকে উদ্ধার করার পরিশ্রম করতে হয়। সন্ন্যাসীরা চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম করবে কীভাবে? প্রথমে তো তারা রুর্বাশ্রমের কথা বলতেই চায় না। বলো, কেন বলো না? জানা তো উচিত, তাইনা। বললে কি হবে, অমুক ঘরের ছিল, পরে সন্ন্যাস

ধারণ করেছে ! আর বাচ্চারা, তোমাদের জিজ্ঞাসা করলে, তোমরা তো চট করেই বলতে পারো। সন্ন্যাসীদের অনেক ফলোয়ার্স থাকে। তারা যদি বসে বলে যে ভগবান এক, তবে তো সবাই তাদের জিজ্ঞাসা করবে, কে তোমাকে এই জ্ঞান দিয়েছে? যদি বলে বি.কে.-রা দিয়েছে, তাহলে তো তাদের পুরো ব্যবসা শেষ হয়ে যাবে। এইভাবে কে নিজের সম্মান খোয়াবে? তখন কেউ ভোজন দান করবে না। তাই সন্ন্যাসীদের বলার অসুবিধা আছে। সবচেয়ে প্রথমে তো নিজের আত্মীয়-পরিজনদেরকে জ্ঞান প্রদান করে সত্য উপার্জন করতে হবে যাতে তারাও ২১ জন্মের সুখ প্রাপ্ত করে। কথা তো খুব সহজ। কিন্তু ড্রামায় এত শাস্ত্র মন্দির ইত্যাদি থাকাটাও পূর্ব নির্ধারিত।

পতিত দুনিয়ার মানুষ বলে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। সত্যযুগ পার হয়ে গেছে ৫ হাজার বছর হয়েছে। তারা তো কলিযুগের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে তাহলে পরে মানুষ বুঝবে কীভাবে যে সুখধাম কোথায়? কবে হবে? তারা তো বলে, মহাপ্রলয় হয়, তারপরে সত্যযুগ হয়। সর্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ শিশু রূপে পায়ের আগুল মুখে নিয়ে অশ্বখ গাছের পাতায় আসেন। তারা কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছে! এখন বাবা বলেন ব্রহ্মার দ্বারা আমি সব বেদ-শাস্ত্রের সার বলি, তাই বিষ্ণুর নাভি-কমল থেকে ব্রহ্মাকে দেখানো হয়েছে এবং তারপরে হাতে শাস্ত্র দিয়ে দিয়েছে। এবারে ব্রহ্মা তো নিশ্চয়ই এখানে থাকবেন। সূক্ষ্মবতনে তো শাস্ত্র থাকবে না, তাইনা। ব্রহ্মা এখানেই থাকা উচিত। বিষ্ণু, লক্ষ্মী-নারায়ণের রূপও তো এখানেই হয়। যিনি ব্রহ্মা, তিনিই বিষ্ণু হন, তারপরে বিষ্ণু আবার পরে ব্রহ্মা হন। এবারে ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণুর উৎপত্তি হয় নাকি বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মার - এইসব বুঝবার বিষয়। কিন্তু এই কথাগুলো বুঝবে সে যে ভালো ভাবে পড়াশোনা করবে। বাবা বলেন, যতক্ষণ না তোমাদের দেহ ত্যাগ হচ্ছে ততক্ষণ বুঝতেই থাকবে। তোমরা একেবারে ১০০% বোধহীন, কাঙাল হয়ে গেছো। তোমরা-ই বুদ্ধিমান দেবী-দেবতা ছিলে, এখন পুনরায় দেবী-দেবতায় পরিণত হচ্ছে। মানুষ তো তা বানাতে পারে না। তোমরা সেই দেবতা ছিলে, তারপরে ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে একদম কলাহীন হয়ে পড়েছ। তোমরা সুখধামে খুব সুখে শান্তিতে ছিলে, এখন অশান্তিতে আছো। তোমরা ৮৪ জন্মের হিসেব বলে দিতে পারো। ইসলাম, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, মঠ, পথ, পন্থ সব কত জন্ম নেবে? এই হিসেব করা তো সহজ। স্বর্গের মালিক তো ভারতবাসী-ই হবে। বৃষ্ণের চারা রোপণ হচ্ছে, তাইনা। এ হল বোঝানোর বিষয়। নিজে বুঝলে তো প্রথমে নিজের মাতা-পিতা, ভাই-বোনদের জ্ঞান দিতে হবে। গৃহস্থ থেকে পদ্ম ফুলের মতন থাকতে হবে। তারপরে চ্যারিটি বিগিন্স অ্যাট হোম। পিতৃকুল, শ্বশুর কুলে নলেজ দিতে হবে। ব্যবসা ইত্যাদিতে সবচেয়ে প্রথমে নিজের ভাইদের ভাগ-ই নিযুক্ত করা হয়। এখানেও ঠিক সেইরকম। গায়নও আছে সেই কন্যাই শ্রেষ্ঠ, যে পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের উদ্ধার করে। অপবিত্র রা উদ্ধার করতে পারে না। তবে কোন্ কন্যা? এই ব্রহ্মার কন্যা, ব্রহ্মাকুমারী আছে না। এখানে (মাউন্ট আবুতে) কুমারী ও অধর কুমারীদের মন্দির আছে, তাই না। এখানে তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন তৈরি হয়ে আছে। আমরা আবার এসেছি ভারতকে স্বর্গে পরিণত করতে। এই দিলওয়াড়া মন্দির সঠিকভাবে তৈরি হয়েছে, উপরে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। কিন্তু স্বর্গ তো আছে এখানেই। রাজযোগের তপস্যাও এখানেই হয়। যাদের মন্দির, তাদের তো এই কথা জানা উচিত, তাই না! এখানে ভিতরে জগৎপিতা জগদম্বা, আদি দেব, আদি দেবী বসে আছেন। আচ্ছা, আদি দেব কার সন্তান? শিববাবার। কুমারী কন্যা, অধর কুমারী সবাই রাজযোগে বসে আছে। বাবা বলেন "মন্মনাভব", তাহলে তোমরা বৈকুণ্ঠের মালিক হবে। মুক্তি, জীবনমুক্তিধামকে স্মরণ করো। এটাই হলো তোমাদের সন্ন্যাস। জৈন ধর্মের মানুষদের সন্ন্যাস প্রক্রিয়া খুব কঠিন। মাথার চুল একটা একটা করে টেনে ছিঁড়ে তোলার (যা কিনা ভীষণই বেদনাদায়ক) কঠোর নিয়ম আছে। এখানে তো হলই সহজ রাজযোগ। এটা হলো প্রবৃত্তি মার্গ। এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে। কোনও জৈন মুনি বসে নিজের নতুন ধর্ম স্থাপন করেন কিন্তু তাকে তো আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম তো বলা হবে না, তাইনা। সেটা তো এখন প্রায় লুপ্ত (আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম)। কেউ জৈন ধর্ম প্রচার করেছে আর সেই ধর্ম চলেছে। এও ড্রামায় রয়েছে। আদি দেবকে পিতা এবং জগৎ অম্বাকে মাতা বলা হবে। এই কথা তো সবাই জানে যে আদি দেব হলেন ব্রহ্মা। আদম - বিবি, অ্যাডম - ইভও বলা হয়। খ্রীষ্টানরা জানে না যে অ্যাডম - ইভ এখন তপস্যা করছেন। মনুষ্য সৃষ্টির বংশলতিকার এরাই হলেন হেড। এই রহস্য বাবা বসে বোঝান। শিবের এত মন্দির আছে বা লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির আছে, তো তাঁদের জীবনকাহিনী জানা উচিত, তাইনা! এই কথাও জ্ঞান সাগর বাবা বসে বোঝান। পরমপিতা পরমাত্মাকেই নলেজফুল জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর বলা হয়। পরমাত্মার মহিমা কোনও সাধু সন্ন্যাসী ইত্যাদি জানে না। তারা তো বলে পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, তাহলে মহিমা করা হবে কার? পরমাত্মাকে না জানার দরুন নিজেদেরকে শিবোহম্ বলে দেয়। তা নাহলে পরমাত্মার মহিমা কত বিশাল। তিনি তো হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ। মুসলমান রাও বলে খোদা আমাদের জন্ম দিয়েছেন, সুতরাং আমরা হলাম তাঁরই রচনা। এক রচনা আরেক রচনাকে উত্তরাধিকার প্রদান করতে পারে না। ক্রিয়েশন, ক্রিয়েটরের কাছে থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে, এই কথা কেউ বুঝতে পারে না। তিনি হলেন বীজরূপ, সত্য, চৈতন্য, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান তাঁর আছে। বীজ ব্যতীত আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান কোনও মানুষেরই থাকতে পারে না। বীজ চৈতন্য তো নলেজও অবশ্যই তাঁর মধ্যে হবে।

তিনি-ই এসে তোমাদের সম্পূর্ণ সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। এইরূপ বোর্ডও লাগিয়ে দেওয়া উচিত যে, এই চক্রকে জানলে তোমরা সত্যযুগের চক্রবর্তী রাজা বা স্বর্গের রাজা হবে। কতখানি সহজ এই কথা। বাবা বলেন, যত দিন বাঁচবে, ততদিন আমাকে স্মরণ করতে হবে। আমি নিজে তোমাদের এই বশীভূত করার মন্ত্র প্রদান করি। এখন তোমাদের স্মরণ করতে হবে বাবাকে। স্মরণের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনাশ হবে। এই স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকলে মায়ার মাথা কাটা যাবে। আমি তোমাদের আত্মাকে পবিত্র করে ফিরিয়ে নিয়ে যাব তারপরে তোমরা সতোপ্রধান শরীর ধারণ করবে। সেখানে বিকার থাকে না। তারা বলে বিকার না থাকলে সৃষ্টি চলবে কিভাবে? তাদের বোলো, তোমরা বোধহয় দেবতাদের পূজারী নও। লক্ষ্মী-নারায়ণের মহিমা বর্ণনা করা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী। জগদম্বা, জগৎপিতা হলেন নির্বিকারী, রাজযোগের তপস্যা করে পতিত থেকে পবিত্র, স্বর্গের মালিক হয়েছেন। তপস্যা করা-ই হয় পুণ্য আত্মা হওয়ার জন্য। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই পুরানো দুনিয়াকে বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে চলতে-ফিরতে নিজেকে শান্তিধামের বাসিন্দা ভাবতে হবে। শান্তিধাম ও সুখধামকে স্মরণ করে প্রকৃত সত্য উপার্জন করতে হবে এবং অন্যদেরও করাতে হবে।

২) রাজযোগের তপস্যা করে নিজেকে পুণ্য আত্মা বানাতে হবে। মায়ার গলা কাটতে স্বদর্শন চক্র যেন সদা ঘুরতে থাকে।

বরদান:- সম্পন্নতার দ্বারা সদা সন্তুষ্টতার অনুভবকারী সম্পত্তিবান ভব
স্বরাজ্যের সম্পত্তি হলো জ্ঞান, গুণ আর শক্তি। যারা এই সকল সম্পত্তিতে সম্পন্ন স্বরাজ্য অধিকারী, তারাই সদা সন্তুষ্ট থাকে। তাদের কাছে অপ্রাপ্তির নাম-লক্ষণ নেই। লৌকিকের ইচ্ছাগুলিরও অবিদ্যা - একে বলা হবে সম্পত্তিবান। তারা সদা দাতা হবে, কোনও কিছু চাইবে না। তারা অখন্ড সুখ-শান্তিময় স্বরাজ্যের অধিকারী হবে। কোনও প্রকারের পরিস্থিতি তাদের অখন্ড শান্তিকে খন্ডিত করতে পারবে না।

স্নোগান:- জ্ঞান নেত্রের দ্বারা যারা তিন কাল আর তিন লোককে জানে, তারাই হলো মাস্টার নলেজফুল।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সর্বদা এই স্বমানে থাকো, সম্মান দাও, সবার সহযোগী হও আর সবাইকে সমর্থ বানাও"

আজ ভাগ্যবিধাতা বাপদাদা চতুর্দিকের প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে ভাগ্যের তিন রেখা দেখছেন। এক পরমাত্ম পালনের ভাগ্যবান রেখা, দুই - সত্য শিক্ষকের শিক্ষার ভাগ্যবান রেখা, তিন- শ্রীমতের বলমলে রেখা। চতুর্দিকের বাচ্চাদের ললাটের মাঝখানে তিন রেখা খুব ভালো ভাবে জ্বলজ্বল করছে। তোমরাও সবাই নিজেদের ভাগ্যের তিন রেখা দেখতে পাচ্ছে তো না! যখন ভাগ্যবিধাতা তোমরা সব বাচ্চার বাবা তখন তোমরা ব্যতীত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য অন্য কারও হতে পারে! বাপদাদা দেখছেন বিশ্বে অনেক কোটি আত্মা রয়েছে, কিন্তু সেই কোটি কোটির মধ্যে থেকে ৬ লাখ পরিবার... কত অল্প! কোটি কোটির মধ্যে কতিপয় হয়ে গেল তো না! বাস্তবে, সব মানবের জীবনে তিনটি বিষয় - লালন পালন, পড়াশোনা এবং শ্রেষ্ঠ মত, এই তিনটিই আবশ্যিক। কিন্তু এই পরমাত্ম লালনপালন এবং দেব আত্মা ও মানব আত্মাদের মত, প্রতিপালন, পঠনপাঠনে রাতদিনের ব্যবধান। তো এত শ্রেষ্ঠ ভাগ্য যা তোমাদের সংকল্পেও ছিল না, কিন্তু এখন প্রত্যেকের হৃদয় গেয়ে থাকে - 'পেয়ে গেছি'। পেয়ে গেছ, নাকি পাওয়া বাকি আছে? কী বলবে? পেয়ে গেছ তো না! বাবাও এমন বাচ্চাদের ভাগ্য দেখে আনন্দিত হন। বাচ্চারা বলে বাঃ বাবা বাঃ! আর বাবা বলেন বাহ বাচ্চারা বাঃ! বস্তুত, এই ভাগ্যকে শুধু স্মৃতিতে রাখা নয় বরং সদা স্মৃতিস্বরূপ থাকতে হবে। কিছু কিছু বাচ্চা খুব ভালো ভাবে পারে কিন্তু ভাবনা স্বরূপ হওয়া উচিত নয়, স্মৃতিস্বরূপ হতে হবে। স্মৃতি স্বরূপ তথা সমর্থ স্বরূপ। ভাবনা স্বরূপ সমর্থ স্বরূপ নয়।

বাপদাদা বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের লীলা দেখতে দেখতে মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন। কেউ কেউ ভাবনা স্বরূপ থাকে, সদা স্মৃতি স্বরূপ থাকে না। কখনো ভাবনা স্বরূপ, কখনও স্মৃতি স্বরূপ। যারা স্মৃতিস্বরূপ থাকে তারা নিরন্তর ন্যাচারাল স্বরূপ থাকে। যারা ভাবনা স্বরূপ থাকে তাদের পরিশ্রম করতে হয়। এই সঙ্গম যুগ পরিশ্রমের নয়, সর্বপ্রাপ্তির অনুভবের যুগ। ৬৩ জন্ম পরিশ্রমের, কিন্তু এখন পরিশ্রমের ফল প্রাপ্ত করার যুগ অর্থাৎ সময়।

বাপদাদা দেখছিলেন যে দেহ ভাবের স্মৃতিতে থাকায় তোমরা কী পরিশ্রম করেছ - আমি অমুক, আমি অমুক... এই পরিশ্রম করেছ! এটা ন্যাচারাল ছিল তো না! বডি কনসাসনেস এর নেচার হয়ে গেছে, তাই না! নেচার এত পোক্ত হয়ে গেছে যে এখনও কখনো কখনো অনেক বাচ্চার আত্ম-অভিমানী হওয়ার সময় বডি কনসাসনেস নিজের দিকে আকর্ষণ করে নেয়। ভাবে আমি আত্মা, আমি আত্মা, কিন্তু দেহবোধ এত ন্যাচারাল ছিল যে বারবার না চাইতেও, না ভাবলেও দেহবোধে এসে যায়। বাপদাদা বলেন এখন মরজীবা জন্মে আত্ম-অভিমান অর্থাৎ দেহী অভিমানী স্থিতিও এরকমই নেচার হবে এবং ন্যাচারাল হবে। পরিশ্রম করতে হবে না - আমি আত্মা, আমি আত্মা। যেমন, কোনো বাচ্চার জন্ম হওয়ার পর সে যখন একটু একটু বুঝতে শেখে তখন তাকে তার পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে - তুমি কে, তুমি কার, ঠিক এইরকমই তোমরা যখন ব্রাহ্মণ জন্ম নিয়েছ, তখন তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জন্মানোর সাথে সাথেই কী পরিচয় পেয়েছিলে? 'তুমি কে?' আত্মার পাঠ পাচ্চা করানো হয়েছে, তাই না! তো এই প্রথম পরিচয় যেন ন্যাচারাল নেচার হয়ে যায়। ন্যাচারাল নেচার নিরন্তর থাকে, স্মরণ করতে হয় না। ঠিক এইরকমই সব ব্রাহ্মণ বাচ্চার এখন সময় অনুসারে দেহী অভিমানী স্টেজ ন্যাচারাল হওয়া উচিত। কিছু বাচ্চার রয়েছে, ভাবতে হয় না, তারা স্মৃতিস্বরূপ। এখন স্মৃতি স্বরূপ নিরন্তর এবং ন্যাচারাল হতেই হবে। লাস্টে, সব ব্রাহ্মণের ছোট অস্তিম পেপার এটাই - "নষ্টমোহ স্মৃতি স্বরূপ।"

তো এই বছরে কী করবে? কোনো কোনো বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে - এই বছরে বিশেষ কোন লক্ষ্য রাখবে। তো বাপদাদা বলেন, সদা দেহী অভিমানী, স্মৃতি স্বরূপ ভব। জীবনমুক্তি তো প্রাপ্ত হওয়ারই আছে কিন্তু জীবনমুক্ত হওয়ার আগে পরিশ্রম-মুক্ত হও। এই স্থিতি সময়কে সমীপে নিয়ে আসবে তোমাদের বিশ্বের সমুদয় ভাই আর বোনকে দুঃখ, অশান্তি থেকে মুক্ত করবে। তোমাদের এই স্থিতি আত্মাদের জন্য মুক্তিধামের দরজা খুলবে। তো তোমাদের ভাই বোনদের প্রতি দয়া আসে না! চারদিকে কত আত্মারা চিৎকার করছে, সুতরাং তোমাদের মুক্তি সকলের মুক্তি প্রাপ্ত করাবে। এটা চেক করো - ন্যাচারাল স্মৃতি তথা সমর্থ স্বরূপ কতখানি হয়েছে! সমর্থ স্বরূপ হওয়াই ব্যর্থকে সহজে সমাপ্ত করে দেবে। বারবার পরিশ্রম করতে হবে না।

এখন এই বছরে বাপদাদা বাচ্চাদের প্রতি স্নেহের জন্য কোনও বাচ্চার কোনো রকম সমস্যাতে তাদের পরিশ্রম করতে

দেখতে চান না। সমস্যা সমাপ্ত আর সমাধান সমর্থ স্বরূপ। এটা হতে পারে কী? দাদিরা বলো, হতে পারে? টিচার্স বলো হতে পারে? পান্ডব, হতে পারে? পরে অজুহাত দেখিয়ে বোলো না - এটা ছিল তো না, এটা হয়েছে তো না! এটা হয় না তো হয় না! বাপদাদা তোমাদের খুব মিষ্টি মিষ্টি খেলা আগেই দেখে নিয়েছেন। যা কিছু হয়ে যাক, হিমালয়ের থেকেও বড়, শতগুন সমস্যার স্বরূপ হোক, হতে পারে তা' তন দ্বারা, মন দ্বারা, ব্যক্তি দ্বারা, প্রকৃতি দ্বারা সমস্যা, পর-স্থিতি তোমাদের স্ব-স্থিতির সামনে কিছুই না, আর স্ব-স্থিতির সাধন হলো - স্বমান। স্বমান ন্যাচারাল রূপে হবে। যেন মনে করার দরকার না হয়! বারংবার পরিশ্রম করার দরকার না হয় - না-না আমি স্বদর্শন চক্রধারী, আমি আলোক রত্ন, আমি হৃদয় সিংহাসনাসীন... আমি এটাই। আর কিছু হওয়ার আছে কী! পূর্ব কল্পে কী হয়ে ছিল? অন্য কেউ হয়েছিল, নাকি তুমিই হয়ে ছিলে? তুমিই ছিলে, তুমিই আছ, প্রতি কল্প তুমিই হবে। এটা নিশ্চিত। বাপদাদা সব মুখ দেখছেন, এরা সেই, পূর্ব কল্পের। তোমরা এই কল্পের নাকি অনেক কল্পের? অনেক কল্পের তো না! হও তোমরা? হাত তোলো যারা প্রতি কল্পের। তবে তো নিশ্চিত তোমরা, তাই না, তোমরা তো পাশ সার্টিফিকেট পেয়ে গেছ তো না, নাকি নেওয়া বাকি আছে? পেয়ে গেছো না? পেয়ে গেছো নাকি নিতে হবে? পূর্ব কল্পে পেয়েছ, এখন কেন পাবে না! তো এই স্মৃতি স্বরূপ হও যে, সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েই আছে। হয় তা' পাস উইথ অনার-এর, নতুবা, পাস-এর, এই পার্থক্য তো হবে, কিন্তু আমিই হই। নিশ্চিত তো না! নাকি ট্রেনে যেতে যেতে ভুলতে ভুলতে যাবে, প্লেনে যাবে তো উড়ে যাবে? না।

যেমন দেখো, এই বছর, তোমরা দুট সংকল্প করেছিলে যে চতুর্দিকে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে শিবরাত্রি উদযাপন করবে আর তোমরা উদযাপন করেছ, করেছ না! তোমাদের দুট সংকল্পের মাধ্যমে যা ভেবেছ তা' সম্পন্ন হয়েছে না! তো এটা কোন বিষয়ের চমৎকার? একতা আর দুততা। ৬৭টা প্রোগ্রাম করার জন্য তোমরা ভেবেছিলে, কিন্তু বাপদাদা দেখেছেন যে, অনেক বাচ্চা তার থেকেও বেশি প্রোগ্রাম করেছে। এটা হলো সমর্থ স্বরূপ হওয়ার লক্ষণ, উৎসাহ উদ্দীপনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সর্বত্র, তোমরা আপনা থেকেই এটা করেছে তো না! এভাবেই সবাই মিলে একে অপরের মনোবল বাড়িয়ে এই সংকল্প করো - এখন সময়কে সমীপে নিয়ে আসতেই হবে। আত্মাদের মুক্তি প্রাপ্ত করাতে হবে। যতই হোক, এটা তখনই হবে যখন তোমাদের ভাবনা স্মৃতি স্বরূপে আনবে।

বাপদাদা শুনেছেন যে, ফরেনের যারা তাদেরও বিশেষ স্নেহ মিলন বা মিটিং আছে এবং ভারতের যারা তাদেরও মিটিং আছে তো মিটিংয়ে শুধু সেবার প্ল্যান বানিও না, বানিও কিন্তু ব্যালেন্সের বানিও। এভাবে একে অন্যের সহযোগী হও যাতে সবাই মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে সামনে উড়ে চলে। দাতা হয়ে সহযোগ দাও। পরিস্থিতি দেখো না, সহযোগী হও। স্বমানে থাকো এবং সম্মান দিয়ে সহযোগী হও, কেননা যে কোনও আত্মাকে যদি তুমি হৃদয় থেকে সম্মান দাও তবে তা' অনেক অনেক বড় পুণ্য। কারণ হীনবল আত্মাকে উৎসাহ উদ্দীপনায় যদি আনো তো সেটা কত বড় পুণ্য! যারা আগে থেকেই পড়ে আছে তাদের ঠেলে দিও না, আলিঙ্গন করো অর্থাৎ বাহ্যিক আলিঙ্গন ক'রো না, আলিঙ্গন করা অর্থাৎ বাবা সমান বানাও। সহযোগ দাও।

বাবা তোমাদের জিজ্ঞাসা করেছেন তো না যে এই বছর কী কী করতে হবে? কেবল সম্মান দাও আর স্বমানে থাকো। সমর্থ হয়ে সমর্থ বানাও। বার্থ বিষয়ে যেয়ো না। যে দুর্বল আত্মা দুর্বলই, তার দুর্বলতাই যদি দেখতে থাকো তবে তারা সহযোগী কীভাবে হবে? সহযোগ দাও তো আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে। সর্বাপেক্ষা সহজ পুরুষার্থ হলো - আশীর্বাদ দাও, আশীর্বাদ নাও। সম্মান দাও আর মহিমা যোগ্য হও। যারা সম্মান দেয় তারাই সর্ব দ্বারা সম্মানীয় হয়। তাছাড়া, এখন যত সম্মানীয় হবে, ততই রাজ্য অধিকারী এবং পূজ্য আত্মা হবে। নিরন্তর দিয়ে যাও, নেওয়ার জন্য নয়। নেবে আর দেবে এটা তো যারা বিজনেসের সঙ্গে রয়েছে তাদের কাজ। তোমরা তো দাতার বাচ্চা। বাপদাদা চতুর্দিকের বাচ্চাদের সেবা দেখে খুশি, সবাই ভালো সেবা করেছে। কিন্তু এখন এগিয়ে যেতে হবে তো না! বাণী দ্বারা সবাই ভালো সেবা করেছে, সাধন দ্বারাও সেবার ভালো রেজাল্ট লাভ করেছে। অনেক আত্মার অভিযোগও সমাপ্ত করেছে। সেইসঙ্গে সময়ের তীর গতির প্রগতি দেখে বাপদাদা এটাই চান যে শুধু অল্প কিছু আত্মার সেবা নয়, বরং বিশ্বের সর্ব আত্মার মুক্তিদাতা তোমরা নিমিত্ত, কেননা তোমরা বাবার সাথী, তো সময়ের গতি অনুসারে এখন একই সময় একত্রে তিন সেবা করতে হবে:-

এক বাণী, দুই স্ব শক্তিশালী স্থিতি এবং তিন শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ভাইব্রেশন, যেখানেই সেবা করো সেখানে এমন আধ্যাত্মিক ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও যাতে ভাইব্রেশনের প্রভাবে সহজে আকৃষ্ট হতে থাকে। দেখো, এখন লাস্ট জন্মেও তোমাদের জড় চিত্র কীভাবে সেবা করেছে! বাণীর দ্বারা বলে কী? ভাইব্রেশন এমন হয় যে ভক্তদের ভাবনার ফল সহজে প্রাপ্ত হয়। ভাইব্রেশন যেন এমনই শক্তিশালী হয়, ভাইব্রেশনে সর্বশক্তির কিরণ ছড়িয়ে পড়ে, বায়ুমন্ডল বদলে যায়। ভাইব্রেশন এমন জিনিস যে হৃদয়ে ছাপ পড়ে যায়। তোমাদের সকলের অনুভব আছে কোনো আত্মার প্রতি যদি কোনো ভালো কিংবা

থারাপ ভাইব্রেশন তোমাদের হৃদয়ে বসে যায় তবে সেটা কত সময় পর্যন্ত চলে? অনেক সময় চলে তো না! যদি বের করতেও চাও তবুও বের হয় না, কারও থারাপ ভাইব্রেশন বসে গেলে তা সহজে বের হয়? সুতরাং তোমাদের সর্বশক্তির কিরণের ভাইব্রেশন, ছাপের কাজ করবে। বাণী ভুলতে পারো, কিন্তু ভাইব্রেশনের ছাপ সহজে বের হয় না। অনুভব আছে তো না! আছে না অনুভব?

এই গুজরাট, বম্বে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছে, বাপদাদা তারও পদ্ম-পদ্মগুন অভিনন্দন জানাচ্ছেন। কেন? বিশেষত্ব কী ছিল? কেন অভিনন্দন জানিয়েছেন? তোমরা তো বড়-বড়ো ফাংশন করতে থাকো কিন্তু কেন বিশেষ অভিনন্দন জানাচ্ছেন? কারণ উভয় তরফেই একতা আর দূততার বিশেষত্ব ছিল। যেখানে একতা এবং দূততা থাকে সেখানে এক বছরের পরিবর্তে, এক বছরের কাজ এক মাসের সমান হয়। শুনেছো - গুজরাট আর বম্বে?

এখন সেকেন্ডে জ্ঞান সূর্য স্থিতিতে স্থিত হয়ে চারদিকের ভীত-সন্ত্রস্ত, অস্থির আত্মাদের, সর্বশক্তির কিরণ ছড়িয়ে দাও। তারা খুব ভীতসন্ত্রস্ত। শক্তি দাও। ভাইব্রেশন ছড়িয়ে দাও। আচ্ছা। (বাপদাদা ড্রিল করালেন)

চতুর্দিকের বাচ্চাদের ভিন্ন ভিন্ন স্মরণ স্নেহ আর সমাচার পত্র এবং ই-মেল বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। প্রত্যেকে বলে আমারও স্মরণ দিও, আমারও স্মরণ দিও। বাপদাদা বলেন, প্রত্যেক বাচ্চার ভালোবাসা বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। দূরে বসেও তারা বাপদাদার হৃদয় সিংহাসনাসীন। তো যারাই তোমাদেরকে বলেছে না - স্মরণ দিও, স্মরণ দিও, তো বাবার কাছে পৌঁছে গেছে। এটাই বাচ্চাদের ভালোবাসা এবং বাবার ভালোবাসা বাচ্চাদের ওড়াম্বা। আচ্ছা।

চতুর্দিকের অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, কোটি কোটির মধ্যে কিছু বিশেষ আত্মাকে, যারা সদা স্বমানে থাকে, সম্মান দেয় এমন সার্ভিসেবল বাচ্চাদের, সদা স্মৃতি স্বরূপ তথা সমর্থ স্বরূপ আত্মাদের, সদা অবিচল, অটল স্থিতির আসনে স্থিত সর্বশক্তি স্বরূপ বাচ্চাদের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

দাদিজীর সাথে – বাপদাদা আপনার প্রতি বিশেষভাবে খুশি। কেন খুশি? এই বিষয়ে তিনি বিশেষ খুশি যে, ব্রহ্মা বাবা যেমন সবাইকে অর্ডার করতেন এটা করতে হবে, এখন করতে হবে, একইরকমভাবে আপনিও ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করেছেন। (আপনিও আমার সাথে আছেন) সে তো আচ্ছাই, নিমিত্ত আপনি হয়েছেন তো না! আর এমন দূত সংকল্প করেছেন যে চতুর্দিকে সফলতা হয়েছে, সেইজন্য আপনার মধ্যে অনেক গভীর আধ্যাত্মিক শক্তি ভরা রয়েছে। শরীরের স্থিতি ঠিক আছে, আপনার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি এতই পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে যে সেই তুলনায় আপনার শারীরিক অবস্থা কিছুই নয়। চমৎকার, তাই না!

দাদিদের মিলন দেখে সবার মন চায় আমিও যদি দাদি হতাম তো এভাবে মিলিত হতে পারতাম তো না! তোমরাও দাদি হবে। এখন বাপদাদা তাঁর হৃদয়ে প্ল্যান বানিয়েছেন, সেটা তোমাদের এখনো দেননি। তো ব্রহ্মা বাবার সাকার সময়ে সেবাতে যে আদি রত্ন বের হয়েছে তাদের সংগঠনকে মজবুত বানাতে হবে। (কবে করবো?) যখন তোমরা করবে। এই ডিউটি আপনার (দাদি জানকির) তোমাদের হৃদয়ের সঙ্কল্পও তো আছে, আছে না? কেননা যেমন তোমরা সব দাদির একতা আর দূততার সংগঠন শক্তিশালী, তেমনই সেবার আদি রত্নদের সংগঠন যেন শক্তিশালী হয়, এর অনেক অনেক আবশ্যিকতা রয়েছে, কেননা সেবার অগ্রগতি তো হতেই হবে। সুতরাং সংগঠনের শক্তি যা চায় তাই করতে পারে। পঞ্চ পান্ডব হলো সংগঠনের প্রতীকী স্মারক। সংখ্যায় তারা পাঁচ কিন্তু সংগঠনের নিদর্শন হলো এটা। আচ্ছা - সাকার ব্রহ্মার সময় সেবার জন্য যারা সেন্টারে থেকেছো, সেবাতে নিয়োজিত ছিলে, তারা উঠে দাঁড়াও। ভাইরাও আছে, পান্ডব ব্যতীত খোড়াই উল্লসিত হবে! এখানে অল্প আছে কিন্তু আরও আছে। সংগঠনকে একত্র করার দায়িত্ব এনার (দাদি জানকির)। ইনি (দাদি) তো ব্যাকবোন। ঐরা খুব ভালো ভালো রত্ন। আচ্ছা। সব ঠিক আছে। তোমরা যা কিছুই করতে থাকো সেটা তোমাদের সংগঠনের মহত্ব। তোমাদের কেপ্লা মজবুত। আচ্ছা।

বরদান:- স্বমানের সিটে সেট হয়ে সব পরিস্থিতিতে পার করে সদা বিজয়ী ভব

সদা নিজের এই সিটে স্থিত থাকো যে আমি সদা বিজয়ী রত্ন, মাস্টার সর্বশক্তিমান... তো যেমন সিটে তেমন লক্ষণ এসে যায়। যে কোনো পরিস্থিতি সামনে এলে সেকেন্ডে নিজের এই সিটে সেট হয়ে যাও। যারা সিটে থাকে তাদের কথাই মানা হয়। সিটে যদি থাকো তো বিজয়ী হয়ে যাবে। সঙ্গম যুগ হলোই বিজয়ী হওয়ার যুগ, এই যুগ বরদান প্রাপ্ত, সুতরাং বরদানী হয়ে বিজয়ী হও।

স্লোগান:- যারা সর্ব আসক্তির উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে তারা শিব শক্তি পান্ডব সেনা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে রিফ্রেশ হতে আসো, বাবার সাথে মিলিত হলে ভক্তিমার্গের সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কোন্ বিধিতে রিফ্রেশ করেন?

*উত্তরঃ - ১) বাবা জ্ঞান শুনিয়ে তোমাদের রিফ্রেশ করে দেন । ২) বাচ্চারা, স্মরণের দ্বারাও তোমরা রিফ্রেশ হয়ে যাও । বাস্তবে সত্যযুগ হলো প্রকৃত বিশ্রামপুরী । ওখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যা প্রাপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হয় । ৩) শিব বাবার কোলে এলেই তোমরা বাচ্চারা বিশ্রাম পেয়ে যাও । সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায় ।

ওম শান্তি । বাবা বসে বোঝান, সাথে এই দাদাও বোঝান, কেননা বাবা এই দাদার দ্বারা বসে বোঝান । তোমরা যেমন বোঝো, তেমনই এই দাদাও বোঝেন । দাদাকে ভগবান বলা হয় না, এ হলো ভগবান উবাচঃ । বাবা কি বোঝান? দেহী অভিমানী ভব, কেননা নিজেকে আত্মা মনে না করলে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে পারবে না । এই সময় তো সমস্ত আত্মারাই পতিত । পতিতকেই মনুষ্য বলা হয়, পাবনকে দেবতা বলা হয় । এ খুব সহজ বোঝা এবং বোঝানোর কথা । মানুষই ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন, এসো । দেবী দেবতারা এভাবে কখনোই বলবে না । পতিত পাবন বাবা পতিতদের আহ্বানের কারণেই আসেন । তিনি আত্মাদের পাবন বানান, আবার পাবন দুনিয়াও স্থাপন করেন । আত্মাই বাবাকে ডাকতে থাকে । শরীর তো আর ডাকবে না । পারলৌকিক বাবা, যিনি সদা পাবন, সবাই তাঁকেই স্মরণ করে । এ হলো পুরানো দুনিয়া । বাবা নতুন পাবন দুনিয়া তৈরী করেন । কেউ কেউ তো আবার এমনও আছে, যারা বলে, আমার তো এখানেই অপার সুখ, ধন - সম্পদ তো অনেক আছে । তারা মনে করে, আমাদের জন্য স্বর্গ এখানেই । ওরা তোমাদের কথা কিভাবে মানবে? কলিযুগী দুনিয়াকে স্বর্গ মনে করা - এও অবুঝের মতো । কতো জর্জরিভূত অবস্থা হয়ে গেছে । তাও মানুষ বলে যে, আমরা তো স্বর্গে বসে আছি । বাচ্চারা বোঝাতে না পারলে বাবা তো বলবেন - তোমরা কি পাথর বুদ্ধির নাকি? অন্যদের বোঝাতে পারো না? নিজে যখন পারস বুদ্ধির হবে তখনই তো অন্যদেরও তৈরী করতে পারবে । খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করতে হবে, এতে লজ্জার কোনো কথা নেই, কিন্তু মানুষের বুদ্ধিতে অর্ধেক কল্পের যে উল্টো মত ভরে আছে, তা কেউ শীঘ্র ভুলে যায় না । যতক্ষণ না বাবাকে যথার্থ রীতিতে চিনেছে, ততক্ষণ সেই শক্তি আসতে পারে না । বাবা বলেন যে, এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদিতে মানুষ কিছুই শুধরায় না । দিনে - দিনে আরো খারাপ হয়ে এসেছে । সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়ে গেছে । একথা কারোরই বুদ্ধিতে নেই যে, আমরাই সতোপ্রধান দেবী - দেবতা ছিলাম, কিভাবে এখন নীচে নেমে এসেছি । কেউ সামান্যতমও জানে না, আবার ৮৪ জন্মের পরিবর্তে তারা সেখানে ৮৪ লাখ জন্ম বলে দিয়েছে, তাহলে তা কিভাবে জানবে? বাবা ব্যতীত জ্ঞানের আলোকদানকারী আর কেউই নেই । সকলেই একে অপরের পিছনে দরজায় দরজায় ধাক্কা খেতেই থাকে । নীচে নামতে নামতে একেবারে তলানিতে এসে গিয়েছে, সব শক্তিই শেষ হয়ে গিয়েছে । বুদ্ধিতেও সেই শক্তি নেই যে, বাবাকে যথার্থ জানতে পারে । বাবা এসেই সকলের বুদ্ধির তালা খুলে দেন । তাই তখন কতো রিফ্রেশ হয় । বাবার কাছে বাচ্চারা রিফ্রেশ হতে আসে । ঘরে তো বিশ্রাম পাওয়া যায়, তাই না । বাবার সাথে মিলিত হলে ভক্তিমার্গের সব পরিশ্রম দূর হয়ে যায় । সত্যযুগকেও বিশ্রামপুরী বলা হয় । ওখানে তোমরা কতো বিশ্রাম পাও । ওখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যার জন্য তোমাদের পরিশ্রম করতে হবে । এখানে তো বাবাও রিফ্রেশ করেন আর দাদাও রিফ্রেশ করেন । শিব বাবার কোলে এলে কতো বিশ্রাম পাওয়া যায় । বিশ্রামের অর্থই হলো শান্তি । মানুষও পরিশ্রান্ত হয়ে বিশ্রামী হয়ে যায় । কেউ কোথাও, কেউ আবার অন্য কোথাও বিশ্রাম নেওয়ার জন্য তো যায়, তাই না । কিন্তু সেই বিশ্রামে কোনো রিফ্রেশমেন্ট থাকে না । এখানে তো বাবা তোমাদের জ্ঞান শুনিয়ে কতো রিফ্রেশ করেন । বাবার স্মরণে তোমরা কতো রিফ্রেশ হও আর তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধানও হয়ে যাও । তোমরা সতোপ্রধান হওয়ার জন্য এখানে বাবার কাছে আসো । বাবা বলেন - মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ করো । বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, সম্পূর্ণ সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে, সর্ব আত্মারা কোথায় এবং কিভাবে বিশ্রাম পায় । বাচ্চারা, তোমাদের কর্তব্য হলো - সবাইকে বাবার পরিচয় দান করা । বাবা বলেন যে, তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো তাহলে এই উত্তরাধিকারের মালিক হয়ে যাবে । বাবা এই সঙ্গম যুগে নতুন স্বর্গের দুনিয়া রচনা করেন । তোমরা যেখানে গিয়ে মালিক হও । তারপর দ্বাপর যুগে মায়া রাবণের দ্বারা তোমরা শাপিত হও, তখন পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, ধন ইত্যাদি সব শেষ হয়ে যায় । কিভাবে তা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়,, সেও বাবাই বুঝিয়েছেন । দুঃখধামে তো বিশ্রাম হয়ই না । সুখধামে বিশ্রামই বিশ্রাম । মানুষকে ভক্তি কতো ক্লান্ত করে । জন্ম - জন্মান্তরে ভক্তিতে কতো ক্লান্ত হয়ে যায় । কিভাবে তোমরা একদম কাঙ্গাল হয়ে গেছো, এই সম্পূর্ণ

রহস্য বাবা বসে বোঝান। নতুনরা যখন আসে, তখন তাদের কতো বোঝাতে হয়। মানুষ প্রতিটি কথায় কতো চিন্তা করে। মনে করে, এ জাদু না হয়। আরে, তোমরাই বলা, ভগবান জাদুগর। বাবা তাই বলেন, হ্যাঁ, আমি বরাবর জাদুগর, কিন্তু সেই জাদু নয়, যাতে মানুষ ভেড়া, ছাগল হয়ে যাবে। বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে যে, কারা এমন ছাগলের মতো। এমনও গায়ন আছে যে... ছাগল কিভাবে স্বর্গীয় সুরের অনুভব করবে...। এই সময় সমস্ত মানুষই যেন ভেড়া - ছাগলের মতো। এই সমস্ত কথা এখনকারই। এই সময়েরই গায়ন। কল্পের শেষের অবস্থাও মানুষ বুঝতে পারে না। চণ্ডিকা দেবীর কতো বড় মেলার আয়োজন হয়। তিনি কে ছিলেন? বলা হয় যে, তিনি এক দেবী ছিলেন। এমন নাম তো ওখানে থাকেই না। সত্যযুগে কতো সুন্দর নাম হয়। সত্যযুগী সম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠাচারী বলা হয়। কলিযুগী সম্প্রদায়কে তো কতো ছিঃ - ছিঃ টাইটেল দেয়। এখনকার মানুষদের শ্রেষ্ঠ বলা যাবে না। দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এমন গায়নও আছে যে... মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না। মানুষ থেকে দেবতা আর দেবতা থেকে মানুষ কিভাবে হয়, এই রহস্য বাবা তোমাদের বুঝিয়েছেন। সত্যযুগকে ডিটি ওয়ার্ল্ড আর কলিযুগকে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড বলা হয়। দিনকে আলোর প্রকাশ আর রাতকে অন্ধকার বলা হয়। জ্ঞান হলো প্রকাশ আর ভক্তি হলো অন্ধকার। অজ্ঞান নিদ্রা বলা হয় তো, তাই না। তোমরাও বুঝতে পারো যে, পূর্বে আমরা কিছুই জানতাম না, তাই 'নেতি - নেতি (এটাও না ...ওটাও না)' এমন বলে দিতো, অর্থাৎ আমি জানি না। তোমরা এখন বুঝতে পারো - আমরাও তো পূর্বে নাস্তিক ছিলাম। অসীম জগতের পিতাকেই জানতাম না। তিনিই হলেন প্রকৃত অবিনাশী বাবা। তাঁকে সর্ব আত্মার পিতা বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে - আমরা এখন সেই অসীম জগতের পিতার হয়েছি। বাবা বাচ্চাদের গুপ্ত জ্ঞান প্রদান করেন। এই জ্ঞান কোনো মানুষের কাছেই পাওয়া সম্ভব নয়। আত্মাও গুপ্ত, আর এই গুপ্ত জ্ঞান আত্মা ধারণ করে। আত্মাই মুখের দ্বারা জ্ঞান শোনায়। আত্মাই গুপ্ত বাবাকে গুপ্তভাবে স্মরণ করে।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা দেহ অভিমানী হয়ে না। এই দেহ বোধের কারণে আত্মার শক্তি শেষ হয়ে যায়। আত্মা অভিমানী হলে আত্মার শক্তি জমা হয়। বাবা বলেন - তোমাদের এই ড্রামার রহস্যকে খুব ভালোভাবে বুঝে চলতে হবে। এই অবিনাশী ড্রামার রহস্যকে যে খুব ভালোভাবে জানে, সে সদা প্রফুল্লিত থাকে। এই সময় মানুষ উপরে যাওয়ার কতো প্রয়াস করে, তারা মনে করে যে, উপরে দুনিয়া আছে। শাস্ত্রে শুনে রেখেছে যে, উপরে দুনিয়া আছে, তাই ওখানে গিয়ে দেখে। ওখানে দুনিয়া বসানোর প্রয়াস করে। দুনিয়া তো অনেকই বসিয়েছে, তাই না। ভারতে কেবল একই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, আর কোনো খন্ড ইত্যাদি ছিলো না। তারপর কতো বসতি তৈরী করা হয়েছে। তোমরা বিচার করে দেখো যে, ভারতের কতো ছোটো অংশে দেবতারা ছিলেন। যমুনার তীরেই পরীস্থান ছিলো, যেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণ রাজত্ব করতেন। তখন কতো সুন্দর শোভাময়মান সতোপ্রধান দুনিয়া ছিলো। ন্যাচারাল বিউটি ছিলো। আত্মার মধ্যেই সমস্ত চমৎকার থাকে। বাচ্চাদের দেখানো হয়েছে যে, কিভাবে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। সম্পূর্ণ মহল রোশনাই হয়ে যায়। তাই বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, তোমরা এখন সেই পরীস্থানে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। বাকি এমন নয় যে - নদীর জলে ডুব দিলেই পরী হয়ে যাবে। এসবই মিথ্যা গল্প বলা হয়েছে। লাখ বর্ষ বলে দেওয়ার কারণে সবই সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। এখন তোমরা পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে নির্ভুল তৈরী হচ্ছে। বিচার করে দেখা হয় যে - এতো ছোটো আত্মা শরীরের দ্বারা কতো বড় পার্ট প্লে করে, তারপর সেই শরীর থেকে যখন আত্মা নির্গত হয়ে যায়, তখন শরীরের দেখো কি দশা হয়ে যায়। আত্মা পার্ট প্লে করে। এ কতো বড় চিন্তা করে দেখার মতো কথা। সারা দুনিয়ার অ্যাক্টর্স (আত্মারা) তাদের নিজেদের অ্যাক্ট অনুযায়ীই পার্ট প্লে করে। কিছুই তফাৎ হতে পারে না। সমস্ত অ্যাক্ট হুবহু আবারও রিপিট হচ্ছে। এতে তোমরা সংশয় করতে পারো না। প্রত্যেকের বুদ্ধিতেই তা বোঝাতে পৃথক ভাব হতে পারে কেননা আত্মা তো মন - বুদ্ধি সহিত, তাই না। বাচ্চারা জানে যে, আমাদের স্কলারশিপ গ্রহণ করতে হবে, তাই অন্তরে তারা খুশী হয়। এখানেও অন্দরে প্রবেশ করলেই এইম অবজেক্ট সামনে দেখে, তাহলে খুশী তো অবশ্যই হবে। এখন তোমরা জানো যে, আমরা এইরকম দেবী - দেবতা হওয়ার জন্য এখানে পড়াশোনা করছি। এমন কোনো স্কুল নেই যেখানে পরবর্তী জন্মের এইম অবজেক্টকে দেখা যেতে পারে। তোমরা দেখো যে, আমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো তৈরী হচ্ছি। এখন আমরা এই সঙ্গম যুগে আছি, যেখানে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হওয়ার পড়া পড়ছি। এই পার্ট কতো গুপ্ত। এই এইম অবজেক্টকে দেখে কতো খুশী হওয়া উচিত। খুশীর কোনো পারাবার নেই। স্কুল বা পার্টশালা হলে এমন হওয়া উচিত। কতো গুপ্ত অথচ জোরদার পার্টশালা। যত উচ্চ পড়াশোনা, ততই ফেসিলিটি থাকে, কিন্তু এখানে তোমরা মাটিতে বা সিংহাসনে বসে পড়ো। আত্মাদের পড়তে হয়, সে মাটিতে বসেই হোক বা সিংহাসনে, তোমরা কিন্তু খুশীতে লাফাতে থাকো যে আমরা এই পড়া পাস করে এই হবো। বাচ্চারা, বাবা এখন এসে তোমাদের তাঁর পরিচয় প্রদান করেছেন যে, আমি এনার মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করে তোমাদের পড়াই। বাবা তো আর দেবতাদের পড়াবেন না। দেবতাদের এই জ্ঞান কোথায়? মানুষ তো দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে থাকে যে, দেবতাদের মধ্যে জ্ঞান নেই কি! দেবতারাই এই জ্ঞানের দ্বারা দেবতা হন। দেবতা হওয়ার পরে

এই জ্ঞানের আর কি প্রয়োজন । লৌকিক পড়ার দ্বারা ব্যারিস্টার হয়ে গেলো, উপার্জনে লেগে গেলো, তখন আর ব্যারিস্টারী পড়বে কি? আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ, সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অবিনাশী ড্রামার রহস্যকে যথার্থ রীতিতে বুঝে প্রফুল্লিত থাকতে হবে । এই ড্রামাতে প্রতিটি অ্যাক্টরের পার্ট তার নিজের - নিজের, যা হব্ব প্লে করে চলেছে ।

২) এইম অবজেক্টকে সামনে রেখে খুশীর সাথে লাফ দিতে হবে । বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, আমরা এই পড়ার দ্বারা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হবো ।

বরদানঃ:- স্মরণ আর সেবার শক্তিশালী আধারের দ্বারা তীব্রগতির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে মায়াজিৎ ভব । ব্রাহ্মণ জীবনের আধার হলো স্মরণ এবং সেবা, এই দুই আধার যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে তীব্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকবে । যদি সেবা বেশী হয় আর স্মরণ কমজোর হয় অথবা স্মরণ খুব ভালো হলো আর সেবা ভালো হলো না, তাহলেও তীব্রগতির সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবে না । স্মরণ আর সেবা দুইয়েতেই তীব্রগতির প্রয়োজন । স্মরণ আর নিঃস্বার্থ সেবা যদি সাথে সাথে থাকে, তাহলেই মায়াজিৎ হওয়া সহজ হবে । প্রতিটি কর্মে কর্মের সমাপ্তির পূর্বেই সদা বিজয় নজরে আসবে ।

স্লোগানঃ:- এই সংসারকে অলৌকিক খেলা আর পরিস্থিতিকে অলৌকিক খেলনার সমান মনে করে চলো ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent

6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অপার খুশী বা নেশায় থাকার জন্য দেহ-অভিমানের ব্যাধিকে দূর করে প্রীতিবুদ্ধি হও, নিজের আচার-আচরণ সংশোধন করো"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের জ্ঞানের উল্টো (ভুল) নেশা চড়তেই পারে না?

*উত্তরঃ - যারা বাবাকে যথার্থভাবে জেনে স্মরণ করে, অন্তর থেকে বাবার মহিমা করে, যাদের পড়ার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগ রয়েছে তাদের জ্ঞানের উল্টো নেশা চড়তে পারে না। যে বাবাকে সাধারণ মনে করে সে বাবাকে স্মরণ করতে পারে না। যদি স্মরণ করে তবে সমাচারও বাবাকে অবশ্যই দেবে। বাচ্চা যদি সমাচার না দেয় তখন বাবাও মনে মনে ভাবেন যে, বাচ্চা মুর্ছিত (অজ্ঞান) হয়ে গেলো না তো?

ওম শান্তি । বাবা বসে-বসে বাচ্চাদের বোঝান - বাচ্চারা, যখন নতুন কেউ আসে তখন তাদের প্রথমে অসীম (হৃদ) আর অসীম(বেহদ), দু'জন পিতার পরিচয় দাও। অসীম জগতের বাবা অর্থাৎ অসীম জগতের আত্মাদের বাবা। আর পার্থিব জগতের বাবা, যা প্রত্যেক জীবাত্মারই আলাদা-আলাদা হয়ে থাকে। এই নলেজও সকলে একইরকমভাবে (একরস) ধারণ করতে পারে না। কেউ এক শতাংশ, কেউ ৯৫ শতাংশ ধারণ করে। এ তো বোঝার মতো কথা। সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী কুল থাকবে, তাই না। রাজা-রানী যেমন প্রজাও তেমন। প্রজাতে সবারকমের মানুষ থাকে। প্রজা অর্থাৎ প্রজাই। বাবা বোঝান যে, এ হলো পঠন-পাঠন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের বুদ্ধি অনুযায়ী পড়ে। প্রত্যেকেরই নিজের নিজের পার্ট রয়েছে। যে কল্প-পূর্বে যতটা জ্ঞান ধারণ করেছে, এখনও ততটাই করবে। পড়াশোনা কখনো গুপ্ত থাকতে পারে না। পড়াশোনা অনুসারেই পদ প্রাপ্ত হয়। বাবা বোঝান, ভবিষ্যতে পরীক্ষাও হবে। পরীক্ষা ব্যতীত ট্রান্সফার হতে পারে না। ভবিষ্যতে সবই জানতে পারবে। কিন্তু এখনও তোমরা জানতে পারো যে, আমরা কোন্ পদের যোগ্য হয়েছি? লজ্জায় অবশ্য সকলেই হাত তোলে কিন্তু তারা জানে যে, এভাবে আমরা কিভাবে হতে পারবো! তথাপি হাত তোলে। একেও তো অজ্ঞানতাই বলা হবে। বাবা তো তৎক্ষণাৎ বুঝে যান যে, এর থেকে বেশী বুদ্ধি তো লৌকিক স্টুডেন্টদের থাকে। ওরা মনে করে যে, আমরা স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য নই, পাশ করতে পারবো না। তারা বোঝে যে, টিচার যা পড়াচ্ছে তাতে আমরা কত মার্শ্র পারবো? এমন কি বলবে যে, আমি পাস-উইথ-অনার হবো! এখানে তো অনেক বাচ্চাদের মধ্যে এতটুকুও বুদ্ধি নেই, দেহ-অভিমান অনেক। যদিও তারা এসেছে এমন (দেবতা) হওয়ার জন্য কিন্তু চাল-চলনও তো এমন চাই। বাবা বলেন, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির কারণ হলো নিয়মানুসারে সঠিকভাবে বাবার সাই প্রীতি নেই।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের বোঝান যে, বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধির যথার্থ অর্থ কী? বাচ্চারাই পুরোপুরি বুঝতে পারে না তাহলে ওরা কী করে বুঝবে? বাবাকে স্মরণ করা - এ হলো গুপ্ত কথা। পড়া (জ্ঞান) তো গুপ্ত নয়, তাই না। নম্বরের ক্রমানুসারে পঠন-পাঠন হয়। সকলে একইভাবে কী পড়বে, না পড়বে না। বাবা জানেন, এখনও এরা বেবী (বাচ্চা)। এমন অসীম জগতের বাবাকে তিন-তিন, চার-চার মাস স্মরণও করে না। কীভাবে জানা যাবে যে, স্মরণ করে? বাবাকে পত্র পর্যন্ত লেখে না যে, বাবা আমি কিভাবে চলছি, কী-কী সার্ভিস করছি? বাবার বাচ্চাদের জন্য কত চিন্তা থাকে যে, কোথাও বাচ্চা (আমার) অজ্ঞান হয়ে গেল না তো, কোথাও বাচ্চা মরে যায় নি তো? (হাত ছেড়ে দেওয়া) কেউ-কেউ তো বাবাকে কতো সেবা-সমাচার লেখে। বাবাও বোঝেন যে, এই বাচ্চারা জীবিত। সেবাধারী বাচ্চারা কখনো গুপ্ত থাকতে পারে না। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চার হৃদয়ের কথা জানেন যে কোন্ বাচ্চা কেমন? দেহ-অভিমানের রোগ বড় কড়া। বাবা মুরলীর মাধ্যমে বোঝান, অনেকের তো আবার জ্ঞানের উল্টো নেশা চড়ে, অহংকার চলে আসে তখন আর স্মরণ করে না, পত্রও লেখে না। তাহলে বাবাও তখন স্মরণ কীভাবে করবেন? স্মরণের দ্বারাই স্মরণ মিলিত হয়, বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবাকে যথার্থ ভাবে জেনেই স্মরণ করো, অন্তর থেকে মহিমা করে, অনেক বাচ্চারা বাবাকে সাধারণ মনে করে তাই স্মরণ করে না। বাবা কি কোনো আড়ম্বরাদি দেখাবেন, না দেখাবেন না। ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের বিশ্বের রাজত্ব প্রদান করার জন্য রাজযোগ শেখাই। তোমরা কি বোঝো যে আমরা বিশ্বের রাজত্ব নেওয়ার জন্য অসীম জগতের বাবার কাছে পড়ছি। এই নেশা যদি থাকে, তবে অগাধ খুশীর পারদ সর্বদা চড়ে থাকবে। গীতা পার্ঠকারীরা অবশ্য বলে - শ্রীকৃষ্ণ ভগবানুবাচ, আমি রাজযোগ শেখাই, ব্যস্। তাদের রাজত্ব পাওয়ার খুশী কি থাকবে, না থাকবে না। গীতা পড়ে শোনায় আর নিজের নিজের কাজকর্মে পুনরায় লেগে পড়ে। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন রয়েছে যে, আমাদের অসীম জগতের বাবা পড়ায়, তাদের এমন কথা বুদ্ধিতে আসবে না। তাই প্রথমে যখন কেউ আসবে তখন তাদের দু'জন পিতার পরিচয় দাও।

বলো, ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নরক। এ হলো কলিযুগ, একে কি স্বর্গ বলবে, না বলবে না। এমন তো বলবে না যে, সত্যযুগেও আছি, কলিযুগেও আছি। কেউ দুঃখ পেলে বলে, নরকে রয়েছে, সুখে থাকলে বলে স্বর্গে আছি। এমনও অনেকে বলে যে - দুঃখী মানুষ নরকে রয়েছে, আমরা তো এখন অনেক সুখে বসে রয়েছে। মহল, মোটরাদি রয়েছে, মনে করে আমরা তো স্বর্গে রয়েছে। স্বর্গযুগ, লৌহযুগ সব একই ব্যাপার।

তাই সর্বপ্রথমে দু'জন পিতার (লৌকিক-পারলৌকিক) কথা বুদ্ধিতে বসাতে হবে। স্বয়ং বাবা-ই নিজের পরিচয় দেন। তিনি সর্বব্যাপী কীভাবে হতে পারেন? লৌকিক পিতাকে কী সর্বব্যাপী বলবে? এখন তোমরা চিত্রতে দেখাও যে, আত্মা এবং পরমাত্মার রূপ তো একই, এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আত্মা-পরমাত্মা কোনো ছোট-বড় হয় না। সবাই আত্মা, তিনিও আত্মা। তিনি সদা পরমধামে থাকেন, সেইজন্য তাঁকে পরম আত্মা বলা হয়। শুধুমাত্র তোমরা আত্মারা যেভাবে আসো সেভাবে আমি আসি না। আমি অন্তিম সময়ে এই শরীরে এসে প্রবেশ করি। এই কথা কোনো বাইরের মানুষ বুঝতে পারে না। বিষয় অত্যন্ত সহজ। পার্থক্য শুধু এটাই যে, বাবার বদলে বৈকুণ্ঠবাসী কৃষ্ণের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণ কি বৈকুণ্ঠ থেকে নরকে এসে রাজযোগ শিখেছে? কৃষ্ণ কীভাবে বলতে পারে যে, দেহ-সহ দেহের সকল সম্বন্ধকে ভুলে মামেকম স্মরণ করো। দেহধারীকে স্মরণ করে পাপ কীভাবে খন্ডিত হবে? কৃষ্ণ তো ছোট শিশু আর কোথায় আমি এক সাধারণ মানুষের বৃদ্ধ (পুরানো) শরীরে আসি। কত পার্থক্য হয়ে যায়। এই একটি ভুলের কারণে সকল মানুষ পতিত, কাঙ্গাল হয়ে গেছে। না আমি সর্বব্যাপী, না কৃষ্ণ সর্বব্যাপী, না প্রত্যেকটি শরীরে আত্মা সর্বব্যাপী। আমার তো নিজস্ব শরীরও নেই। প্রত্যেক আত্মার নিজের নিজের শরীর আছে। প্রত্যেক শরীরের পৃথক-পৃথক নাম থাকে। না আমার শরীর আছে আর না আমার শরীরের কোনো নাম আছে। আমি বৃদ্ধশরীর ধারণ করি, তাই এঁনার নাম বদলে ব্রহ্মা নাম রেখেছি। আমার নাম তো ব্রহ্মা নয়। আমাকে সদা শিবই বলা হয়। আমিই সকলের সঙ্গতিদাতা। আত্মাকে সকলের সঙ্গতিদাতা বলা হবে না। পরমাত্মার কখনো দুর্গতি হয় কি? আত্মারই দুর্গতি আর আত্মারই সঙ্গতি হয়। এসবই বিচারসাগর মন্বন করার মতো বিষয়। তা নাহলে অন্যদের কীভাবে বোঝাবে। কিন্তু মায়া এত প্রবল যে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অগ্রসর হতে দেয় না। সারাদিন ব্যর্থ আলাপে সময় নষ্ট করে দেয়। বাবার কাছ থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মায়া কত ফোর্স দেয়। তখন অনেক বাচ্চা ভেঙ্গে পড়ে। বাবাকে স্মরণ না করার জন্য অবস্থা অবিচল অটল হয় না। বাবা প্রতি মুহূর্তে খাঁড়া করিয়ে দেন, আর মায়া ফেলে দেয়। বাবা বলেন, কখনো পরাজিত হয়ে না। প্রতি কল্পেই এমন হয়, এ কোনো নতুন কথা নয়। অন্তে মায়াজীত হয়েই যাবে। রাবণ রাজ্যকে সমাপ্ত হতেই হবে। পুনরায় আমরা নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করবো। প্রতি কল্পে মায়াজীত হয়েছি। অনেকবার নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব করেছি। বাবা বলেন, বুদ্ধিকে সদা ব্যস্ত রাখো, তবেই সেফ থাকবে। একেই স্বদর্শন-চক্রধারী বলা হয়, এছাড়া এখানে হিংসা ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। ব্রাহ্মণই স্বদর্শন-চক্রধারী হয়। দেবতাদের স্বদর্শন-চক্রধারী বলা যাবে না। পতিত দুনিয়ার রীতি-রেওয়াজ আর দেবী-দেবতাদের রীতি-রেওয়াজের মধ্যে অনেক পার্থক্য। মৃত্যুলোক-নিবাসীরাই পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে, আমাদের পতিতদের এসে পবিত্র করো। পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো। তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে নতুন পবিত্র দুনিয়া ছিল, যাকে সত্যযুগ বলা হয়। তেতাকে নতুন দুনিয়া বলা যাবে না। বাবা বুঝিয়েছেন - ওটা (সত্যযুগ) হলো ফার্স্টক্লাস, এটা হলো সেকেন্ডক্লাস। এক-একটি কথা ভালোভাবে ধারণ করা উচিত যেন কেউ এসে শুনে আশ্চর্য হয়ে যায়। কেউ-কেউ আশ্চর্য হয়ে যায় কিন্তু তাদের সময় নেই পুরুষার্থ করার। আবার শোনে যে, পবিত্র তো অবশ্যই হতে হবে। এই কাম-বিকারই মানুষকে পতিত করে, এর উপর বিজয়প্রাপ্ত করলেই তোমরা জগতজীৎ হয়ে যাবে। কিন্তু কামবিকারই যেন তাদের পুঁজি(ঐশ্বর্য), তাই এই ব্যাপারে কথা বলে না। শুধু বলে মনকে বশ করো। কিন্তু মন চিন্তামুক্ত তখনই হয় যখন শরীরে তা থাকে না। এছাড়া মন কখনো চিন্তামুক্ত হতে পারে না। আত্মা শরীর প্রাপ্ত করে, কর্ম করার জন্য, তাহলে আবার কর্মাতীত অবস্থায় কীভাবে থাকবে? কর্মাতীত অবস্থা বলা হয় মৃতকে। জীবিত থেকেও মৃত অথবা শরীর থেকে ডিট্যাচ। বাবা তোমাদের শরীর (শরীরের বোধ) থেকে পৃথক (ডিট্যাচ) হওয়ার পড়া পড়ান। শরীর থেকে আত্মা আলাদা। আত্মা পরমধাম নিবাসী। আত্মা যখন শরীরে আসে, তখন তাকে মানুষ বলা হয়। শরীর ধারণ করাই হয় কর্ম করার জন্য। এক শরীর পরিত্যাগ করে কর্ম করার জন্য আবার অন্য শরীর ধারণ করতে হয়। শান্তি তো তখন থাকে যখন শরীরে আত্মা থাকে না। পরমধামে (মূলবতনে) কর্ম হয় না। সূক্ষ্মলোকের তো কথাই নেই। সৃষ্টির চক্র এখানেই আবর্তন করে। বাবা আর সৃষ্টিচক্রকে জেনে যাওয়া, একেই নলেজ বলে। সূক্ষ্মলোকে না শ্বেত বস্ত্রধারী, না সাজ-গোজ, না সর্প দ্বারা সুশোভিত শঙ্করাদি থাকে। বাকি ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর রহস্য বাবা বোঝাতে থাকেন। ব্রহ্মা এখানেই। বিষ্ণুর দুই-রূপও এখানেই রয়েছে। ড্রামায় এ'সবের কেবল সাক্ষাৎকারের পার্ট রয়েছে, যা দিব্যদৃষ্টির সাহায্যে দেখা যায়। ক্রিমিনাল আই দ্বারা পবিত্র জিনিস দেখা যায় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজেকে সদা সেফ রাখার জন্য বুদ্ধিকে বিচারসাগর মন্ডনে ব্যস্ত রাখতে হবে। স্বদর্শন-চক্রধারী হয়ে থাকতে হবে। পরনিদা পরচর্চায় নিজের সময় নষ্ট কোরো না।

২) শরীর থেকে ডিট্যাচ থাকার পড়া(জ্ঞান), যা বাবা আমাদের পড়ান তা পড়তে হবে। মায়ার ফোর্স থেকে বাঁচার জন্য নিজের স্থিতিকে অবিচল অটল বানাতে হবে।

বরদানঃ:- ব্রহ্মা বাবার সমান লক্ষ্যকে লক্ষ্যে নিয়ে এসে প্রত্যক্ষ স্যাম্পেল হয়ে সকলের সহযোগী ভব
যেরকম ব্রহ্মা বাবা নিজেকে নিমিত্ত এক্সাম্পেল বানিয়েছেন, সদা এই লক্ষ্যকে লক্ষ্যে নিয়ে এসেছেন - “যে
অর্জন করবে - সে অর্জুন” - এর দ্বারা নম্বর ওয়ান হয়েছেন। তাই এইরকম ফলো ফাদার করো। কর্ম দ্বারা
সদা স্বয়ং জীবনে গুণমূর্তি হয়ে, প্রত্যক্ষ স্যাম্পেল হয়ে অন্যদেরকে সহজে গুণ ধারণ করার সহযোগ দাও -
একে বলা হবে গুণদান। দানের অর্থই হলো সহযোগ দেওয়া। প্রত্যেক আত্মাই এখন শোনার পরিবর্তে
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখতে চায়। তাই প্রথমে নিজেকে গুণমূর্তি বানাও।

স্লোগানঃ:- সকলের নিরাশাগুলিকে যে দূর করতে পারে, সে-ই হল জ্ঞান দীপক।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book

Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রতি পদে পদে শ্রীমতে চলাই হলো হায়েস্ট চার্ট, যে বাচ্চাদের শ্রীমতের প্রতি রিগার্ড রয়েছে, তারা অবশ্যই মুরলী পড়বে"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের মতো ঈশ্বরীয় সন্তানদের কাছে কোন্ প্রশ্ন কেউই জিজ্ঞেস করতে পারে না?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমাদের কাছে কেউই এই কথা জিজ্ঞেস করতে পারে না যে, তোমরা খুশীতে আছো, সন্তুষ্ট তোমরা? কেননা, তোমরা বলো যে, আমরা সর্বদাই রাজী (সন্তুষ্ট)। পার ব্রহ্মে থাকা বাবার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো, তাঁকে পেয়ে গেছি, আর কিসের জন্য পরোয়া করবো। তোমরা যদি অসুস্থও থাকো, তাহলেও বলবে যে, আমরা খুবই খুশীতে আছি। ঈশ্বরের সন্তানদের কোনো বিষয়েরই উদ্বেগ থাকে না। বাবা যখন দেখেন যে, এর উপর মায়ার আঘাত হয়েছে, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করেন - বাচ্চারা, তোমরা খুশীতে আছো তো, সন্তুষ্ট তো?

ওম্ শান্তি। বাবা বোঝান যে, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এ কথা অবশ্যই আছে যে, বাবা যেমন বাবাও, তেমনই টিচার এবং সুপ্রীম গুরুও। তোমরা এই স্মরণে অবশ্যই থাকবে। এই স্মরণ তোমাদের কেউই কখনো শেখাতে পারে না। কল্প - কল্প বাবা এসেই শেখান। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত পাবন। একথা তোমাদের এখনই বোঝানো হয়, যখন তোমরা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র, দিব্য বুদ্ধি পেয়েছো। বাচ্চারা যদিও বুঝতে পারে, তবুও তারা বাবাকেই ভুলে যায়, তো টিচার বা গুরু কিভাবে স্মরণে আসবে? মায়ী অত্যন্ত প্রবল যে, বাবার তিন রূপকেই ভুলিয়ে দেয়। তখন বলে, আমরা হেরে গেছি। যদিও প্রতি পদে পদে পদ্ম সম উপহার, তবুও হেরে গেলে কিভাবে পদ্ম হবে? দেবতাদেরই পদ্মের নিদর্শন দেওয়া হয়। এ হলো ঈশ্বরীয় পাঠ। মানুষের পাঠ কখনো এমন হতে পারে না। দেবতাদের মহিমা যদিও করা হয়, তবুও উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন একমাত্র বাবা। বাকি ওদের বিশেষত্ব কোথায়? আজ গাধার জাহাজ, কাল আবার রাজা। তোমরা এখন পুরুষার্থ করে এমন তৈরী হচ্ছে। তোমরা জানো যে, আমরা পুরুষার্থে অনেকেই ফেল করে যাই। জ্ঞান তো অনেকই সহজ তবুও খুব অল্পই এতে পাস হয়। তা কেন? মায়ী তোমাদের প্রতি মুহূর্তে ভুলিয়ে দেয়। বাবা বলেন, তোমরা চার্ট লেখো, তবুও লিখতেই পারে না। কখন লিখবে? যদিও বা লেখে তো কখনো আপ আবার কখনো ডাউন। হায়েস্ট চার্ট তাদেরই হয় যারা প্রতি পদে শ্রীমতে চলতে থাকে। বাবা তো বুঝতেই পারবে যে, এই চিন্তার জন্য লজ্জা আসে। না হলে প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতে চলা চাই। মুশকিলে এক বা দুই শতাংশই লিখতে পারে। শ্রীমতের প্রতি এতো সম্মান নেই। মুরলী পেলেও তারা পড়ে না। তারা হৃদয় দিয়ে অবশ্যই এ কথা বুঝতে পারে যে, বাবা তো সত্যি কথাই বলেন, আমরা মুরলীই পড়ি না তো অন্যদের কি শেখাবো।

বাবা তো বলেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলে স্বর্গের মালিক হতে পারবে, এতে বাবাও এসে গেলো আর শিক্ষকও এসে গেলো। অল্প কিছু শব্দেই সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে যায়। তোমরা এখানে আসোই এই জ্ঞান রিভাইজ করতে। বাবা যদিও এ কথা বোঝান, কারণ তোমরা নিজেরাই বলো যে, তোমরা ভুলে যাও, তাই তিনি আসেন রিভাইজ করতে। যদিও কেউ করেও তবুও রিভাইজ হয় না। ভাগ্যে না থাকলে প্রচেষ্টাও আর কি করবে। এই প্রচেষ্টাও এক বাবাই করান, তিনি এতে কাউকেই বিশেষ ভাবে কিছু আলাদা করান না। ওই পড়াতে তো এক্সট্রা পড়ানোর জন্য টিচার রাখা হয়। বাবা তো ভাগ্য বানানোর জন্য সকলকেই একরস পড়ান। এক - একজনকে আলাদা আলাদা করে কিভাবে পড়াবেন - কতো বাচ্চা। ওই পড়াতে কোনো বডলোকের সন্তানের জন্য যদি অনুরোধ করা হয় তাহলে এক্সট্রাও পড়ানো হয়। টিচার জানে যে, এই ছাত্র মোটা বুদ্ধির, তাই এক্সট্রা পড়িয়ে তাকে স্কলারশিপের উপযুক্ত করে। এই টিচার এমন করেন না। ইনি তো সকলকেই একই রকম পড়ান। অতিরিক্ত পুরুষার্থ অর্থাৎ টিচার কিছু কৃপা করেন। এমনিতে তারা অর্থও নেন, এক্সট্রা সময় দিয়ে পড়ান যাতে সে বেশী বুদ্ধিমান হতে পারে। এই বাবা তো সকলকেই একই মহামন্ত্র দেন যে, "মনমনাভব"। ব্যস্। বাবাই হলেন একমাত্র পতিত পাবন, তাঁর স্মরণেই আমরা পবিত্র হতে পারবো। বাচ্চারা, এ তোমাদেরই হাতে, তোমরা যত স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হতে পারবে। সমস্তকিছুই এক পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। ওরা তো তীর্থযাত্রা করতে যায়। একে অপরকে দেখেও যায়। বাচ্চারা, তোমরাও অনেক যাত্রাই করেছিলে কিন্তু কি হলো? তোমরা নীচে নেমেই এসেছো। এই যাত্রা কিসের জন্য, এতে কি পাবে? কিছুই জানতে না। এখন তোমাদের হলো স্মরণের যাত্রা। অক্ষর একটাই - "মনমনাভব"। এ হলো তোমাদের অনাদি যাত্রা। ওরাও বলে, এই যাত্রা আমরা অনাদি কাল ধরে করে আসছি। এখন

তোমরা জ্ঞানের সঙ্গে বলা, কল্প কল্প আমরা এই যাত্রা করি। এই যাত্রা স্বয়ং বাবা এসেই শোনান। ওই যাত্রায় মানুষ কতো ধাক্কা খায়। কতো শোরগোল হয়। আর এই যাত্রা হলো ডেড সাইলেন্সের যাত্রা। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, এতেই তোমাদের পবিত্র হতে হবে। বাবা তোমাদের এই প্রকৃত আত্মিক যাত্রা শিখিয়েছেন। ওই যাত্রা তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে করেছে, তবুও গাইতে থাকে - চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলাম - তবুও ভগবানের থেকে দূরেই রইলাম। যাত্রা করে এসে আবার যদি বিকারে যায়, তাহলে কি লাভ। তোমরা এখন জেনেছো, এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যেহেতু বাবা এসেছেন। একদিন সকলেই জানতে পারবে যে বাবা এসেছে। অবশেষে ভগবানকে কিভাবে পাওয়া যাবে? এ তো কেউই জানে না। কেউ কেউ তো মনে করে যে, কুকুর - বিড়ালের মধ্যে পাওয়া যাবে। এই সবকিছুর মধ্যে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে? একতবড় মিথ্যা। মিথ্যা এই খাওয়া, মিথ্যা পানীয়, মিথ্যাই এই রাত কাটানো - তাই এ হলো মিথ্যা খণ্ড। সত্য খণ্ড স্বর্গকে বলা হয়। এই ভারতই স্বর্গ ছিলো। স্বর্গে সবই ভারতবাসীরা ছিলো, সেই ভারতবাসীরা এখন নরকে আছে। এই কথা তো তোমরা মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারাই জানো যে, আমরা বাবার শ্রীমতে এই ভারতকে আবার স্বর্গ তৈরী করছি। সেই সময় ভারতে আর কেউই থাকে না। সম্পূর্ণ বিশ্ব পবিত্র হয়ে যায়। এখন তো কতো বিভিন্ন ধর্ম এখানে। বাবা তোমাদের সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান শোনান। তিনি আবারও তোমাদের স্মৃতি ফিরিয়ে দেন। তোমরাই সেই দেবতা ছিলে তারপর তোমরাই বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। এই কথা কখনো কোনো সন্ন্যাসী, উদাসী বা বিদ্বানের কাছে শুনেছো? এই যে 'আমরাই সেই' কথার অর্থ বাবা কতো সহজ করে শোনান। 'আমিই সেই - এর' অর্থ আমি আত্মা, আমি আত্মাই এমন চক্র পরিক্রমা করি। ওরা তো বলে দেয় - আমি আত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই আমি আত্মা। এমন একজনও নেই যে 'আমিই সেই' - এর অর্থ জানে। বাবা বলেন, এই যে 'আমিই সেই' - এর মন্ত্র, এই মন্ত্র সদা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখা চাই। না হলে কিভাবে চক্রবর্তী রাজা হবে? ওরা তো ৮৪ এর অর্থও বুঝতে পারে না। ভারতেরই উত্থান আর পতনের মহিমা আছে। সতোপ্রধান, সত্যঃ, রজঃ আর তমঃ। সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী...

বাচ্চারা, এখন তোমরা সবকিছুই জেনে গেছো। এক বীজরূপ বাবাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। তিনি এই সৃষ্টিচক্রে আসেন না। এমন নয় যে, আমি আত্মাই পরমাত্মা হয়ে যাই। তা নয়, বাবা তাঁর নিজের সমান জ্ঞানী তৈরী করেন আমাদের। তিনি আমাদের তাঁর নিজের সমান ভগবান বানান না, এই বিষয়কে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে, তাহলেই বুদ্ধির চক্র চলতে পারে। তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারো যে, আমরা কিভাবে ৮৪ এর চক্রে আসি। এতে সময়, বর্ণ এবং বংশাবলী সবই এসে যায়। এই জ্ঞানেই আমরা উঁচুর থেকেও উঁচু হই। এই জ্ঞান থাকলেই আমরা অন্যকে তা দান করতে পারবো। ওই স্কুলে যখন পরীক্ষা হয় তখন যে পরীক্ষা পত্র আসে তা বিলেত থেকে আসে, কেউ আবার বিদেশে পড়তে যায়, তাই কোনো এডুকেশন মিনিস্টার তাদের এই পরীক্ষা চেক করে থাকবে। এখানে তোমাদের পেপার কে চেক করবে? তোমরা নিজেরাই তা করবে। নিজেরা যা চাও, তাই তৈরী হও। এই ঈশ্বরীয় পাঠ পড়ে বাবার কাছ থেকে যে পদ চাও, তাই নিয়ে নাও। বাবাকে যত স্মরণ করবে, যত সেবা করবে, ততই ফল পাবে। তাদের এই সেবা করার ইচ্ছা থাকবে, কারণ রাজধানী তো স্থাপন হচ্ছে, আর এরজন্য প্রজারও তো প্রয়োজন, তাই না। ওখানে উজির ইত্যাদির প্রয়োজন হয় না। এখানে তো সকলেরই বুদ্ধি কম তাই উজিরের দরকার হয়। এখানে বাবার কাছেও রায় নিতে আসে - বাবা, এমন হয়েছে, কি করবো? এই কাজ কারবার কিভাবে করবো? বাবা বলেন, দুনিয়ার এই কাজ কারবারের কথা এখানে এনো না। হ্যাঁ, যদি কারোর মন খারাপ হয়ে যায় বা কেউ হতাশ হয়ে যায়, তখন তিনি তার জন্য কিছু উপদেশ দিয়ে দেন, কিন্তু এ আমার কোনো কাজ নয়। আমার কাজ হলো, তোমাদের এই বিশ্বের মালিক করার জন্য পতিত থেকে পবিত্র বানাই। তোমরা সদাই বাবার থেকে শ্রীমৎ নিয়ে চলতে হবে। এখন তো সকলেরই হলো আসুরী মত। ওখানে তো হলো সুখধাম। ওখানে কেউই এমন জিঞ্জেস করবে না যে, তোমরা খুশী আছো? তোমাদের শরীর সুস্থ আছে তো? এই কথা এখানেই জিজ্ঞাসা করা হয়। ওখানে এইসব কথা থাকে না। দুঃখধামের কোনো কথাই ওখানে থাকে না, কিন্তু বাবা জানেন, বাচ্চাদের মধ্যে মায়ার প্রবেশের কারণেই বাবা জিঞ্জেস করেন, তোমরা ঠিকঠাক খুশীতে আছো তো? মানুষ তো এখানকার শব্দ বুঝতেই পারে না। কোনো মানুষ জিঞ্জেস করলে তোমরা বলতে পারো, আমরা তো ঈশ্বরের সন্তান, আমাদের কি খুশীতে থাকার কথা জিজ্ঞাসা করো? পার ব্রহ্মে থাকা বাবার জানা তাঁকে পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা ছিলো, এখন তাঁকে পেয়ে গেছি, এখন আর কিসের পরোয়া? এই কথা সবসময় স্মরণে রাখা উচিত। আমরা কার সন্তান - এই জ্ঞানও বুদ্ধিতে আছে। আমরা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে যাবো, তখন লড়াই শুরু হবে। তোমাদের অবশ্যই জিঞ্জেস করবে। তোমরা বলবে, আমরা তো সর্বদাই খুশী। অসুস্থ হলেও খুশীতে থাকি। তোমরা বাবার স্মরণে থাকলে স্বর্গের থেকেও বেশী খুশীতে থাকবে যেহেতু স্বর্গের বাদশাহী প্রদানকারী বাবাকে পেয়েছো। তিনি আমাদের কতো উপযুক্ত বানান, তাহলে কিসের পরোয়া? ঈশ্বরের সন্তানদের কিসের পরোয়া? ওখানে দেবতাদেরও কোনো পরোয়া নেই। দেবতাদের উপরে হলেন ঈশ্বর। তাহলে ঈশ্বরের সন্তানদের কিসের ভয় থাকতে পারে? বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা আমাদের টিচার এবং

সদ্ব্যক্ত । বাবা আমাদের মাথায় মুকুট রাখেন । আমাদের ইংরাজীতে বলে ক্রাউন প্রিন্স । বাবার মুকুটই বাচ্চারা মাথায় দেয় । তোমরা বুঝতে পারো, এই সদগুরুতে সুখই সুখ । প্রত্যক্ষভাবে সেই সুখ তখনই পাবে যখন তোমরা ওখানে যাবে । এ তো তোমরাই জানো, যখন তোমরা এই শরীর ত্যাগ করে সত্যযুগে যাবে তখন সেখানে কি পাবে । এখন বাবা তোমাকে প্রত্যক্ষভাবে পড়াচ্ছেন । তোমরা জানো যে, আমরা সত্যিই স্বর্গে যাই । ওরা যে বলে, অমুকে স্বর্গে গেছে, কিন্তু ওরা জানেই না যে, স্বর্গ আর নরক কাকে বলা হয় । কল্পের আয়ুই লাখ বছরের লিখে দিয়েছে । জন্ম - জন্মান্তর এই জ্ঞান শুনতে শুনতে নেমে এসেছে । এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছি । সত্য যুগ থেকে নেমেই এসেছে । আমরা এখন এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে পৌঁছেছি । কল্প - কল্প বাবাই পড়াতে আসেন । বাবার কাছেই তো তোমরা থাকো, তাই না । ইনিই হলেন আমাদের প্রকৃত সদগুরু যিনি মুক্তি এবং জীবনমুক্তির পথ বলে দেন । এই বাবাও যেমন শেখেন তেমনই এনাকে দেখে তোমরা বাচ্চারাও শেখো । তোমাদের প্রতি পদে সাবধানে থাকতে হয় । মন - বচন এবং কর্মে খুবই শুদ্ধ থাকতে হবে । অন্তরে কোনরকম দুর্গন্ধের আবর্জনা থাকা উচিত নয় । বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে বাবাকে ভুলে যায় । বাবাকে ভুলে যাওয়ার কারণে বাবার দেওয়া শিক্ষাও ভুলে যায় । আমরা যে ছাত্র - এই কথাও ভুলে যায় । এ খুবই সহজ । বাবার স্মরণেই জাদু আছে । এমন জাদু আর কোনো বাবাই শেখাতে পারেন না । এই জাদুতেই মানুষ তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয় ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছিলেন, যে ধর্ম সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ, এই অর্ধেক কল্প ধরে চলে । এরপর অন্য ধর্ম পরে বৃদ্ধি পায় । খ্রাইস্ট যেমন এসেছিলেন, তখন খুব অল্প সংখ্যায় মানুষ ছিলো । যখন অনেক হয়ে যাবে তখন রাজত্ব করতে পারবে । খ্রীষ্টান ধর্ম এখনও পর্যন্ত আছে । বৃদ্ধি তো হতেই থাকে । ওরা জানে যে খ্রাইস্টের দ্বারাই আমরা খ্রীষ্টান হয়েছি । আজ থেকে দুই হাজার বছর পূর্বে খ্রাইস্ট এসেছিলেন । এখন তাঁর ধর্মের বৃদ্ধি হচ্ছে । খ্রীষ্টানরা বলবে, আমরা খ্রাইস্টের । প্রথমে এক খ্রাইস্ট এসেছিলেন, তাঁরপর তাঁর ধর্ম স্থাপন হয়, বৃদ্ধি হতে থাকে । এক থেকে দুই, দুই থেকে চার... এইভাবে বৃদ্ধি হতে থাকে । এখন খ্রীষ্টানদের বৃদ্ধি কতো বড় হয়ে গেছে । ফাউন্ডেশন হলো দেবী - দেবতার কুলের (ঘরানার), তাই ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয় । কিন্তু ভারতবাসীরা এ কথা ভুলে গেছে যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মা শিবের প্রত্যক্ষ সন্তান ।

খ্রীষ্টানরা মনে করে, আদি দেব ছিলেন, যাঁর থেকেই এই মনুষ্য বংশাবলী । বাকি তারা তো তাদের খ্রাইস্টকেই মানবে, খ্রাইস্টকে, বুদ্ধকে ফাদার মনে করে । বংশলতিকা (সিজরা, জিনিওলজিক্যাল ট্রি) আছে না । যেমন খ্রীষ্টানদের দেশে খ্রাইস্টের স্মরণ হয় । বাচ্চারা, তেমনই তোমরা এখানে তপস্যা করেছিলে, তাই তো তোমাদের স্মরণ আবৃত্তি হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ডেড সাইলেন্সের সত্যিকারের আত্মিক যাত্রা করতে হবে । 'আমিই সেই' - এই মন্ত্র সদা স্মরণে রাখতে হবে, তখনই চক্রবর্তী রাজা হতে পারবে ।

২) মন - বচন এবং কর্মে অনেক শুদ্ধ থাকতে হবে । ভিতরে যেন কোনো দুর্গন্ধ - আবর্জনা না থাকে । প্রতি পদে পদে সাবধান থাকতে হবে । শ্রীমতের রিগার্ড রাখতে হবে ।

বরদান:- নির্মানতার গুণ ধারণ করে সবাইকে সুখ প্রদানকারী সুখদাতা, সুখ স্বরূপ ভব তোমাদের মহান আত্মাদের লক্ষণ হলো নির্মানতা (নম্রতা/নিরহঙ্কারী) । যত নির্মান হবে ততই সকলের দ্বারা মান প্রাপ্ত হবে । যে নির্মান থাকবে সে সবাইকে সুখ প্রদান করবে । যেখানেই যাবে, যাকিছু করবে, তা সুখদায়ী হবে । যারা সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে, তারাও সুখের অনুভূতি করবে । এইজন্য তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের গায়ন হলো - সুখের সাগরের সন্তান সুখ স্বরূপ, সুখদাতা । তাই সবাইকে সুখ দিতে থাকো আর সকলের থেকে সুখ নিতে থাকো । কেউ তোমাদেরকে দুঃখ দিলে সেটা গ্রহণ করবে না ।

স্লোগান:- সবথেকে বড় জ্ঞানী হলো সে, যে আত্ম-অভিমानी থাকে ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন পাঠ (ঈশ্বরীয়) পড়ছো, এই পড়াশোনা হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, তোমাদের এটা পড়তে আর পড়াতে হবে"

*প্রশ্নঃ - দুনিয়াতে কোন্ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞান অন্ধকার রয়েছে?

*উত্তরঃ - মায়ার জ্ঞান, যার জন্য বিনাশ হয়। মুন (চাঁদ) পর্যন্ত যায়, এই জ্ঞান অনেক আছে, কিন্তু নূতন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়ার জ্ঞান কারোর কাছে নেই। সব অজ্ঞান অন্ধকারে রয়েছে, সকলেই জ্ঞান নেত্রের দিক থেকে অন্ধ। তোমাদের এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে। নলেজফুল বাচ্চারা, তোমরা জানো যে ওদের ব্রেনে আছে বিনাশের অভিপ্রায়, তোমাদের বুদ্ধিতে স্থাপনার অভিপ্রায়।

ওম্ শান্তি । বাবা এই শরীর দ্বারা বোঝাচ্ছেন, এটাকে জীব বলা হয়ে থাকে। এনার মধ্যে আত্মাও আছে আর আমিও এনার মধ্যে এসে বসি, সর্বপ্রথমে তো এটা সুনিশ্চিত হওয়া চাই। এনাকে দাদা বলা হয়। বাচ্চাদের মধ্যে এই নিশ্চয় হওয়া চাই। এই নিশ্চয়েই রমণ করতে হবে। প্রতি কল্পে বাবা যাঁর মধ্যে অবতরণ করেন, শিববাবা নিজে বলেন - আমি এনার অনেক জন্মের শেষের জন্মে আসি। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে, এটা হলো সমগ্র শাস্ত্রের মধ্যে শিরোমণি গীতার জ্ঞান। শ্রীমৎ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। সর্বশ্রেষ্ঠ মত হলো এক ভগবানের। যাঁর এই শ্রেষ্ঠ মতের দ্বারাই তোমরা দেবতা তৈরী হচ্ছে। বাবা নিজেই বলেন, আমি তখনই আসি, যখন তোমরা ব্রহ্ম মতে প্রভাবিত হয়ে পতিত হয়ে যাও। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার অর্থও বুঝতে হবে। বিকারী মানুষ থেকে নির্বিকারী বানাতে বাবা আসেন। সত্যযুগে মানুষই থাকে, কিন্তু দৈবীগুণ সম্পন্ন। এখন কলিযুগে হলো সকলেই আসুরী গুণ সম্পন্ন। সবই হলো মনুষ্য সৃষ্টি, কিন্তু এটা হলো ঈশ্বরীয় বুদ্ধি আর সেটা হলো আসুরী বুদ্ধি। এখানে হলো জ্ঞান, সেখানে হলো ভক্তি। জ্ঞান আর ভক্তি হলো আলাদা-আলাদা। ভক্তির পুস্তক কতো প্রচুর পরিমাণে আছে। জ্ঞানের পুস্তক হলো এক। এক জ্ঞান সাগরের পুস্তক একই হওয়া উচিত। যে কেউই ধর্ম স্থাপন করলে, তার পুস্তকও একটাই হয়, যাকে রিলিজিয়াস বুক (ধর্ম গ্রন্থ) বলা হয়। সর্বপ্রথম রিলিজিয়াস বুক হলো গীতা। সর্বপ্রথম আদি সনাতনদেবী দেবতা ধর্ম না কি হিন্দু ধর্ম। মানুষ মনে করে গীতার মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম স্থাপন হয়েছে। গীতার জ্ঞান কৃষ্ণ দিয়েছে। কবে দিয়েছে? অনন্তকাল থেকে। কোনো শাস্ত্রেই তো শিব ভগবানুবাচ নেই। তোমরা এখন মনে করো এই গীতা জ্ঞানের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতা হয়েছে, যে জ্ঞান বাবা আমাদের এখন দিচ্ছেন। একেই ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বলা হয়। গীতাতেই লেখা আছে কাম হলো মহাশত্রু । এই শত্রুই তোমাদের পরাজিত করেছে। বাবা এর উপরেই বিজয় প্রাপ্ত করিয়ে বিশ্বের মালিক করে তোলেন। অসীম জগতের বাবা এনার (ব্রহ্মা) দ্বারা তোমাদের পড়ান। তিনি (শিববাবা) হলেন সমস্ত আত্মাদের পিতা। ইনি(ব্রহ্মা) হলেন আবার সমস্ত মনুষ্য আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। নামই হলো প্রজাপিতা ব্রহ্মা। তোমরা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারো যে ব্রহ্মার বাবার নাম কি, তখন বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর এই তিনের পিতা কেউ তো হবেন, তাই না ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর হলেন সৃষ্টি লোকের দেবতা। তাঁদের উপরে হলেন শিব। বাচ্চারা জানে, শিববাবার যে আত্মা স্বরূপ বাচ্চারা আছে তারা শরীর ধারণ করেছে, উনি তো হলেন সার্বিক ভাবে নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মাই শরীর দ্বারা বলে 'পরমপিতা' । কতো সহজ কথা! একে বলা হয় 'অল্ফ আর বে' অর্থাৎ বাবা আর বাদশাহীর অধ্যয়ণ। কে পড়ান? গীতার জ্ঞান কে শুনিয়েছেন? কৃষ্ণকে তো ভগবান বলা যায় না। সে তো হলো দেহধারী, মুকুটধারী। শিব তো হলেন নিরাকার। ওনার উপর তো মুকুট ইত্যাদি নেই। উনিই হলেন জ্ঞানের সাগর। একমাত্র বাবা হলেন বীজরূপ চৈতন্য। তোমরাও হলে চৈতন্য। সকল বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে তোমরা জানো। যদিও তোমরা মালিক নও, কিন্তু বুঝতে পারো যে বীজ কীভাবে ছড়ানো হয়, ওর থেকে বৃক্ষ কীভাবে নির্গত হয়। সেটা হলো জড়, এটা হলো চৈতন্য। আত্মাকে চৈতন্য বলা হয়। তোমাদের আত্মাতেই জ্ঞান আছে, আর কোনো আত্মায় জ্ঞান থাকতে পারে না। তো বাবা হলেন চৈতন্য মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ। এটা হলো চৈতন্য ক্রিয়েশন (রচনা)। সেই সব হলো জড় বীজ। এরকম নয় যে জড় বীজে কোনো জ্ঞান আছে। তিনি তো হলেন চৈতন্য বীজরূপ, তাঁর মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির নলেজ রয়েছে। বৃক্ষের উৎপত্তি, লালন-পালন, বিনাশের সমস্ত জ্ঞান তাঁর মধ্যে আছে। আবার নূতন বৃক্ষ কীভাবে মাথাচাড়া দেয়, সেটা গুপ্ত থাকে। তোমাদের জ্ঞানও গুপ্ত প্রাপ্ত হয়। বাবাও গুপ্ত রূপে এসেছেন। তোমরা জানো এই কলম লাগছে। এখন তো সকলে পতিত হয়ে গেছে। আচ্ছা, বীজ থেকে সর্ব প্রথম পাতা বেরিয়েছে, তিনি কে ছিলেন? সত্যযুগের প্রথম পাতা তো কৃষ্ণকেই বলা হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে বলা হবে না। নূতন পাতা ছোটো হয়। পরে বড় হয়। তো এই বীজের কতো মহিমা। এটা যে চৈতন্য। যদি দ্বিতীয়টি বের হয়ও, ধীরে ধীরে তাদের মহিমা কমে হতে থাকে। এখন

তোমরা দেবতা হচ্ছে। তাই মূখ্য ব্যাপার হলো আমাদের দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। এনাদের (লক্ষ্মী-নারায়ণ) মতো হতে হবে। চিত্রও আছে। এই চিত্র না থাকলে বুদ্ধিতে জ্ঞান আসতো কি করে। চিত্র অনেক কাজে আসে। ভক্তি মার্গে এই চিত্রের পূজা হয় আর জ্ঞান মার্গে তোমাদের এই চিত্র থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় যে এদের মতো হতে হবে। ভক্তি মার্গে এইরকম বুঝতে পারে না যে, আমাদের এইরকম হতে হবে। ভক্তি মার্গে মন্দির ইত্যাদি কতো তৈরী হয়। সবচেয়ে বেশী মন্দির কার হবে? অবশ্যই শিববাবারই হবে। এরপর আবার ওনার ক্রিয়েশনেরই (রচনার) হবে। প্রথম ক্রিয়েশন হলো এই লক্ষ্মী-নারায়ণ, তাই শিবের পরেই এনাদের পূজা বেশী হয়। মাতা-রা যারা জ্ঞান শোনায়, তাদের পূজা হয় না। তারা তো অধ্যয়ণ করে। তোমাদের পূজা এখন হয় না। কারণ এখন তোমরা পড়াশুনা করছো। তোমাদের অধ্যয়ণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে, অধ্যয়ণের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে, তখন আবার তোমাদের পূজা হবে। এখন তোমরা দেবী-দেবতা হচ্ছে। সত্যযুগে কি আর বাবা পড়াতে যাবেন ! ওখানে কি আর এইরকম পড়াশুনা হবে ! এই পড়াশুনা পতিতকে পবিত্র করে তোলার জন্য। তোমরা জানো, আমাদের যে এইরকম তৈরী করেন তাঁর পূজা হবে, তারপর আমাদেরও পূজা নশ্বর অনুক্রমে হবে। আবার নামতে নামতে ৫ তন্ত্রেরও পূজা করতে লেগে যায়। ৫ তন্ত্রের পূজা অর্থাৎ পতিত শরীরের পূজা। তোমাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সমগ্র সৃষ্টির উপর রাজত্ব ছিলো। এই দেবী-দেবতার রাজ্য কীভাবে আর কখন পেয়েছে? এটা কারোর জানা নেই। মানুষ তো লক্ষ বছর বলে দেয়। লক্ষ বছরের ব্যাপার তো কারোর বুদ্ধিতে বসতে পারে না, সেইজন্য বলে দেয় এটা পরম্পরায় চলে আসছে। তোমরা এখন জানো, দেবী-দেবতা ধর্মের লোকেরা অন্য ধর্ম কনভার্ট (পরিবর্তিত) হয়ে গেছে। যারা ভারতে আছে তারা নিজেদের হিন্দু বলে দেয়, কারণ পতিত হওয়ার কারণে দেবী-দেবতা বলা শোভা পায় না। কিন্তু মানুষের মধ্যে জ্ঞান কোথায়। দেবী-দেবতার থেকেও উচ্চ টাইটেল (উপাধি) নিজের উপর ধার্য করে। পবিত্র দেবী-দেবতাদের পূজা করতে গেলে মাথা ঝোঁকায়, কিন্তু নিজে যে পতিত, সেটা কি আর বোঝে !

ভারতে বিশেষতঃ কন্যাদের সামনে সকলে নত হয়। কুমারদের প্রতি ভেমন করে না। মেল (পুরুষের) এর থেকে ফিমেলকে (নারীকে) বেশী সম্মান করে, কারণ এই সময় জ্ঞান অমৃত প্রথমে মাতাদের প্রাপ্ত হয়। বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেন। তোমরা এটাও বোঝো যে, এই ব্রহ্মা বাবা হলেন জ্ঞানের বড় নদী। জ্ঞান নদীও হয় আবার পুরুষও হয়। ব্রহ্মপুত্র নদী হলো সবচেয়ে বড়, যা কলকাতার দিকে সাগরে গিয়ে মিশেছে। মেলাও ওখানেই বসে, কিন্তু তাদের জানা নেই যে, এটা হলো আত্মাদের আর পরমাত্মার মেলা। সেটা তো হলো জলের নদী, যার নাম ব্রহ্মা পুত্র রেখেছে। তারা তো ব্রহ্মকে ঈশ্বর বলে দিয়েছে, সেইজন্য ব্রহ্মা পুত্রকে পবিত্র মনে করে। বাস্তবে পতিত-পাবন গঙ্গাকে বলা যায় না, এখানে সাগর আর ব্রহ্মা নদীর মিলন। বাবা বলেন, ইনি ফিমেল তো নন, তবুও এনার দ্বারাই অ্যাডপশন হয়, এটা অনেক গুহ্য বোঝার মতো ব্যাপার, যা আবার প্রায় লোপ হয়ে যায়। আবার পরে মানুষ এর আধারে শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী করে। প্রথমে হাতে লেখা শাস্ত্র ছিলো, পরে বড়-বড় মোটা বই ছাপিয়েছে। সংস্কৃতে শ্লোক ইত্যাদি ছিল না। এটা তো একদম সহজ কথা। আমি এনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা রাজযোগ শেখাই, আবার এই দুনিয়াই নিঃশিফ হয়ে যাবে। শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। আবার ভক্তি মার্গে এই শাস্ত্র ইত্যাদি তৈরী হবে। মানুষ মনে করে এই শাস্ত্র ইত্যাদি অনন্তকাল ধরে চলে আসছে, একে বলা হয় অজ্ঞান অন্ধকার। এখন তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বাবা পড়ান, যার দ্বারা তোমরা আলোতে এসেছো। সত্যযুগে হলো পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ। কলিযুগে হলো সবই অপবিত্র প্রবৃত্তির। এটাও ড্রামা। শেষে হলো নিবৃত্তি মার্গ, যাকে সন্ন্যাস ধর্ম বলে, জঙ্গলে গিয়ে থাকে। ওটা হলো পার্থিব সন্ন্যাস। থাকে তো এই পুরানো দুনিয়াতেই। বাচ্চারা, এখন তোমরা যাচ্ছে নতুন দুনিয়ায়। তোমাদের তো বাবার থেকে জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত হয়েছে, তো তোমরা কতো নলেজফুল তৈরী হচ্ছে। এর থেকে বেশী নলেজ হয়ই না। সে সব তো হলো মায়ার নলেজ, যার জন্য বিনাশ হয়। তারা মূনে (চাঁদে) গিয়ে খোঁজ করে। তোমাদের জন্য কোনো নতুন ব্যাপার নেই। এই সবই হলো মায়ার দস্ত। খুবই শো করে (দেখায় বেশী)। বেশী ডিপনেসে যায় যেন কৃতিত্ব পাওয়ার মতো কিছু করে দেখাবে। বেশী কৃতিত্ব দেখিয়ে আবার লোকসান হয়ে যায়। ওদের ব্রেনে বিনাশেরই চিন্তা আসে। কিই-কিই না তৈরী করতে থাকে। যে তৈরী করে সে জানে এর থেকেই বিনাশ হবে। ট্রায়ালও করতে থাকে। বলেও যে দুই বেড়ালে লড়াই করলো আর মাখন তৃতীয় জন খেয়ে নিলো। গল্প ছোটো হলেও খেলা কতো বড়। নাম এদেরই উজ্জ্বল হয়। এর দ্বারাই বিনাশ স্থির হয়ে আছে। কাউকে তো নিমিত্ত হতে হবে যে। খ্রিস্টানরা মনে করে প্যারাডাইস ছিলো, কিন্তু আমরা ছিলাম না। ইসলামী, বৌদ্ধরাও ছিল না, তবুও খ্রীষ্টানদের চিন্তাধারা ভালো। ভারতবাসী বলে দেবী-দেবতা ধর্ম লক্ষ বছর আগে ছিলো, তো বুদ্ধু দাঁড়ালো তো যে না। বাবা ভারতেই আসেন, যে মহান অবিবেচক হয় তাকেই মহান বিচক্ষণ তৈরী করেন। তবে আবার তাঁকে স্মরণ করলে তবে।

বাচ্চারা, বাবা তোমাদের কতো সহজ করে বোঝান, আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সোনার পাত্র হবে, এতে ধারণা ভালো

হবে। স্মরণের যাত্রাতেই পাপ খন্ডন হবে। মুরলী না শুনলে তো জ্ঞান উধাও হয়ে যায়। বাবা তো করুণাময় হওয়ার স্ব-উন্নয়নেরই উপায় বলে দেন। শেষ পর্যন্ত শেখাতেই থাকবেন। আচ্ছা, আজ ভোগ আছে, ভোগ নিবেদন করে শীঘ্রই ফিরে আসতে হবে। এছাড়া বৈকুণ্ঠে গিয়ে দেবী-দেবতা ইত্যাদির সাক্ষাৎ করা, সব হলো ফালতু। এর জন্য খুব সূক্ষ্ম বুদ্ধি দরকার। বাবা এই রথের দ্বারা বলেন আমাকে স্মরণ করো, আমিই তোমাদের পতিত-পাবন বাবা। তোমার সাথে থাকো...তোমার সাথেই বসবো...এটা এখানকার জন্য। উপরে কীভাবে হবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবা এই দাদার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের মানুষ থেকে দেবতা অর্থাৎ বিকারী থেকে নির্বিকারী করার জন্য গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছেন, এই নিশ্চয়ের সাথে চলতে হবে। শ্রীমতে চলে শ্রেষ্ঠ গুণবান হতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রার দ্বারা বুদ্ধিকে সোনার পাত্র বানাতে হবে। সর্বদা এই জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকবে, তার জন্য অবশ্যই মুরলী পড়তে বা শুনতে হবে।

বরদান:- নিজের পজিশনের স্মৃতির দ্বারা মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্তকারী নিরন্তর যোগী ভব
যেরকম স্থূল পজিশনে থাকা ব্যক্তির নিজের পজিশনকে কখনও ভুলে যায় না। সেইরকমই তোমাদের পজিশন হল - মাস্টার সর্বশক্তিমান। এটা সদা স্মৃতিতে রাখো আর প্রতিদিন অমৃতবেলায় এই স্মৃতিকে ইমার্জ করো তাহলে নিরন্তর যোগী হয়ে যাবে আর সারাদিন তার সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকবে। তারপর মাস্টার সর্বশক্তিমানের কাছে মায়া আসতে পারবে না। যখন তোমরা স্মৃতির উঁচু স্টেজে থাকবে তখন পিপড়ের মতো ছোটো মায়াকে জয় করা সহজ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- আত্মারূপী পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বানায় সত্যিকারের পুরুষার্থীই।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - মায়া খুবই শক্তিশালী (জবরদস্ত), এর থেকে সাবধান থেকো, কখনোই এমন ভাবনা যেন না আসে যে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, আমাদের তো সরাসরি শিববাবার সঙ্গে সম্পর্ক"

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের উপরে সকলের ভালোবাসা স্বভাবতঃই এসে থাকে?

*উত্তরঃ - যারা প্রথমে প্রতিটি কথা প্র্যাক্টিক্যালি নিজের উপর প্রয়োগ করে, তারপর অন্যদের বলে - তাদের প্রতি সকলের ভালোবাসা স্বভাবতঃই এসে যায়। জ্ঞানকে নিজে ধারণ করে তারপর অনেকের সেবা করতে হবে, তখনই সকলের ভালোবাসা পাবে। নিজে যদি না করে অথচ অন্যদের করতে বলে, তখন তাকে কে মানবে? সে তো যেন পণ্ডিতের মতো হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। বাচ্চাদের বাবা জিজ্ঞাসা করেন, আত্মাদের পরমাত্মা জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা এ কথা তো জানো যে, আমরা পরমপিতা পরমাত্মার সামনে বসে আছি। বাবার নিজের কোনো রথ বা শরীর নেই, এ কথার নিশ্চয় তো আছে, তাই না? এনার ব্রহ্মকুটির মধ্যে বাবার নিবাস স্থান। বাবা নিজে বলেছেন - আমি এনার ব্রহ্মকুটির মাঝখানে বিরাজ করি। আমি এনার শরীর লোন নিয়ে থাকি। আত্মার অবস্থান ব্রহ্মকুটির মাঝখানে, তাই বাবাও এখানে এসেই বসেন। ব্রহ্মাও আছেন, আর শিববাবাও আছেন। এই ব্রহ্মা যদি না থাকতেন, তাহলে শিববাবাও থাকতেন না। কেউ যদি বলে, আমি তো শিববাবাকেই স্মরণ করি, ব্রহ্মাকে নয়, কিন্তু শিববাবা তাহলে বলবেন কিভাবে? শিববাবাকে তো তোমরা সর্বদা উপরে স্মরণ করে এসেছো। বাচ্চারা, এখন তোমরা জেনেছো যে, আমরা বাবার কাছে এখানে বসে আছি। এমন তো মনে করবে না যে, শিববাবা উপরে আছেন। ভক্তিমার্গে যেমন বলা হয়, শিববাবা উপরে আছেন, তাঁর প্রতিমার এখানে পূজা হয়। এই কথা খুবই বোঝার। তোমরা জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি পূর্ণ জ্ঞানী, তাহলে তিনি কোথা থেকে এই জ্ঞান শোনান? তিনি ব্রহ্মার শরীরের মাধ্যমে শোনান। কেউ কেউ বলে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, কিন্তু শিববাবা বলেন, আমি এনার মুখের দ্বারাই তোমাদের বলি যে, তোমরা আমাকে স্মরণ করো। এ তো বোঝার মতো কথা, তাই না। ব্রহ্মা তো নিজেই বলেন - শিববাবাকে স্মরণ করো। ইনি কোথায় বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো? এনার দ্বারাই শিববাবা বলেন যে, আমাকে স্মরণ করো। এই মন্ত্র আমি এনার মুখের দ্বারাই দিই। ব্রহ্মা না হলে এই মন্ত্র আমি কিভাবে দিতাম? ব্রহ্মা না হলে তোমরা শিববাবার সঙ্গে কিভাবে মিলিত হতে? কিভাবে আমার কাছে এসে বসতে? মায়া এমন এমন চিন্তা ঢুকিয়ে দেয় যে খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও এমন খেয়াল এসে যায় আর তারা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারা বলে, আমরা ব্রহ্মাকে মানি না, তাহলে তাদের কি গতি হবে? মায়া এতো বড় জবরদস্ত যে, একদম মুখই ঘুরিয়ে দেয়। তোমাদের মুখ এখন শিববাবা সামনের দিকে করেছেন। তোমরা তাঁর সামনে বসে আছো। এরপরও যে এমন মনে করে - ব্রহ্মা তো কিছুই নয়, তাহলে তার কি গতি হবে? সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। মানুষ তো ডাকতে থাকে - ও গড ফাদার! গড ফাদার কি শোনেন? তারা বলে - ও উদ্ধারকর্তা, এসো। ওখান থেকেই কি তিনি উদ্ধার করবেন? বাবা প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগেই আসেন। তিনি যাঁর মধ্যে আসেন, তাঁকেই ভুলে গেলে কি বলা হবে? মায়ার মধ্যে এতটাই শক্তি যে এক নম্বরকেও পাই পয়সার নয়, এমন বানিয়ে দেয়। কোনো কোনো সেন্টারে এমনও আছে, তাই তো বাবা বলেন, বাচ্চারা, সাবধান থাকো। যদিও তারা পণ্ডিতের মতো বাবার শোনানো জ্ঞান অন্যদের শোনাতে থাকে। বাবা যেমন পণ্ডিতের উদাহরণ দিয়ে কাহিনী শোনান - এই সময় তোমরা বাবার স্মরণে বিষয় সাগরকে পার করে ক্ষীর সাগরে তো যাও, তাই না। ভক্তিমার্গে অনেক গল্পকথা বানিয়ে দিয়েছে। পণ্ডিতরা অন্যদের বলতো, রাম নাম করলে পার হয়ে যাবে কিন্তু নিজেরা এই নাম জপ করে না। নিজেরা বিকারে যেতে থাকে আর অন্যদের বলে, তোমরা নির্বিকারী হও। এদের কি ফল হবে? এখানেও কোথাও কোথাও যিনি শোনান, তার থেকে যে শোনে সে তীব্রগতিতে এগিয়ে যায়। যে অনেকের সেবা করে, সে সকলের প্রিয় হয়। পণ্ডিত যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয় তাহলে তাকে কে ভালোবাসবে? তখন ভালোবাসা তার প্রতি চলে যাবে যে প্র্যাক্টিক্যালি স্মরণ করে। খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া গিলে ফেলে।

বাবা বোঝান যে - এখনো তো কর্মাতীত অবস্থা তৈরী হয়নি, যতক্ষণ লড়াইয়ের প্রস্তুতি না হয়। একদিকে লড়াইয়ের প্রস্তুতি হবে অন্যদিকে কর্মাতীত অবস্থাও প্রাপ্ত হবে। দুয়ের সম্পূর্ণ কানেকশন রয়েছে, লড়াই সম্পূর্ণ হবে আর পরিবর্তনও হয়ে যাবে। প্রথমে রুদ্র মালা তৈরী হয়। এই কথা আর কেউই জানে না। তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াকে পরিবর্তন হতে হবে। ওরা মনে করে, এই দুনিয়ার এখনো ৪০ হাজার বছর বাকি আছে। তোমরা বুঝতে পারো যে, বিনাশ তো সামনে

উপস্থিত । তোমরা হলে কম সংখ্যক আর ওরা হলো বেশী সংখ্যক । তাই তোমাদের কথা কে শুনবে? তোমাদের যখন বৃদ্ধি হয়ে যাবে, তখন তোমাদের যোগবলে অনেকে আকৃষ্ট হয়ে আসবে, তোমাদের মধ্যে থেকে যত জং দূর হয়ে যাবে, ততই তোমরা শক্তিতে ভরপুর হবে । এমন নয় যে বাবা জানি - জানানহার (সর্বজ্ঞ) । তা নয়, তিনি সকলের অবস্থা জানেন । বাবা কি বাচ্চাদের অবস্থা জানবেন না? সবকিছুই তিনি জানেন । এখন তো তোমাদের কর্মাজীত অবস্থা হতে পারবে না । বারে বারে ভুল হওয়া সম্ভব, মহারথীদেরও হয়ে থাকে । কথাবার্তা, আচার-আচরণ ইত্যাদি সবই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় । এখন তো তোমাদের দৈবী চলন তৈরী করতে হবে । দেবতার তো সর্বগুণ সম্পন্ন, তাই না । তোমাদের এখন এমনই হতে হবে কিন্তু মায়া কাউকেই ছাড়ে না । একেবারে লজ্জাবতী লতা বানিয়ে দেয় । পাঁচ সিঁড়ি আছে তো, তাই না । দেহভাব আসার কারণে উপর থেকে একদম ফেলে দেয় । পড়লেই মরলে । আজকাল নিজেদের মারার জন্য কতো রকমের উপায় করে । ২০ তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে একদম শেষ হয়ে যায় । এমনও হয় না যে, হাসপাতালে পড়ে রইলো দুঃখ ভোগ করার জন্য । কেউ আবার নিজেদের আগুন লাগিয়ে দেয়, কেউ যদি বাঁচিয়েও নেয়, তাহলেও কতো দুঃখ ভোগ করে । স্বলে মারা গেলে আত্মা মুক্ত হবে, তাই আত্মঘাত করে । তারা মনে করে আত্মঘাতী হলে দুঃখ থেকে মুক্ত হবে । ইচ্ছা হলেই ব্যাস । কেউ কেউ তো হাসপাতালেও কতো দুঃখ ভোগ করে । ডাক্তাররা মনে করে, এর তো কষ্ট দূর হবে না, এর থেকে ভালো যে, ওষুধ দিয়ে দিই, শেষ হয়ে যাক, কিন্তু তারা এও জানে যে, এই ওষুধ দিয়ে মৃত্যু হলো মহাপাপ । আত্মা নিজেই বলে, এই কষ্ট ভোগ করার থেকে ভালো হয় যে, শরীর ত্যাগ করি । এখন এই শরীর থেকে কে মুক্ত করাবে? এ হলো অপার দুঃখের দুনিয়া । আর ওখানে হলো অপার সুখ ।

বাচ্চারা, তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখন ফিরে যাই, আমরা দুঃখধাম থেকে সুখধামে যাই, তাই তাকে স্মরণ করতে হবে । বাবাও সঙ্গমযুগেই আসেন যখন দুনিয়াকে পরিবর্তন হতে হয় । বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি আসি তোমাদের সর্ব দুঃখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যেতে । পবিত্র দুনিয়াতে খুব অল্পই থাকে । এখানে তো অনেকেই আছে, তারা পতিত হয়ে গেছে, তাই ডাকে, হে পতিত পাবন - এ কথা বোঝেই না যে আমরা মহাকালকে ডাকি যে, আমাদের এই ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ঘরে নিয়ে চলো । বাবা অবশ্যই আসবেন, সকলের মৃত্যু হবে আর তখনই তো শান্তি আসবে, তাই না । মানুষ শান্তি - শান্তি করতে থাকে । শান্তি তো শান্তিধামে থাকবে কিন্তু এই দুনিয়াতে শান্তি কিভাবে হবে? এখানে যে অনেক মানুষ । সত্যযুগে তো সুখ - শান্তি ছিলো । এখন তো এই কলিযুগে অনেক ধর্ম । এই এতো ধর্মের যখন অবসান হবে, যখন এক ধর্ম স্থাপন হবে, তখন তো সুখ - শান্তি হবে । হাহাকারের পরে আবার জয়-জয়কার হবে । পরের দিকে দেখবে মৃত্যুর বাজার কতো গরম । কিভাবে মানুষের মৃত্যু হয় । বস্তু-এর দ্বারাও আগুন লেগে যাবে । পরের দিকে যখন এইসব দেখতে পাবে তখন অনেকেই বলবে, বিনাশ তো অবশ্যই হবেই ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এই সৃষ্টিচক্র কিভাবে ঘুরতে থাকে? বাবা এক ধর্মের স্থাপনা করান, তিনি রাজযোগও শেখান । বাকি অন্য সমস্ত ধর্ম শেষ হয়ে যাবে । গীতাতে কিছুই দেখানো হয় নি । তাহলে গীতা পড়ার ফল কি? দেখানো হয়েছে, প্রলয় হয় । দেখানো হয়, সম্পূর্ণ দুনিয়া জলমগ্ন হয়ে গেছে কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়া জলমগ্ন হয় না । ভারত তো অবিনাশী পবিত্র থণ্ড । তারমধ্যেও আবু সবথেকে পবিত্র তীর্থস্থান, যেখানে বাবা এসে সকলের সদগতি করান । দিলওয়ারা মন্দির এর করো সুন্দর স্মরণিক । এ কতো অর্থপূর্ণ, কিন্তু যে বানিয়েছিল সে কিছুই জানতো না । তবুও খুবই বুঝদার ছিলো, তাই না । দ্বাপরে নিশ্চই খুবই বুঝদার মানুষ থাকবে । কলিযুগে তো সকলেই তমোপ্রধান । তোমরা যেখানে বসে আছো, এই মন্দির হলো সবার থেকে উচ্চ । তোমরা জানো যে, আমরা হলাম চৈতন্য, এ হলো আমাদের জড় দেহের স্মরণ । বাকি আরো কিছু সময় এই মন্দির ইত্যাদি আরো তৈরী হতে থাকবে । তারপর তো তা আবার ভেঙ্গে যাওয়ার সময়ও আসবে । সমস্ত মন্দির ইত্যাদি সব ভেঙ্গে যাবে । হোলসেল মৃত্যু হবে । মহাতারী মহাভারতের লড়াইয়ের নাম আছে, যাতে সব শেষ হয়ে যায় । তোমরা এও বুঝতে পারো যে, বাবা এই সঙ্গম যুগেই আসেন । বাবার তো রথের প্রয়োজন, তাই না । আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করেন তখনই শরীরে প্রাণ বা গতি আসে । আত্মা শরীর থেকে নির্গত হয়ে গেলে শরীর জড় হয়ে যায় । বাবা তাই বোঝান যে, তোমরা এখন ঘরে ফিরে যাও । তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো হতে হবে । তাহলে এমন গুণও তো চাই, তাই না । বাচ্চারা, তোমরা এই খেলাকেও জানো । এই খেলা কতো আশ্চর্যের বানানো হয়েছে । এই খেলার রহস্য বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । বাবা তো পূর্ণ জ্ঞানী এবং বীজ রূপ, তাই না । বাবা এসেই সম্পূর্ণ বৃক্ষের জ্ঞান প্রদান করেন - এতে কি কি হয়, তোমরা এখানে কতো সময় অভিনয় করছো? অর্ধেক কল্প হলো দৈবী রাজ্য আর অর্ধেক কল্প আসুরী রাজ্য । যারা ভালো ভালো বাচ্চা, তাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকে । বাবা তাঁর নিজের সমান টিচার তৈরী করেন । এই টিচারও আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে হয় । কেউ কেউ তো টিচার হয়েও আবার বিগড়ে যায় । অনেকেই শিথিয়ে নিজে শেষ হয়ে যায় । ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মধ্যেও নানা ধরণের সংস্কার থাকে । বাবা বোঝান যে, এখানেও যারা ঠিক

রীতিতে জ্ঞান ধারণ না করে, চালচলনের পরিবর্তন না করে, তারা অনেককেই দুঃখ দেওয়ার নিমিত্ত হয়ে যায়। শাস্ত্রে এও দেখানো হয়েছে যে - আসরে অসুর লুকিয়ে বসে থাকে তারপর বাইরে গিয়ে ট্রেটর হয়ে কতো উৎপাত করে। এ তো হতেই থাকে। উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, তাতে কতো বিঘ্ন এসে পড়ে।

বাবা বোঝান যে, তোমরা বাচ্চারা হলে সুখ - শান্তির টাওয়ার। তোমরা হলে অত্যন্ত রম্য। তোমাদের থেকে রম্য। এইসময় কেউই হয় না। অসীম জগতের বাবার সন্তান হলে কতো মিষ্টিভাবে চলা উচিত। তোমরা কাউকে দুঃখ দেবে না। নাহলে তা অস্তিম সময়ে স্মরণে আসবে। তখন সাজা ভোগ করতে হবে। বাবা বলেন, এখন তো তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাচ্চাদের সূক্ষ্ম লোকে ব্রহ্মার সাক্ষাৎকার হয়, তাই তোমরাও এমন সূক্ষ্মবতনবাসী হও। মুভিকে প্র্যাক্টিস করতে হবে। অনেক কম বলতে হবে আর মিষ্টি বলতে হবে। এমন পুরুষার্থ করতে করতে তোমরা শান্তির টাওয়ার হয়ে যাবে। বাবা তোমাদের শেখান। এরপর তোমাদের অন্যকে শেখাতে হবে। ভক্তিমার্গ হলো টকি মার্গ। এখন তোমাদের হতে হবে সাইলেন্স। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) খুবই রম্যালটির সাথে মিষ্টি হয়ে চলতে হবে। শান্তি আর সুখের টাওয়ার হওয়ার জন্য খুবই কম আর মিষ্টি করে কথা বলতে হবে। 'মুভি'-র (নির্বাক) প্র্যাক্টিস করতে হবে। 'টকী'-তে আসবে না।

২) নিজের আচরণ দৈবী বানাতে হবে। লজ্জাবতী লতা হবে না। লড়াইয়ের পূর্বে কর্মাতীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। নির্বিকারী হয়ে অন্যকে নির্বিকারী বানানোর সেবা করতে হবে।

বরদানঃ:- পবিত্র প্রেমের পালনার দ্বারা সবাইকে স্নেহের সূত্রে বেঁধে রাখা মাস্টার স্নেহের সাগর ভব যখন স্নেহের সাগর আর স্নেহ সম্পন্ন নদীদের মিলন হয় তখন নদীও বাবার সমান মাস্টার স্নেহের সাগর হয়ে যায়। এইজন্য বিশ্বের আত্মারা স্নেহের অনুভবের দ্বারা স্বতঃই নিকটে আসতে থাকে। পবিত্র ভালোবাসা বা ঈশ্বরীয় পরিবারের পালনা চুষকের সমান স্বতঃই প্রত্যেককে নিকটে নিয়ে আসে। এই ঈশ্বরীয় স্নেহ সবাইকে সহযোগী বানিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সূত্রে বেঁধে দেয়।

স্লোগানঃ:- সংকল্প, বাণী, সময়, গুণ আর শক্তিগুলির খাজানা জমা করো তো এর সহযোগ প্রাপ্ত হতে থাকবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের সর্ব খাজানায় ভরপুর (মালামাল) করতে, তোমরা শুধু ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলো, ভালো ভাবে পুরুষার্থ করে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, মায়ার কাছে হেরে যেও না"

*প্রশ্নঃ - ঈশ্বরীয় মত, দৈবী মত ও মনুষ্য মতের মধ্যে মুখ্য প্রভেদ কি?

*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী তোমরা বাচ্চারা নিজের ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরে যাও তারপরে নতুন দুনিয়ায় উঁচু পদের অধিকারী হও। দৈবী মতানুযায়ী তোমরা সদা সুখী থাকো। কারণ সেই মতও এই সময় বাবার কাছেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তবুও নীচে নেমে আসো। মনুষ্য মত দুঃখী করে। ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী চলার জন্য সর্বপ্রথম যিনি পড়ান সেই বাবার উপরে সম্পূর্ণ নিশ্চয় থাকা চাই।

ওম্ শান্তি। বাবা তো অর্থ বুঝিয়েছেন, আমি আত্মা হলাম শান্ত স্বরূপ। যখন ওম্ শান্তি বলা হয় তো আত্মার নিজের ঘরের কথা স্মরণে আসে। আমি আত্মা শান্ত স্বরূপ। তারপরে যখন কর্মেন্দ্রিয় প্রাপ্ত হয়, তখন টকি অর্থাৎ কথা বলায় সক্ষমতা আসে। কর্মেন্দ্রিয় প্রথমে ছোট তারপরে বড় হয়। এবারে পরমপিতা পরমাত্মা তো হলেন নিরাকার। তাঁরও রথের প্রয়োজন টকি-তে আসার জন্য। যেমন তোমরা আত্মারা হলে পরমধামের বাসিন্দা, এখানে এসে টকি হয়েছে। বাবাও বলেন, আমি তোমাদের নলেজ প্রদান করার জন্য টকি হয়েছে। বাবা নিজের এবং রচনার আদি, মধ্য, অন্তের পরিচয় দেন। এ হলো আধ্যাত্মিক পড়াশোনা (রুহানী পড়াশোনা), ওসব হলো দৈহিক জগতের পড়াশোনা। তারা নিজেদের শরীর ভাবে। এমন কেউ বলবে না যে, আমরা আত্মা, এই কান দিয়ে শুনি। এখন বাচ্চারা, তোমরা বুঝেছো যে, বাবা হলেন পতিত-পাবন, তিনিই এসে বোঝান - আমি কিভাবে আসি। তোমাদের মতন আমি গর্ভে আসি না। আমি এনার (ব্রহ্মার) মধ্যে প্রবেশ করি। তারপরে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ব্রহ্মার দেহটি হলো শিববাবার রথ। ব্রহ্মাকে মাতাও বলা হয়। সবচেয়ে বিশাল নদী হলো ব্রহ্ম পুত্র। অর্থাৎ এ হলো সেই বিশাল নদী। জলের কথা নয়। এই হল মহানদী অর্থাৎ সবচেয়ে বড় জ্ঞান নদী। অতএব বাবা আত্মাদের বোঝাচ্ছেন, আমি তোমাদের পিতা। যেমন তোমরা কথা বলা, আমিও কথা বলি। আমার পাট তো সবচেয়ে শেষে থাকে। তোমরা যখন একেবারে পতিত হয়ে যাও, তখন তোমাদের পবিত্র করতে আসতে হয়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণকে এমন কে তৈরি করেন? ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ তো হতে পারে না। অসীমের বাবা-ই স্বর্গের মালিক বানান, তাইনা। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনিই বলেন, আমি এই মনুষ্য সৃষ্টির চৈতন্য বীজ। আমি আদি, মধ্য, অন্তকে জানি। আমি সত্য, আমি চৈতন্য বীজ রূপ, এই সৃষ্টিকর্ষী বৃক্ষের নলেজ আমার মধ্যে আছে। একেই সৃষ্টি চক্র বা ড্রামা বলা হয়। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। জাগতিক দুনিয়ার ড্রামা দুই ঘন্টা চলে। এই ড্রামার রীল ৫ হাজার বছরের। যে সময় পার হতে থাকে, ৫ হাজার বছর থেকে কম হতে থাকে। তোমরা জানো প্রথমে আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম তারপরে ধীরে-ধীরে আমরা ক্ষত্রিয় কুলে (ত্রৈত্য) আসি। এই সম্পূর্ণ রহস্য বুদ্ধিতে আছে, তাইনা। অতএব এই কথা স্মরণ করা উচিত। আমরা শুরু শুরুতে পাট প্লে করতে আসি তখন আমরা দেবী-দেবতা ছিলাম। ১২৫০ বছর রাজত্ব করি। সময় তো পার হতে থাকে, তাইনা। লক্ষ বছরের কথা নয়। লক্ষ বছরের কথা তো কেউ চিন্তা করতেও পারে না।

তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, আমরা এইরূপ দেবী-দেবতা ছিলাম তারপরে পাট প্লে করতে, বছরের পর বছর পার করতে করতে এখন কতগুলি বছর পার করেছি। ধীরে ধীরে সুখ কম হতে থাকে। প্রতিটি জিনিস সতোপ্রধান, সতঃ, রজঃ, তমঃ হয়। অবশ্যই পুরানো হয়। এ হলো অসীম জগতের কথা। এইসব কথা ভালো ভাবে বুদ্ধিতে ধারণ করে তারপরে অন্যদের বোঝাতে হবে। সবাই তো একরকম নয়। নিশ্চয়ই বিভিন্ন ভাবে বোঝাতে হবে। চক্র বোঝানো খুব সহজ। ড্রামা ও বৃক্ষের চিত্র হলো মুখ্য। নাম হলো কল্প বৃক্ষ, তাইনা। কল্পের আয়ু কত বছরের, এই কথা কেউ জানে না। মনুষ্য মত অনেক। কেউ কিছু বলবে, অন্য কেউ অন্য কিছু বলবে। এখন তোমরা অনেক মনুষ্য মতামত বুঝেছো এখন এক ঈশ্বরীয় মতামতও বুঝতে পারছো। কত তফাৎ। ঈশ্বরীয় মতানুসারে তোমাদের আবার নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে অন্য কারো মতের দ্বারা। দৈবী মত বা মনুষ্য মতের দ্বারা ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। দৈবী মতের আধারে তোমরা নীচে নেমে আসো, কারণ গুণ বা কলা কম হয়ে যায়। অসুরী মতের দ্বারাও নীচে নামো। কিন্তু দৈবী মতে সুখ, অসুরী মতে দুঃখ আছে। দৈবী মত এইসময় বাবার দ্বারা প্রদান করা হয় তাই তোমরা সুখী থাকো। অসীম জগতের বাবা কত দূর থেকে আসেন। মনুষ্য ধন উপার্জনের জন্য বাইরে যায়। যখন অনেক ধন একত্রিত হয় তখন ফিরে আসে। বাবাও বলেন বাচ্চারা, আমি তোমাদের জন্য বিশাল খাজানা নিয়ে আসি। কারণ জানি তোমাদেরকে অনেক কিছু দিয়েছিলাম। সেসব তোমরা

হারিয়েছে। আমি তোমাদের সঙ্গেই কথা বলি, যারা প্রাণিক্যালি হারিয়েছে। ৫ হাজার বছরের কথা তোমাদের মনে আছে, তাইনা। তোমরা বলো - হ্যাঁ বাবা, ৫ হাজার বছর পূর্বে আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আপনি উত্তরাধিকার দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের মনে পড়েছে যথার্থভাবে অসীমের পিতার কাছে অসীমের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। বাবা, আপনার কাছে নতুন দুনিয়ার রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। আচ্ছা, আবার পুরুষার্থ করো। এমন বলবে না বাবা মায়ার ভুতেরা আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। দেহ-অভিমানের পরেই তোমরা মায়ার কাছে হেরে যাও। লোভ করে থাকো, ঘুষ নিয়ে থাকো। কোনও রকম অসমর্থতা থাকলে অন্য কথা। বাবা জানেন লোভ ব্যতীত পেট পূজা হবে না, অসুবিধা নেই। খেতে চাইলে খাও, কিন্তু কোথাও ফেঁসে যেও না, নাহলে তোমাদেরই দুঃখ হবে। টাকা পেলে খুশী হবে, কোথাও পুলিশ ধরে নিলে জেলে যেতে হবে। এমন কাজ করো না, তার দায় দায়িত্ব আমার নয়। পাপ করলে জেলে যেতে হয়। সেখানে তো জেল ইত্যাদি হয় না। অতএব ডামার প্ল্যান অনুযায়ী কল্প পূর্বে তোমরা যে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো, ২১ জন্ম সেইসব আবার নেবে। পুরো রাজধানী তৈরি হয়। গরিব প্রজা, ধনী প্রজা। কিন্তু সেখানে দুঃখ নেই। বাবা এই বিষয়ে গ্যারান্টি দেন। সবাই একরকম তো হতে পারেনা। সূর্য বংশী- চন্দ্র বংশী রাজত্বে সবাই চাই তাইনা। বাচ্চারা জানে বাবা কীভাবে আমাদের বিশ্বের বাদশাহী দেন। তারপরে আমরা নীচে নেমে আসি। স্মরণে এসেছে তাইনা। স্কুলের পড়াশোনা স্মরণে তো থাকে তাই না। এখানেও বাবা স্মরণ করান। এই আধ্যাত্মিক পড়াশোনা দুনিয়ায় অন্য কেউ পড়াতে পারে না। গীতায়ও লেখা আছে মন্মানভব। যাকে মহামন্ত্র বশীকরণ মন্ত্র বলা হয় অর্থাৎ মায়ার উপরে জয় লাভ করার মন্ত্র। মায়াকে জয় করলেই জগৎ জিত। মায়াকে ৫ বিকারকে বলা হয়। রাবণের চিত্র একেবারে ক্লিয়ার - ৫ বিকার স্ত্রী -র, ৫ বিকার পুরুষের। যার ফলে গাধায় পরিণত হয় তাই উপরে গাধার মাথা দেওয়া হয়। এখন তোমরা বুঝেছ জ্ঞান ছাড়া আমরাও এমন ছিলাম। বাবা কত রমণীয় ভাবে বসে পড়ান। তিনি হলেন সুপ্রিম টিচার। আমরা তাঁর কাছে যা পড়ি সেসব অন্যদের বলি। সর্ব প্রথমে যিনি পড়ান তাঁর প্রতি নিশ্চয় করানো উচিত। বলো, বাবা আমাদের বুঝিয়েছেন, এবারে বিশ্বাস করলে করো। ইনি হলেন অসীমের পিতা তাইনা। শ্রীমৎ-ই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করে। অতএব শ্রেষ্ঠ দুনিয়াও অবশ্যই চাই, তাইনা।

এখন তোমরা বুঝেছো যে, আমরা নোংরা দুনিয়ায় বসে আছি। অন্যরা কেউ বুঝবে না। সেখানে আমরা স্বর্গে সদা সুখী থাকি। এখানে নরকে কত দুঃখে রয়েছি। একে নরক বলো বা বিষয় বৈতরণী নদী বলো, পুরানো দুনিয়া হল ছিঃ ছিঃ দুনিয়া। এখন তোমরা অনুভব করো - কোথায় সত্যযুগ স্বর্গ, কোথায় কলিযুগ নরক ! স্বর্গকে বলা হয় ওয়ান্ডার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। ত্রেতাকে বলা হবে না। এখানে এই নোংরা দুনিয়ায় থাকতে মানুষের খুবই খুশী অনুভব হয়। বিষ্ঠা কীট গুলিকে ভ্রমরী ভুঁ ভুঁ করে নিজের মতন করে। তোমরাও নোংরায় পড়ে ছিলে। আমি এসে ভুঁ-ভুঁ করে তোমাদের মতন কীটদের অর্থাৎ শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করেছি। এখন তোমরা ডবল মুকুটধারী হয়েছ তো কত খুশীর অনুভব হওয়া উচিত। পুরুষার্থও পুরোপুরি করা উচিত। অসীমের পিতা খুব সহজ করে বোঝান। অন্তরে অনুভব হয় যে বাবা সত্য কথা বলেন। এইসময় সবাই মায়ার পাঁকে আটকে আছে। বাইরের আড়ম্বর কতখানি? বাবা বোঝান আমি তোমাদের পাঁক থেকে মুক্ত করি, স্বর্গে নিয়ে যাই। স্বর্গের নাম তো শুনেছ। এখন তো স্বর্গ নেই। শুধু এই চিত্র আছে। স্বর্গের মালিক কত বিত্তবান ছিলেন। ভক্তি মার্গে যদিও রোজ মন্দিরে যেতে, কিন্তু জ্ঞান তো কিছুই ছিলনা। এখন তোমরা বুঝেছ ভারতে এই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। তাঁদের রাজত্ব কবে ছিল, সেসব কারো জানা নেই। দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবর্তে এখন হিন্দু-হিন্দু বলতে থাকে। শুরুতে হিন্দু মহাসভার প্রেসিডেন্ট এসেছিল। বললেন, আমরা বিকারী অসুর নিজেকে দেবতা বলে পরিচয় দেব কীভাবে? আমি বলি আচ্ছা এসো তোমাকে বোঝাই পুনরায় দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। আমি তোমাকে স্বর্গের মালিক করে দেবো। বসে শোখো। তিনি বললেন, দাদা, সময় কোথায়? সময় না থাকলে দেবতা হবে কীভাবে ! এ তো হল পড়াশোনা, তাইনা। বেচারার ভাগ্যে ছিল না, মারা গেল (হাত ছেড়ে চলে গেলো)। এমনও বলা হবে না যে, সে প্রজায় আসবে। না, এমনি এসেছিল, শুনেছিল যে এখানে পবিত্রতার জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সত্যযুগে আসতে পারবে না। তবুও হিন্দু ধর্মে তো আসবেই।

তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো যে, মায়ার প্রচলিত শক্তিশালী। কিছু না কিছু ভুল করাতেই থাকে। কখনও কোনো উল্টো কর্ম হয়ে গেলে বাবাকে অন্তর থেকে সত্য কথা গুলো বলে দিতে হবে। রাবণের দুনিয়ায় পাপ তো হতেই থাকে। তারা বলে আমরা হলাম জন্ম জন্মান্তরের পাপী। এই কথা কে বলেছে? আস্চা বলে - বাবার সম্মুখে অথবা দেবতাদের সামনে। এখন তো তোমরা অনুভব করেছ সঠিকভাবে আমরা জন্ম জন্মান্তরের পাপী ছিলাম। রাবণের রাজ্যে পাপ অবশ্যই হয়েছে। অনেক জন্মের পাপ তো বর্ণনা করাও অসম্ভব। এই জন্মের বর্ণনা করতে পারো। সেসব বাবাকে বলে দিলেও হালকা হবে। সার্জনের সামনে অসুখ বর্ণনা করলে - অমুককে মেরেছি, চুরি করেছি.... এইসব বলতে লজ্জা অনুভব হয় না, বিকারগ্রস্ত

হওয়ার কথা বললে লজ্জা অনুভব হয়। সার্জনের কাছে লজ্জা বোধ করলে অসুখ সারবে কীভাবে ? তারপরে অন্তর্মনে অনুতাপ হবে, বাবাকে স্মরণ করতে পারবে না। সত্য বলে দিলে স্মরণ করতে পারবে। বাবা বলেন আমি সার্জেন তোমাদের ঔষধ প্রদান করি। তোমাদের কায়া (দেহ) সদা কাঞ্চন থাকবে। সার্জেনকে বলে দিলে হাল্কা হয়ে যায়। কেউ নিজেই লেখে - বাবা আমরা জন্ম জন্মান্তর পাপ করেছি। পাপ আত্মাদের দুনিয়ায় পাপাত্মা হয়েছি। এখন বাবা বলেন বাচ্চারা, পাপ আত্মাদের সঙ্গে তোমরা কোনো রকম লেনদেন করবে না। সত্য সদ্ধরু, অকালমূর্তি হলেন বাবা, তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। তারা অকাল তন্ত নাম রেখেছে, কিন্তু অর্থ বোঝে না। বাবা বুঝিয়েছেন, এ হল আত্মার তন্ত। এখানেই শোভা পায়, তিলকও এইখানে ক্রু যুগলের মাঝখানে দেওয়া হয়, তাইনা। আসলে তিলক একদম বিন্দু সম দেওয়া হতো। এখন তোমাদের নিজেদেরকে নিজেই তিলক দিতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। যারা অনেক সার্ভিস করবে তারা বড় মহারাজা হবে। নতুন দুনিয়ায়, পুরানো দুনিয়ার পড়া কি পড়বে নাকি। সুতরাং এত উঁচু পড়াশোনায় মনোনিবেশ করা উচিত। এখানে বসে থেকেও অনেকের বুদ্ধিযোগ ভালো থাকে, অনেকের বুদ্ধি বাইরে বিচরণ করে। কেউ ১০ মিনিট লেখে, কেউ ১৫ মিনিট লেখে। যার চার্ট ভালো থাকবে তার নেশাও বেশি থাকবে - বাবা এত সময় আমরা আপনার স্মরণে ছিলাম। ১৫ মিনিটের বেশি তো কেউ লিখতে পারে না। বুদ্ধি এদিক ওদিক বিচরণ করে। যদি সবাই একরস হয়ে যাবে, তাহলে তো কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে। বাবা কত মিষ্টি মিষ্টি লাভলী কথা শোনান। এমন করে তো কোনও গুরু শেখাননি। গুরুর কাছে একজন শিখবে না, গুরুর কাছে তো হাজার জন শিখবে, তাইনা। সদগুরুর কাছে তোমরা কত কি শিখছো। এ হলো মায়াকে বশে করার মন্ত্র। মায়া ৫ বিকারকে বলা হয়। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্য বলা হবে তাঁদের কাছে অনেক সম্পত্তি আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণকে কখনও মাতা-পিতা বলা হবে না। আদি দেব, আদি দেবীকে জগৎ পিতা, জগৎ অম্মা বলা হয়, ঐদের নয়। এনারা হলেন স্বর্গের মালিক। অবিনাশী জ্ঞান ধন নিয়ে আমরা বিত্তবান হই। অম্মার কাছে অনেক মনস্কামনা নিয়ে যায়। লক্ষ্মীর কাছে যায় ধন লাভের আশায় অন্য কিছু নয়। তাহলে বড় কে হলেন? এই কথা কেউ জানে না, অম্মার কাছে কি প্রাপ্তি হয়? লক্ষ্মীর কাছে কি প্রাপ্তি হয়? লক্ষ্মীর কাছে শুধু ধন চাওয়া হয়। অম্মার কাছে তোমরা সবকিছু প্রাপ্ত কর। অম্মার নাম বেশি কারণ মাতাদের বেশি দুঃখ সহ্য করতে হয়। তাই মাতাদের নাম বেশি হয়। আচ্ছা, তবুও বাবা বলেন বাবাকে স্মরণ করো তো পবিত্র হবে। চক্রকে স্মরণ করো, দৈবী গুণ ধারণ করো। অনেককে নিজের মতন বানাও। তোমরা গড ফাদারের স্টুডেন্ট। কল্প পূর্বেও ছিলে, এখন আবার সেই উদ্দেশ্য সামনে আছে। এই হল সত্য নর থেকে নারায়ণ হওয়ার কথা। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সার্জনের কাছে নিজের অসুখ কখনও লুকাবে না। মায়ার ভূতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে। নিজেকে রাজতিলক প্রদান করতে সার্ভিস নিশ্চয়ই করতে হবে।

২) নিজেকে অবিনাশী জ্ঞান ধনে বিত্তবান করতে হবে। এখন পাপ আত্মাদের সঙ্গে কোনো রকম লেন-দেন করবে না। পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হবে।

বরদানঃ:- এই কল্যাণকারী যুগে সকলের কল্যাণ করে প্রকৃতিজীং মায়াজীং ভব সঙ্গমযুগকে কল্যানকারী যুগ বলা হয়, এই যুগে সদা এই স্বমান যেন স্মরণে থাকে যে আমি হলাম কল্যাণকারী আত্মা। আমার কর্তব্য হল প্রথমে নিজের কল্যাণ করা, তারপর সকলের কল্যাণ করা। শুধু মনুষ্যাত্মাদের নয়, আমরা প্রকৃতিরও কল্যাণ করি এইজন্য প্রকৃতিজীং মায়াজীং বলা হয়। যখন আত্মা পুরুষ প্রকৃতিজীং হয়ে যায়, তখন প্রকৃতিও সুখদায়ী হয়ে যায়। তারা প্রকৃতি বা মায়ার দোলাচলে আসবে না। তাদের উপর অকল্যাণের বায়ুমন্ডলের প্রভাব পড়বে না।

স্নোগানঃ:- একে-অপরের চিন্তাভাবনাকে সম্মান দাও তাহলে মাননীয় হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"এই নতুন বছরে সর্ব ভান্ডার সফল করে সফলতামূর্ত হওয়ার বিশেষত্ব দেখাও"

আজ নব যুগ রচয়িতা, নব জীবন দাতা বাপদাদা নব বর্ষ উদযাপন করতে এসেছেন। তোমরাও সবাই নববর্ষ উদযাপন করতে এসেছ, নাকি নব যুগ উদযাপন করতে এসেছ? নববর্ষ তো সবাই উদযাপন করে কিন্তু তোমরা সবাই নব জীবন, নব যুগ এবং নববর্ষ এই তিনই তোমরা উদযাপন করছ। বাপদাদাও ত্রিমূর্তি অভিনন্দন জানাচ্ছেন। একে অপরকে নববর্ষের অভিনন্দন জানায় এবং সেইসঙ্গে কোনো না কোনো গিফ্ট দেয়। গিফ্ট দাও তো না! কিন্তু বাপদাদা তোমাদের সবাইকে কোন গিফ্ট দিয়েছেন? গোল্ডেন দুনিয়ার গিফ্ট দিয়েছেন। সবাই গোল্ডেন দুনিয়ার গিফ্ট লাভ করেছ তো, তাই না! যে গোল্ডেন দুনিয়ায়, নব যুগে সর্বপ্রাপ্তি রয়েছে। মনে আছে তোমাদের নিজেদের রাজত্ব? কোনো অপ্রাপ্তির লেশমাত্র নেই। এমন গিফ্ট বাবা ব্যতীত অন্য কেউ দিতে পারে না। সারা বিশ্বে যদি কেউ সর্বাধিক বড় গিফ্ট দেয়ও তবুও কী দেবে? সর্বাধিক বড় মুকুট কিংবা সিংহাসন দেবে। যখন স্থাপন হয়েছিল, (যারা স্থাপন কালের তারা সামনে বসে আছে) তখন আদিতেই ব্রহ্মা বাবা বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করতেন যে যদি তোমাদের আজকালকার কোনও রানী মুকুট আর সিংহাসন দেয় তবে তোমরা যাবে? স্মরণে আছে তো না! তো বাচ্চারা বলতো এই মুকুট আর সিংহাসন নিয়ে কী করবো, যখন বাবাকে পেয়ে গেছি তখন এসব কী! সুতরাং এই গোল্ডেন ওয়ার্ল্ডের গিফ্টের তুলনায় কোনও গিফ্টই বড় হতে পারে না। কোনো কোনো বাচ্চা জিজ্ঞাসা করে ওখানে কী কী প্রাপ্তি হবে? তো বাপদাদা বলেন, প্রাপ্তির লিস্ট তো লম্বা কিন্তু সার রূপে কী বলবেন! কোনো অপ্রাপ্ত বস্তু নেই, যা জীবনে প্রয়োজন সেই সব প্রাপ্ত হবে। সুতরাং এমন গোল্ডেন গিফ্টের অধিকারী আত্মা তোমরা। অধিকারী তো না! ডবল বিদেশি তোমরা অধিকারী? (হাত নাড়াচ্ছে) সবাই রাজা হবে? রাজা হবে, আচ্ছা। এত সিংহাসন তৈরি করতে হবে। বাপদাদা বলেন, সেই সিংহাসন তো সিংহাসন, সর্বপ্রাপ্তি আছে কিন্তু এই সঙ্গম যুগের স্বরাজ্য তার থেকে কম নয়। এখনো তোমরা রাজা তো না! প্রজা তোমরা, নাকি রয়্যাল ফ্যামিলি? কী তোমরা? এক বাবাই আছেন যিনি গর্বের সাথে বলেন যে আমার একেক বাচ্চা রাজা বাচ্চা। তোমরা রাজা তো না! তোমরা রাজযোগী, নাকি প্রজাযোগী? এই সময় সবাই হৃদয় সিংহাসনাসীন, স্বরাজ্য অধিকারী রাজা বাচ্চা। এত অধ্যাত্ম নেশা থাকে তো, তাই না? কেননা, এই সময়ের স্বরাজ্য দ্বারাই ভবিষ্যত রাজ্য প্রাপ্ত হয়। এই সঙ্গম যুগ অনেক অনেক অনেক অমূল্য, শ্রেষ্ঠ। বাপদাদা এবং সব বাচ্চা সঙ্গম যুগকে জানে, খুশির সাথে সঙ্গম যুগকে কী নাম দেওয়া হয়েছে। সুখানন্দের যুগ। কেন? সঙ্গমের মতো মজা সারা কল্পে অন্য কোনো যুগে নেই। কারণ কী? পরমাত্মা মিলনের আনন্দানুভব সমগ্র কল্পে এখনই প্রাপ্ত হয়। সঙ্গম যুগের এক এক দিন কী? আনন্দই আনন্দ। আনন্দ আছে তো না? আনন্দ আছে, দ্বিধাশ্রিত হও না তো না! প্রতিদিন উৎসব, কারণ তোমাদের আগ্রহ রয়েছে। উদ্যম আছে, উৎসাহ আছে যে, নিজের সব ভাই বোনকে যেন পরমাত্মা পিতার বানাতে পারি! সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে তো না! আমরা এটা করব, এটা করব, এটা করব... তোমরা প্ল্যান বানাও, তাই না! কারণ, তোমাদের যে শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি হয়ে থাকে, তা অন্যকে না শুনিয়ে তোমরা থাকতে পারো না। এই সঙ্গম যুগের প্রাপ্তি গোল্ডেন ওয়ার্ল্ডও হবে। এখনে পুরুষার্থের প্রালব্ধ ভবিষ্যতের গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড। তো সঙ্গম যুগ ভালো লাগে, নাকি গোল্ডেন যুগ ভালো লাগে? কী ভালো লাগে? সঙ্গম ভালো, তাই না? শুধু মাঝে মাঝে মায়া আসে। কখনো কখনো অল্পস্বপ্ন নিরুৎসাহ হয়ে যাও। কিছু কিছু বাচ্চা সহজ যোগকে মুশকিল যোগ বানিয়ে দেয়, মুশকিল নয়, কিন্তু বানিয়ে দেয়। বাস্তবে খুব সহজ, মুশকিল লাগে? যাদের মুশকিল লাগে তারা হাত তোলো। সদা নয়, কখনো কখনো মুশকিল হয়? নাকি সহজ? যারা মুশকিল যোগী তারা হাত তোলো। যারা মুশকিল মনে করো তারা হাত তোলো। মাতারা মুশকিল যোগী, নাকি সহজ যোগী? মুশকিল যোগী কেউ আছে? কেউ হাত তুলবে না, সমগ্র সভায় কীভাবে তুলবে?

বাচ্চারা সবাই নেশার সাথে বলে আমার বাবা। বলো তোমরা আমার বাবা? আমার বাবা, নাকি দাদিদের বাবা? আমার বাবা তো না! প্রত্যেকে বলবে আগে আমার। এরকম বলো? এরা সিন্ধিরা সবাই বসে আছে তো না! আমার বাবা, নাকি দাদি জানকির? দাদি প্রকাশমনির? কার বাবা? আমার? আমার? সারাদিন কী স্মরণে থাকে? আমার তো না! বাবা বলেন, খুব সহজ যুক্তি, সারাদিনে কতবার আমার শব্দ বলো? যতবার আমার আমার বলো তোমরা, তা যদি গুণতি করো তবে 'আমার' এই শব্দ বহুবার বলো। যখন আমার শব্দ বলো তখন শুধু - আমার কে? আমার বাবা। মুশকিল? কখনো কখনো তো ভুলে যাও তোমরা। বাপদাদা কোনো নতুন শব্দ দেন না, তোমরা যা সবসময় কার্য ব্যবহারে লাগাও সেটাই - আমি আর আমার, তো আমি কে এবং আমার কে! অনেক বাচ্চা মুশকিল পুরুষার্থ কেন করে? শুধু ভাবে, যেন বিন্দু সামনে এসে যায়, বিন্দু-বিন্দু-বিন্দু... আর বিন্দু সরে যায়। বিন্দু তো আছে কিন্তু কোন বিন্দু? আমি কে, নিজের এই

স্বপ্নমান যদি স্মৃতিতে নিয়ে আসো, তবে আমোদজনক পুরুষার্থ হবে, শুধু জ্যোতি বিন্দু তো বলো তোমরা না, তাই মুশকিল হয়ে যায়। সহজ পুরুষার্থ, আনন্দের পুরুষার্থ করো।

এই নতুন বছরে পুরুষার্থও শ্রেষ্ঠ হতে হবে কেননা, শ্রেষ্ঠর আগে সহজ হোক। সহজও হোক আর শ্রেষ্ঠও হোক। দুটোই একসাথে হতে পারে? ডবল ফরেনার্স বলো, হতে পারে? তাহলে বাপদাদা দেখবেন। বাপদাদা তো চেক করতে থাকেন তো না! কে কে মুশকিল যোগী হয়! সহজ যোগীর মানে এটা নয় যে অসাবধানতার পুরুষার্থ হবে। শ্রেষ্ঠও হবে আবার সহজও হবে। তো পান্ডব, তোমরা সহজ যোগী? সহজ যোগী যারা তারা হাত উঠাও। দেখো, টি. ভি. তে দেখানো হচ্ছে। অভিনন্দন। সুতরাং এই বছর কারও সামনে কোনো বাধা আসবে না, কেননা তোমরা সহজ যোগী। অসাবধান হয়ো না। সময় অনুসারে এই নতুন বছরে সবাইকে বিশেষ এই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যে ভাণ্ডারই প্রাপ্ত হয়েছে - সময়, সংকল্প, গুণ, জ্ঞান, শক্তি... সবচাইতে বড় ভান্ডার সংকল্প - শ্রেষ্ঠ সংকল্প, শুদ্ধ সংকল্প। এই সব ভান্ডার প্রতিদিন সফল করতে হবে। প্রচুর পরিমাণে বণ্টন করো। দাতার বাচ্চারা মাস্টার দাতা হও। অনেক অনেক বিলিয়ে দাও। কেন? সফল করা অর্থাৎ সফলতা প্রাপ্ত করা। তো এটাই এই বছরের বিশেষত্ব, সদা কায়েম রাখো। সফল করতে হবে, তাছাড়া সফলতা আছেই আছে। সবাই তোমরা বলেও থাকো তো না যে সফলতা আমাদের জন্মসিদ্ধ অধিকার? অতএব, সফল করো আর সফলতা প্রাপ্ত করো। যেকোনো কার্যই করো না কেন, কোনো না কোনো ভান্ডার নিরন্তর সফল করো আর সফলতার অনুভব করো। ভাবো - সফলতার অধিকার তোমরা ব্রাহ্মণ আত্মা ব্যতীত আর কার অধিকার হতে পারে? কেন? কারণ বাবা তোমাদের সফলতা ভব'র বরদান দিয়েছেন। বাপদাদা সদা বলেন, যে একেক ব্রাহ্মণ আত্মা সফলতার নক্ষত্র, সফলতা স্বরূপ। সফলতার নক্ষত্র তোমরা, তাই তো না! নাকি তোমরা পরিশ্রমের নক্ষত্র? বাপদাদা সব বাচ্চাকে 'সফলতার নক্ষত্র' এই স্বরূপে দেখেন। স্মরণ আছে তোমাদের, আদিতে ব্রহ্মা বাবা কত সময়ে সবকিছু সফল করেছেন? অন্ত পর্যন্ত নিজের সময়কে সফল করেছেন, এমনকি তিনি কর্মাতীত হয়ে গেলেও কত চিঠি লিখেছেন! সময় সফল করেছেন তো না! লাস্ট দিনও মুখ দ্বারা মহাবাক্য উচ্চারণ করেছেন। লাস্ট দিন পর্যন্ত সব সফল করেছেন সেইজন্য সফলতা প্রাপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ফলো ফাদার। বাস্তবে, সঙ্গম যুগের এক এক সংকল্প, এক এক সেকেন্ড সফল করাই সফলতা মূর্ত হওয়া। সবাই নিশ্চয়ের সাথে বলে তো না যে ব্রহ্মা বাবার প্রতি আমাদের গভীর ভালোবাসা রয়েছে। তো ভালোবাসার লক্ষণ হলো যা বাবার প্রিয় ছিল তা বাচ্চাদের প্রিয় হবে। সময়, সংকল্প আর সমুদয় ভান্ডার সফল হতে হবে। ব্যর্থ হওয়া উচিত নয়। ভালোবাসার লক্ষণ ফলো ফাদার। ব্রহ্মা বাবা কী বিশেষত্ব দেখিয়েছেন? যা ভেবেছেন তা সেকেন্ডে করেছেন। শুধু ভাবেননি, শুধু প্ল্যান বানাননি, প্র্যাকটিক্যালি করে দেখিয়েছেন। তো তোমরা কি এই রকম? তোমরা ফলো করো, তাই তো না? এটা ভালো।

নিউ ইয়ার উদযাপন করার জন্য আজ অনেকই এসে গেছে। এটা ভালো। যদি হল (hall) ছোট হয়ে যায় তবু হৃদয় তো বড়! দেখ, হৃদয় বড় তাই তো সংকুলান হয়ে গেছে, তাই না? (আজ সভায় ১৮-১৯ হাজার ভাই বোন বসে আছে) সবাই বাইরে বসেও শুনছে তো না? যারা বাইরে বসে শুনছে তাদের তো দেখা যায় না। বাপদাদা শুনেছেন যে ফরেনে সর্বাধিক অস্ট্রেলিয়ার ওরা ১২টার সময় বসে। রাতে ১২টার সময় বসে আর ৪টের সময় অমৃতবেলা করে ওঠে। তো বাপদাদাও আজ অস্ট্রেলিয়াকে স্মরণ করেছেন। শুনেছেন - এখানে অস্ট্রেলিয়ার তোমরা রয়েছ, হাত তোলো। ত্রিমূর্তি অভিনন্দন প্রথমে অস্ট্রেলিয়াকে তারপরে সবাইকে।

এই বছরের লক্ষ্য তো তোমাদের বলেছি - সফল করো, সফলতা আছেই। এটা সবাই পাচ্চা করেছো? সফল করতে হবে। ব্যর্থ নয়। সঙ্গম যুগ সমর্থ যুগ, সফলতার যুগ, ব্যর্থ'র নয়। ব্যর্থ'র ৬৩ জন্ম সমাপ্ত হয়েছে। এখন এই ছোট যুগ সফল করার যুগ। যদি সময় সফল করবে তো ভবিষ্যতেও অর্ধেক কল্পের সম্পূর্ণ সময় রাজ্য অধিকারী হবে। যদি কখনো কখনো সফল করবে তো রাজ্য অধিকারীও কখনো কখনো হবে। সময় সফল করার প্রালঙ্ক এটাই। শ্বাস সফল করছ তো ২১ জন্মই সুস্থ থাকবে। জীবনে চলার পথে হার্টফেল হবে না। কারও হার্ট বন্ধ হয়ে যায়, কারও নাড়ি বন্ধ হয়ে যায়, সেসব হবে না।

জ্ঞানের অর্থ হলো বোধ তো জ্ঞানের ভান্ডার যদি সফল করো তবে ওখানে এত সমঝদার হয়ে যাবে যে কোনো মন্ত্রীর প্রয়োজন হবে না। আজকাল তো দেখ, শপথ নিয়েই আগে মন্ত্রীমণ্ডল বানায়। ওখানে সাথী থাকবে কিন্তু মন্ত্রী থাকবে না। যারা দরবারে বসে, রয়্যাল ফ্যামিলির তারা প্রত্যেকে মুকুটধারী হবে। রয়্যাল ফ্যামিলি কম হবে না, সিংহাসনে না বসলেও কিন্তু পদ একইরকম হবে। সেইজন্য এটা ভেবো না যে সিংহাসনাসীন খুব অল্প হবে, বরং তোমরাও রাজ দরবারে রাজ্য অধিকারী রূপে থাকবে। তোমাদের মাথাতেও মুকুট থাকবে আর তোমাদের সম্পূর্ণ অধিকার থাকবে। তো কী হবে

তোমরা? নম্বর ওয়ান নাকি নম্বরক্রম? তাহলে, কী করতে হবে জানো তোমরা? মনোবল দেখিয়েছো, এটা খুব ভালো। কিন্তু ওয়ান নম্বর হওয়ার জন্য প্রথমে উইন করতে হবে। করছ তোমরা, করছ না! করবো এটা ব'লো না, করছি। অন্যরাও শুনছে। বাবা শুনেছেন যে আজ পুরানো সিন্ধু থেকে ব্রহ্মার অনেক সাথী এসেছে। তোমরা হাত তোলো। হিন্দি নয় সিন্ধি। বাচ্চারা ওঠো, একের পর এক পরিবার উপস্থিত হয়েছে। আচ্ছা। কোনো চমৎকার দেখাবে, তাই না? কী দেখাবে? (মেসেজ দেবে) সেটা তো করছই। আচ্ছা, ৩৮ জন এসেছে, তো কী চমৎকার করবে? আচ্ছা ঠিক আছে, বাবা তোমাদের বেশি বলবেন না, ছোট একটা কথা বলছেন, করার জন্য তৈরি আছ তোমরা? বাচ্চারাও চমৎকার করবে, তাই তো না? (৩৮ লক্ষ তৈরি করব) পদ্মগুণ অভিনন্দন। তোমরা তো বড় কিছু বলে দিয়েছ, কিন্তু বাপদাদা তোমাদের ছোট বিষয় বলেন তোমাদের এক-এক, তাদের এক-এককে নিয়ে এসো। আনবে তোমরা? এক, এককে আনো। যদি তোমরা বাচ্চা তো অন্য বাচ্চাদের নিয়ে এসো। মাতারা আছ তো ভাইকে আনো কিংবা বোনকে আনো, যাই হোক, তোমাদের প্রত্যেককে অন্য এককে আনতে হবে। এই গ্রুপ দেখে নাও, তোমরা এদের গাইড করো, পরের বছর অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে, গ্রুপ ডবল করে নিয়ে এসো। বাপদাদা এটাই চান যে যেখান থেকে শুরু হয়েছে, সেখানেই প্রত্যক্ষতা হোক। দয়া আসে তো না! ব্রহ্মা বাবার দেশবাসী তোমরা তো দেশবাসীর প্রতি ভালবাসা থাকে।

তোমাদের কাছে প্রচুর ভান্ডার আছে, গুণের ভান্ডার কত বড়! শক্তির ভান্ডার কত বড়! তো গুণ দান, শক্তির দান করে মাস্টার দাতা হও। সম্বন্ধে বা সম্পর্কে যেই আসুক, তাকে কিন্তু কোনো না কোনো গুণ বা শক্তির গিফ্ট দিয়ে দাও। শূন্য হাতে কেউ যেন প্রস্থান না করে। আর কিছু দিতে না পারো তো বাবার সন্দেশের মিষ্টি যে বোল, সেই মিষ্টি বোলও গিফ্ট দিও। দুনিয়ার লোকে তো যে কোনও উৎসব হলে একে অপরের মুখ মিষ্টি করায়। কিন্তু বাপদাদা বলেন, মুখ মিষ্টি তো করাতেই হবে, কিন্তু নিজের মিষ্টি মুখও দেখাতে হবে। শুধু মুখ মিষ্টি নয়, সেইসঙ্গে মুখও মিষ্টি হওয়া দরকার। এতটা মাধুর্য জমা হয়েছে তো না! যাই বিলিয়ে দাও, তবুও পরিপূর্ণ থাকো? তাছাড়া, এই ভান্ডার যত বিলিয়ে দেবে ততই বাড়বে, কম হবে না। তো এই বছরে নোট করো, যে আত্মাই সামনে এসেছে তাকে কিছু দিয়েছি? যদি তারা না শোনে তো মিষ্টি শক্তিশালী দৃষ্টি দিও। কিন্তু অবশ্যই দিও। তারা শূন্য হাতে কেউ ফিরে না যায়। এটা সহজ তো না! নাকি কঠিন?

আচ্ছা এক সেকেন্ডে মনের ড্রিল স্মরণে আছে? প্রত্যেকে তোমরা সারা দিনে কতবার এই ড্রিল করো? এটা নোট করো। এটা মনের ড্রিল, যত বার করবে ততই সহজ যোগী, সরল যোগী হবে। একদিকে মন্সা সেবা, আরেকদিকে মন্সা এক্সারসাইজ। এই মুহূর্তে নিরাকারী, পর মুহূর্তে ফরিস্তা। ব্রহ্মা বাবা তোমরা সব ফরিস্তাকে আহ্বান করছেন। ফরিস্তা হয়ে ব্রহ্মা বাবার সাথে নিজের ঘরে নিরাকার রূপে চলো। তারপরে দেবতা হয়ে যাও। আচ্ছা-

চতুর্দিক থেকে অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ, কার্ড রূপে হোক বা পত্র রূপে বাপদাদার কাছে পৌঁছে গেছে। বাপদাদা জানেন যে প্রত্যেক বাচ্চা এটাই মনে করে আমার স্মরণ বাবাকে দিতে হবে, কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি পেয়ে গেছেন। অত্যন্ত প্রিয় বাচ্চারা যারা স্মরণ স্নেহ দেয় তারা বাপদাদার সামনে আছে। সেইজন্য বাপদাদা বলেন যে, প্রত্যেক বাচ্চা যেন নিজের নিজের নামে অভিনন্দন এবং হৃদয়ের আশীর্বাদ স্বীকার করে।

তোমাদের সবাইকেও নব জীবন, নব যুগ আর নব বর্ষের অনেক অনেক পদম পদম পদম পদম গুণ অভিনন্দন আর হৃদয়ের আশীর্বাদ, স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বাপদাদা সব বাচ্চাকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা দিয়েছেন - চতুর্দিকের খুব মিষ্টি, খুব প্রিয় বাচ্চাদের নিউ ইয়ারের পদম পদমগুণ অভিনন্দন। এই যে মুহূর্ত চলে গেছে সেটা বিদায় এবং শুভকামনার মুহূর্ত। একদিকে বিদায় দিতে হবে, সম্পন্ন হওয়ার যে খামতি নিজের মধ্যে অনুভব করো, তার বিদায়, সদাসর্বদার জন্য বিদায় দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে ওড়ার জন্য শুভেচ্ছা। তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা, শুভেচ্ছা। আচ্ছা

বরদান:- স্মৃতিকে অনুভবের স্থিতিতে স্থিত করে নম্বর ওয়ান বিশেষ আত্মা ভব প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে এই সংকল্প থাকে যে আমি বিশেষ আত্মা যেন নম্বর ওয়ান হই, কিন্তু সংকল্প আর কর্মের ব্যবধান সমাপ্ত করার জন্য স্মৃতিকে অনুভবে নিয়ে আসতে হবে। যেমন, শোনা, জানা স্মরণে থাকে ঠিক তেমনভাবেই নিজেকে সেই অনুভবের স্থিতিতে নিয়ে আসতে হবে, তার জন্য নিজের এবং সময়ের গুরুত্ব জেনে মন, বুদ্ধিকে যে কোনও অনুভবের সিটে সেট করে নাও তবে নম্বর ওয়ান বিশেষ আত্মা হয়ে যাবে।

স্লোগান:- খারাপের রীস ছেড়ে ভালোব্বের রেস করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মা রূপী ব্যাটারীকে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা ভরপুর করে সতোপ্রধান বানাতে হবে, জলের স্নানের দ্বারা নয়"

*প্রশ্নঃ - এই সময় সকল মনুষ্য আত্মাকে এইরকম বিভ্রান্ত কে বানিয়েছে? সে কেন সবাইকে বিভ্রান্ত করে দেয়?

*উত্তরঃ - রাবণ সবাইকে বিভ্রান্ত করে দেয়, কারণ সে নিজেও ঐরকম বিভ্রান্ত । তার নিজের কোনো ঘর নেই। রাবণকে কেউ বাবা বলে ডাকবেও না। বাবা তো পরমধাম ঘর থেকে এখানে আসেন নিজের বাচ্চাদেরকে সেই ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। এখন তোমরা ঘরে ফেরার রাস্তা জেনে গেছো, তাই তোমরা আর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াও না। তোমরা বলো - আমরাই সবার আগে বাবার থেকে আলাদা হয়েছিলাম, এখন আমরাই সবার আগে ঘরে ফিরবো।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা এখানে বসে বুঝতে পারে যে, এনার মধ্যে শিববাবা এসেছেন এবং তিনি যেভাবেই হোক আমাদেরকে সাথে করে ঘরে নিয়ে যাবেন। ওটা তো আত্মাদের নিবাস স্থান, তাই না ? এটা জেনে আত্মারা অবশ্যই খুশি হয় যে অসীম জগতের বাবা এসে আমাদেরকে সুন্দর সুন্দর ফুল বানাচ্ছেন। কোনো বস্ত্র ইত্যাদি পরাচ্ছেন না। এটাকে বলা হয় যোগবল অথবা স্মরণের শক্তি। টিচারের যেরকম পদমর্যাদা, সেইরকম পদমর্যাদা তিনি অন্যান্য বাচ্চাদেরকেও দেন। পড়াশুনার দ্বারা-ই স্টুডেন্ট বুঝতে পারে যে আমি এইরকম হবো। তোমরাও এখন বুঝেছো যে আমাদের বাবা একাধারে টিচার এবং সদগুরু। এ হলো সম্পূর্ণ নূতন কথা। আমাদের বাবা-ই আমাদের টিচার, আমরা তাঁকেই স্মরণ করি। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে এইরকম বানাচ্ছেন। আমাদের অসীম জগতের বাবা আমাদেরকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। রাবণের কোনো ঘর থাকে না, ঘর থাকে রামের। শিববাবা কোথায় থাকেন? তোমরা সাথে সাথে উত্তর দেবে যে - পরমধামে। রাবণকে তো কেউ বাবা বলে ডাকবে না। রাবণ কোথায় থাকে কেউ জানে না। এইরকম কখনোই বলা যাবে না যে রাবণ পরমধামে থাকে। তার তো থাকার কোনো ঠিকানাই নেই। সে নিজেও বিভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকে আর তোমাদেরকেও বিভ্রান্ত করে দেয়। তোমরা কি কখনও রাবণকে স্মরণ করো ? কখনোই নয়। সে তোমাদেরকে কত দিকভ্রান্ত করে দিয়েছে। শাস্ত্র পড়ো, ভক্তি করো... ইত্যাদি আরো কত কিছু। বাবা বলছেন - এটাকেই ভক্তিমার্গ বা রাবণ-রাজ্য বলা হয়। গান্ধীজিও বলতো যে রামরাজ্য হোক। এই রথেরই তো আমাদের শিববাবা এসেছেন। তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা। সকল আত্মাকে তিনি বাচ্চা-বাচ্চা বলে সম্বোধন করেন। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আত্মিক পিতা রয়েছে, আর আত্মিক পিতার বুদ্ধিতে রয়েছে তোমরা অর্থাৎ আত্মিক বাচ্চারা । কারণ আমাদের মধ্যে কানেকশন সেই মূলবতন থেকে। আত্মা পরমাত্মা অনেকদিন আলাদা থেকেছে। ওখানে তো আত্মারা বাবার সাথে একসঙ্গে থাকে। তারপর নিজের নিজের পার্ট প্লে করার জন্য আলাদা হয়ে যায়। অনেকদিনের হিসাব মেটাতে হবে। বাবা নিজে বসে থেকে এইসব বলছেন। তোমরা এখন পড়ছো। তোমাদের মধ্যেও আবার ক্রমানুসারে কয়েকজন ভালোভাবে পড়াশুনা করে। ওরাই সবার আগে আমার কাছ থেকে আলাদা হয়েছিল। এখন ওরাই আমাকে বেশি করে স্মরণ করবে এবং তারপর সবার আগে আমার কাছে আসবে।

বাবা নিজে বসে থেকে বাচ্চাদেরকে সৃষ্টিচক্রের গভীর রহস্য বোঝাচ্ছেন, যেগুলো অন্য কেউ জানে না। এগুলো হলো গভীর অথবা গভীরতম রহস্য। তোমরা জানো যে বাবা ওপরে বসে থেকে বোঝান না। তিনি এখানে এসে বলেন - আমি হলো এই কল্পবৃক্ষের বীজ। এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষেই কল্পবৃক্ষ বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। কুস্কর্ণের মতো ঘুমিয়ে আছে। বাবা এসে জাগাচ্ছেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে জাগিয়েছেন, বাকিরা এখনো ঘুমিয়ে আছে। তোমরাও কুস্কর্ণের মতো আসুরিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলে। বাবা এসেই জাগিয়েছেন - বাচ্চারা, উঠে পড়ো, তোমরা অলসতা বশতঃ শুয়ে আছে। এটাকেই বলা হয় অজ্ঞান-নিদ্রা। ওইরকম নিদ্রা তো সবাই করে। সত্যযুগেও করে। এখন সবাই অজ্ঞান নিদ্রাতে আচ্ছন্ন। বাবা এসে জ্ঞান শুনিয়ে সবাইকে জাগাচ্ছেন। তোমরা বাচ্চারা এখন জেগেছো। তোমরা জানো যে বাবা আমাদেরকে নিয়ে যেতে এসেছেন। এখন তো এই শরীর আর আত্মা দুটোই কোনো কাজের নয়। দুটোই পতিত অথবা খাদ মিশ্রিত হয়ে গেছে। এটাকে ৯ ক্যারেট বলা যাবে। খাঁটি সোনা তো ২৪ ক্যারেটের হয়। বাবা এখন তোমাদেরকে ২৪ ক্যারেটের দুনিয়ায় নিয়ে যেতে চাইছেন। তোমাদেরকেও (আত্মাদেরকে) খাঁটি গোল্ডেন এজেন্ড বানিয়ে দিচ্ছেন। ভারতকে তো সোনার চড়ুই পাখি বলা হতো। এখন তো লোহা কিংবা নুড়ি-পাথরের পাখি বলা যাবে। তবে

এখনও চেতনা রয়েছে। এগুলো সব বোঝার বিষয়। যেভাবে আল্লাকে বুঝেছি, সেইভাবে বাবাকেও বোঝা যায়। বলা হয় ঝলমলে উজ্জ্বল তারার মতো। খুব ছোট তারা। ডাক্তাররাও অনেক চেষ্টা করেছে দেখার জন্য। কিন্তু এত সূক্ষ্ম যে দৃষ্টি ছাড়া একে দেখা সম্ভব নয়। কেউ বলে আল্লা চোখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, কেউ বলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু বেরিয়ে গিয়ে আল্লা কোথায় যায়? অন্য কোনো শরীরে গিয়ে প্রবেশ করে। এখন তো তোমরা আল্লার ওপরে শান্তিধামে চলে যাবে। তোমরা ভালোভাবে জেনে গেছ যে বাবা আমাদেরকে ঘরে নিয়ে যাবেন। একদিকে আছে কলিযুগ, আর অন্যদিকে রয়েছে সত্যযুগ। এখন আমরা এদের সঙ্গমে দাঁড়িয়ে আছি। কত ওয়ান্ডারফুল, তাই না? এখানে কোটি কোটি মানুষ রয়েছে, আর সত্যযুগে কেবল ৯ লাখ! বাকি সবাই কোথায় গেল? বিনাশ হয়ে যায়। বাবা তো নতুন দুনিয়া স্থাপন করতেই আসেন। ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন হয়। তারপর দুই রূপের দ্বারা লালন-পালনও হবে। এমন নয় যে ৪ হাত বিশিষ্ট কোনো মানুষ থাকবে। তাহলে তো কোনো সৌন্দর্যই থাকবে না। বাচ্চাদেরকেও বোঝানো হয় যে শ্রী লক্ষ্মী এবং শ্রী নারায়ণের কন্বাইন্ড রূপকে চতুর্ভুজ দেখানো হয়। শ্রী মানে শ্রেষ্ঠ। ত্রেতাযুগে দুই কলা কম হয়ে যায়। বাচ্চারা এখন যেসব জ্ঞান শুনছে, সেগুলোকে মনে রাখতে হবে। দুটো জিনিসই মুখ্য। বাবাকে স্মরণ করো। অন্য কেউ বুঝতে পারবে না। বাবা-ই হলেন পতিত পাবন, সর্ব-শক্তিমান। একটা গান আছে না যে - বাবা, তুমি আমাদেরকে আকাশ পৃথিবী সবকিছু দিয়ে দিয়েছ। এমন কোনো জিনিস নেই যেটা তুমি আমাদেরকে দাওনি। সমগ্র বিশ্বের রাজস্ব দিয়েছ।

তোমরা জানো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ-ই একদিন বিশ্বের মালিক ছিল। তারপর ডামার চক্র আবর্তিত হয়েছে। এখন পুরুষার্থের ক্রমানুসারে সম্পূর্ণ নির্বিকার হতে হবে। তোমরা জানো যে বিকারগ্রস্ত থেকে নির্বিকার এবং নির্বিকার থেকে বিকারগ্রস্ত - অসংখ্য বার এই ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করেছে। এর সংখ্যা গোনা সম্ভব নয়। জনসংখ্যাও হয়তো গোনা সম্ভব। কিন্তু কতবার তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান আর সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে তার হিসাব বার করা সম্ভব নয়। বাবা বলেন - এটা ৫ হাজার বছরের চক্র। এটা ঠিক। লক্ষ বছরের চক্র হলে তো মনে রাখাই সম্ভব নয়। এখন তোমরা গুণ ধারণ করছ। জ্ঞানের তৃতীয় নেত্রও তোমরা পেয়ে যাও। এই চোখ দিয়ে (চর্ম চক্ষু) তোমরা পুরাতন দুনিয়াটা দেখো। যে তৃতীয় নেত্র তোমরা পেয়েছো, সেটা দিয়ে নতুন দুনিয়া দেখতে হবে। এই দুনিয়াটা তো কোনো কাজের নয়। একেবারে পুরাতন দুনিয়া। নতুন আর পুরাতন দুনিয়ার মধ্যে অনেক পার্থক্য। তোমরা জানো যে আমরাই নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলাম। ৮৪ জন্ম নিতে নিতে এইরকম হয়ে গেছি। এইগুলো ভালোভাবে মনে রাখতে হবে এবং তারপর অন্যকেও বোঝাতে হবে যে আমরা কিভাবে এইরকম হয়ে যাই। ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু এবং বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর মধ্যে পার্থক্য তো দেখতেই পাও। বিষ্ণু কত সুসজ্জিত ভাবে বসে আছে আর ব্রহ্মা কত সাধারণ ভাবে বসে আছে। তোমরা জানো যে এই ব্রহ্মাই ওইরকম বিষ্ণু হয়ে যাবে। এইগুলো কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শঙ্করের মধ্যে কি সম্বন্ধ? তোমরা জানো যে বিষ্ণুর দুই রূপ - লক্ষ্মী আর নারায়ণ। এই বিষ্ণুই দেবতা থেকে ব্রহ্মা অর্থাৎ মানুষ হয়ে যায়। বিষ্ণু সত্যযুগে থাকে আর ব্রহ্মা এখানে। বাবা বুঝিয়েছেন - ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে তো এক সেকেন্ড সময় লাগে। কিন্তু বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা হতে ৫ হাজার বছর সময় লাগে। এটা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেবল ব্রহ্মা তো এইরকম হবে না। বাবা ছাড়া এইসব বিষয় আর কেউই বোঝাতে পারবে না। এখানে গুরু কোনো মানুষ নয়। এনার গুরুও শিববাবা, তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের গুরুও শিববাবা। ওনাকে সদগুরু বলা হয়। তাই বাচ্চাদেরকে তো শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। 'শিববাবাকে স্মরণ করো' - এই কথাটা কাউকে বোঝানো তো খুবই সহজ। শিববাবা নতুন স্বর্গ দুনিয়া স্থাপন করেন। শিববাবা হলেন ভগবান অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের অর্থাৎ আল্লাদের পিতা। সুতরাং ভগবান তাঁর সন্তানদেরকে বলছেন - আমাকে অর্থাৎ নিজের পিতাকে স্মরণ করো। স্মরণ করা তো খুবই সহজ। বাচ্চার জন্ম হওয়ার পর তো তার মুখ থেকে আপনা আপনি মা-মা শব্দ বেরিয়ে আসে। মা-বাবা ছাড়া আর কারোর কাছেই যায় না। মা যদি মারা যায় তো অন্য ব্যাপার। প্রথমে তো মা আর বাবা, তারপরে অন্যান্য আত্মীয়-বন্ধু। তাদের মধ্যেও আবার জোড়া-জোড়া হয়। কাকা-কাকিমা ইত্যাদি। কুমারী যখন বড় হয়ে যায় তখন কেউ কাকি বলবে, কেউ মামি বলবে।

এখন তোমাদেরকে বাবা বোঝাচ্ছেন যে তোমরা সবাই ভাই-ভাই। অন্য সকল সম্বন্ধ ভুলিয়ে দিচ্ছেন। ব্রাতৃস্বের সম্বন্ধ স্মরণে থাকলে বাবার কথাও স্মরণে থাকবে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। বাবা কত শ্রেষ্ঠ, তিনি অসীম জগতের পিতা। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা তোমাদেরকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন। প্রতি মুহূর্তে তিনি বলছেন - মন্বনা ভব। নিজেকে আল্লা রূপে অনুভব করে বাবাকে স্মরণ করো। এই কথাটা ভুলে যেও না। কিন্তু দেহ অভিমানের বশবর্তী হয়ে ভুলে যায়। প্রথমে তো নিজেকে আল্লা রূপে অনুভব করতে হবে। আমরা আল্লার হলাম শালগ্রাম। আমাদেরকে তো কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন - আমি হলাম পতিত-পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের খালি ব্যাটারি ভর্তি হয়ে যাবে এবং তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। জলের

গঙ্গাতে তো জন্ম জন্মান্তর ধরে ডুব দিয়েছ, কিন্তু পবিত্র হতে পারোনি। জল কিভাবে পতিত-পাবন হবে? জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। এখন এটা হলো পাপাত্মাদের মিথ্যার দুনিয়া। পাপ আত্মাদের সাথেই লেনদেন করতে হয়। কাজেকর্মে, কথাবার্তায় কিংবা মানসিক ভাবে সকলেই পাপ আত্মা। তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছো। তোমরা বলো যে আমরা এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি। এখন তোমাদের ভক্তি করা বন্ধ হয়ে গেছে। জ্ঞানের দ্বারা-ই সদগতি হয়। এরা (দেবতারা) তো সদগতি সম্পন্ন, তাই না? বাবা বুঝিয়েছেন - এই ব্রহ্মা এখন অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে রয়েছে। বাবা কত সহজ ভাবে বোঝান। তোমরা বাচ্চারা অনেক পরিশ্রম করো। প্রত্যেক কল্পেই করো। এই পুরাতন দুনিয়াটাকে পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া করতে হবে। ভগবানকে জাদুকর, রত্নাকর, সওদাগর বলা হয়। জাদুকর তো অবশ্যই। পুরাতন দুনিয়াকে হেল থেকে পরিবর্তন করে হেভেন বানিয়ে দেন। তিনি এত বড় জাদুকর যে তোমরা স্বর্গবাসী হয়ে যাও। তোমরা জানো যে এখন আমরা নরকবাসী। হেল আর হেভেন দুটো আলাদা জিনিস। মোট ৫ হাজার বছরের চক্র। লক্ষ বছরের তো কোনো ব্যাপারই নেই। এইসব কথা গুলো ভুলে যেওনা যেন। এগুলো হলো ভগবানুবাচ। কেউ না কেউ তো অবশ্যই আছে যার পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণের তো শরীর আছে। শিববাবার কোনো শরীর নেই। কিন্তু এখানে এসে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য, শোনানোর জন্য তাঁর তো একটা মুখের প্রয়োজন। ড্রামা অনুসারে তাঁর কাছেই সকল জ্ঞান রয়েছে। দুঃখধামকে সুখধাম বানানোর জন্য তিনি গোটা কল্পে কেবল একবারই আসেন। সুখ-শান্তির উত্তরাধিকার নিশ্চয়ই বাবার কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিল। তাইতো মানুষ এগুলো পেতে চায় এবং তারজন্য বাবাকে স্মরণ করে। দেখো, বাবা কত সহজভাবে জ্ঞান শোনান। এখানে বসে থেকেও যদি বাবাকে কিংবা ডিগবাজি খেলাকে (সৃষ্টিচক্র) স্মরণ করো, তাহলে সেটাকেও মনুনা ভব বলা যাবে। বাবা-ই হলেন এই সকল জ্ঞানের দাতা। তোমরা বলো যে আমরা অসীমের বাবার কাছে যাই। বাবা আমাদেরকে শান্তিধামে আর সুখধামে যাওয়ার রাস্তা বলে দেন। এখানে বসে থেকেই ঘরকে স্মরণ করতে হবে। নিজেকে আত্মা রূপে অনুভব করে বাবাকে, ঘরকে আর নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করতে হবে। এই পুরাতন দুনিয়ার তো বিনাশ হবেই। ভবিষ্যতে তোমরা বৈকুণ্ঠকেও অনেক স্মরণ করবে। ঘনঘন বৈকুণ্ঠে চলে যাবে। শুরুর দিকে কন্যারা এইরকম ঘনঘন বৈকুণ্ঠে চলে যেত। এইসব দেখে অনেক বড়োলোক বাড়ি থেকেও তাদের কন্যাদেরকে এখানে পাঠিয়ে দিত। নামই রাখা হয়েছিল ওম্ নিবাস। অনেক বাচ্চা এসেছিল। কিন্তু তারপর ঝামেলা হয়েছিল। বাচ্চাদেরকে পড়ানো হতো। অনেকে আপনাপনি ধ্যানে চলে যেত। এখন এইসব ধ্যান-সাক্ষাৎকারের পার্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখানেই কবরস্থানের মতো বানিয়ে দিয়ে সবাইকে শুইয়ে দেওয়া হত। তারপর বলা হত - শিববাবাকে স্মরণ করো। তখন ধ্যানে চলে যেত। তোমরা বাচ্চারাও হলে জাদুকর। যেকোনো ব্যক্তিকে দৃষ্টি দেবে আর সে সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানে চলে যাবে। এটা খুবই সুন্দর জাদু। প্রচুর ভক্তি করলে যখন একেবারে প্রাণ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়, তখন এইরকম সাক্ষাৎকার হয়। এখানে বাবা নিজে এসেছেন। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে পড়িয়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করান। ভবিষ্যতে তোমরা বাচ্চারা অনেক কিছু সাক্ষাৎকার করবে। এখনই যদি কেউ বাবাকে জিজ্ঞাসা করে তবে বাবা বলে দেবেন যে কে গোলাপ ফুল, কে চাঁপা ফুল, কে টগর ফুল আর কে জবা ফুল। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সকল দৈহিক সম্বন্ধ ক্যাম্পেল করে আত্মারা হলো ভাই-ভাই সেটা নিশ্চয় করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারের যোগ্য হতে হবে।

২) পাপ আত্মাদের সঙ্গে লেনদেন করা উচিত নয়। সবাইকে অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে শান্তিধাম - সুখধাম যাওয়ার রাস্তা বলে দিতে হবে।

বরদান:-

মন-বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা সর্ব সিদ্ধি প্রাপ্তকারী সদা সমর্থ আত্মা ভব সর্ব সিদ্ধিগুলিকে প্রাপ্ত করার জন্য একাগ্রতার শক্তিকে বৃদ্ধি করো। এই একাগ্রতার শক্তি সহজেই নির্বিঘ্ন বানিয়ে দেয়, পরিশ্রম করতে হয় না। এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় - এর সহজ অনুভব হয়, সহজেই একরস স্থিতি হয়ে যায়। সকলের প্রতি কল্যানের বৃত্তি, ভাই-ভাই এর দৃষ্টি থাকে। কিন্তু একাগ্র হওয়ার জন্য এতটাই সমর্থ হও যে মন-বুদ্ধি সদা তোমাদের অর্ডার অনুসারে চলবে। স্বপ্নেও এক সেকেন্ডের জন্যও দোলাচল হবে না।

স্লাগান:- কমল পুষ্পের সমান পৃথক থাকো তাহলে প্রভুর প্রিয় পাত্র হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা রোজ রোজ যা পড়ান, এই পড়াশোনায় কখনো মিস করতে নেই, এই পড়াশোনার দ্বারাই অন্তরের সংশয় দূর হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - বাবার হৃদয়কে জয় করার যুক্তি কী?

*উত্তরঃ - বাবার হৃদয় জয় করতে হলে যতক্ষণ সংগমযুগ আছে, ততক্ষণ বাবার কাছে কিছুই লুকিও না। নিজের চরিত্রের উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। আর যদি কোনো পাপ কর্ম হয়ে যায়, তখন অবিনাশী ডাক্তারকে বললে হাল্কা হয়ে যাবে। বাবা যে শিক্ষা দিচ্ছেন, এটাই হলো তাঁর দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদ। তাই বাবার থেকে দয়া বা কৃপা চাওয়ার পরিবর্তে, নিজেই নিজের উপরে কৃপা করো। এইরকম পুরুষার্থ করে বাবার হৃদয়কে জয় করে নাও।

ওম্ শান্তি। এখন আত্মিক বাচ্চারা এটা তো জেনে গেছে যে, নতুন দুনিয়ায় হলো সুখ আর পুরানো দুনিয়াতে হলো দুঃখ। এই দুঃখতেই সবাই দুঃখী হয়ে যায় আর সুখেতে সবাই সুখী হয়ে যায়। সুখের দুনিয়াতে দুঃখের নাম-লক্ষণও থাকবে না আবার যেখানে দুঃখ আছে সেখানে সুখেরও নাম-লক্ষণ নেই। যেখানে পাপ আছে সেখানে পুণ্যের নাম-লক্ষণ নেই, যেখানে পুণ্য আছে সেখানে পাপের নাম-লক্ষণ নেই। সেটা কোন্ জায়গা? এক হলো সত্যযুগ, যেখানে কেবলই সুখ, আর অন্যটি হলো কলিযুগ, সেখানে কেবলই দুঃখ। এটা তো বাচ্চাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই থাকা উচিত। এখন দুঃখের সময় সম্পূর্ণ হয়েছে আর সত্যযুগের জন্য প্রস্তুতি চলছে। আমরা এখন এই পতিত ছিঃ ছিঃ দুনিয়া থেকে ওপারে সত্যযুগ অর্থাৎ রামরাজ্যে যাচ্ছি। নতুন দুনিয়াতে হলো সুখ, পুরানো দুনিয়াতে হলো দুঃখ। এমন নয়, যিনি সুখ দান করেন তিনিই দুঃখ দেন। না। সুখ বাবা দেন, দুঃখ মায়ী রাবণ দেয়। তাই ওই শত্রুর এফিজি (কুশপুত্রলিকা) তৈরি করে প্রত্যেক বছর পোড়ানো হয়। দুঃখ দেয় যে, সর্বদাই তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চারা জানে যে যখন তার রাজ্য সম্পূর্ণ হয় তখন তাকে চিরদিনের জন্য শেষ করে দেওয়া হয়। পাঁচ বিকার-ই সবাইকে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দিয়ে এসেছে। তুমি এখানে বসে আছো, তবুও তোমাদের বুদ্ধিতে এটাই থাকে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি। রাবণকে তো তোমরা বাবা বলতে পারো না। কখনো শুনেছো কি - রাবণকে পরমপিতা পরমাত্মা কেউ বলেছে? কখনোই নয়। কেউ মনে করে যে লঙ্কাতে রাবণ ছিল। বাবা বলেন এই সমগ্র দুনিয়াই হলো লঙ্কা। বলা হয় যে ভাস্কোডাগামা পরিক্রমা শুরু করেছিল স্টিমার বা বোটের দ্বারা। যে সময় সে পরিক্রমা করেছিল, সেই সময় এরোপ্লেন ইত্যাদি ছিল না। ট্রেনও কয়লার ইঞ্জিনে চলতো। বিদ্যুতের তো ব্যাপারই নেই। এখন বাবা বলছেন, দুনিয়া তো একটি-ই। নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে নতুন হয়। এইরকম তো বলা হয় না যে, স্থাপনা, পালনা, বিনাশ। না, প্রথমে স্থাপনা তারপর বিনাশ, পরে হয় পালনা, এটাই হলো সঠিক। পরবর্তীকালে আবার রাবণের পালনা শুরু হয়। সেটা হলো নোংরা বিকারী পতিত হওয়ার পালনা, যার দ্বারা সবাই দুঃখী হয়ে যায়। বাবা তো কাউকে কখনো দুঃখ দেন না। এখানে তো তমোপ্রধান হওয়ার কারণে বাবাকেই সর্বব্যাপী বলে দেয়। দেখো, এখন কি হয়ে গেছে! এটাই তো চলতে-ফিরতে তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আছে তো খুবই সহজ। কেবল পরমাত্মার কথা। মুসলমানরাও বলে যে উঠেই আল্লাহকে স্মরণ করো। তারা নিজেরাও খুব সকালে ওঠে। বলে যে আল্লাহ বা খুদাকে স্মরণ করো। তোমরা বলো, বাবাকে স্মরণ করো। 'বাবা' শব্দটি খুবই মিষ্টি। আল্লাহ বললে বাবার আশীর্বাদ স্মরণে আসবে না। বাবা বললে আশীর্বাদ স্মরণে এসে যায়। মুসলমানরা বাবা বলে না। তারা আবার আল্লাহ মিয়া বলে। মিয়া-বিবি। এইসব শব্দগুলি ভারতেই আছে। পরমপিতা পরমাত্মা বললেই শিবলিঙ্গ স্মরণে এসে যায়। ইউরোপবাসীরা আবার গডফাদার বলে থাকে। ভারতে তো নুড়ি-পাথরকেও ভগবান মনে করে। শিবলিঙ্গও পাথরের হয়ে থাকে। মনে করে যে এই পাথরের মধ্যে ভগবান বসে আছেন। ভগবানকে স্মরণ করলে তো পাথরই সামনে এসে যায়। পাথরকে ভগবান মনে করে পূজা করে। পাথর কোথা থেকে আসে? পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার জল গড়াতে পাথরের উপরে পড়তে পড়তে গোল মসৃণ আকার ধারণ করে। তখন সেটা একটা প্রাকৃতিক আকার ধারণ করে। দেবী-দেবতাদের মূর্তি এই রকম হয় না। পাথর কেটে কেটে কান, মুখ, নাক, চোখ ইত্যাদি কত সুন্দর মূর্তি তৈরি করে। এর পিছনে অনেক ব্যয় করে। শিববাবার মূর্তি তৈরি করতে কোনো ব্যয় ইত্যাদির ব্যাপার নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে, আমরাই সেই দেবী-দেবতা চৈতন্যস্বরূপ নিজে তৈরি হচ্ছি। যখন তোমরা চৈতন্য থাকবে, তখন তোমাদের পূজা ইত্যাদি হবে না। যখন পাথর বুদ্ধি হয়ে যাও তখনই পাথরের পূজা করা হয়। চৈতন্য আছে তো পূজ্য আছে, পরে আবার পূজারী হয়ে যাও। সত্যযুগে তো না কোনো পূজারী থাকে, আর না কোন পাথরের মূর্তি হয়। দরকারই নেই। যিনি চৈতন্য ছিলেন তাঁর

চিহ্ন স্বরূপ মন্দিরে পাথরকে রাখা হয়। এখন এই দেবী-দেবতাদের কাহিনী তোমরা বুঝতে পেরে গেছো যে, এই দেবী-দেবতাদের জীবন কেমন ছিল ? সেটাই আবার রিপিট হয় । পূর্বে এই জ্ঞানচক্ষু ছিল না, যেরকম পাথর বুদ্ধি ছিলে। এখন বাবার দ্বারা যে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, জ্ঞান একই আছে কিন্তু ধারণ করে নশ্বরের ক্রমানুসারে।

তোমাদের রুদ্র মালাও এই ধারণার অনুসারে তৈরি হয়। এক হলো রুদ্র মালা, আরেকটি হলো রুন্ড মালা। এক হলো ভাইদের আর দ্বিতীয়টি হলো ভাই এবং বোনের। এটা তো বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আত্মারা হলাম খুব ছোট ছোট বিন্দুর মত। গীতও আছে ক্রকুটির মাঝে ঝলমল করে এক আশ্চর্য তারা। এখন তোমরা বুঝে গেছো যে আমি আত্মা হলাম চৈতন্য স্বরূপ। একটি ছোট তারার মতো। পুনরায় যখন গর্ভের মধ্যে প্রবেশ করো তখন প্রথমে কত ছোট আকার হয়। পরে কতই না বড় হয়ে যায়। সেই আত্মাই নিজের শরীর দ্বারা অবিনাশী ভূমিকা পালন করতে থাকে। এই শরীরকেই সবাই স্মরণ করতে শুরু করে । এই শরীরই ভালো বা মন্দ হওয়ার কারণে সবাইকে আকৃষ্ট করে। সত্যযুগে এইরকম বলবে না যে, আত্মা-অভিমাত্রী হও, নিজেকে আত্মা মনে করো। এই জ্ঞান তোমাদের এখনই প্রাপ্ত হয়। কেননা তোমরা জেনে গেছে যে, এখন আত্মা পতিত হয়ে গেছে। পতিত হওয়ার কারণে যে কর্ম করে, সেই সব কর্ম ভুল হয়ে যায়। বাবা এসে সঠিক কর্ম করতে শেখান। মায়া ভুল কর্ম করায়। সব থেকে ভুল কাজ হলো বাবাকে সর্বব্যাপী বলা। আত্মা, যে অভিনয় করে, সেটা অবিনাশী হয়। তাকে পোড়ানো যায় না, তাকে তো পূজা করা হয়। শরীরকে পোড়ানো হয়। আত্মা যখন শরীর ত্যাগ করে তখন শরীরকে পুড়িয়ে দেয়। আত্মা অন্য এক শরীরে প্রবেশ করে। আত্মা ছাড়া শরীর দু-চারদিনও রাখা যায় না। অনেকে তো আবার শরীরের মধ্যে ওষুধ লাগিয়ে রেখে দেয়। কিন্তু তাতে লাভ কি? খ্রীস্টানদের একজন সেন্ট জেভিয়ার (স্পেনের একজন ক্যাথলিক মিশনারী, যিনি Society of Jesus এর founder) আছেন, বলে যে তার শরীর এখনো রাখা আছে। তারও এক মন্দির বানানো হয়েছে। কাউকে দেখানো হয় না, কেবলমাত্র তার পা দেখানো হয়। বলে যে কেউ যদি ওই পা-কে স্পর্শ করতে পারে তাহলে তার কোনো অসুখ-বিসুখ হয় না। পা স্পর্শ করলে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়। তারা মনে করে যে সে সবই তারই কৃপা। বাবা বলেন যে, বিশ্বাসের মূল্য (ভাবনার ভাড়া) পাওয়া যায়। নিশ্চয় বুদ্ধি হলে কিছু লাভ হয়। বাকিরাও এইরকম হলে তো সবাই সেখানে যাবে, মেলা লেগে যাবে। স্বয়ং পরমাত্মা বাবাও এখানে আসেন, তবুও এত বেশি লোক হয় না। বেশি হলে জায়গাও দেওয়া যাবে না। যখন সংখ্যা অত্যধিক হওয়ার সময় আসে তখনই বিনাশ হয়ে যায়। এই নাটকই তৈরি হয়ে আছে। এর আদি বা অন্ত নেই। তবে হ্যাঁ, কল্পবৃক্ষের জড়াজীর্ণ অবস্থা হয়ে যায় অর্থাৎ তমোপ্রধান হয়ে যায়, তখন এই বৃক্ষ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই অসীম জগতের বৃক্ষ হলো অনেক বড়। প্রথমে তিনিই আসবেন, যাঁকে প্রথম নশ্বরে যেতে হবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে আসবে, তাই না ? সব সূর্যবংশীরা তো একসঙ্গে আসবে না। চন্দ্রবংশীরাও সবাই একসঙ্গে আসবে না। নশ্বরের ক্রমের মালানুসারে আসবে। পাটধারীরা একসঙ্গে কি করে আসবে। খেলাটাই খারাপ হয়ে যাবে। এই খেলাটি একদম নিখুঁত বানানো হয়েছে, এর মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয় না।

মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা যখন এখানে বসে, তখন বুদ্ধিতে এটাই স্মরণে থাকা চাই। অন্যান্য সংসঙ্গে তো অন্য-অন্য কথাগুলি বুদ্ধিতে আসে। এখানে তো হল একটাই পড়া, যার দ্বারা তোমাদের উপার্জন হয়। ওই সব শাস্ত্রাদি পড়ে তো কিছু উপার্জন হয় না। তবে হ্যাঁ, কিছু কিছু কথা তো ভালো অবশ্যই আছে । শাস্ত্রগ্রন্থ পড়তে বসলে এটা নয় যে সবাই নির্বিকারী হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে, এই দুনিয়াতে সবাই ভ্রষ্টাচারের দ্বারাই জন্মগ্রহণ করে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, সেখানেই জন্ম কিভাবে হবে? তবে বলা, সেখানে তো ৫ বিকারই থাকবে না, যোগবলের দ্বারা বাচ্চা জন্মগ্রহণ করবে। প্রথমেই সাক্ষাৎকার হয়ে যায় যে বাচ্চা আসছে। সেখানে বিকারের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে তো বাচ্চাদেরকেও মায়া পতিত করে দেয়। কেউ-কেউ তো আবার বাবাকে এসে শোনায়। না শোনালে ১০০ গুণ শাস্তি পেতে হবে। বাবা তো সকল বাচ্চাদেরকেই বলেন যে, কোনো পাপ কর্ম হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ বাবাকে বলতে হবে। বাবা হলেন অবিনাশী বৈদ্য। ডাক্তারকে শোনালে তোমরা হালকা হয়ে যাবে। যতক্ষণ সঙ্গম যুগ আছে, ততক্ষণ বাবার কাছে কিছু লুকিয়ে রেখো না। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখলে, বাবার হৃদয়কে জয় করতে পারবে না*। সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে। স্কুলে আসবেই না তো চরিত্র কিভাবে শুধরাবে? এইসময় সকলেরই চরিত্র খারাপ হয়ে গেছে। বিকারই হল প্রথম নশ্বরের খারাপ চরিত্র । এইজন্য বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, কাম বিকার হলো তোমাদের মহাশত্রু। আগেও এই গীতার জ্ঞান শুনেছিলে তো এইসব কথা তোমরা বুঝতে পারোনি। এখন বাবা প্রত্যক্ষ রূপে গীতা শোনাচ্ছেন। এখন বাবা বাচ্চারা, তোমাদেরকে দিব্য বুদ্ধি প্রদান করেছেন, তাই ভক্তির নাম শুনতেই তোমাদের হাসি পায় যে তোমরা তখন কি-কি করতে ! এখন তো বাবা শিক্ষা দিচ্ছেন, এতে দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদের কোনো ব্যাপারই নেই । নিজের উপরই দয়া, কৃপা বা আশীর্বাদ করতে হবে। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকে পুরুষার্থ করান। কেউ কেউ তো আবার পুরুষার্থ করে বাবার হৃদয়কে জয় করে নেয়,

কেউ কেউ আবার পুরুষার্থ করতে-করতে মারাও যায় (ছেড়ে চলে যায়)। বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকে একইরকম ভাবে পড়ান, তবুও কোনো কোনো সময় এমন কিছু গুপ্ত কথা বেরিয়ে আসে, যেসব পুরানো সংশয় ছিলো, সেগুলিই পুনরায় জাগ্রত হয়, এইজন্য বাবার পড়াশোনায় কখনো অনুপস্থিত থাকবে না। মুখ্য হলো বাবাকে স্মরণ করা। দিব্যগুণগুলিকে ধারণ করতে হবে। কেউ কিছু ছিঃ ছিঃ কথা বলে দেয়, তো শুনেও শুনবে না। হিয়ার নো ইভিল.... উঁচুপদ প্রাপ্ত করতে হলে মান-অপমান, দুঃখ-সুখ, হার-জিত সব সহ্য অবশ্যই করতে হবে। বাবা কত যুক্তি বলে দেন। তবুও বাচ্চারা বাবার কথাগুলিকে শুনেও শোনে না তবে তারা কি পদ প্রাপ্ত করবে? বাবা বলেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা অশরীরী না হতে পারছো, তত পর্যন্ত মায়ার কিছু না কিছু চোট লাগতেই থাকবে। বাবার কথা না মানলে তো বাবাকে অসম্মান করা হয়। তবুও বাবা বলেন, বাচ্চারা - সর্বদা বিজয় প্রাপ্ত করে জাগ্রত থাকো আর বাবাকে স্মরণ করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) কেউ যদি কিছু উল্টো-পাল্টা কথা বলে, তবে শুনেও শুনবে না। হিয়ার নো ইভিল.... দুঃখ-সুখ, মান-অপমান সব কিছু সহ্য করতে হবে।

২) বাবা যা কিছু শোনান, সেগুলি শুনেও না শুনে বাবার ডিস্-রিগার্ড করবে না। মায়ার চোট থেকে বাঁচার জন্য অশরীরী থাকার অভ্যাস অবশ্যই করতে হবে।

বরদানঃ:- বাবা সম দয়াবান হয়ে সবাইকে ক্ষমা করে স্নেহ প্রদানকারী মাস্টার দাতা ভব যেরকম বাবাকে দয়াবান, মাসীফুল বলা হয়, সেইরকম তোমরা বাচ্চারাও হলে মাস্টার দয়াবান। যারা দয়াবান হয়, তারাই কল্যাণ করতে পারে, অকল্যাণ করা আত্মাকেও ক্ষমা করতে পারে। তারা মাস্টার স্নেহের সাগর হয়, তাদের কাছে স্নেহ বিনা আর কিছুই থাকে না। বর্তমান সময়ে সম্পত্তির থেকেও বেশী প্রয়োজন হল স্নেহের, এইজন্য মাস্টার দাতা হয়ে সবাইকে স্নেহ দিতে থাকো। কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায়।

স্লোগানঃ:- তীব্র পুরুষার্থী হওয়ার ইচ্ছা যদি থাকে তাহলে যেখানেই চাইবে সেখানেই রাস্তা পেয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;